

Presented by: BANGLA HADITH
Web: <http://www.hadithbd.com>



ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)

মুসলিম শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বাংলা হাদিস

মুসলিম শরীফ (৩য় খণ্ড)
ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)
সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৯২

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯৫
ইফা প্রকাশনা : ১৬৭৯/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩
ISBN : 989-06-0008-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯১
তৃতীয় সংস্করণ
মে ২০০৪

চতুর্থ সংস্করণ
জুন ২০১০
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
জমাদিউস সানি ১৪৩১

প্রকাশক
নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৫ ফকিরাপুল (১ম লেন), ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল ওদুদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ২৩০.০০ টাকা

MUSLIM SHARIF (3rd Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al Kushaire An Nishapuri (Rh), translated and edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
June 2010

Website : www.islamicfoundation-org.bd.
E-mail : islamicfoundation@yahoo.com
Price : Tk 230.00; US Dollar : 7.00

মহাপরিচালকের কথা

মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) মুসলিম শরীফের এ সংকলন প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবীড়ভাবে যাচাই বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি ছাড়া) তাঁর সহীহ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরী‘আতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যাবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরী‘আতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো তাতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় হাদীসগুলো বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরী‘আতের মৌলিক দু’টি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এ সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এ গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত মध्येই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলিমদের দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এক্ষণে এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রম কবুল করুন এবং পবিত্র হাদীস ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন।
আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী-পবিত্র কুরআনের পর মহানবী ﷺ -এর বাণী-পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী ﷺ -এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এইসব হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

ইমাম মুসলিম (র) তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেজ আবু বকর আল খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস সম্বলিত (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই ‘সহীহ’ সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ পর্যন্ত এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হননি। তাই যুগে যুগে এটি গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে ইমাম মুসলিম (র) বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্ম, তাহরাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিক- ভাবে বিন্যাস করেন এবং অতি সহজভাবে আন্তঃঅধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস সূত্র এবং ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনুন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার তৃতীয় খণ্ডের পুনঃ সম্পাদনাকৃত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করলাম। চতুর্থ সংস্করণকালে এটি পুনঃ সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট মুহাদিস হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহের আমরা সচেষ্ট রয়েছি। এবার পাঠক মহলের ক্রয়ের সুবিধার্থে পুস্তকটি সাত খণ্ডের স্থলে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে মহানবী ﷺ -এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তাওফীক দিন। আমীন।

নুরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

সূচিপত্র

অধ্যায় : সিয়াম	১৩-১০২
রমযান মাসের ফযীলত	১৩
রমযানের আগের এক বা দু'দিন রোযা না রাখার নির্দেশ	১৮
মাসউ নত্রিশ দিনেও হয়	১৯
প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্য তাদের চাঁদ দেখা তাদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, অন্য দেশী মানুষের জন্য নয়। সুতরাং কোন দেশের লোক যদি চাঁদ দেখে, তবে এ হুকুম তাদের থেকে দূরবর্তী দেশীয় লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না	২১
চাঁদ বড়-ছোট হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য নয়। দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ তাকে বর্ধিত আকারে উদিত করেন। যদি চাঁদ মেঘে ঢেকে যায় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা হবে	২২
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী 'ঈদের দু মাসই হ্রাস পায় না'	২৩
সুবহে সাদিকের পূর্বে পানাহার করা বৈধ; তবে সুবহে সাদিকের সাথে সাথেই সাওম আরম্ভ হয়ে যায়। কুরআনে বর্ণিত 'ফজর' এর ব্যাখ্যা, যার সাথে সওমের সূচনা এবং ফজরের সালাতের সময় শুরু হয় প্রভৃতি বিধি-বিধান সম্পৃক্ত	২৩
সেহরীর ফযীলত, সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব, সেহরী বিলম্বে খাওয়া এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব	২৮
সাওমের সময় পূর্ণ হওয়া এবং দিবস সমাপ্ত হওয়া	৩০
সাওমে বিসাল বা রাতেও পানাহার করে অবিরত সাওম পালন করা নিষিদ্ধ	৩২
যার কামোদ্দীপনা জাগে না সাওমের অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া তার জন্য হারাম নয়	৩৫
জানাবাত অবস্থায় কারো প্রভাত হলে তার সাওম শুদ্ধ হবে	৩৮
রমযানের দিনে সাওমরত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা কঠোর হারাম। কেউ যদি এ ধরনের কাজ করে তবে তার উপর বড় ধরনের কাফ্ফার ওয়াজিব। চাই সে বিত্তশালী হোক বা বিত্তহীন। তবে বিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে যখন সম্ভব হয় তখন এ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে	৪১
অবৈধ নয় এমন কাজে রমযান মাসে সফরকারী ব্যক্তির জন্য সাওম পালন করা এবং ইফতার করা উভয়ই জায়য যদি দুই বা ততোধিক মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে সফর করা হয়; অবশ্য ক্ষমতাবান ব্যক্তির জন্য সাওম পালন করা উত্তম এবং অক্ষম ব্যক্তির জন্য সওম হতে বিরত থাকা উত্তম	৪৪
হাজীদের জন্য আরাফার দিন আরাফাতের ময়দানে সিয়াম পালন না করা মুস্তাহাব	৫৩
আশূরা দিবসে সিয়াম পালন করা	৫৪
আশূরায় কোনদিন রোযা রাখা হবে	৬২
আশূরার দিন কেউ ভোরে খেয়ে ফেললে অবশিষ্ট সময় সে পানাহার থেকে বিরত থাকবে	৬৩
দু'ঈদের দিনে সিয়াম পালন করা হারাম	৬৪
আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন করা হারাম	৬৬
নিয়মিত সাওম পালনের দিনে না পড়লে শুধু জুম'আর দিন সিয়াম পালন করা মাকরুহ	৬৭

(ছয়)

আল্লাহ তা'আলার বাণী : 'যারা সাওম পালন করতে সক্ষম তাদের জন্য ফিদয়া হচ্ছে মিসকীদের খাদ্য দান'-এই নির্দেশ রহিত	৬৮
যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করেনি ওয়ের কারণে যথা-রোগ, সফর ও মাসিক ঋতু ইত্যাদি তবে তার জন্য রমযানের কাযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করা জায়েয	৬৮
মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাওমের কাযা আদায় করা	৭০
সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে যদি খাবার জন্য আহ্বান করা হয় এবং সে সাওম ভাঙ্গার ইচ্ছা না করে অথবা যদি তাকে গালমন্দ করা হয় বা তার সাথে কেউ ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয় তখন তার জন্য বলা মুস্তাহাব যে, আমি সিয়াম পালন করছি	৭৩
সিয়ামের ফযীলত	৭৩
ক্ষতিগ্রস্ত না হলে এবং হক নষ্ট না হলে জিহাদের অভিযানে সামর্থ্যবান ব্যক্তির সিয়াম পালন করার ফযীলত	৭৬
নফল সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে সাওমের নিয়্যত করা বৈধ; নফল সাওম পালনকারী ব্যক্তির জন্য বিনা ওযরে সাওম ভঙ্গ করা জাযিয়। অবশ্য সাওম পূর্ণ করা তার জন্য উত্তম	৭৬
ভুলক্রমে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্যোগে সাওম ভঙ্গ হবে না	৭৮
রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও নবী (সা)-এর সাওম পালন এবং কোন মাস সাওম পালন থেকে খালি না থাকা মুস্তাহাব	৭৮
যে ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা কারো হক নষ্ট করার আশংকা থাকে অথবা উভয় ঈদ ও তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে সাওম ছাড়ে না এরূপ ব্যক্তির পক্ষে সারা বছর সাওম পালন করা নিষেধ এবং একদিন সাওম পালন করা ও একদিন পালন না করার ফযীলত	৮২
প্রতিমাসে তিন দিন, আরাফাতের দিন, আশুরার দিন, সোম ও বৃহস্পতিবার সাওম পালনের ফযীলত	
শাবান মাসের সাওম	৮৯
মুহাররমের সাওমের ফযীলত	৯৩
রমযানের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখার ফযীলত	৯৪
লায়লাতুল কদরের ফযীলত, এর অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহ দান, তা কখন হবে তার বর্ণনা এবং তার অনুসন্ধানের আশাব্যঞ্জক সময়	৯৫
অধ্যায় : ইতি'কাফ	১০৩-১০৬
রমযানের শেষ দশকে (ইবাদতের জন্য) সচেষ্টিত হওয়া	১০৫
যিলহজ্জ মাসের (প্রথম) দশকের রোযা	১০৬
অধ্যায় : হজ্জ	১০৭
হজ্জ ও উমরার ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের পোশাক পরিধান করা জায়েয ও কি ধরনের পোশাক নাজায়েয এবং ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ	১০৭
হজ্জের মীকাতসমূহের বর্ণনা	১১২
তালবিয়ার বর্ণনা এবং এর সময়	১১৫
মদীনাবাসীদেরকে যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে	১১৭
দু' রাক'আত সালাত আদায়ের পর কোন ব্যক্তির উট যখন মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তখনই ইহরাম বাঁধা উত্তম	১১৮

(সাত)

ইহরামের পূর্বে দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং তাতে মিশক ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং আর সুগন্ধির ঝিলিক অবশিষ্ট থাকা দূষণীয় না হওয়া	১২০
হজ্জ, উমরা অথবা উভয় উদ্দেশ্যে ইহরামকারীর জন্য স্থলের হালাল জন্তু অথবা যে জন্তু মূলত স্থলের, তা শিকার করা নিষিদ্ধ	১২৫
হারাম এবং হারামের বাইরে ইহরাম কিংবা ইহরামমুক্ত অবস্থায় কোন কোন জন্তু হত্যা করা জায়েয	১৩৩
কোন অসুবিধার কারণে ইহরাম অবস্থায় মাথা কামানো জায়েয, মাথা কামালে ফিদ্যা দেয়া ওয়াজিব এবং ফিদয়ার পরিমাণ	১৩৭
ইহরাম অবস্থায় চোখের চিকিৎসা করান জায়েয	১৪১
মুহরিম ব্যক্তির জন্য শরীর ও মাথা ধৌত করা জায়েয	১৪২
ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তার বিধান	১৪৩
রোগ-ব্যাদি বা অন্য কোন অক্ষমতার কারণে শর্ত সাপেক্ষে ইহরাম বাঁধা জায়েয	১৪৭
হায়েয-নিফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জায়েয এবং ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব	১৪৮
ইহরামের প্রকারভেদ, ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা জায়েয, একত্রে উমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধাও জায়েয এবং কিরান হজ্জ পালনকারী কখন ইহরামমুক্ত হবে?	১৪৯
নবী ﷺ-এর হজ্জের বিবরণ	১৬৮
ইহরামকে সংযুক্ত করা জায়েয। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বলল, আমি অমুক ব্যক্তির ইহরাম-এর অনুরূপ ইহরাম বাঁধলাম। এ ক্ষেত্রে তার ইহরাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইহরামের অনুরূপ হবে	১৭৮
তামাত্তু হজ্জের বৈধতা	১৮১
তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব, যে ব্যক্তি এর সামর্থ্য না রাখে, সে হজ্জের অনুষ্ঠান চলাকালে তিন দিন এবং বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন সাওম পালন করবে	১৮৬
কিরান হজ্জ সমাপনকারী ইফরাদ হজ্জ সম্পাদনকারীর সাথেই ইহরাম খুলতে পারবে, তার আগে নয়	১৮৮
অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে ইহরাম খোলা জায়েয, কিরান হজ্জের বৈধতা এবং কিরান হজ্জকারীর কেবল এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করা প্রসঙ্গ	১৮৯
ইফরাদ ও কিরান হজ্জ	১৯২
হাজীদের জন্য তাওয়াফে কুদূম, অতঃপর সাঈ মুস্তাহাব	১৯৩
উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীর জন্য তাওয়াফের পরে সাঈর পূর্বে ইহরাম খোলা জায়েয নয়। হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামকারীও তাওয়াফে কুদূমের পর ইহরাম খুলতে পারবে না। কিরান হজ্জকারীর হুকুমও অনুরূপ	১৯৪
হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করা জায়েয	১৯৯
ইহরাম বাঁধার সময় কুরবানীর পশুর কুঁজের কিছু অংশ ফেঁড়ে দেওয়া এবং গলায় মালা পরানো	২০২
পরিচ্ছেদ	২০২
উমরা পালনকারীর জন্য মাথার চুল খাটো করা জায়েয, মাথা মুড়ানো ওয়াজিব নয়; মারওয়া পর্বতের নিকট মাথা মুগুন বা চুল খাটো করা মুস্তাহাব	২০৪
হজ্জ তামাত্তু ও কিরান উভয়ই জায়েয	২০৪
নবী ﷺ-এর উমরার সংখ্যা ও সময়	২০৭
রমযান মাসের উমরার ফযীলত	২০৯
উচ্চ গিরিপথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ, নিম্নপথ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান এবং যে পথ দিয়ে শহর থেকে বের হয়েছে তা বিপরীত পথ দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা মুস্তাহাব	২১০

(আট)

মক্কায় প্রবেশের সংকল্প করলে যি-তুওয়াতে রাত যাপন করা এবং গোসল করে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব	২১১
উমরার তাওয়াফে এবং হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রামাল (দ্রুত পদক্ষেপে অতিক্রম) করা মুস্তাহাব	২১২
তাওয়াফের সময় দুই রুকনে ইয়ামানীতে চুষন করা মুস্তাহাব, অপর দুই (শামী) রুকন ব্যতীত	২১৫
তাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদ চুষন করা মুস্তাহাব	২১৭
উট ও অন্যান্য সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করা এবং আরোহীর জন্য লাঠি ইত্যাদির সাহায্যে পাথর স্পর্শ করা জায়েয	২১৯
সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো (সাদ্দি) হজ্জের অন্যতম রুকন, এ ছাড়া হজ্জ শুদ্ধ হয় না	২২১
সাদ্দি একাধিকবার করতে হবে না	২২৫
কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ পালনকারীর তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব	২২৫
আরাফাত দিবসে মিনা থেকে আরাফাত যাওয়ার পথে তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ করার বর্ণনা	২২৮
আরাফাত থেকে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন এবং মুযদালিফায় এই রাতের মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা মুস্তাহাব	২২৯
কুরবানীর দিন, মুযদালিফায় ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই ফজরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব	২৩৪
দুর্বল ও বৃদ্ধদের, বিশেষত মহিলাদের ভোর রাতে রাস্তায় ভিড় হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফা থেকে মিনায় পাঠানো এবং অন্যদের ফজর পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা মুস্তাহাব	২৩৫
মক্কা মুআজ্জামাকে বাঁ পাশে রেখে উপত্যকার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবার কাঁকর নিক্ষেপ করা হবে এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা	২৩৯
কুরবানীর দিন সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় জামরাতুল আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব এবং নবী ﷺ-এর বাণী : আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও	২৪১
জামরায় নিক্ষিপ্ত পাথর ক্ষুদ্র হওয়া মুস্তাহাব	২৪২
পাথর নিক্ষেপের জন্য মুস্তাহাব সময়	২৪৩
জামরায় প্রতিবার সাতটি করে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করবে	২৪৩
চুল ছাঁটার চেয়ে কমানো উত্তম এবং ছাঁটাও জায়েয	২৪৩
কুরবানীর দিন সুন্নাতসম্মত নিয়ম এই যে, প্রথমে (জামরায়) কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে, তারপর কুরবানী করতে হবে, তারপর মাথা মুণ্ডন করতে হবে এবং তা ডান পাশ থেকে শুরু করতে হবে	২৪৬
পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করা, কুরবানী ও পাথর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুড়ানো এবং এসবের আগে তাওয়াফ করা জায়েয প্রসঙ্গ	২৪৭
কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করা উত্তম	২৫০
বিদায়ের দিন আল-মুহস্সারে অবতরণ এবং সেখানে যোহর ও পরের ওয়াক্তের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব	২৫১
আয়্যামে তাশরীকের রাতগুলো মিনায় অতিবাহিত করা ওয়াজিব; পানি বিতরণকারীগণ এই নির্দেশের বহির্ভূত	২৫৪
পানি পান করানোর ফযীলত, ভিত্তিদের প্রশংসা করা এবং (যমযমের) পানি পান করা মুস্তাহাব	২৫৪
কুরবানীর গোশত, চামড়া ও উটের পিঠে ব্যবহৃত বস্ত্র-খয়রাত করা এবং এসব দিয়ে কসাইর পারিশ্রমিক পরিশোধ না করা	২৫৫
ভাগে কুরবানী দেওয়া জায়েয এবং একটি উট অথবা গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়	২৫৬

(নয়)

উটকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পা বেঁধে কুরবানী করা মুস্তাহাব	২৫৮
যে নিজে (মক্কায়) যেতে ইচ্ছা রাখে না, তার পক্ষে কুরবানীর পশু হারাম শরীফে পাঠানো ও গলায় মালা পরানো এবং মালা পাকানো মুস্তাহাব। আর এতে সে ইহরামকারী হয়ে যাবে না এবং এ কারণে তার উপর (ইহরামধারীদের মত) কোন কিছু হারাম হবে না	২৫৯
প্রয়োজনবোধে কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করা জায়েয	২৬২
কুরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে কি করতে হবে?	২৬৪
বিদায়ী তাওয়াফ বাধ্যতামূলক, কিন্তু ঋতুমতী মহিলার ক্ষেত্রে তা পরিত্যাজ্য	২৬৬
হজ্জ পালনকারী ও অন্যান্যের জন্য কা'বাঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং সালাত আদায় করা, এর সকল পার্শ্বে দু'আ করা মুস্তাহাব	২৬৯
কা'বা ঘর ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণ	২৭৪
বিকলাঙ্গ, বার্ধক্য ইত্যাদির কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হতে অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ সম্পাদন	২৮০
নাবালকের হজ্জ করা জায়েয এবং যে ব্যক্তি তাকে নিয়ে হজ্জ করে, তার সাওয়াব	২৮১
জীবনে একবার হজ্জ পালন ফরয	২৮২
মাহরামের সঙ্গে মহিলাদের হজ্জ বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় সফর করা	২৮২
হজ্জের সফরে বা অন্য কোন সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহণকালীন দু'আ পড়া মুস্তাহাব এবং এর উত্তম দু'আর বর্ণনা	২৮৭
হজ্জের সফর ইত্যাদি থেকে প্রত্যাবর্তন করে যে দু'আ পড়তে হয়	২৮৮
হজ্জ, উমরা ইত্যাদি সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে যুল-হুলায়ফার বাতহা নামক স্থানে অবতরণ ও সালাত আদায় করা মুস্তাহাব	২৮৯
মুশরিকরা বায়তুল্লায় হজ্জ করবে না, উলঙ্গ ব্যক্তি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে না এবং হজ্জের মহান দিনের বর্ণনা	২৯১
আরাফাত দিবসের ফযীলত	২৯২
হজ্জ ও উমরার ফযীলত	২৯২
হাজীদের মক্কায় যাত্রাবিরতি দেওয়া এবং এখানকার বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারিত্ব	২৯৩
হজ্জ ও উমরা সমাপনান্তে মুহাজিরগণের মক্কায় অনধিক তিন দিন অবস্থান জায়েয	২৯৫
মক্কার হরম হওয়া, হরমের অভ্যন্তরে শিকার করা এখানকার গাছপালা উপড়ানো ও ঘাস কাটা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ	২৯৬
নিম্প্রয়োজনে মক্কা শরীফে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ	২৯৯
মক্কায় ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশ জায়েয	৩০০
মদীনা শরীফের ফযীলত, এই শহরে বরকত দানের জন্য নবী ﷺ-এর দু'আ, মদীনা ও হারামের মর্যাদা এবং এখানে শিকার ও এখানকার গাছপালা কর্তন নিষিদ্ধ ও মদীনার হারামের সীমা	৩০১
মদীনায় বসবাসের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং এখানকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে দৈর্যধারণের ফযীলত	৩১৩
প্লেগ ও দাজ্জালের প্রবেশ থেকে মদীনা সুরক্ষিত	৩১৪
মদীনা নিজের মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিস বের করে দেবে এবং মদীনার অপর নাম 'তাবা' ও 'তায়্যিবা'	৩১৫
মদীনাবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করা নিষিদ্ধ এবং যে তাদের ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ তাকে গলিয়ে দেবেন	৩১৭
শহর ও জনপদের বিজয় সত্ত্বেও মদীনায় বসবাসে উৎসাহিত করা	৩১৮

(দশ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী : লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে-মদীনা কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও	৩১৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওয়া ও তাঁর মিস্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত এবং মিস্বারের ফযীলত	৩২০
উহুদের ফযীলত	৩২১
মক্কা ও মদীনার মসজিদদ্বয়ে সালাত আদায়ের ফযীলত	৩২২
তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা	৩২৬
যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়া উপর প্রতিষ্ঠিত তার বর্ণনা এবং তা হল মদীনায় মসজিদে নববী	৩২৭
কুবা মসজিদের ফযীলত এবং তাতে সালাত আদায় ও তা যিয়ারতের ফযীলত	৩২৭
অধ্যায় : বিবাহ	৩৩০
দৈহিক ও আর্থিক দিক থেকে সমর্থ ব্যক্তির বিবাহ করা মুস্তাহাব আর্থিক অসচ্ছল ব্যক্তি রোযা রাখবে	৩৩০
কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হলে সে যেন তার স্ত্রীর অথবা ক্রীতদাসীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়	৩৩৩
মুত'আ বিবাহ-তা বৈধ ছিল, পরে তা বাতিল করা হয়, তারপর বৈধ করা হয়, আবার বাতিল করা হয় এবং এখন কিয়ামত পর্যন্ত তার অবৈধতা বলবৎ থাকবে	৩৩৪
কোন মহিলাকে তার ফুফুর কিংবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম	৩৪৩
ইহরামধারী ব্যক্তির বিবাহ করা হারাম এবং তার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া দূষণীয়	৩৪৬
একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া নিষেধ, প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনুমতি দেয় বা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে	৩৪৮
শিগার বিবাহ হারাম ও তা বাতিল	৩৫১
বিবাহের শর্তাবলী পূর্ণকরণ	৩৫২
পূর্ব বিবাহিতার মৌখিক সম্মতি গ্রহণ এবং কুমারীর নীরবতা সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হবে	৩৫৩
শাওয়াল মাসে বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া মুস্তাহাব এবং এই মাসে স্ত্রীর সহিত মিলনও মুস্তাহাব	৩৫৬
কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে বিবাহের পূর্বে তার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় এক নজর দেখে নেওয়া উত্তম	৩৫৭
মাহর প্রসঙ্গ-কুরআন শিক্ষা দেওয়া, লোহার আংটি ইত্যাদি বস্তু কম বা বেশি মাহর হতে পারে এবং যার জন্য কষ্টকর না হয় তার জন্য পাঁচশত দিরহাম মাহর দেওয়া মুস্তাহাব	৩৫৮
দাসী আযাদ করে তাকে বিবাহ করার ফযীলত	৩৬১
যায়নাব বিনত জাহশকে বিবাহ করা, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়া এবং বিবাহের অলীমা সাবিত প্রসঙ্গ	৩৬৬
দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার নির্দেশ	৩৭২
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামীকে বিবাহ করে এবং সে তার সাথে সহবাস করে এবং তারপর তাকে তালাক দেয় এবং তার ইদ্দত শেষ হয়	৩৭৬
মিলনের প্রাক্কালে যা পাঠ করা মুস্তাহাব	৩৭৮
মলদ্বার ব্যতীত স্ত্রীর সম্মুখ বা পশ্চাদ দিক থেকে সঙ্গম করা জায়েয	৩৭৯
স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ	৩৮০
স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ	৩৮১
আযলের হুকুম	৩৮২
গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিণী দাসীর সাথে সংগম করা হারাম	৩৮৭
'গীলা' অর্থাৎ স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগমের বৈধতা এবং আযল মাকরুহ হওয়া প্রসঙ্গে	৩৮৭

(এগার)

অধ্যায় : দুধপান	৩৯০
ইসতিবারার পর যুদ্ধবন্দির সাথে সংগম করা জায়েয এবং তার স্বামী বর্তমান থাকলে সে বিবাহ বাতিল	৪০৩
সন্তান বিছানার অধিপতির এবং সন্দেহ পরিহার	৪০৪
কায়ফ কর্তৃক পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক নিরূপণ	৪০৬
পূর্বে অবিবাহিতা ও বিবাহিতা স্ত্রী বাসর ঘর উদ্যাপনের পর স্বামীর সাথে থাকার ব্যাপারে কি পরিমাণ সময় লাভের অধিকারিণী	৪০৭
রাত যাপনে স্ত্রীদের মাঝে পালাবন্টন ও প্রত্যেকের কাছে একরাত পরের দিবাভাগ সহ অবস্থান করা সুন্নাত	৪০৯
সতীনকে নিজের পালা হেবা করা বৈধ	৪১০
দীনের মানদণ্ডে বিবাহের জন্য কন্যা পসন্দ করা মুস্তাহাব	৪১২
কুমারী বিবাহ করা মুস্তাহাব	৪১৩
মহিলাদের সম্পর্কে অসীয়াত	৪১৭
অধ্যায় : তালাক	৪২০
সম্মতি ব্যতীত ঋতুমতীকে তালাক প্রদান হারাম, যদি তালাক দেয় তবে তালাক হয়ে যাবে এবং তালাক প্রদানকারীকে রাজ'আতের নির্দেশ দিতে হবে	৪২০
তিন তালাক প্রসঙ্গ	৪২৯
তালাকের নিয়্যত না করে স্ত্রীকে 'হারাম' সাব্যস্ত করলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে	৪৩০
ইখতিয়ার প্রদান করলে তালাকের নিয়্যত ছাড়া তালাক হবে না	৪৩৩
বায়িন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য খোরপোষ নেই	৪৪৯
বায়িন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং বিধবার জন্য ইদত পালনকালে প্রয়োজনে দিনের বেলায় ঘরের বাইর যাওয়া জায়েয	৪৫৯
বিধবা ও অন্যান্য তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সন্তান প্রসবের সাথে সাথে ইদতপূর্ণ হওয়া	৪৫৯
স্বামীর মৃত্যুকালীন ইদতে বিধবা স্ত্রীকে শোক পালন করা ওয়াজিব এবং অন্যান্যদের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হারাম	৪৬১
অধ্যায় : লি'আন	৪৬৮-৪৮০
অধ্যায় : দাসমুক্তি	৪৮১-৪৯২
মুক্তদাসে অভিভাবকত্ব হবে মুক্তিদাতার জন্য	৪৮৩
ওয়ালা বিক্রি কিংবা হেবা করা নিষিদ্ধ	৪৮৮
মুক্তদাসের জন্য তার মুক্তিদাতা ব্যতীত অন্য কাউকে মাওলা বানানো হারাম	৪৮৯
ক্রীতদাস মুক্ত করার ফযীলত	৪৯১
পিতাকে মুক্ত করার ফযীলত	৪৯২

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	সদস্য
৫. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	সদস্য
৬. মাওলানা রুহুল আমীন খান	সদস্য
৭. মাওলানা এ, কে, এম আবদুস সালাম	সদস্য
৮. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	সদস্য সচিব

كِتَابُ الصِّيَامِ

অধ্যায় : সিয়াম

১- بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

১. পরিচ্ছেদ : রমযান মাসের ফযীলত

২৩৬৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ-

২৩৬৬. ইয়াহইয়া ইবন আয্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রমযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলবন্দী করা হয়।

২৩৬৭- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُحْتُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ-

২৩৬৭. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান আরম্ভ হলে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়।

২৩৬৮- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالْحُلُو أَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ بِمِثْلِهِ-

২৩৬৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও হুলওয়ানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রমযান আসে..... এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২-بَابُ وَجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أَكْمِلْتَ عِدَّةَ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

২. পরিচ্ছেদ : চাঁদ দেখার পর সওম ফরয এবং চাঁদ দেখার পর ঈদ করা ফরয; মাসের প্রথম ও শেষ তারিখে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে ত্রিশ দিনে মাস পূর্ণ হবে

২৩৬৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدَرُوا لَهُ.

২৩৬৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা চাঁদ না দেখে সওম পালন করো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতার (ঈদ) করো না। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

২৩৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ ابْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطَرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدَرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ.

২৩৭০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের কথা আলোচনা করলেন। তারপর তিনি তাঁর উভয় হাতদ্বারা ইংগিত প্রদান করে বললেন, মাস তো এতো দিনে আর এতো দিনে হয়। তৃতীয় দফায় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলীটি বন্ধ করে নিলেন। এরপর বললেন, তোমরা চাঁদ দেখে সওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

২৩৭১- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدَرُوا ثَلَاثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ.

২৩৭১. ইবন নুমায়র (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন, যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। হাদীসটি আবু উসামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

২৩৭২- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ فَاقْدَرُوا لَهُ وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثِينَ.

২৩৭২. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের কথা আলোচনা করে বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। এ সময় তিনি তাঁর দু' হাতের আঙ্গুলদ্বারা ইংগিত

করে বললেন, মাস এতো দিনে হয়, মাস এতো দিনে হয়, মাস এতো দিনে হয়। তারপর বললেন, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর। কিন্তু ত্রিশ দিনের কথা উল্লেখ করেননি।

২৩৭৩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

২৩৭৩. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে সওম আরম্ভ করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতার (ঈদ) করবে না। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তবে সংখ্যা পূর্ণ করবে।

২৩৭৪- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عُلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

২৩৭৪. হুমায়দ ইবন মাসআদা বাহিলী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। যখন চাঁদ দেখবে তখন তোমরা সওম আরম্ভ করবে এবং যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন ইফতার (ঈদ) করবে। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে (মাস) পূর্ণ করবে।

২৩৭৫- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

২৩৭৫. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন চাঁদ দেখবে, তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে, তখন ইফতার (ঈদ) করবে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

২৩৭৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغْمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

২৩৭৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাস উনত্রিশ রাত্রি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাই

তোমরা চাঁদ না দেখে সওম আরম্ভ করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফতার (ঈদ) করবে না। হ্যাঁ, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকে। যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে তবে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে।

২৩৭৭- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَبَضَ ابْنَاهُ فِيهِ التَّالِثَةَ.

২৩৭৭. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয়বারে তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীটি বন্ধ করে রাখলেন।

২৩৭৮- حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْأَشْيَبِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

২৩৭৮. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

২৩৭৯- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا.

২৩৭৯. সাহল ইবন উসমান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ। প্রথম তিনি দশ আঙ্গুলে, দ্বিতীয়বার দশ আঙ্গুলে এবং তৃতীয়বার নয় আঙ্গুল ইশারা করলেন।

২৩৮০- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِمَا وَنَقَصَ فِي الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ ابْنَهُمَ الْيُمْنَى أَوْ الْيُسْرَى.

২৩৮০. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাস এতে দিনে, এতো দিনে এবং এতো দিনে হয়ে থাকে; তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এবং আঙ্গুলগুলো উঠিয়ে রাখলেন। তারপর তৃতীয়বার ইংগিত করার সময় ডান অথবা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুটিয়ে রাখলেন।

২৩৮১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكَسَرَ الْأَبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ وَطَبَّقَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

২৩৮১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। এ সময় বর্ণনাকারী শু'বা (র) তাঁর উভয় হাতদ্বারা তিনবার ইংগিত করলেন এবং তৃতীয়বার একটি বৃদ্ধাঙ্গুল গুটিয়ে রাখলেন। উকবা বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, মাস ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। এ সময় তিনি তাঁর উভয় হস্ত তিনবার মিলিয়ে ইংগিত করলেন।

২২৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَنَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْأَبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَغْنَى تَمَامَ ثَلَاثِينَ.

২৩৮২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশশার (র)..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মী জাতি। লিখতে জানি না, হিসাব-নিকাশও করতে জানি না। তবে মাস একরূপ, একরূপ ও একরূপ। তৃতীয়বার ইংগিতের সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুটিয়ে নেন। এরপর (আবার বললেন) মাস একরূপ, একরূপ ও একরূপ। অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিনে।

২২৮৩- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي ثَلَاثِينَ.

২৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে দ্বিতীয় মাসটি ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে, এ কথাটি এ হাদীসে উল্লেখ নেই।

২২৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَا يَدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرَ مَرَّتَيْنِ وَهَكَذَا فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلَّهَا وَحَسِبَ أَوْخَنَسَ ابْهَامَهُ.

২৩৮৪. আবু কামিল জাহদারী (র)..... সা'দ ইব্ন 'উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন 'উমর (রা) এক ব্যক্তির নিকট শুনলেন, তিনি বলছেন, এ রাত অর্ধমাসের রাত। তখন তিনি তাকে বললেন, কিসে তোমাকে জানালো এ রাত অর্ধমাসের রাত? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি দুইবার দুই হাতের দশ আঙ্গুল দিয়ে ইংগিত করে বললেন, মাস এতো দিনে হয়, মাস এতো দিনে হয়। এরপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলীটিকে গুটিয়ে রেখে তৃতীয়বার বললেন, মাস এভাবেও হয়ে থাকে।

২২৮৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي هَيْمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

২৩৮৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার (ঈদ) করবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে ত্রিশ দিন সিয়াম পালন করবে।

২৩৮৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

২৩৮৬. আবদুর রহমান ইবন সাল্লাম জুমাহী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে। যদি মেঘে আকাশ ঢেকে যায়, তবে সংখ্যা পূর্ণ করবে।

২৩৮৭- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.

২৩৮৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চাঁদ দেখে সওম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে ত্রিশ দিন পূরা করবে।

২৩৮৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهَيْلَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.

২৩৮৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নূতন চাঁদের কথা আলোচনা করে বলেন, তোমরা যখন চাঁদ দেখবে তখন সওম আরম্ভ করবে এবং যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার (ঈদ) করবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

৩- بَابُ لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

৩. পরিচ্ছেদ : রমযানের আগের এক বা দু'দিন রোযা না রাখার নির্দেশ

২৩৮৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

২৩৮৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রমযানের একদিন বা দুইদিন পূর্বে (নফল) সওম পালন করবে না। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি এ সময় সওম পালন করতে অভ্যস্ত থাকে, তবে সে সওম পালন করতে পারে।

২৩৯০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২৩৯০. ইয়াহইয়া ইবন বিশর হুরায়রী, ইবন মুসান্না ও ইবন আবু উমর এবং যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪- بابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

৪. পরিচ্ছেদ : মাস উনত্রিশ দিনেও হয়

২৩৯১. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عَرُوءَةٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعْدَهُنَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ بَدَأَبِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعْدَهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

২৩৯১. আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ শপথ করলেন যে, তিনি একমাস পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীদের কাছে যাবেন না। যুহরী (র) উরওয়া (র)-এর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যখন উনত্রিশ রাত্র অতিবাহিত হয়ে গেল, আমি তা হিসাব রাখছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং আমার থেকেই আরম্ভ করলেন। এ সময় আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো একমাস পর্যন্ত আমাদের নিকট না আসার শপথ করেছেন অথচ আপনি উনত্রিশ তারিখের পরই চলে এলেন, আমি তো গুণে রেখেছি। তখন তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

২৩৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَقَالَ إِنَّمَا الشَّهْرُ وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ اصْبِعًا وَاحِدَةً فِي الْآخِرَةِ.

২৩৯২. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এরপর ঊনত্রিশ দিন পর তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। আমরা বললাম, আজ তো ঊনত্রিশতম দিবস। তখন তিনি তাঁর উভয় হাত দিয়ে তিনবার ইশারা করে শেষবার একটি আঙ্গুল গুটিয়ে রেখে বললেন, মাস তো এভাবেও হয়ে থাকে।

২৩৯৩- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلَّهَا وَالثَّلَاثَةُ بِتِسْعٍ مِنْهَا.

২৩৯৩. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের থেকে এক মাসের জন্য পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর ঊনত্রিশতম দিবসে ভোরবেলা তিনি আমাদের নিকট আসলেন। কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ তো ঊনত্রিশতম দিনের ভোরবেলা। নবী ﷺ বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। এরপর নবী ﷺ উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুল খুলে দুইবার ইংগিত করলেন এবং তৃতীয়বার ইংগিত করলেন নয় আঙ্গুল দ্বারা।

২৩৯৪- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْرَاحٌ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

২৩৯৪. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর কতক স্ত্রীর নিকট একমাস পর্যন্ত যাবেন না বলে শপথ করলেন। এরপর যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তিনি সকাল বা বিকালে তাদের নিকট আগমন করলেন। তখন তাঁকে বলা হয়, হে আল্লাহর নবী! আপনি তো একমাস পর্যন্ত আমাদের নিকট আসবেন না বলে শপথ করেছিলেন। তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

২৩৯৫- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي هَيْمٍ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

২৩৯৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৩৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الْآخِرَى فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ اصْبَعًا.

২৩৯৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক হস্ত অপর হস্তের উপর মেরে বললেন, মাস এভাবে এভাবে হয়ে থাকে। তৃতীয়বার তিনি একটি আঙ্গুল গুটিয়ে রাখলেন।

২৩৯৭- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً.

২৩৯৭. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন, মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ-দশ, দশ ও নয় দিন।

২৩৯৮- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَازٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

২৩৯৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুহযায় (র)..... ইসমাইল ইবন আবু খালিদ (র) থেকে এ সনদে উপরোক্ত দুটো হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫- بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهَيْلَالَ يَبْلَدٍ لَا يَنْتَبِهُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعْدَ عَنْهُمْ

৫. পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্য তাদের চাঁদ দেখা তাদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, অন্য দেশী মানুষের জন্য নয়। সুতরাং কোন দেশের লোক যদি চাঁদ দেখে, তবে এ হুকুম তাদের থেকে দূরবর্তী দেশীয় লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না

২৩৯৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حَجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَأَسْتَهْلَ عَلَى رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهَيْلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نَكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَشَكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي.

২৩৯৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইব্ন আয্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফযল বিনত হারিস তাকে সিরিয়ায় মুআবিয়া (রা)-এর নিকট পাঠালেন। (কুরায়ব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তার প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে নিলাম। আমি সিরিয়া থাকা অবস্থায়ই রমযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমু'আর দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনাতে ফিরলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) আমার নিকট জিজ্ঞেস করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন দিন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, আমরা তো জুমু'আর দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজে দেখেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মু'আবিয়া (রা)-ও সওম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি বললাম, মু'আবিয়া (রা)-এর চাঁদ দেখা এবং তাঁর সওম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? তিনি বললেন, না, যথেষ্ট নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

৬- بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا اِعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهَلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدُهُ لِلرُّؤْيَا فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ.

৬. পরিচ্ছেদ : চাঁদ বড়-ছোট হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য নয়; দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ তাকে বর্ধিত আকারে উদিত করেন, যদি চাঁদ মেঘে ঢেকে যায় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করা হবে

২৪০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّا رَأَيْنَا الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ قُلْنَا لَيْلَةٌ كَذًا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَا فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ.

২৪০০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমরা করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং বাতনে নাখলা নামক স্থানে উপস্থিত হলাম, তখন আমরা (রমযানের) চাঁদ দেখতে পেলাম। এ সময় কেউ কেউ বলতে লাগলো, এ তো তিন তারিখের চাঁদ। আবার কেউ কেউ বলল এ তো দুই তারিখের চাঁদ। তারপর আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, আমরা তো চাঁদ দেখেছি কিন্তু আমাদের কেউ কেউ বলছে, এ তৃতীয় রাত্রির চাঁদ। আবার কেউ কেউ বলছে, এ দ্বিতীয় রাত্রির চাঁদ। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন রাত্রে চাঁদ দেখেছ? আমরা বললাম, অমুক অমুক রাত্রে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ একে বর্ধিত করে দিয়েছেন। মূলত এ ঐ রাত্রিরই চাঁদ যে রাত্রে তোমরা দেখেছ।

২৪০১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا

رَمَضَانَ وَنَحْنُ بَذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

২৪০১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... আবুল বাখতারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যাতু ইরক' নামক স্থানে অবস্থানকালে আমরা রমযানের চাঁদ দেখতে পেলাম। তখন আমরা এক ব্যক্তিকে ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট পাঠালাম, তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ পাঠানো আলহাদিথ ওয়াসান্না বলেছেন, চাঁদ দেখার সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলা তাকে বর্ধিত করে দিয়েছেন। চাঁদ যদি মেঘে ঢাকা থাকে, তবে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

৭- بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ

৭. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ পাঠানো আলহাদিথ ওয়াসান্না-এর বাণী - ঈদের দু' মাস হ্রাস পায় না

২৪.২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

২৪০২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু বাকরা (রা) সূত্রে নবী পাঠানো আলহাদিথ ওয়াসান্না থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঈদের মাস দু'টিতে ঘাটতি হয় না।^১ এ মাস দু'টি হল, রমযান ও যুলহিজ্জাহ।

২৪.২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ شَهْرًا عِيدٌ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

২৪০৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী পাঠানো আলহাদিথ ওয়াসান্না বলেছেন, ঈদের মাস দু'টি হ্রাস পায় না। খালিদের হাদীসে আছে, ঈদের মাস দুটো হল, রমযান ও যুলহিজ্জাহ।

৮- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَإِنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

৮. পরিচ্ছেদ : সুবহে সাদিকের পূর্বে পানাহার করা বৈধ; সুবহে সাদিকের সাথে সাথেই সওম আরম্ভ হয়ে যায়; কুরআনে বর্ণিত 'ফজর'-এর ব্যাখ্যা, যার সাথে সওমের সূচনা এবং ফজরের সালাতের সময় শুরু হওয়া প্রভৃতি বিধি-বিধান সম্পৃক্ত

২৪.৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

১. অর্থাৎ সওয়াব কমে না, যদিও দিন কম হয় এবং মাস উনত্রিশ দিনে শেষ হয়ে যায়।

قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وَسَادَتِي عِقَالَيْنِ عَقَالًا أَبْيَضَ وَعَقَالًا أَسْوَدَ
أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضُ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ
النَّهَارِ.

২৪০৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন
“তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ ভোরের
কালো রশ্মি হতে সাদা রশ্মি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে (অর্থাৎ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্ররেখা সুস্পষ্টরূপে তোমাদের
নিকট প্রতিভাত হয়)-নাযিল হল, তখন আদী (র) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বালিশের নিচে একটি
কালো ও একটি সাদা রংয়ের রশি রেখে দিয়েছি। যাতে এর দ্বারা আমি রাত্রি ও দিনের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি।
তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার বালিশ তো খুব চওড়া। এ-তো রাতের অন্ধকার এবং ভোরের আলো।

২৪.৫- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا
سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ فَيَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَبَيِّنَهُمَا حَتَّى
أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْفَجْرِ فَبَيَّنَ ذَلِكَ.

২৪০৫. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরি (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
“তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ
কালো রশ্মি (অর্থাৎ রাত্রির কৃষ্ণরেখা) হতে উষার সাদা রশ্মি (অর্থাৎ শুভ্ররেখা) সুস্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট
প্রতিভাত না হয়”-নাযিল হল, তখন লোকেরা একটি কালো এবং একটি সাদা রশি রাখত। তারা উভয় রশি
সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত খেতে থাকত। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ বাক্যটি নাযিল করে
বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দিলেন।

২৪.৬- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا
أَبُو غَسَّانٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُّوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدَهُمْ فِي
رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِثْيُهُمَا فَأَنْزَلَ
اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا أَنَّ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

২৪০৬. মুহাম্মদ ইবন সাহল তামীমী ও আবু বকর ইবন ইসহাক (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, যখন
“তোমরা
পানাহার কর যতক্ষণ কালো রশ্মি হতে সাদা রশ্মি পরিস্ফুট না হয় (অর্থাৎ উষার শুভ্র রেখা) সুস্পষ্টরূপে তোমাদের

নিকট প্রতিভাত না হয়”- নাযিল হ’ল, তখন লোকেরা সওম পালন করতে চাইলে প্রত্যেকেই দু’ পায়ে কালো ও সাদা সুতা বেঁধে নিত এবং সাদা ও কালো বর্ণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে থাকত। এরপর আল্লাহ তা‘আলা **مِنَ الْفَجْرِ** বাক্যটি নাযিল করলেন। তখন সকলেই জানতে পারল যে, সাদা ও কালো রেখার অর্থ হল, রাত (-এর অন্ধকার) ও দিন (-এর আলো)।

২৪.৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنْ بَلَآ يُوْذُنُ بَلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

২৪০৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিলাল (রা) রাত্রে আযান দেন। তোমরা ইব্ন উম্মে মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত পানাহার কর।

২৪.৮- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ بَلَآ يُوْذُنُ بَلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ مَكْتُومٍ.

২৪০৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, বিলাল (রা) রাত্রে আযান দেন। সুতরাং ইব্ন মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত পানাহার কর।

২৪.৯- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ بَلَآ يُوْذُنُ بَلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزَلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

২৪০৯. ইব্ন নুমায়র (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু’জন মুয়াযযিন ছিল—বিলাল (রা) এবং ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) যিনি ছিলেন অন্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিলাল তো রাত্রে আযান দেয় সুতরাং ইব্ন উম্মে মাকতূম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। রাবী বলেন, তাদের দু’জনের আযানের মধ্যে তেমন ব্যবধান ছিল না। শুধু এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, বিলাল (রা) নামতেন এবং ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) উঠতেন।

২৪১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

بِمِثْلِهِ.

২৪১০. ইব্ন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪১১-وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

২৪১১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ও ইবন মুসান্না (র)..... উবায়দুল্লাহ (র)-এর সূত্রে এ সনদে ইবন নুমায়রের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৪১২-وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابِرَهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعُنْ أَحَدًا مِنْكُمْ إِذَا نُبِلَالٌ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَقَالَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ. وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَجَ بَيْنَ اصْبَغِيهِ.

২৪১২. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান বা আহবান যেন তোমাদের কাউকে সেহরী থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে তো আযান দেয় বা আহবান করে রাতে, যাতে রাতের মুসল্লীরা বাড়ি ফিরে যায় এবং ঘুমন্ত লোকেরা জাগ্রত হয়। এরপর তিনি হস্ত উত্তোলন করত আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রেখে বললেন, ফজরের সময় এরূপ নয়। তারপর আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করে বললেন, যতক্ষণ না এরূপ হবে।

২৪১৩-وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَّسَهَا إِلَى الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ.

২৪১৩. ইবন নুমায়র (র)..... সুলায়মান তায়মী (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে যে, নবী ﷺ হাত উত্তোলন করে আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা অবস্থায় বললেন, এটা ফজরের সময় নয়। তারপর তিনি মাটির দিকে হাত নামিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি শাহাদাত অঙ্গুলীকে শাহাদাত অঙ্গুলীর উপর রেখে উভয় হাত সম্প্রসারিত করে বললেন, এ হ'ল ফজরের সময়।

২৪১৪-وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَنْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ وَقَالَ إِسْحَقُ قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنَّ يَقُولُ هَكَذَا يَعْنِي الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ فَاِلْمُسْتَطِيلُ.

২৪১৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... সুলায়মান তায়মী (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। মু'তামিরের হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী 'يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ' পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। তবে ইসহাক বলেন, জারীরের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইশারা করে বললেন, এ ফজরের সময় নয়; বরং ফজরের সময় হচ্ছে এই। অর্থাৎ পূর্বাকাশে বিস্তৃত রেখা প্রতিভাত হওয়ার সময় ফজরের ওয়াক্ত হয়; লম্বা রেখা উদ্ভাসিত হবার সময় নয়।

২৪১৫- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ لَا يَغْرُنَنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ.

২৪১৫. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, বিলালের আহবান যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়া থেকে ধোঁকায় না ফেলে এবং এ শুভ্র রেখাও; যতক্ষণ না তা বিস্তৃত হয়।

২৪১৬- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْرُنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا.

২৪১৬. যুহায়র ইবন হারব (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং এ শুভ্ররেখাও, যা সূর্যের মত দেখা যায়, যতক্ষণ না তা এভাবে বিস্তৃত হবে।

২৪১৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْرُنْكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأَفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

২৪১৭. আবুর রাবী যাহরানী (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান এবং আকাশ প্রান্তে এ লম্বা রেখা যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়ার ব্যাপারে ধোঁকায় না ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না এ শুভ্র রেখা পূর্বাকাশে এভাবে বিস্তৃত হয়। হাম্মাদ (র) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাতদ্বারা আড়াআড়িভাবে ইংগিত করেছেন।

২৪১৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْرُنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُ وَالْفَجْرُ أَوْ قَالَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

২৪১৮. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, বিলালের আযান এবং এ শুভরেখা যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সুবহে সাদিক সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

২৪১৯-وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَجْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ هَذَا.

২৪১৯. ইবনুল মুসান্না (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ আলোচনা করেছেন।

৯- بَابُ فَضْلِ السَّحُورِ وَتَأْكِدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفَطْرِ

৯. পরিচ্ছেদ : সেহরীর ফযীলত, সেহরী খওয়া মুস্তাহাব, সেহরী বিলম্বে খাওয়া এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব

২৪২০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ عُليَّةٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

২৪২০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও কুতায়ব ইবন সাঈদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার সেহরী খাও, সেহরীতে বরকত রয়েছে।

২৪২১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَلْ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةَ السَّحَرِ.

২৪২১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাদের ও কিতাবীদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হ'ল সেহরী খাওয়া।

২৪২২-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى ابْنِ عَلِيٍّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

২৪২২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু তাহির (র)..... মুসা ইবন উলায়্যা (র)-এর সূত্রে এ সনদে এ অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

২৪২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً.

২৪২৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সেহরী খেয়ে সালাতে দাঁড়াই। [রাবী আনাস (রা) বলেন] আমি যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সেহরী ও আযানের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মত সময়ের।

২৪২৪- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

২৪২৪. আমরুন নাকিদ ও ইবন মুসান্না (র)..... কাতাদা (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৪২৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

২৪২৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যতদিন মানুষ বিলম্ব না করে ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।

২৪২৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৪২৬. কুতায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪২৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَادَ أَبُو كَرِيبٍ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى.

২৪২৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... আবু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরুক (র) আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন!

মুহাম্মদ সাহাবী -এর সাহাবীদের দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি ইফতার ও সালাত ত্বরান্বিত করেন এবং অন্য এক ব্যক্তি ইফতার ও সালাত বিলম্ব করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কোন্ ব্যক্তি যে ইফতার ও সালাত ত্বরান্বিত করে? আমরা বললাম, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবী এরূপই করতেন। আবু কুরায়ব বলেন, অপরজন হলেন আবু মূসা (রা)।

২৪২৮-وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَاهُمَا لَا يَأْتِلُوْا عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ فَقَالَتْ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.

২৪২৮. আবু কুরায়ব (র)..... আবু 'আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরুক আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। এরপর মাসরুক তাঁকে বললেন, মুহাম্মদ সাহাবী -এর সাহাবীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি যারা কল্যাণজনক কাজে কোন প্রকার অবহেলা করেন না, তাঁদের একজন মাগরিব এবং ইফতারের মধ্যে ত্বরা করেন। আর অপরজন মাগরিব ও ইফতারে বিলম্ব করেন। তিনি বললেন, কে মাগরিব ও ইফতারে ত্বরা করেন? তিনি বললেন, তিনি আবদুল্লাহ (র)। আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবী এরূপই করতেন।

১- بابُ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ

১০. পরিচ্ছেদ : সওমের সময় পূর্ণ হওয়া এবং দিবস সমাপ্ত হওয়া

২৪২৯-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَادْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ.

২৪২৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু কুরায়ব ও ইব্ন নুমায়র (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবী বলেছেন, যখন রাত আসে, দিন চলে যায় এবং সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে। ইব্ন নুমায়র (র) فَقَدْ শব্দটি উল্লেখ করেননি।

২৪৩-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فُلَانُ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَاتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

২৪৩০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলাম। সূর্য ডুবে গেলে তিনি বললেন, হে অমুক! অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখনো দিন রয়ে গেছে। পুনরায় তিনি বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তখন সে অবতরণ করল এবং ছাতু গুলিয়ে তাঁর নিকট পেশ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করলেন এবং হাতদ্বারা ইংগিত করে বললেন, সূর্য যখন এদিক থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং রাত্র যখন এদিক থেকে ঘনিয়ে আসবে, তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে।

২৪৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنْ عَلَيْنَا نَهَارًا فَانْزِلْ فَاجْدَحْ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ افْطَرَ الصَّائِمُ.

২৪৩১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়াবা (র)..... ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি সন্ধ্যা হতে দিতেন। পুনরায় তিনি বললেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন আমাদের আরো বাকী রয়েছে। এরপর সে অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ছাতু গুলিয়ে আনল। তিনি পান করলেন এবং হাতদ্বারা পূর্বদিকে ইংগিত করে বললেন; যখন তোমরা দেখবে যে, এদিক থেকে রাত্র ঘনিয়ে আসছে, তখন সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময় হবে।

২৪৩২- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَادِ بْنِ الْعَوَّامِ.

২৪৩২. আবু কামিল (র)..... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ভ্রমণ করলাম। এ সময় তিনি সওমরত ছিলেন। যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। এরপর তিনি ইব্ন মুসহির এবং আব্বাদ ইব্ন 'আওয়ামের অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৪৩৩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى

حَدِيثُ ابْنِ مُسْهَرٍ وَعَبَادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا قَوْلُهُ
وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا إِلَّا فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ.

২৪৩৩. ইবন আবু উমর, ইসহাক, উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয ও ইবন মুসান্না (র)..... ইবন আবু আওফা (র)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইবন মুসহির, আব্বাদ ও আবদুল ওয়াহিদ (র) -এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের কারো হাদীসের মধ্যে রমযান মাসের কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে হুশায়ম ব্যতীত তাঁদের বর্ণনায় “এবং যখন রাত্র এদিক থেকে ঘনিয়ে আসে” এ কথাটিও উল্লেখ নেই।

১১- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ

১১. পরিচ্ছদ : সওমে বিসাল বা রাতেও পানাহার না করে অবিরত সওম পালন করা নিষিদ্ধ

২৪২৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى
عَنِ الْوَصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقِي.

২৪৩৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তো সওমে বিসাল করে থাকেন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে খাওয়ান ও পান করান হয়।

২৪২৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاصِلٌ فِي رَمَضَانَ فَوَاصِلَ النَّاسِ
فَنَهَاهُمْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقِي.

২৪৩৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। তা দেখে সাহাবীগণও সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। তিনি তাদেরকে সওমে বিসাল করতে নিষেধ করলেন। এতে তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, আপনি তো সওমে বিসাল করছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই। আমাকে তো খাওয়ান হয় এবং পান করান হয়।

২৪২৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ.

২৪৩৬. আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ (র)..... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ এতে রমযান মাসের কথা উল্লেখ নেই।

২৪২৭- حَدَّثَنِي حَرْمَةُ بِنْتُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ

المُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَاصِلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنْ أَيْتَ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصِلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ الْهَلَالُ لَزِدْتُمْ كَالْمُنْكَلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.

২৪৩৭. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সওমে বিসাল করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি রাত্রি যাপন করি এমতাবস্থায় যে, আমার প্রতিপালক আমাকে খাওয়ান এবং আমাকে পান করান। সাহাবীগণ যখন সওমে বিসাল থেকে নিবৃত্ত হলেন না, তখন তিনি তাদের সাথে একদিন এবং পরে আরেক দিন সওমে বিসাল করলেন। এরপর তারা চাঁদ দেখলেন, তখন তিনি বললেন, চাঁদ আরো দেৱীতে দেখা গেলে আমিও সওমে বিসাল দীর্ঘায়িত করতাম। তারা সওমে বিসাল থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করলে তিনি শাস্তি স্বরূপ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

২৪৩৮- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّاكُمْ وَالْوِصَالُ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنْ أَيْتَ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.

২৪৩৮. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সওমে বিসাল থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সওমে বিসাল করে থাকেন? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা তো আমার মত নও। আমি এমতাবস্থায় রাত্রি যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। তাই তোমরা তোমাদের সামর্থ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু আমল করবে।

২৪৩৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ.

২৪৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ-এর স্থলে مَا تُطِيقُونَ-এর বাক্যটি বর্ণিত আছে (অর্থ একই অর্থাৎ তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করবে)।

২৪৪০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ.

২৪৪০. ইবন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী আবু যুরআ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪৪১- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيَهَا عِنْدَنَا قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ فَآخِذْ يُوَاصِلِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَآخِذْ رِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ لَكُمْ أَسْتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادَّ لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ.

২৪৪১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে একদা রাসূলুল্লাহ সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালাম। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসেও তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। এভাবে আমরা এক দল লোক হয়ে গেলাম। এরপর নবী যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা তাঁর পেছনে আছি, তখন তিনি সালাত সংক্ষেপ করে ফেললেন। তারপর তিনি আপন গৃহে চলে গেলেন এবং এমন (দীর্ঘ) সালাত আদায় করলেন যে, এভাবে তিনি আমাদের সাথে সালাত আদায় করতেন না। সকালে আমরা তাঁকে বললাম, রাতে আপনি আমাদের সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেটাই তো আমাকে ঐ কাজে অনুপ্রাণিত করেছে যা আমি করেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ রমযানের শেষভাগে আবার সওমে বিসাল করতে আরম্ভ করলেন। তা দেখে কতিপয় সাহাবীও সওমে বিসাল শুরু করলেন। তখন নবী বললেন, লোকদের কি হ'ল, তারা যে সওমে বিসাল আরম্ভ করেছে! তোমরা আমার মত নও। আল্লাহর শপথ! যদি মাস দীর্ঘায়িত হতো, তবে আমি এমনভাবে সওমে বিসাল করতাম যার ফলে সীমালংঘনকারীগণ সওমে বিসাল করা ছেড়ে দিত।

২৪৪২- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ مَدَّلْنَا الشَّهْرَ لَوَاصَلْنَا وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَوْ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

২৪৪২. 'আসিম ইবন নযর তায়মী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের প্রথমার্শে রাসূলুল্লাহ সওমে বিসাল আরম্ভ করলেন। তা দেখে মুসলমানদের কতিপয় লোক সওমে বিসাল আরম্ভ করে দিলেন। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, যদি আমাদের জন্য মাস দীর্ঘায়িত করে দেয়া হতো, তবে আমি এমনভাবে সওমে বিসাল করতাম যাতে সীমালংঘনকারীগণ তাদের সীমালংঘন করা ছেড়ে দিত। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তো আমার মত নও অথবা বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই। কারণ আমার প্রতিপালক তো আমাকে পানাহার করান।

২৪৪৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَاَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

২৪৪৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দয়াবশত সবাইকে সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তো সওমে বিসাল করেন। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের মত নই। আমাকে তো আমার প্রতিপালক পানাহার করান।

১২- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تَحْرُكْ شَهْوَتُهُ

১২. পরিচ্ছেদ : যার কামোদ্দীপনা জাগে না, সওমের অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া তার জন্য হারাম নয়

২৪৪৪- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ أَحَدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضَحَّكَ.

২৪৪৪. আলী ইবন হুজর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুমু দিতেন। তারপর তিনি হেসে দিলেন।

২৪৪৫- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ.

২৪৪৫. আলী ইবন হুজর সা'দী ও ইবন আবু 'উমর (র)..... সুফয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবন কাসিম (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি তোমার আব্বাকে আয়েশা (রা) থেকে এ কথা বর্ণনা করতে শুনেছ যে, নবী ﷺ সওমের অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন? তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি।

২৪৪৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

২৪৪৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় আমাকে চুমু দিতেন। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের কামোদ্দীপনাকে আয়ত্তে রাখতে পারে, যেমন আয়ত্তে রাখতে সক্ষম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কামোদ্দীপনাকে।

২৪৪৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا
شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِرَبِّهِ.

২৪৪৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও সুজা ইবন মাখলাদ (র).....
আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) চুম্বন ও স্পর্শ করতেন।
তবে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখায় তোমাদের সবার চেয়ে তিনি অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন।

২৪৪৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِرَبِّهِ.

২৪৪৮. আলী ইবন হুজর ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের
অবস্থায় চুমু দিতেন। তিনি তাঁর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাবান
ছিলেন।

২৪৪৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৪৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের
অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) স্পর্শ করতেন।

২৪৫০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَنَا أَكَّانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ
نَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمْ لِرَبِّهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِرَبِّهِ شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ.

২৪৫০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরুক (র) আয়েশা
(রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, সওমের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তাঁর স্ত্রীদেরকে স্পর্শ
করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, করতেন। তবে তিনি তাঁর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে তোমাদের সকলের
চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন অথবা বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ
করতে সক্ষম? এ ব্যাপারে আবু আসিম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

২৪৫১- وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَسَاءُ لَنَا فَذَكَرْنَا نَحْوَهُ.

২৪৫১. ইয়াকুব আদ-দাওরাকী (র)..... আসওয়াদ এবং মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। একদা তাঁরা দু'জন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করলেন। এরপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৪৫২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৫২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন।

২৪৫৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَثْلَهُ.

২৪৫৩. ইয়াহইয়া ইবন বিশর হারীরী (র)..... ইয়াহইয়া ইবন কাসীর (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৪৫৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

২৪৫৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়ামের মাসেও (স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন।

২৪৫৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّهْشَلِيِّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৫৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে সওমের অবস্থায় নবী ﷺ (তাঁর স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন।

২৪৫৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৫৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সওমের অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) চুমু দিতেন।

২৪৫৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৪৫৭. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমের অবস্থায় চুমু দিতেন।

২৪৫৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৪৫৮. আবুর-রাবী যাহরানী, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... হাফসা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৪৫৯- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْوَيْلِيِّ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحَمِيرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْقَبُلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَّقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ.

২৪৫৯. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)..... উমর ইব্ন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, সওম পালনকারী ব্যক্তি চুম্বন করতে পারে কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উমর সালামা (র)-এর প্রতি ইশারা করে বললেন, একে জিজ্ঞেস কর। (তাকে জিজ্ঞেস করলে) তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেন। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, শোন, আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভয় করি।

১২- بَابُ صِحَّةِ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

১৩. পরিচ্ছেদ : জানাবাত অবস্থায় কারো প্রভাত হলে তার সওম শুদ্ধ হবে

২৪৬০- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْصُرُ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لِأَبِيهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَكِلْتَا هُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالَ فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْمَا قَالَتْاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَارْجِعْ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالْتَا فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ.

২৪৬০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু বকর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (র)-কে ওয়ায করতে শুনলাম, তিনি তার ওয়াযে বলছিলেন, জানাবাত^১ অবস্থায় কারো ভোর হলে তার সওম হবে না। এরপর এ কথাটি আমি আবদুর রহমান ইব্ন হারিস (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। তাঁরপর আবদুর রহমান চললেন। আমিও তাঁর সাথে সাথে চললাম। আমরা আয়েশা এবং উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। আবদুর রহমান তাঁদের উভয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন, নবী ﷺ জানাবাতের অবস্থায়—যা স্বপ্নদোষের কারণে হত না—ভোর করতেন এবং সওম পালন করতেন। তারপর আমরা মারওয়ানের নিকট আসলাম এবং আবদুর রহমান তার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করলেন। এরপর মারওয়ান বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি আবু হুরায়রার নিকট যাও এবং তার কথাটি রদ করে দাও। এরপর আমি আবু হুরায়রার নিকট গেলাম। এ সময় আবু বকর আবদুর রহমানের সাথে ছিলেন। আবদুর রহমান এ নিয়ে আবু হুরায়রার সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, তোমার নিকট তাঁরা উভয়েই কি এ কথা বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁরা উভয়েই এ কথা বলেছেন। তখন আবু হুরায়রা (র) বললেন, বস্তুত তাঁরাই সর্বাধিক অবগত। তারপর আবু হুরায়রা (রা) তাঁর এ কথাটিকে ফযল ইব্ন আব্বাসের প্রতি সম্পর্কিত করে বললেন, আমি এ কথাটি ফযলের (ইব্ন আব্বাস) থেকে শুনেছিলাম, নবী ﷺ থেকে শুনিনি। রাবী বলেন, এরপর আবু হুরায়রা (রা) এ বিষয়ে তাঁর মত পরিবর্তন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবদুল মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, তারা রমযানের কথা বলেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনুরূপই। নবী ﷺ জানাবাত অবস্থায় ভোর করতেন যা স্বপ্নদোষের কারণে হত না (বরং স্ত্রীমিলনের কারণে হত) এরপর সওম পালন করতেন।

১. বীর্যপাত বা সংগমজনিত অপবিত্রতা, যে জন্য গোসল ফরয হয়।

২৪৬১- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

২৪৬১. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... নবী ﷺ-এর সমধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে নবী ﷺ-এর জানাবাত অবস্থায়, যা স্বপ্নদোষের কারণে হত না—ফজরের সালাতের সময় হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সওম পালন করতেন।

২৪৬২- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحَمِيرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُ عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيْصُومُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلْمٍ ثُمَّ لَا يَفْطِرُ وَلَا يَقْضِي.

২৪৬২. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আবু বকর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মারওয়ান তাকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠালেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য যার জানাবাত অবস্থায় ভোর হলো, সে সওম পালন করতে পারবে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবাত অবস্থায় ভোর হত যা স্ত্রী সহবাসের কারণে হত, স্বপ্নদোষের কারণে নয়। এরপর তিনি রোযা ভাঙতেন না এবং সওমের কাযাও করতেন না।

২৪৬৩- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ.

২৪৬৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা এবং উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেন, রমযান মাসে স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে জানাবাতের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভোর হতো, এরপর তিনি সওম পালন করতেন।

২৪৬৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرٍ بْنُ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو طَوَالَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ فَقَالَ لَسْتُ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا اتَّقَى.

২৪৬৪. ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এল। এ সময় তিনি দরজার পেছন থেকে কথাগুলো শুনছিলেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জানাবাতের অবস্থায় আমার ফজরের সালাতের সময় হয়ে যায়, এমতাবস্থায় আমি সওম পালন করতে পারি কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জানাবাতের অবস্থায় আমারও ফজরের সালাতের সময় হয়ে যায়, আমি তো সওম পালন করি। এরপর লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমাদের মত নন। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার আশা, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে সর্বাধিক ভয় করি এবং আমি সর্বাধিক অবগত ঐ বিষয় সম্পর্কে, যা থেকে আমার বিরত থাকা আবশ্যিক।

২৪৬৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النُّوفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيْصُومُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ.

২৪৬৫. আহমদ ইব্ন উসমান নাওফেলী (র)..... সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, জানাবাতের অবস্থায় যার ভোর হয়, সে সওম পালন করবে কি? তিনি বললেন, জানাবাতের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভোর হতো যা স্বপ্নদোষের কারণে হত না—অতঃপর তিনি সওম পালন করতেন।

১৪- بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُؤَسِّرِ وَالْمُفْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُفْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ

১৪. পরিচ্ছেদ : রমযানের দিনে সওমরত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা কঠোর হারাম; কেউ যদি এ ধরনের কাজ করে তবে তার উপর বড় ধরনের কাফ্ফারা ওয়াজিব; চাই সে বিত্তশালী হোক বা বিত্তহীন; তবে বিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে যখন সম্ভব হয়, তখন এ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে

২৪৬৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُغْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ أَفْقَرُ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاطْعِمَهُ أَهْلَكَ.

২৪৬৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বলল, আমি রমযানে সওমরত অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তোমার কি গোলাম আযাদ করার মত সামর্থ্য রয়েছে? সে বলল, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ক্রমাগত দুই মাস সওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। পুনরায় নবী ﷺ বললেন, তুমি ষাটজন মিসকীনকে খওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। তারপর সে বসে গেল। এরপর নবী ﷺ-এর নিকট এক টুকরি খেজুর আনা হ'ল। তিনি লোকটিকে বললেন, এগুলো সদকা করে দাও। তখন সে বলল, আমার চেয়েও অভাবী লোককে সদকা করে দিব? (মদীনার) দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত স্থানে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবী পরিবার আর একটিও নেই। এ কথা শুনে নবী ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তিনি বললেন, তাহলে যাও, এগুলো তোমার পরিবারকে খেতে দাও।

২৪৬৭- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ بَعْرَقُ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّنْبِيلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ.

২৪৬৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী (র)-এর সূত্রে ইব্ন উয়ায়না (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে “بَعْرَقُ فِيهِ تَمْرٌ” এরপর “وَهُوَ الزَّنْبِيلُ” শব্দটি উল্লেখ রয়েছে এবং এতে নবী ﷺ-এর হাসির কথা উল্লেখ নেই।

২৪৬৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَاطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

২৪৬৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রমযান মাসে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করল। তখন তিনি বললেন, তোমার কোন দাস আছে কি? সে বলল, না। তিনি আবার বললেন, তুমি দুই মাস সওম পালন করতে পারবে কি? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও।

২৪৬৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكْفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

২৪৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রমযানের সওম ভেংগে ফেলার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এর কাফফারা হিসেবে একটি গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি ইব্ন উয়ায়নার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৪৭০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযানের সওম ভেংগে ফেলার কারণে নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন, হয় তো সে একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা দুই মাস সওম পালন করবে অথবা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে।

২৪৭১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে ইব্ন উয়ায়নার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৪৭২. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ইব্ন মুহাজির (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি জ্বলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেন? সে বলল, রমযানের দিনে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তাহলে সদকা দাও, সদকা দাও। সে বলল, আমার নিকট কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় দুই টুকরি ভর্তি খাদ্য আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এগুলো সদকা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

২৪৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ইব্ন মুহাজির (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি জ্বলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেন? সে বলল, রমযানের দিনে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তাহলে সদকা দাও, সদকা দাও। সে বলল, আমার নিকট কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় দুই টুকরি ভর্তি খাদ্য আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এগুলো সদকা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

২৪৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ইব্ন মুহাজির (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি জ্বলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেন? সে বলল, রমযানের দিনে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তাহলে সদকা দাও, সদকা দাও। সে বলল, আমার নিকট কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় দুই টুকরি ভর্তি খাদ্য আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এগুলো সদকা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

২৪৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ইব্ন মুহাজির (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি জ্বলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেন? সে বলল, রমযানের দিনে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তাহলে সদকা দাও, সদকা দাও। সে বলল, আমার নিকট কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় দুই টুকরি ভর্তি খাদ্য আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এগুলো সদকা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

২৪৭৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন। অতঃপর বর্ণনকারী হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে এ হাদীসের প্রথমে تَصَدَّقُ تَصَدَّقُ শব্দ দুটো উল্লেখ নেই এবং এতে দিনের কথাটিও উল্লেখ নেই।

২৪৭৪- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَأْنُهُ فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي قَالَ تَصَدَّقْ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَمَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيْنَ الْمُحْتَرِقُ انْفِأ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَيَّرْنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ قَالَ فَكُلُوهُ.

২৪৭৪. আবুত-তাহির (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসে মসজিদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো জ্বলে গিয়েছি, আমি তো জ্বলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, কি হয়েছে তার? সে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন, তাহলে সদকা কর। সে বলল, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর নবী! আমার কিছুই নেই এবং এ ব্যাপারে আমি সক্ষম হই। তিনি বললেন, বস। সে বসল। লোকটি বসা থাকতেই এক ব্যক্তি গাধা হাঁকিয়ে আসল। এর উপর ছিল খাদ্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐ অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়, যে কিছুক্ষণ পূর্বে এসেছিল? লোকটি দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এগুলো সদকা করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে সদকা করে দিব? আল্লাহর শপথ! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, আমাদের কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে এগুলো তোমরা খেয়ে ফেল।

১৫- بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفْرُهُ مَرَحَلَتَيْنِ فَاكْثَرَ وَإِنْ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلاَ ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ وَلِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْطِرَ

১৫. পরিচ্ছেদ : অবৈধ নয় এমন কাজে রমযান মাসে সফরকারী ব্যক্তির জন্য সাওম পালন করা এবং ইফতার করা উভয়ই জায়েয যদি দুই বা ততোধিক মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে সফর করা হয়; অবশ্য সক্ষম ব্যক্তির জন্য সাওম পালন করা উত্তম এবং অক্ষম ব্যক্তির জন্য সাওম হতে বিরত থাকা উত্তম

২৪৭৫- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الْأَحْذَثَ فَلَا حَدَّثَ مِنْ أَمْرِهِ.

২৪৭৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (মক্কা) বিজয়ের বছর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমরত অবস্থায় সফরে বের হলেন। অতঃপর কাদীদ নামক স্থানে পৌছাবার পর তিনি সওম ভেঙ্গে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ পর্যায়ক্রমে তাঁর সর্বাপেক্ষা নতুন নির্দেশ অনুসরণ করতেন।

২৪৭৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلٍ مَنْ هُوَ يَعْنِي وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

২৪৭৬. ইয়াহইয়া ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বলেন, সুফয়ান (র) বলেছেন যে, আমি জানি না এটি কার কথা অর্থাৎ “তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষোক্ত কথাটি গ্রহণ করতেন।”

২৪৭৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْآخِرِ فَلَا خَيْرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ.

২৪৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র) বলেন, সওম পালন না করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষোক্ত কাজকেই গ্রহণ করা হতো। তিনি বলেন, রমযানের তের দিন অতিবাহিত হবার পর ভোরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন।

২৪৭৮- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْذَثَ فَلَا حَدَّثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ.

২৪৭৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে লায়সের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, সাহাবীগণ তাঁর প্রত্যেকে নবীনতম বিষয়ের অনুরসণ করতেন এবং তারা একে রহিতকারী ও চূড়ান্ত বলে মনে করতেন।

২৪৭৯- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابُ

فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

১৪৭৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রমযান মাসে সওমরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হলেন। যখন তিনি 'উসফান নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি পানি ভর্তি একটি পাত্র আনার জন্য বললেন এবং লোকদেরকে দেখাবার জন্য দিনেই তা পান করে সওম ভেংগে ফেললেন এবং এ অবস্থায় তিনি মক্কা প্রবেশ করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ (সফরে কখনো) সওম পালন করেছেন আবার কখনো ছেড়ে দিয়েছেন, তাই কেউ ইচ্ছা করলে সওম পালন করতে পারে আবার কেউ ইচ্ছা করলে সওম পালন ছেড়েও দিতে পারে।

২৪৮০- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ.

২৪৮০. আবু কুরায়ব (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সওম পালন করে তার প্রতি দোষারোপ করো না এবং তার প্রতিও না যে সওম ছেড়ে দেয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের অবস্থায় (কখনো) সিয়াম পালন করেছেন (আবার কখনও) সওম ছেড়ে দিয়েছেন।

২৪৮১- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ.

২৪৮১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে সওমরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তিনি কুরাউল গামীম নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন লোকেরাও সওমরত ছিল। তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। এমনকি লোকেরা তাঁর দিকে তাকাতে লাগল। তিনি পানি পান করলেন। তাঁকে বলা হ'ল, কতিপয় লোক সওমরত রয়েছে। তিনি বললেন, তারা অবাধ্য, তারা অবাধ্য।

২৪৮২- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

২৪৮২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... জাফর (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর তাঁকে বলা হ'ল, মানুষের জন্য সওম পালন করা কষ্টাতীত হয়ে পড়েছে। আপনি কি করেন, তারা সেদিকে তাকিয়ে আছে। একথা শুনে তিনি আসরের পর একপাত্র পানি চাইলেন।

২৪৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

২৪৮৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। এসময় তিনি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, লোকেরা তার কাছে জটলা করে আছে এবং তাকে ছায়া করে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে? তারা বললেন, লোকটি সিয়াম পালনকারী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সফরে তোমাদের সওম পালন করা কোন নেকীর কাজ নয়।

২৪৮৪- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا بِمِثْلِهِ -

২৪৮৪. 'উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন। এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৪৮৫- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النُّوفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَ كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ -

২৪৮৫. আহমদ ইবন উসমান নাওফেলী (র)..... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শু'বা বলেন, এ সনদে ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীরের মাধ্যমে অতিরিক্ত এ কথাও আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে সুবিধা দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। অতঃপর আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি এটা স্বরণ রাখতে পারেননি।

২৪৮৬- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسِتِّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَ مِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ -

২৪৮৬. হাদ্দাব ইবন খালিদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের ষোল দিন অতিবাহিত হবার পর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ সময় আমাদের কেউ

সিয়াম পালন করেছিলেন, আবার কেউ তা ছেড়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এতে সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে কোন দোষারোপ করেননি এবং সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে কোন প্রকার দোষারোপ করেননি।

২৪৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنَ عَامِرٍ وَهِشَامٍ لَثَمَانُ عَشْرَةَ خَلَّتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَشُعْبَةُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ.

২৪৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দামী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না. উমর ইব্ন আমির ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... কাতাদা (র) থেকে এ সনদে হাম্মামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তায়মী, উমর ইব্ন আমির ও হিশামের বর্ণনায় “রমযানের আঠার দিন অতিবাহিত হয়েছে” কথাটি বর্ণিত আছে। সাঈদের বর্ণনায় বারই রমযান এবং শু'বার বর্ণনায় সতের অথবা উনিশ রমযানের কথা উল্লেখ রয়েছে।

২৪৮৮- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ افْطَارُهُ.

২৪৮৮. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রমযান মাসে সফর করতাম কিন্তু সওম পালনকারীকে তার সওমের কারণে দোষারোপ করা হতো না এবং সওম ভঙ্গকারীকেও তার সওম ভঙ্গের কারণে দোষারোপ করা হতো না।

২৪৮৯- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ.

২৪৮৯. আমরুন-নাকিদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। এ সময় আমাদের কেউ সওম পালন করেছেন, আবার কেউ সওম ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে খারাপ মনে করতেন না এবং সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে খারাপ মনে করতেন না। তারা মনে করতেন, যার সামর্থ্য আছে সে-ই সওম পালন করছে, এটাই তার জন্য উত্তম। আর যে দুর্বল সে সওম ছেড়ে দিয়েছে, এটাও তার জন্য উত্তম।

২৪৯০- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

২৪৯০. সাঈদ ইবন আমর আশ'আসী, সাহল ইবন উসমান, সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ ও হুসায়ন ইবন হুরায়স (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়েই বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করেছি। এমতাবস্থায় সওম পালনকারী সওম পালন করেছেন এবং সওম যারা ছাড়তে চেয়েছেন, তারা ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু এতে কেউ একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করেননি।

২৪৯১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَغِيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

২৪৯১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে সফরকালে সওমের বিধান কি? এ সম্বন্ধে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করেছি। এ সময় সওম পালনকারী ব্যক্তি সওম ভঙ্গকারী ব্যক্তির কোন নিন্দা করেনি এবং সওম ভঙ্গকারী ব্যক্তিও সওম পালনকারীর কোন নিন্দা করেনি।

২৪৯২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ فَصُمْتُ فَقَالُوا لِي أَعِدْ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَنْسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَغِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.

২৪৯২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরের উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং সিয়াম পালন করলাম। লোকেরা আমাকে বলল, তুমি পুনরায় সওম পালন কর। তখন আমি বললাম, আনাস (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ সফরকালে সওম পালনকারী সওম ভঙ্গকারীকে কোন দোষারোপ করেনি। অনুরূপভাবে সওম ভঙ্গকারীও সওম পালনকারীকে কোন প্রকার দোষারোপ করেনি। অতঃপর আমি ইবন আবু মুলায়কা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি আয়েশা (রা) থেকে আমাকে অনুরূপ হাদীস শোনালেন।

২৪৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرْنَا

ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوْا الرُّكَّابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ.

২৪৯৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সাথে আমরা সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ সওম পালন করেছেন, আবার কেউ ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা এক প্রান্তরে অবতরণ করলাম। চাদরবিশিষ্ট লোকেরাই আমাদের মধ্যে সর্বাধিক ছায়া লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের কেউ কেউ হাতদ্বারা সূর্যের কিরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করছিলেন। অবশেষে সওম পালনকারীরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং সওম ত্যাগকারীরা সুস্থ থাকল। এরপর তারা তাঁবু খাটালেন এবং উটকে পানি পান করালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আজ সওম পরিত্যাগকারীরা সওয়াব অর্জন করে নিল।

২৪৯৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضُ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَصَعَفَ الصُّوَامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ فَقَالَ فِي ذَلِكَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ.

২৪৯৪. আবু কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। তখন কেউ কেউ সওম পালন করলেন কেউ কেউ সওম ছেড়ে দিলেন। এরপর যারা সওম ছেড়ে দিয়েছিলেন তারা শক্তিমত্তার সাথে কাজ করলেন এবং সওম পালনকারী ব্যক্তিগণ কাজে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আজ সওম পরিত্যাগকারীরা নেকী অর্জন করে নিল।

২৪৯৫- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَزْعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ سَأَلْتُهُ عَنِ الصُّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَتَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطَرُوا وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

২৪৯৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... কাযাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গেলাম। তাঁর নিকট মানুষের খুব ভীড় ছিল। যখন লোকজন পৃথক হয়ে এদিক ওদিক চলে গেল, তখন আমি বললাম, আমি আপনার নিকট এসব কথা জিজ্ঞেস করব না যা লোকেরা জিজ্ঞেস করেছে। আমি তাঁকে সফরের অবস্থায় সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সওমরত অবস্থায় মক্কার দিকে রওয়ানা করলাম। এরপর একস্থানে আমরা অবতরণ করলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন তোমরা শত্রুদের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছ। এখন সওম ছেড়ে দেওয়া তোমাদের জন্য শক্তিশালী থাকার উপায় এবং এটা তোমাদের জন্য বিশেষ এক অবকাশ। তখন আমাদের কতক লোক সওম পালন করল, আবার কতক লোক ছেড়ে দিল। এরপর আমরা অন্য এক স্থানে অবতরণ করলাম। তখন তিনি বললেন, ভোরেই তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করবে। সুতরাং সওম ছেড়ে দেওয়াই তোমাদের জন্য শক্তি বর্ধক। তাই তোমরা তা ছেড়ে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ছিল নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। তাই আমরা সকলেই রোযা ছেড়ে দিলাম। এরপর আমরা দেখেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরের অবস্থায় সওম পালন করতাম।

২৪৯৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ.

২৪৯৬. কুতরাযবা ইবন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইবন আমর আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সফরের অবস্থায় সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে সওম পালন কর, আর যদি ইচ্ছা হয় তবে সওম ছেড়ে দাও।

২৪৯৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَجُلٌ أَسْرَدَ الصَّوْمَ أَفَّا صَوْمَ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَافْطِرْ إِنْ شِئْتَ.

২৪৯৭. আবুর-রাবী যাহরানী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইবন আমর আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো অনবরত সওম পালন করি। সফরের অবস্থায়ও সওম পালন করব কি? তিনি বললেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে সওম পালন কর আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে ছেড়ে দাও।

২৪৯৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنْ رَجُلٌ أَسْرَدَ الصَّوْمَ.

২৪৯৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে হাম্মাদ ইবন যায়দের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন (তিনি বলেন,) আমি সর্বদা সওম পালন করি।

২৪৯৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ إِنْ رَجُلٌ أَصَوْمَ أَفَّا صَوْمَ فِي السَّفَرِ.

২৪৯৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে **اِنِّى رَجُلٌ اَسْرَدُ الصَّوْمِ** -এর স্থলে **اِنِّى رَجُلٌ اَصُوْمُ** বাক্যটি বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি সর্বদা সওম পালন করি। সুতরাং সফরে আমি কি সওম পালন করব?

২৫০০-وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ هَرُونَ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَى جَنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ قَالَ هَرُونَ فِي حَدِيثِهِ هِيَ رُخْصَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللَّهِ.

২৫০০. আবুত-তাহির ও হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... হামযা ইবন আমর আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। সফরের অবস্থায় সিয়াম পালনের ক্ষমতা আমার রয়েছে। এ সময় সিয়াম পালন করলে আমার কোন গুনাহ হবে কি? তিনি বলেন, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ অবকাশ, যে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য উত্তম। আর যদি কেউ সিয়াম পালন করতে চায়, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। হারুন তার হাদীসের মধ্যে **هِيَ رُخْصَةٌ** “এটা অবকাশ” কথাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু **مِنَ اللَّهِ** “আল্লাহর পক্ষ হতে” কথাটি উল্লেখ করেন নি।

২৫০১- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

২৫০১. দাউদ ইবন রুশায়দ (র)..... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক প্রচণ্ড গরমের দিনে রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফরে বের হলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিল যে, আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের মাঝে কেউই সওম পালনকারী ছিল না।

২৫০২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حِيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَّى إِنْ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

২৫০২. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কানাবী (র)..... উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু দারদা (রা) বলেছেন, যে, প্রচন্ড গরমের দিনে কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। গরম এত প্রচন্ড ছিল যে, লোকেরা নিজ নিজ হাত মাথার উপরে রেখে দিয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের মাঝে কেউই সওম পালনকারী ছিল না।

১৬- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتِ يَوْمِ عَرَفَةَ

১৬. পরিচ্ছেদ : হাজীদের জন্য আরাফার দিন আরাফাতের ময়দানে সিয়াম পালন না করা মুস্তাহাব

২৫০২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ.

২৫০৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমায়র সূত্রে উম্মুল ফযল বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা আরাফার দিন তার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিয়াম পালন (করা না করা) সম্পর্কে আলোচনা করছিল। তাদের কেউ কেউ বলল, তিনি সওমরত আর কেউ বলল, তিনি সওমরত নন। কাজেই আমি তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম তিনি উটের উপর বসা ছিলেন। তিনি তা পান করলেন।

২৫০৪- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

২৫০৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবু উমর (র)..... সুফয়ান ইব্ন উয়ায়না আবু নযর (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে “উটের উপর বসা ছিলেন” কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। আর আবু উমায়রকে উম্মুল ফযলের আযাদকৃত গোলাম বলা হয়েছে।

২৫০৫- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

২৫০৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... সালিম আবুন-নাযর (র) থেকে এ সনদে ইব্ন উয়ায়নার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানেও উমায়রকে উম্মুল ফযলের আযাদকৃত গোলাম বলা হয়েছে।

২৫০৬- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ تَقُولُ شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ﷺ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ.

২৫০৬. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমায়র বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী আরাফার দিন তাঁর সিয়াম পালনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। [উম্মুল ফযল (রা) বলেন] আমরাও সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমি তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম। তখন তিনি আরাফার ময়দানে ছিলেন। তিনি তা পান করে নিলেন।

২৫০৭. وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ مَيْمُونَةَ بِحِلَابِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

২৫০৭. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব সূত্রে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওম পালন করার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তখন মায়মূনা (রা) তাঁর নিকট একপাত্র দুধ পাঠিয়ে দিলেন। এ সময় তিনি 'মাওকাফ'-এ অবস্থান করছিলেন। তিনি তা পান করে নিলেন। আর লোকেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

১৭- بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

১৭. পরিচ্ছেদ : আশুরা দিবসে সিয়াম পালন করা

২৫০৮. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ-

২৫০৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরায়শরা জাহিলী যুগে আশুরার দিন সিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ দিন সওম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায়ে হিজরত করলেন, তখনও তিনি আশুরার সওম পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর যখন রমযানের সিয়ামকে ফরয করা হল, তখন যার ইচ্ছা সে আশুরা সওম পালন করত আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

২৫০৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ وَقَالَ فِي آخِرِ

الْحَدِيثِ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَرَوَايَةٍ جَرِيرٍ-

২৫০৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (রা)..... ইবন নুমায়র থেকে এবং তিনি হিশাম (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইবন নুমায়র এ হাদীসের প্রথমাংশে “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -ও এ সওম পালন করতেন” এ কথাটির উল্লেখ করেননি। অবশ্য এ হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, “তিনি আশুরা ছেড়ে দেন। সুতরাং যার ইচ্ছা সে এ দিন সওম পালন করত এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত” এবং তিনি বর্ণনাকারী জারীরের মত এ কথাটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর অন্তর্ভুক্ত করেননি।

২৫১০. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ-

২৫১০. আমরুন-নাকিদ (র)..... ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে আশুরার দিন সওম পালন করা হতো। এরপর যখন ইসলামের আবির্ভাব হ’ল, তখন যার ইচ্ছা সে এ দিনে সওম পালন করত, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

২৫১১. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ-

২৫১১. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিনে সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিতেন। যখন রমযানের সিয়াম ফরয করা হল, তখন যার ইচ্ছা সে আশুরার দিনে সওম পালন করত, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

২৫১২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكَأ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ-

২৫১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শরা জাহিলী যুগে আশুরার দিন সওম পালন করত। রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও এদিন সওম পালন করার নির্দেশ দিতেন। রমযানের সওম ফরয হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা সে এদিন সওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দেবে।

২৫১৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتَرَضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ-

২৫১৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে লোকেরা আশুরার দিন সিয়াম পালন করত। রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ এদিন সিয়াম পালন করেছেন এবং মুসলমানগণও। যখন রমযানের সিয়াম ফরয হ’ল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আশুরার দিন আল্লাহর দিনসমূহের একটি দিন। সুতরাং যার ইচ্ছা সে এ দিন সিয়াম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দেবে।

২৫১৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الْأِسْنَادِ-

২৫১৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, যুহায়র ইবন হারব ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ‘উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৫১৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَمْنٌ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمُّهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ.

২৫১৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশুরার দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, এ দিনে জাহিলী যুগে লোকেরা সিয়াম পালন করত। তোমাদের মধ্যে যে এ দিনে সিয়াম পালন করতে আগ্রহী, সে এ দিনে সিয়াম পালন করতে পারে। আর যে অপসন্দ করে, সে ছেড়ে দিতে পারে।

২৫১৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمُّهُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.

২৫১৬. আবু কুরায়ব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আশুরার দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, জাহিলী যুগে লোকেরা এ দিনে সিয়াম পালন করত। যদি কেউ এ দিনে সওম পালন করতে চায়, সে এ দিনে সিয়াম পালন করবে। আর কেউ যদি এ দিনে সওম পালন না করতে চায়, সে সওম পালন করবে না। আবদুল্লাহ (রা) তাঁর অভ্যস্ত দিনে না হলে আশুরার সওম পালন করতেন না।

২৫১৭- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءً.

২৫১৭. মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবু খালফ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট আশুরার দিবসের সিয়াম সম্পর্কে কথা তোলা হ'ল। তারপর রাওহ (র) লায়স ইবন সা'দ (র)-এর অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

২৫১৮- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ النُّوفَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ ذَلِكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

২৫১৮. আহমদ ইবন উসমান নাওফালী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আশুরার দিবস সম্পর্কে কথা তোলা হলে তিনি বললেন, এ দিনে জাহিলী যুগে লোকেরা সিয়াম পালন করত। যার ইচ্ছা সে এ দিনে সওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা সে সওম পালন করবে না।

২৫১৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَذْنُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ أَوْلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تَرَكَ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ تَرَكَهُ.

২৫১৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ'আস ইবন কায়স (র) আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! তুমি খাবারের কাছে এসো। তিনি বললেন, আজ কি আশুরার দিন নয়? তিনি বললেন, তুমি কি জানো আশুরা দিবস কি? আশ'আস (র) বললেন, সে আবার কি? তিনি বললেন, রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন করতেন। যখন রমযানের সিয়াম ফরয হ'ল, তখন তা ছেড়ে দেয়া হ'ল। রাবী আবু কুরায়ব (র) تَرَكَ এর স্থলে تَرَكَهُ বলেছেন।

২৫২০- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ.

২৫২০. যুহায়র ইবন হারব ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আ'মশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা বলেছেন, “যখন রমযানের বিধান নাযিল হ'ল তখন তিনি তা ছেড়ে দেন।”

২৫২১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي زُبَيْدُ الْيَامِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَدْنُ فَكُلْ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تَرَكْنَا.

২৫২১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... কায়স ইবন সাকান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশুরার দিন আশ'আস ইবন কায়স (র) আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এলেন। এ সময় তিনি আহাৰ করছিলেন। তিনি আশ'আসকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! নিকটে এসো, খানা খাও। তিনি বললেন, আমি তো সওম পালন করছি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমরা এ সওম পালন করতাম। পরে তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

২৫২২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعِمْ.

২৫২২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ'আস ইবন কায়স (র) ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট গেলেন। সেটা আশুরার দিন ছিল। তখন তিনি খানা খাচ্ছিলেন। এ দেখে আশ'আস (র) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আজ তো আশুরার দিন। তিনি বললেন, রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিনে সিয়াম পালন করা হতো। কিন্তু রমযানের সিয়াম ফরয হলে এ দিনের সিয়াম পালন ছেড়ে দেয়া হয়। এখন তুমি যদি সওম না রেখে থাক তবে খাও।

২৫২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحْتُنَّا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ.

২৫২৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন আমাদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিতেন। তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং এ বিষয়ে তিনি আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু যখন রমযানের সিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি আমাদেরকে আদেশও করেননি, নিষেধও করেননি এবং কোন খোঁজ-খবর আর নেন নি।

২৫২৪- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ يَعْزِي فِي قَدَمَةِ قَدَمِهَا خَطْبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَيُّنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْطِرَ فَلْيَفْطِرْ.

২৫২৪. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইউনুস (র) ইবন শিহাব (র) থেকে এবং তিনি হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন মু'আবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা)-কে মদীনায় ভাষণ দিতে শুনলেন, অর্থাৎ যখন তিনি মদীনায় এসেছিলেন, তখন আশুরার দিবসে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এদিন সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, এ হ'ল আশুরা দিবস। তোমাদের উপর এদিনের সওম ফরয করেন নি। তবে আমি সওম পালন করছি। তাই তোমাদের মধ্যে যে সওম পালন করতে পসন্দ করে, সে পালন করবে আর যে পসন্দ করেনি, সে করবে না।

২৫২৫- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْأِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২৫২৫. আবুত তাহির (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫২৬- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْأِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَيُونُسَ.

২৫২৬. ইবন আবু উমর (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ-কে এ দিন সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, আমি সওম পালনকারী। যে সওম পালনের ইচ্ছা করে, সে যেন সওম পালন করে, অতঃপর তিনি মালিক এবং ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেন নি।

২৫২৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا

هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.

২৫২৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হিজরত করে) মদীনায়ে এলেন এবং তিনি ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন সিয়াম পালন করতে দেখতে পেলেন। তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল, এ সে দিন, যে দিন আল্লাহ মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলকে ফির'আউনের উপর বিজয়ী করেছেন। তাই এর সম্মানার্থে আমরা সওম পালন করে থাকি। তখন নবী ﷺ বললেন, আমরা তোমাদের চেয়েও মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি এ দিনে সওম পালন করার নির্দেশ দিলেন।

২৫২৮- وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي
بِشْرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

২৫২৮. ইবন বাশ্শার ও আবু বকর ইবন নাফি' (র)..... আবু বিশর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসে (তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হল) এ স্থলে (তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন) বাক্যটি বর্ণিত আছে।

২৫২৯- وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ
عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ
عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا
فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

২৫২৯. ইবন আবু 'উমর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায়ে এসে ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন সওম পালনরত দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এটা কোন্ দিনের সওম পালন করছ? তারা বলল, এ মহান দিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফির'আউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। মূসা (আ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে এ দিনে সওম পালন করেছেন। তাই আমরাও এ দিনে সওম পালন করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমরা তো তোমাদের থেকে মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী এবং হকদার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম পালন করলেন এবং সওম পালন করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিলেন।

২৫৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا
أَنَّهُ قَالَ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ لَمْ يُسَمَّهُ.

২৫৩০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আয্যুব (র) থেকে এ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, ইব্ন সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) ইব্ন সাঈদের নাম উল্লেখ করেননি।

২৫৩১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُومُوهُ أَنْتُمْ.

২৫৩১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায় আশুরা দিবসের সম্মান প্রদর্শন করত এবং তারা এ দিনকে ঈদ বলে গণ্য করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরাও এ দিনে সওম পালন কর।

২৫৩২- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيَلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَ تَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ.

২৫৩২. আহমদ ইবনুল মুনযির (র)..... কায়স (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের ইয়াহুদীরা আশুরার দিন সওম পালন করত। তারা এ দিনকে ঈদরূপে পালন করত এবং তারা তাদের মহিলাদেরকে অলংকার ও উত্তম পোশাকে সুসজ্জিত করত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরাও এদিনে সওম পালন কর।

২৫৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ.

২৫৩৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র)..... 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবু ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আশুরার দিনে সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এ দিন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিনকে অন্য দিনের তুলনায় উত্তম মনে করে সেদিনে সিয়াম পালন করেছেন বলে আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে রমযান ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসকে অন্য মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে সিয়াম পালন করেছেন বলেও আমার জানা নেই।

২৫৩৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২৫৩৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... উবায়দুল্লাহ ইবন আবু ইয়াযীদ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৮- بابُ أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ

১৮. পরিচ্ছেদ : আশুরায় কোন দিন রোযা রাখা হবে

২৫৩৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ رِدَاءٍ فِي زَمَزَمَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَأَعِدُّ وَاصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ قَالَ نَعَمْ.

২৫৩৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... হাজিব ইবন 'উমর হাকাম ইবন আ'রাজ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে পৌঁছলাম। এ সময় তিনি যমযমের কাছে চাদর বিছানো অবস্থায় বসা ছিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে আশুরা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে তিনি বললেন, মুহররম মাসের চাঁদ দেখার পর তুমি এর তারিখগুলো গুণে রাখবে। এরপর নবম তারিখে সওম অবস্থায় তোমার যেন ভোর হয়। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সেদিন সিয়াম পালন করেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, করেছেন।

২৫৩৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ رِدَاءٍ عِنْدَ زَمَزَمَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ.

২৫৩৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... মুআবিয়া ইবন 'আমর হাকাম ইবন আ'রাজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যমযমের কাছে ইবন আব্বাস (রা) চাদর বিছিয়ে বসে থাকা অবস্থায় আমি তাঁকে আশুরার দিবসে সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এরপর তিনি হাজিব ইবন উমর (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৫৩৭- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غُظْفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২৫৩৭. হাসান ইবন আলী হুলায়নী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আশুরার দিন সিয়াম পালন করেন এবং লোকদেরকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহুদী এবং নাসারারা এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আগামী বছর আসতে পারেনি, ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকাল হয়ে যায়।

২৫৩৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ لَعَلَّه قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَا صُومَ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

২৫৩৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবদুল্লাহ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে মুহররমের নবম তারিখে সিয়াম পালন করব। আবু বকর (র) বলেন, তিনি আশুরা দিবসের কথা বলছিলেন।

১৭- بَابُ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفْ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ

১৭. পরিচ্ছেদ : ‘আশুরার দিন কেউ ভোরে খেয়ে ফেললে অবশিষ্ট সময় সে পানাহার থেকে বিরত থাকবে

২৫৩৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذَنَ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمِّمْ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ.

২৫৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, সে যেন লোকদের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করে যে, যে সিয়াম পালন করেনি, সে যেন সিয়াম পালন করে এবং যে আহার করেছে, সে যেন রাত পর্যন্ত তার সওম পূর্ণ করে।

২৫৪০- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِقٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُودٍ عَنْ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمِّمْ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطَرًا فَلْيُتِمِّمْ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

২৫৪০. আবু বকর ইব্ন নাফি' আবদী (র)..... রুবাযি' বিনত মুয়াওবিয ইব্ন 'আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন ভোরে এক ব্যক্তিকে মদীনার পার্শ্ববর্তী আনসারী সাহাবীদের জনপদে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, সে যেন এ ঘোষণা করে দেয় যে, সিয়ামরত অবস্থায় যার ভোর হয়েছে, সে যেন তার সওম পূর্ণ করে। আর যার ভোর হয়েছে সওমবিহীন অবস্থায়, সে যেন তার দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকে। এরপর আমরা এ দিন সওম পালন করতাম এবং আমাদের ছোট ছোট সন্তানদেরকেও আল্লাহ চাহে তো সওম পালনে অভ্যস্ত করে তুলতাম। আমরা তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম এবং তাদের জন্য পশমের খেলনা বানিয়ে দিতাম। যখন তারা খাওয়ার জন্য কাঁদত, তখন আমরা তাদেরকে সে খেলনা প্রদান করতাম। এমনি করে ইফতারের সময় হয়ে যেত।

২৫৪১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مَعُوذٍ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُسُلَهُ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَشَرَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَا هُمُ اللَّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يَتِمُّوا صَوْمَهُمْ.

২৫৪১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... খালিদ ইব্ন যাকওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুবাযি বিনত মুয়াওবিয (রা) থেকে আশুরার দিন সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীদের জনপদে তাঁর দূতগণকে প্রেরণ করলেন। এরপর তিনি বিশর (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে অতিরিক্ত আছে যে, আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করতাম এবং আমরা তা আমাদের সাথে নিয়ে যেতাম। তারা যখন আমাদের কাছে খাবার চাইত তখন তাদেরকে আমরা সে খেলনা প্রদান করতাম, যা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখত। এমনিভাবে তারা তাদের সওম পূর্ণ করত।

২. - بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمِي الْعِيدَيْنِ

২০. পরিচ্ছেদ : দু'ঈদের দিনে সিয়াম পালন করা হারাম

২৫৪২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخِرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

২৫৪২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্ন আযহারের গোলাম আবু 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমি 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সংগে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ঈদগাহে এসে সালাত আদায় করলেন এবং লোকদের দিকে মুখ করে ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন, এ দু'টি এমন দিন যে দু'দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। এক হ'ল, ঈদুল ফিতরের দিন, আর দ্বিতীয় হ'ল ঐ দিন, যে দিন তোমরা কুরবানীর গোশত খেয়ে থাক।

২৫৪৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَ مَيِّنَ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

২৫৪৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। এক হ'ল কুরবানীর দিন, আর দ্বিতীয় হ'ল ঈদুল ফিতরের দিন।

২৫৪৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَ مَيِّنَ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ.

২৫৪৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... কাযাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা) থেকে একটি হাদীস শ্রবণ করেছি। হাদীসটি আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, যে কথা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনিনি এমন কথা তাঁর দিকে সম্বোধন করে আমি বলতে পারি কি? আমি শুনেছি তিনি বলেছেন, দু'দিন সিয়াম পালন করা শুদ্ধ নয় : ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল ফিতরের দিন।

২৫৪৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَ مَيِّنَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

২৫৪৫. আবু কামিল জাহদারী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'দিন অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

২৫৪৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.

২৫৪৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... যিয়াদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-এর নিকট এসে বললেন, আমি একদিন সিয়াম পালন করার মান্নত করেছিলাম। ঘটনাক্রমে তা ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের দিন হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা মান্নত পূরা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

২৫৪৭- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

২৫৪৭. ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা এ দু'দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

২১- بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

২১. পরিচ্ছেদ : আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন করা হারাম

২৫৪৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُونُسٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّامُ التَّثْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ.

২৫৪৮. সুরায়জ ইবন ইউনুস (র)..... নুবায়শা হযালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আইয়্যামে তাশরীক পানাহারের দিন।

২৫৪৯- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ خَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ وَذَكَرَ لِلَّهِ.

২৫৪৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... নুবায়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ বলেছেন, আমি আবুল মালীহ-এর সাথে সাক্ষাত করে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তিনি আমাকে নবী ﷺ থেকে হুশায়মের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে যে, “এদিন আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।”

২৫৫০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَّثَانَ أَيَّامَ التَّثْرِيقِ فَنَادَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامٌ مِنِّي أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ.

২৫৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'ব ও আউস ইবন হাদসান (রা)-কে আইয়্যামে তাশরীকের সময় পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তোমরা ঘোষণা করে দাও যে, মুমিনগণই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আইয়্যামে মিনা (আইয়্যামে তাশরীক) পানাহার করার দিন।

২৫৫১- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَنَادَى.

২৫৫১. আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবরাহীম ইবন তাহমান (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে فَنَادَى এর স্থলে فَذَرَا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ একবচনের স্থলে দ্বিবচনের সাথে কথাটি বর্ণিত আছে।

২২- بَابُ كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ لَا يُوَافِقُ عَادَتَهُ

২২. পরিচ্ছেদ : নিয়মিত সওম পালনের দিনে না পড়লে শুধু জুমু'আর দিন সিয়াম পালন করা মাকরুহ

২৫৫২- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبُّ هَذَا الْبَيْتِ.

২৫৫২. আমরুন-নাকিদ (র)..... মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ইবন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফরত অবস্থায় জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি এ ঘরের মালিকের শপথ করে বলছি।

২৫৫৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

২৫৫৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ইবন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এরপর উক্তরূপ হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৫৫৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.

২৫৫৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিন সিয়াম পালন না করে। (যদি সওম পালন করতে চায়) তবে জুমু'আর আগে বা পরে যেন একদিন যোগ করে সিয়াম পালন করে।

২৫৫৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ يَعْنِي الْجَعْفَى عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

২৫৫৫. আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, রাতসমূহের মাঝে তোমরা কেবল জুমু'আর রাতকে সালাত ও জাযত থাকার জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। অনুরূপভাবে দিনসমূহের মধ্যে কেবল জুমু'আর দিনকে সিয়াম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। তবে তা যদি তার নিয়মিত সওম পালন করার দিনে পড়ে, তাহলে সে সওম পালন করতে পারবে।

২২- بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ"

২৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “যারা সওম পালন করতে সক্ষম তাদের জন্য ফিদয়া হচ্ছে খাদ্যদান”-এই নির্দেশ রহিত

২৫৫৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

২৫৫৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা)..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন..... وَعَلَى الَّذِينَ “যারা সওম পালন করতে সক্ষম তাদের জন্য ফিদয়া হচ্ছে মিসকীনের খাদ্য দান”-এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যার ইচ্ছা সওম ছেড়ে দিত এবং ফিদয়া প্রদান করত। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হলে এ আয়াত রহিত হয়ে যায়।

২৫৫৭- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ أَنََّّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامٍ مِسْكِينٍ حَتَّى أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

২৫৫৭. ‘আমর ইবন সাওয়াদ আমিরী (র)..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে রমযান মাসে আমাদের অবস্থা এ-ই ছিল যে, আমাদের যে ইচ্ছা করত সে সওম পালন করত। আর যে ইচ্ছা করত, সে সওম ছেড়ে দিত এবং ফিদয়া প্রদান করত। এরপর فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ “তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে, তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে” এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২৪- بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ قِضَاءِ رَمَضَانَ مَا لَمْ يَجِ رَمَضَانُ آخِرُ لِمَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَحَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

২৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করেনি ওয়ের কারণে যথা : রোগ, সফর ও মাসিক ঋতু ইত্যাদি, তবে তার জন্য রমযানের কাযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করা জায়েয

২৫৫৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

২৫৫৮. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উপর রমযানের সওম কাযা থেকে যেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে শা'বান মাস ব্যতীত আমি তা আদায় করতে পারতাম না।

২৫৫৯- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

২৫৫৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, “এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতির কারণে শাবানের পূর্বে আমার জন্য তা পালন সম্ভব হতো না।”

২৫৬০- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَحْيَى يَقُولُهُ.

২৫৬০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে যে, ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমার ধারণা, এ বিলম্ব করা মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে থাকার কারণেই হয়েছিল।

২৫৬১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

২৫৬১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আমরুন-নাকিদ (র)..... ইয়াহইয়া (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে লিপ্ত থাকার কথা উল্লেখ নেই।

২৫৬২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ أَحَدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

২৫৬২. মুহাম্মদ ইবন আবু উমর মাক্কী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মাঝে এমন অনেকে আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে রমযানের সিয়াম পালন করতে পারতেন না। অতঃপর শা'বান না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে থাকার কারণে তার পক্ষে কাযা আদায় করাও সম্ভব হতো না।

২৫- بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

২৫. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সওমের কাযা আদায় করা

২৫৬৩- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

২৫৬৩. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আহমদ ইব্ন ঈসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযানের কাযা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তার পক্ষ হতে তার অভিভাবকগণ সিয়াম পালন করবে।

২৫৬৪- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

২৫৬৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার এক মাসের সওম কাযা আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, যদি তার উপর কোন ঋণ থাকত তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করার অধিক উপযুক্ত।

২৫৬৫- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوُكَيْعِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكْمُ وَسَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيعًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২৫৬৫. আহমদ ইব্ন উমর আল ওয়াকিঈ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর রয়েছে এক মাসের সওমের কাযা। আমি তার পক্ষ হতে এ সওমের কাযা আদায় করতে পারি কি? তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহলে তুমি তা পরিশোধ করতে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, তাহলে

আল্লাহর ঋণ পরিশোধের অধিক হকদার। সুলায়মান (র) বলেন, হাকাম ও সালামা ইব্ন কুহায়ল উভয়ে বলেছেন, যখন মুসলিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন, তখন আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা বললেন, আমরা ঐ হাদীসটি মুজাহিদ (র)-কে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি।

২৫৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

২৫৬৬. আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৫৬৭- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَمِيْعًا عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ عَدِيٍّ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بِنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَتِيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذَرٍ أَفَاصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُودَى ذَلِكَ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ.

২৫৬৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর, ইব্ন আবু খালফ ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের সওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হতে এ সওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের কোন ঋণ থাকত এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হতে আদায় হতো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার মায়ের পক্ষ হতে তুমি সিয়াম পালন কর।

২৫৬৮- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَجِبَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَاصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحُجْ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّي عَنْهَا.

২৫৬৮. আলী ইব্ন হুজর সা'দী (র)..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈকা মহিলা এসে বললেন, আমি আমার মায়ের জন্য একটি দাসী সদকা করেছিলাম। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। একথা শুনে তিনি বললেন, তুমি তো তোমার সওয়াব পেয়ে গিয়েছ। তবে উত্তরাধিকার তোমার নিকট তা ফিরিয়ে দিয়েছে। তখন ঐ মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার উপর একমাসের সওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হতে ঐ সওম আদায় করতে পারি কি? তিনি বললেন, তুমি তার পক্ষ হতে সওম পালন কর। অতঃপর মহিলা বললেন, তিনি তো তখন হজ্জও আদায় করেননি, আমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি কি? তিনি বললেন, তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

২৫৬৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। অতঃপর তিনি ইব্ন মুসহির (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন, দুই মাসের সওম।

২৫৭০. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এলেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মাসের সওম।

২৫৭১. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... সুফয়ান (র) থেকে এ সনদে (অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন) তবে এ হাদীসের মধ্যে দুই মাসের সওমের কথা বর্ণিত আছে।

২৫৭২. ইব্ন আবু খালাফ (র)..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এলেন। তাদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং বলেন, এক মাসের সওম।

২৬- بَابُ نَذْبِ الصَّائِمِ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ وَلَمْ يَرِدِ الْإِفْطَارَ أَوْ شُوتِمَ أَوْ قُوتِلَ أَنْ يَقُولَ إِنِّي صَائِمٌ

২৬.পরিচ্ছেদ : সিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে যদি খাবার জন্য আহ্বান করা হয় এবং সে সওম ভাঙার ইচ্ছা না করে অথবা যদি তাকে গালমন্দ করা হয় বা তার সাথে কেউ ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন তার জন্য বলা মুস্তাহাব যে, আমি সিয়াম পালন করছি

২৫৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رَوَايَةٌ وَقَالَ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ.

২৫৭৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের সিয়ামরত কোন ব্যক্তিকে যদি খানা খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, তবে তার বলা উচিত, আমি সওম পালনকারী।

২৫৭৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةٌ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرُفْتُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ أَمْرُو شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ.

২৫৭৪. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কারও যদি কোন দিন সওম পালনরত অবস্থায় ভোর হয়, তবে সে যেন স্ত্রী সম্মোগ ও অন্যায় আচরণ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া-বিবাদ করে, তবে সে যেন বলে আমি সওম পালনকারী, আমি সওম পালনকারী।

২৭- بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

২৭. পরিচ্ছেদ : সিয়ামের ফযীলত

২৫৭৫- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

২৫৭৫. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া তুজীবী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু সিয়াম, তা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) যাঁর

হাতে মুহাম্মদ-এর প্রাণ, তাঁর শপথ! সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও উৎকৃষ্ট।

২৫৭৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصِّيَامُ جُنَّةٌ.

২৫৭৬. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কান্নাব ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সিয়াম হ'ল ঢাল।

২৫৭৭- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزِّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرَفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُؤُ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

২৫৭৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু সিয়াম, তা আমারই জন্য। আমিই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম হ'ল ঢাল। তোমাদের কারো সিয়াম পালনের দিন সে যেন স্ত্রীর সাথে উপগত না হয় এবং শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালমন্দ করে অথবা কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে, তবে সে যেন বলে, আমি একজন সওম পালনকারী। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম। সিয়াম সাধনাকারী ব্যক্তির খুশির বিষয় দু'টি, যখন সে ইফতার করলো তখন ইফতার-এর কারণে সে আনন্দ লাভ করল এবং যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে, তখন সে তার সওমের কারণে আনন্দিত হবে।

২৫৭৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

২৫৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু সওম; সওম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ সে আমারই জন্য তার কামাচার এবং পানাহার বর্জন করে। সওম পালনকারী ব্যক্তির জন্য খুশির বিষয় দু'টি। একটি খুশি ইফতারের সময়, আরকটি খুশি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। তার মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট।

২৫৭৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

২৫৭৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সওম আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। সওম পালনকারী ব্যক্তির খুশির সময় দু'টি। যখন ইফতার করবে, তখন খুশি হবে এবং যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন খুশি হবে। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! সওম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম।

২৫৮০- وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُلَيْطٍ الْهَذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةٍ وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ.

২৫৮০. ইসহাক ইবন উমর ইবন সুলায়ত হুযালী (র)..... সিনানের পিতা যিরার ইবন মুররা (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এ হাদীসে আছে, “যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন আল্লাহ তাকে প্রতিদান দিবেন; এতে সে আনন্দিত হবে।”

২৫৮১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ أُخْرِهُمُ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

২৫৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে সিয়াম পালনকারী লোকেরা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ তাদের সঙ্গে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে বলা হবে- সিয়াম পালনকারী লোকেরা কোথায়? অতঃপর তারা সে দরজা দিয়ে

(জান্নাতে) প্রবেশ করাবে। তাদের শেষ লোকটি প্রবেশ করার পরই দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আর কেউ প্রবেশ করবে না

২৮- بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلاَضْرَرٍ وَلَا تَفْوِيتِ حَقٍّ

২৮. পরিচ্ছেদ : ক্ষতিগ্রস্ত না হলে এবং কারও হক নষ্ট না হলে জিহাদের অভিযানে সামর্থ্যবান ব্যক্তির সিয়াম পালন করার ফযীলত

২০৮২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

২৫৮২. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদ অভিযানে) একদিন সওম পালন করে, তবে সেই দিনের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্ব রাখবেন।

২০৮৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّ أَوْ رَدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

২৫৮৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সুহায়ল (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

২০৮৪- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيِّ فَلَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

২৫৮৪. ইসহাক ইবন মানসূর ও আবদুর রহমান ইবন বিশ্র আবদী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদ অভিযানে) একদিন সওম পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের ব্যবধানে রাখবেন।

২৯- بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِّنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِّنْ غَيْرِ عُدْرٍ.

২৯. পরিচ্ছেদ : নফল সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে সওমের নিয়্যত করা বৈধ। নফল সওম পালনকারী ব্যক্তির জন্য বিনা ওযরে সওম ভঙ্গ করা জায়েয। অবশ্য সওম পূর্ণ করা তার জন্য উত্তম

২০৮৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْدَيْتُ لَنَا هَدِيَّةً أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ هَاتِيهِ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

২৫৮৫. আবু কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র)..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার নিকট (খাওয়ার মত) কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে চলে গেলেন। ইত্যবসরে আমাদের নিকট কিছু হাদিয়া আসল কিংবা তিনি বলেছেন, দর্শনার্থী কতিপয় লোক আমাদের নিকট আসলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কিছু হাদিয়া দেয়া হয়েছে কিংবা তিনি বলেছেন, কতিপয় দর্শনার্থী আমাদের নিকট এসেছেন। আমি আপনার জন্য কিছু খাবার সযত্নে রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, হায়স (অর্থৎ ঘি এবং পণির মিশ্রিত খেজুর)। তিনি বললেন, নিয়ে আস। তখন আমি তা নিয়ে এলাম। তিনি তা খেলেন। তারপর বললেন, আমি ভোরে সিয়াম পালনের নিয়্যত করেছিলাম। বর্ণনাকারী তালহা (র) বলেন, আমি এ হাদীস মুজাহিদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, এ কাজটি ঐ ব্যক্তির মত, যে তার মাল থেকে সদকা আলাদা করল। সে ইচ্ছা করলে তা দান করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে রেখেও দিতে পারে।

২৫৮৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ.

২৫৮৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেন, তোমাদের নিকট কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি। এরপর আরেক দিন তিনি আমাদের কাছে এলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য হায়স (ঘি এবং পণির মিশ্রিত খেজুরা) হাদিয়া পাঠান হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তা আমাকে দেখাও, আমার তো ভোর হয়েছে সায়েম অবস্থায়। তারপর তিনি তা আহাৰ করলেন।

২. - بَابُ أَكْلِ النَّاسِي وَشُرْبِهِ وَجَمَاعِهِ لَا يُفْطِرُ

৩০. পরিচ্ছেদ : ভুলক্রমে পানাহার ও স্ত্রী সম্মুখে সওম ভঙ্গ হবে না

২৫৮৭- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أِهِيْمَ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

২৫৮৭. 'আমর ইবন মুহাম্মদ নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সিয়াম পালনকারী যদি ভুলক্রমে খায় বা পান করে, তবে সে তার সওম পূর্ণ করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে আহার করিয়েছেন ও পান করিয়েছেন।

৩১. - بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِسْتِحْبَابِ الْأَخْلِ يَخْلِي شَهْرٌ مِنْ صَوْمٍ

৩১. পরিচ্ছেদ : রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও নবী ﷺ-এর সওম পালন এবং কোন মাস সওম পালন থেকে খালি না থাকা মুস্তাহাব

২৫৮৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ الْخُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لَوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ.

২৫৮৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ রমযান ব্যতীত অন্য কোন সময়ে পূর্ণ মাস সাওম পালন করছেন কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে তিনি পূর্ণ মাস সাওম পালন করেননি। পরিশেষে এভাবেই তিনি ইনতিকাল করেছেন। আবার কিছু সওম পালন ব্যতীত তিনি পূর্ণ মাস সওম ভঙ্গও করেননি।

২৫৮৯- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَثْمَسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ﷺ.

২৫৮৯. 'উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পূর্ণ মাস সওম (নফল) পালন করেছেন? তিনি বললেন, আমার জানামতে তিনি রমযান ব্যতীত পূর্ণ মাস সওম পালন করেননি এবং তিনি কিছু সওম পালন না করে পূর্ণ মাস সওমবিহীনও থাকেননি। পরিশেষে এভাবেই তিনি ইতিকাল করেছেন।

২৫৯০- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهْشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ حَمَّادٌ وَأَظُنُّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ.

২৫৯০. আবুর-রাবী যাহরানী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে নবী ﷺ-এর সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি সওম পালন করতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম পালন করেই যাবেন। আবার তিনি সওমবিহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, তিনি সিয়াম ভংগ করেই যাবেন (আর সিয়াম পালন করবেন না)। তিনি (আরও) বলেন, মদীনায় আগমনের পর থেকে আমি তাঁকে রমযান ব্যতীত পূর্ণ মাস সওম পালন করতে দেখিনি।

২৫৯১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ هِشَامًا وَلَا مُحَمَّدًا.

২৫৯১. কুতায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ কিন্তু তিনি এই সনদে হিশাম ও মুহাম্মদের নাম উল্লেখ করেন নি।

২৫৯২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ.

২৫৯২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে (নফল) সওম পালন করে যেতেন। এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, হয়ত তিনি সওম ছাড়বেন না। আবার কখনও তিনি একাধারে (দীর্ঘদিন) সওমবিহীন থাকতেন। এমনকি আমরা বলাবলি করতাম, হয়ত তিনি আর সওম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একমাত্র রমযান মাস ছাড়া কখনও পূর্ণ মাস সওম পালন করতে দেখিনি। আমি তাঁকে শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে অধিক সংখ্যক (নফল) সওম পালন করতেও দেখিনি।

২৫৯৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي أَسَدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

২৫৯৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র)..... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে সওম পালন করে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম পালন করেছেন (আর কখনও ভংগ করবেন না)। আবার কখনও তিনি সওম ছেড়ে দিতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম ছেড়ে দিয়েছেন (আর কখনও সওম পালন করবেন না)। আমি তাঁকে শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে এত অধিক (নফল) সওম পালন করতে দেখিনি। তিনি যেন গোটা শা'বান মাসই সওম পালন করতেন। তিনি সামান্য (কয়টি দিন) ব্যতীত গোটা শাবান মাস সওম পালন করতেন।

২৫৯৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمْلَأَ حَتَّى تَمْلُؤُوا وَكَانَ يَقُولُ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ.

২৫৯৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাস ব্যতীত বছরের অন্য কোন মাসে এত অধিক সওম পালন করতেন না। তিনি বলতেন : “তোমরা যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে ভাল কাজ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা সওয়াব দিতে কখনও ক্লান্ত হন না, বরং তোমরাই আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়।” তিনি আরও বলতেন : “বান্দা যে কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে পারে, তাই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় — তা পরিমাণে কম হলেও।”^১

২৫৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ.

২৫৯৫. আবুর-রাবী 'যাহরানী (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাত্র রমযান মাস ব্যতীত কখনও পূর্ণমাস সওম পালন করেন নি। তিনি যখন (নফল) সওম পালন করতেন তা একাধারে করে যেতেন। এমনকি লোক মনে করত; না, আল্লাহর শপথ! তিনি আর সওম ছাড়বেন না। আবার কখনও তিনি সওম পালন করা হতে বিরত থাকতেন। যাতে লোকেরা মনে করত; না, আল্লাহ শপথ! তিনি হয়ত আর সওম পালন করবেন না।

১. কেবল রমযানের পূর্ণ মাস সওম পালন করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী ﷺ প্রতি মাসেই কয়েক দিন করে নফল সওম পালন করতেন। কিন্তু শা'বান মাসে সর্বাধিক সংখ্যক সওম পালন করতেন। কারণ শা'বান মাস হচ্ছে রমযান মাসের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মাস।

২৫৯৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشْرِ بِهِذَا
الْإِسْنَادِ وَقَالَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

২৫৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু বকর ইব্ন নাফি' (র)..... আবু বিশর (র) এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত
হাদীস বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন, “তিনি মদীনাতে আসার পর থেকে কখনও একাধারে পূর্ণ মাস সওম পালন
করেন নি।”

২৫৯৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي
رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ وَيَفْطِرُ
حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ.

২৫৯৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র)..... উসমান ইব্ন হাকীম আনসারী (র) বলেন,
আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-এর কাছে রজব মাসে সওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন ছিল
রজব মাস। তিনি উত্তরে বললেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ
সওম পালন করে যেতেন-এমনকি আমরা মনে করতাম, তিনি হয়ত আর সওম ছাড়বেন না। আবার
কখনও তিনি সওম থেকে বিরত থাকতেন-এমনকি আমরা মনে করতাম, তিনি হয়ত আর সওম পালন
করবেন না।

২৫৯৮- وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي هَيْمٍ عَنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا
عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২৫৯৮. আলী ইব্ন হুজর ও ইবরাহীম ইব্ন মুসা (র)..... উসমান ইব্ন হাকীম (র)-এর সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত
হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৫৯৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنْسَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا بِهِمْ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ
عَنْ أَنْسَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيَفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ
قَدْ أَفْطَرَ.

২৫৯৯. যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন আবু খালাফ ও আবু বকর ইব্ন নাফি' (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে
বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম পালন করে যেতেন, এমনকি বলা হতো তিনি সওম পালন করে যাচ্ছেন, তিনি সওম
পালন করে যাচ্ছেন। আবার তিনি সওম পালন হতে বিরত থাকতেন, এমনকি বলা হতো, তিনি বিরত থাকছেন,
তিনি বিরত থাকছেন।

২২- بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فُوتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ وَبَيَانَ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ.

৩২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা কারো হক নষ্ট করার আশংকা থাকে অথবা উভয় ঈদ ও তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে সওম ছাড়ে না, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে সারা বছর সওম পালন করা নিষেধ এবং একদিন সওম পালন করা ও একদিন পালন না করার ফযীলত

২৬০০- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ لَا قَوْمَنَّ اللَّيْلَ وَلَا صَوْمَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لَأَنْ أَكُونَ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

২৬০০. আবুত -তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (রা)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করা হল যে, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি অবশ্য সারারাত সালাত আদায় করব এবং দিনে সওম পালন করব- যতদিন জীবিত থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি একথা বলেছ? আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই একথা বলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তা করতে সক্ষম হবে না। অতএব তুমি সওম পালন কর ও ছেড়ে দাও এবং ঘুমাও, আবার জেগে ইবাদত কর। তুমি প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন কর। কারণ প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে তার দশগুণ সওয়াব রয়েছে। আর এটা পূর্ণ বছর সওম পালন করার সমতুল্য। আমি বললাম, আমার এর চেয়েও অধিক পরিমাণ করার সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, তাহলে একদিন সওম পালন করে দুইদিন ছেড়ে দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর চেয়েও অধিক করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন সওম পালন কর, একদিন ছেড়ে দাও। আর এটাই হচ্ছে দাউদ (আ)-এর সওম এবং তা সর্বোত্তম সওম। আমি বললাম, আমি আরও অধিক করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর চেয়ে উত্তম কিছু নেই। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামত প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করার নিয়ম গ্রহণ করতাম, তবে তা আমার জন্য পরিবার-পরিজন ও ন-সম্পদের তুলনায় অধিক পসন্দনীয় হতো।

২৬.১- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَنَا إِلَيْهِ رَسُولًا فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ قَالَ فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَدْخُلُوا وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَهُنَا قَالَ فَقُلْنَا لَا بَلْ تَقْعُدُ هَهُنَا فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ قَالَ كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ فَمَا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ لِي أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فَقُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ فَإِنْ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَزَوْ جَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَام) فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرَيْنِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلَا تَرُدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَزَوْ جَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قَالَ وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرُ قَالَ فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ .

২৬০১. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ রুমী (র)..... ইয়াহুয়া (র) বলেন, আমি ও আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ রওনা হয়ে আবু সালামার নিকট গেলাম। আমরা তাঁর কাছে একজন লোক পাঠালাম। তিনি বের হয়ে আমাদের নিকট এলেন। তাঁর বাড়ির সামনেই ছিল মসজিদ এবং আমরা সেখানেই তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে আমার বাড়িতেও যেতে পার, আর চাইলে এখানেও বসতে পার। আমরা বললাম, না, বরং আমরা এখানেই বসি এবং আপনি আমাদের (হাদীস) বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি সারা বছর সওম পালন করতাম এবং সারারাত কুরআন পাঠ করতাম। একথা হয় নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা তিনি বলেছেন : (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) আমাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি সারা বছর সওম পালন কর এবং সারারাত কুরআন পাঠ কর? আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! হ্যাঁ, এবং আমি এরদ্বারা কল্যাণ লাভেরই প্রত্যাশী। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন :

তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার সাক্ষাতপ্রার্থীর তোমার উপর অধিকার রয়েছে এবং তোমার দেহেরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে। অতএব আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর সওম পালন কর। কারণ তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদতকারী। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! দাউদ (আ)-এর সওম কি? তিনি বললেন : তিনি একদিন সওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন। তিনি আরও বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার (পূর্ণ) কুরআন তিলাওয়াত খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও অধিক পড়তে সক্ষম। তিনি বললেন : তাহলে প্রতি বিশ দিনে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও অধিক পড়তে সক্ষম। তিনি বললেন, তাহলে দশদিনে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশি পড়তে সক্ষম। তিনি বললেন : তাহলে সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর, এর অধিক নয়। কারণ তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে, তোমার দেহেরও অধিকার আছে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নিজের উপর কঠোরতা করেছি, ফলে আমি কঠোরতায় নিষ্কিণ্ড হয়েছি। নবী ﷺ আমাকে আরও বললেন, “তুমি জান না, হয়ত তুমি দীর্ঘজীবী হবে।” অতএব নবী ﷺ আমাকে যা বলেছেন আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যখন বার্ষিক্যে উপনীত হলাম, তখন আকাঙ্ক্ষা করলাম : আহা, আমি যদি নবী ﷺ-এর দেয়া অবকাশ গ্রহণ করতাম!

২৬.২- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةِ عَشْرٍ أَمْثَلَهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا وَلَمْ يَقُلْ وَإِنْ لَزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَكِنْ قَالَ وَإِنْ لَوْلَاكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

২৬০২. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাসীর (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে “প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর” কথার পর আরও আছে, “কেননা তোমার জন্য প্রতিটি ভাল কাজের পরিবর্তে তার দশগুণ প্রতিদান রয়েছে। অতএব তা একবছর সাওম পালনের সমানই হল।” এই হাদীসে আরও উল্লেখ আছে, “আমি (আবদুল্লাহ) বললাম, আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর সওম কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, অর্ধ বছর (সাওম পালন করা)।” এই সূত্রে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নাই এবং নবী ﷺ-এর একথাও উল্লেখ নাই, “তোমার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে।” বরং এতে উল্লেখ আছে, “তোমার উপর তোমার সন্তানেরও অধিকার রয়েছে।”

২৬.৩- حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ وَآخِسِبْنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

২৬০৩. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমার এর অধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, প্রতি বিশ দিনে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমার এর অধিক সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর, এর অধিক নয়।

২৬০৪. আহমদ ইবন ইউসূফ আযদী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে সারা রাত জেগে ইবাদত করত, পরে তা পরিত্যাগ করে।

২৬০৫. মুহম্মদ ইবন রাফি' (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে একথা পৌঁছল যে, আমি একাধারে সওম পালন করে যাচ্ছি এবং রাতে সালাত আদায় করে চলছি। অতএব তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, আমাকে আবহিত করা হয়েছে যে, তুমি সওম পালন করে যাচ্ছ এবং তা ছাড়ছ না এবং রাত্রব্যাপী সালাত আদায় করে চলেছ? তুমি (এরূপ) করো না। কেননা তোমার চোখের একটি প্রাপ্য রয়েছে, তোমার দেহের প্রাপ্য রয়েছে এবং তোমার স্ত্রীর প্রাপ্য রয়েছে। অতএব সওম পালন কর এবং ছেড়ে দাও, সালাত আদায় কর আবার ঘুমাতে যাও। প্রতি দশ দিনে একদিন সওম পালন কর, এতে তুমি নয় দিন সওম পালনের সাওয়াব পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি নিজেকে এর চেয়ে বেশি সামর্থ্যবান মনে করি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আ)-এর মত সওম পালন কর। আমি বললাম, দাউদ (আ) কিভাবে সওম পালন করতেন? তিনি বললেন, তিনি

২৬০৬. আহমদ ইবন ইউসূফ আযদী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে সারা রাত জেগে ইবাদত করত, পরে তা পরিত্যাগ করে।

একদিন সওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পলায়ন করতেন না যখন (শত্রু বাহিনীর) সম্মুখীন হতেন। আবদুল্লাহ (র) বললেন, হে আল্লাহর নবী! কে আমার জন্য এসবের যামিন হবে? অধঃস্তন রাবী আতা (র) বলেন, একাধারে সওমের কথা কীভাবে উল্লেখ করেছেন, তা আমি জানি না। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা সওম পালন করে, সে মূলত সওম পালন করেনি। যে সর্বদা সওম পালন করল, সে মূলত সওম পালন করেনি, যে ব্যক্তি সর্বদা সওম পালন করল, সে মূলত সওম পালন করেনি।

২৬.৬- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ أَخْبَرَهُ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ.

২৬০৬. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... ইবন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, আবু আব্বাস শায়র (র) তাকে অবহিত করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হলেন আবু আব্বাস আস-সায়েব ইবন ফাররুখ। তিনি মক্কার অধিবাসী এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

২৬.৭- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهَكَتْ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.

২৬০৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন আমর! তুমি তো একাধারে সওম পালন করে যাচ্ছ। সারারাত ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক। তুমি এরূপ করলে তাতে তোমার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। যে ব্যক্তি সর্বদা সওম পালন করল, সে মূলত সওম পালন করল না। মাসে তিন দিন সওম পালন করা পূর্ণ মাস সওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশি সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আ)-এর ন্যায় সওম পালন কর। তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং একদিন ছেড়ে দিতেন এবং পলায়ন করতেন না যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন।

২৬.৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَنَفِهَتِ النَّفْسُ.

২৬০৮. আবু কুরায়ব (র)..... হাবীব ইবন আবু সাবিত (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে আরও আছে, “এবং তুমি শান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়বে।”

২৬.৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ أُخْبَرَ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ

إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ عَيْنَكَ وَنَفِهْتَ نَفْسَكَ لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ
وَلَاهْلِكَ حَقٌّ قُمْ وَبِمَ وَصُمْ وَأَفْطِرْ.

২৬০৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন, আমাকে তোমার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি সারারাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর এবং দিনের বেলা রোযা রাখ? আমি বললাম, আমি অবশ্য করি। তিনি বলেন, তুমি একরূপ করতে গেলে অনিদ্রার কারণে তোমার চোখ কোটরাগত হবে এবং তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে। তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার দেহের হক রয়েছে এবং তোমার পরিবার-পরিজনের হক রয়েছে। অতএব তুমি রাতে ইবাদতও করবে এবং নিদ্রাও যাবে। সওম পালন করবে, আবার তা বাদও দেবে।

২৬১০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَبَّ
الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ
الَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

২৬১০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হাবর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন, আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় সওম হচ্ছে দাউদ (আ)-এর সওম এবং তাঁর নিকট পছন্দনীয় সালাত হচ্ছে দাউদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধরাত ঘুমাতে। অতঃপর এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে থাকতেন। অতঃপর এক-ষষ্ঠাংশ রাত ঘুমাতে। তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং একদিন বাদ দিতেন।

২৬১১. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَحَبُّ الصِّيَامِ
إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ
السَّلَامُ) كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ قُلْتُ
لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ نَعَمْ.

২৬১১. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী বলেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সওম হচ্ছে দাউদ (আ)-এর সওম। তিনি বছরে অর্ধেককাল সওম পালন করতেন। মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত হচ্ছে দাউদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধরাত ঘুমাতে, অতঃপর সালাতে দাঁড়াতে, অতঃপর শেষরাতে ঘুমিয়ে যেতেন। তিনি অর্ধ রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদত করতেন। রাবী ইবন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আমর ইবন দীনাকে বললাম, আমর ইবনুল আস (রা)

কি একথা বলতেন যে, তিনি অর্ধরাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২৬১২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشَوُهَا لَيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتْ الْوَسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحَدَ عَشَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَافْطَارُ يَوْمٍ.

২৬১২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবুল মালীহ (র) অবহিত করেছেন : তিনি বলেছেন, আমি তোমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের নিকট বললেন, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার সওম সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি আমার কাছে এলেন। আমি তাঁর জন্য একটি চামড়ার তাকিয়া পেতে দিলাম। যাতে খেজুরগাছের আঁশ ভর্তি ছিল। তিনি মাটির উপর বসে গেলেন এবং তাকিয়া তাঁর ও আমার মাঝে পড়ে থাকল। তিনি আমাকে বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (আমি এর অধিক সওম পালন করতে সক্ষম)! তিনি বললেন, তাহলে পাঁচদিন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ (আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি)। তিনি বললেন, তাহলে সাতদিন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আমি এর অধিক সামর্থ্য রাখি) তিনি বললেন, তাহলে নয় দিন! আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ (আমি এর অধিক সামর্থ্য রাখি)। তিনি বললেন, তাহলে এগার দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আমি এর অধিক সামর্থ্য রাখি) নবী ﷺ বললেন, দাউদ (আ)-এর সওম-এর উপর কোন সওম নেই। তিনি বছরের অর্ধেক অর্থাৎ একদিন যদি সওম পালন করতেন, আরেক দিন বাদ দিতেন।

২৬১২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرٌ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرٌ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرٌ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرٌ مَا بَقِيَ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صَوْمَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

২৬১৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তুমি একদিন সওম পালন করলে পরের দিনের সওয়াব পাবে। তিনি বলেন, আমি আরও অধিক রাখতে সক্ষম। তিনি বলেন, তুমি দুই দিন সওম পালন কর। তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোর সওয়াব পাবে। তিনি বললেন, আমি আরও অধিক সওম রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি তিন দিন সওম পালন কর তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোরও সওয়াব পাবে। তিনি বললেন, আমি আরও অধিক রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি চার দিন সওম পালন কর, তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোরও সওয়াব লাভ করবে। তিনি বললেন, আমি আরও অধিক রাখতে সক্ষম। তিনি বললেন, তুমি দাউদ (আ)-এর সওম পালন কর যা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম সওম। তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং পরের দিন বাদ দিতেন।

২৬১৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنْ لَزَوْكَ عَلَيْكَ حَظًّا صُمْ وَأَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بِي قُوَّةٌ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ.

২৬১৪. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন আমর! আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি দিনের বেলা সওম পালন কর এবং রাতের বেলা সালাতে থাক। তুমি এরূপ করো না। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের একটি অংশ (হক) রয়েছে, তোমার উপর চোখের অংশ রয়েছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অংশ রয়েছে। তুমি সওমও পালন কর এবং বাদও দাও। প্রতি মাসে তিন দিন করে সওম পালন কর এবং এটাই হ’ল সারা বছরের সওম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আরও শক্তি আছে। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আ)-এর সওম-এর মত সওম পালন কর। একদিন সওম পালন কর এবং একদিন বাদ দাও। আবদুল্লাহ (রা) বলতেন, হায় ! আমি যদি সহজটার উপর আমল করতাম!

২৩- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

৩৩. পরিচ্ছেদ : প্রতি মাসে তিন দিন, আরাফাতের দিন, আশুরার দিন, সোম ও বৃহস্পতিবার সওম পালনের ফযীলত

২৬১৫- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

ثَلَاثَةٌ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.

২৬১৫. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... মু'আযাহ আল-আদাবিয়াহ (র) নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন্ কোন্ দিন তিনি সওম পালন করতেন? আয়েশা (রা) বললেন, তিনি মাসের যে কোন দিন সওম করতে দ্বিধা করতেন না।

২৬১৬- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غِيلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ يَافْلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ فَاذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ.

২৬১৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা যুবাঈ (র)..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে বললেন অথবা (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) তিনি কোন ব্যক্তিকে বলেছেন এবং তিনি তা শুনছিলেন, হে অমুক! তুমি কি এ মাসের মধ্যভাগে সওম পালন করেছিলে? সে বলল, না। তিনি বললেন, যখন তুমি তা ভংগ করলে তখন দুই দিন সওম পালন কর।

২৬১৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رِيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيَفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

২৬১৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিভাবে সওম পালন করেন? তার এই কথায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন। উমর (রা) তাঁর অসন্তোষ লক্ষ্য করে বললেন, “আমরা আল্লাহর উপর (আমাদের) প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামের উপর (আমাদের) দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর আমাদের নবী হিসেবে সন্তুষ্ট। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।” উমর (রা) কথাটি বার বার আওড়াতে থাকলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর অসন্তোষের ভার দূরীভূত হ’ল। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সারা বছর সওম পালন করে তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, সে সওম পালন করেনি এবং ছেড়েও দেয়নি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যে পর্যায়ক্রমে দুই দিন সওম পালন করে ও একদিন সওম ত্যাগ করে, তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, এই সামর্থ্য কার আছে? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি একদিন পর একদিন সওম পালন করে, তার অবস্থা কিরূপ? তিনি বললেন, এটা দাউদ (আ)-এর সওম। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, যে একদিন সওম পালন করে ও দু’দিন করে না, তার অবস্থা কিরূপ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আশা করি যে, আমার এতটা শক্তি হোক। তিনি পুনরায় বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সওম পালন করা এবং রমযান মাসের সওম এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত সারা বছর সওম পালনের সমান। আর আরাফাত দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহর ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর আশুরার সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

২৬১৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ مَيِّنٍ وَأَفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَأَفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَأَفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ قَالَ فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهَمًا.

২৬১৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন। তখন উমর (রা) বললেন, আমরা আল্লাহর উপর (আমাদের) প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামের উপর (আমাদের) দীন হিসেবে,

মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর (আমাদের) রাসূল হিসেবে এবং বায়'আত হিসেবে আমাদের কৃত বায়'আতের উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর সারা বছর সওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, সে সওম পালন করেনি এবং সওমহীনও থাকেনি। অতঃপর একাধারে দুই দিন সওম পালন করা ও একদিন সওম ত্যাগ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি বললেন, এভাবে সওম পালনের সামর্থ্য কার আছে? অতঃপর একদিন সওম পালন ও দুই দিন সওম ত্যাগ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি বললেন, আল্লাহ যেন আমাদের এরূপ সওম পালনের সামর্থ্য দান করেন। অতঃপর একদিন সওম পালন করা ও একদিন না করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি বললেন, তা আমার ভাই দাউদ (আ)-এর সওম। অতঃপর সোমবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনই আমি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছি বা আমার উপর (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে। তিনি আরও বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন এবং গোটা রমযান মাস সওম পালন করাই হ'ল সারা বছর সওম পালনের সমতুল্য। অতঃপর আরাফাত দিবসের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। অতঃপর আশুরার সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাতে বিগত বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। এই হাদীসে শু'বার বর্ণনায় আরও আছে, অতঃপর সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। কিন্তু আমাদের মতে বৃহস্পতিবারের কথা ভুলবশত বর্ণিত হয়েছে, তাই আমরা তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম।

২৬১৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النُّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

২৬১৯. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... শু'বা (র)-এর সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৬২০- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْإِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيسَ.

২৬২০. আহমদ ইবন সাঈদ আদ-দারিমী (র)..... গায়লান ইবন জারীর (র)-এর সূত্রে এই সনদে শু'বার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে তিনি (গায়লান) সোমবারের উল্লেখ করেছেন, বৃহস্পতিবারের উল্লেখ করেননি।

২৬২১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وَلِدْتُ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ.

২৬২১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সোমবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ঐদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ঐদিন আমার উপর (কুরআন) নাযিল হয়েছে।

২৬- بابُ صَوْمِ سَرَرِ شَعْبَانَ

৩৪. পরিচ্ছেদ : শা'বান মাসের সওম

২৬২২- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لِأَخْرَ أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ.

২৬২২. হাদাব ইবন খালিদ (র)..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অথবা অপর কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি শা'বান মাসের মধ্যভাগে সওম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তুমি রমযানের সিয়াম সমাপন করবে, তখন দুই দিন সওম পালন করে নিও।

২৬২৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ.

২৬২৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ মাসের মধ্যভাগে কোন সওম পালন করেছিলে? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার বদলে রমযানের সিয়াম শেষ করে দুই দিন সিয়াম পালন করবে।

২৬২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ بْنُ الشَّخِيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِي شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شُعْبَةَ الَّذِي شَكَ فِيهِ قَالَ وَأَظْنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ.

২৬২৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি এ মাসের অর্থাৎ শা'বান মাসের মধ্যভাগে কোন সিয়াম পালন করেছ? সে বলল, না। তিনি তাকে বললেন, রমযানের সওম পালন শেষ করে তুমি এক দিন বা দুই দিন সওম পালন কর। এ সম্পর্কে শু'বার সন্দেহ রয়েছে এবং রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি দুই দিনের কথা বলেছেন।

২৬২৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ وَيَحْيَى اللَّؤْلُؤِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِيٍّ ابْنُ أَخِي مُطَرِّفٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

২৬২৫. মুহাম্মদ ইবন কুদামা ও ইয়াহইয়া লু'লুই (র)..... আবদুল্লাহ ইবন হানী মুতাররিফের ভ্রাতুষ্পুত্র (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৫- بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمَ

৩৫. পরিচ্ছেদ : মুহাররমের সওমের ফযীলত

২৬২৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

২৬২৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম হচ্ছে রাতের সালাত।

২৬২৭- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ سَأَلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ.

২৬২৭. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হ'ল, ফরয সালাতসমূহের পর কোন্ সালাত এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর কোন্ সওম সর্বোত্তম? তিনি বললেন, ফরয সালাতসমূহের পর গভীর রাতের সালাত সর্বোত্তম এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম সর্বোত্তম।

২৬২৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৬২৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল মালিক ইবন উমায়র (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩৬- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ اتِّبَاعًا لِرَمَضَانَ

৩৬. পরিচ্ছেদ : রমযানের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখার ফযীলত

২৬২৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ بْنِ الْحَارِثِ

الْخَزْرَجِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

২৬২৯. ইয়াহইয়া ইবন আয্যুব, কুতরাযবা ও আলী ইবন হুজর (র)..... আবু আয্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের সিয়াম পালন করল। তারপর শাওয়াল মাসে ছয় দিনকে তার অনুগামী করল, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।

২৬৩০. - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

২৬৩০. ইবন নুমায়র (র) আবু আয্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৬৩১ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২৬৩১. আবু বকর ইবন শায়বা (র) আবু আয্যুব (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

৩৭- بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثُّ عَلَى طَلِبِهَا وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلِبِهَا

৩৭. পরিচ্ছেদ : লায়লাতুল কদরের ফযীলত, এর অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহ দান, তা কখন হবে তার বর্ণনা এবং তার অনুসন্ধানের আশাব্যঞ্জক সময়

২৬৩২ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

২৬৩২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, যে নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীকে স্বপ্নে দেখান হ'ল যে, (রমযানের) শেষ সাত দিনের মধ্যে কদরের রাত নিহিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি দেখছি যে, শেষের সাতদিন সম্পর্কে তোমাদের সকলের স্বপ্ন মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি তা অব্বেষণ করবে, সে যেন রমযানের শেষ সাতদিনের রাতগুলোতে অব্বেষণ করে।

২৬৩৩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

২৬৩৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রমযানের) শেষ সাতদিনের রাতগুলোতে লায়লাতুল কদর অব্বেষণ কর।

২৬৩৪- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَى رَجُلٌ أَنْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوَتْرِ مِنْهَا.

২৬৩৪. আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র).....সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, এক ব্যক্তি (রমযানের) ২৭তম রাতে লায়লাতুল কদর দেখতে পেল। নবী ﷺ বললেন, আমাকেও তোমাদের মত স্বপ্ন দেখান হয়েছে যে, তা রমযানের শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব এর বেজোড় রাতগুলোতে তা অনুসন্ধান কর।

২৬৩৫- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ وَأَرَى نَاسًا مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ.

২৬৩৫. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত, তার পিতা [আবদুল্লাহ (রা)] বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কতিপয় লোককে দেখান হ'ল যে, তা রমযানের প্রথম সাতদিনের মধ্যে, আবার কতিপয় লোককে দেখান হয়েছে যে, তা শেষ সাতদিনের মধ্যে। অতএব (রমযানের) শেষ দশকের মধ্যে তা অন্বেষণ কর।

২৬৩৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلِبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي.

২৬৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... উকবা ইবন হুরায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনে কদরের রাত অনুসন্ধান কর। তোমাদের কেউ যদি দুর্বল অথবা অপারগ হয়ে পড়ে, তবে সে যেন শেষের সাত রাতে অলসতা না করে।

২৬৩৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

২৬৩৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে নবী ﷺ-এর থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কদরের রাত অনুসন্ধান করতে চায়, সে যেন (রমযানের) শেষ দশকে তা অনুসন্ধান করে।

২৬৩৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ أَوْ قَالَ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ.

২৬৩৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা (রমযানের) শেষ দশকে কদরের রাত অনুসন্ধান কর অথবা তিনি বলেছেন, শেষের সাত রাতে।

২৬৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ وَقَالَ حَرْمَلَةُ فَنَسِيتُهَا.

২৬৩৯. আবুত তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে (স্বপ্নে) কদরের রাত দেখান হয়েছিল। অতঃপর আমার পরিবারের কেউ আমাকে ঘুম থেকে জাগানোর ফলে আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা শেষ দশকে অনুসন্ধান কর। রাবী হারমালা (র)-এর বর্ণনায় আছে, “আমি তা ভুলে গেছি।”

২৬৪০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسْطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينَ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ أَحَدَى وَعِشْرَيْنَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْآخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَنَسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي كُلِّ وَتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مُطَرْنَا لَيْلَةَ أَحَدَى وَعِشْرَيْنَ فَوَكَّفَ الْمُسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌ طِينًا وَمَاءً.

২৬৪০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (রমযানের) মাঝের দশকে ইতিকাকফ করেন। অতঃপর ২০তম দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং ২১তম দিনের সূচনাতে তিনি নিজ বাসস্থানে ফিরে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে যারা ইতিকাকফ করেন, তারাও নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর একবার রমযান মাসের মাঝের দশকে তিনি ইতিকাকফ করলেন। যে রাতে তাঁর ইতিকাকফ হতে ফিরে আসার কথা, সে রাতে (পুনরায়) ইতিকাকফ আরম্ভ করলেন ও লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি সাধারণত এই (মধ্যম) দশকে

ইতিকাফ করতাম। এরপর শেষ দশকেও ইতিকাফ করা আমার কাছে সমীচীন মনে হ'ল। অতএব যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন নিজ ইতিকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমি এই (কদরের) রাত স্বপ্নে দেখেছিলাম কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে তা অনুসন্ধান কর। আমি স্বপ্নে নিজেকে পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, ২১তম রাতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তিনি যখন ফজরের সালাত থেকে ফিরলেন, তখন আমি তাঁর মুখমন্ডল কাদা ও পানিতে সিক্ত দেখলাম।

২৬৪১- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّاءُورِدِيَّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسْطِ الشَّهْرِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُثَبِّتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَالَ وَجَبَيْنَاهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً.

২৬৪১. ইবন আবু উমর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের মাঝের দশকে ইতিকাফ করতেন। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, “সে যেন তার ইতিকাফের স্থানে অবস্থান করে।” তিনি আরো বলেন, “তাঁর কপাল কাদা ও পানিতে সিক্ত ছিল।”

২৬৪২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةِ تَرْكِيَّةٍ عَلَى سِدَّتِهَا حَصِيرٌ قَالَ فَآخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَفَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ التَّمِسُّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ عَتَكْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَأَعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ وَإِنِّي أُرَيْتُهَا لَيْلَةً وَتَرَوْنِي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ فَاصْبَحَ مِنْ لَيْلَةٍ أَحَدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَاكَفَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبَيْنَاهُ وَرَوْنَاهُ أَنْفَهُ فِيهِمَا الطِّينَ وَالْمَاءَ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ أَحَدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ.

২৬৪২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল আলা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের প্রথম দশকে ইতিকাফ করলেন। এরপর তিনি মাঝের দশকেও একটি তাঁবুর মধ্যে ইতিকাফ করলেন এবং তাঁবুর দরজায় একটি চাটাই ঝুলান ছিল। রাবী বলেন, তিনি নিজ হাতে চাটাই ধরে তা তাঁবুর কোণে রাখলেন, এরপর নিজের মাথা বাইরে এনে লোকদের সাথে কথা বললেন এবং তারাও তাঁর নিকট এগিয়ে এল। তিনি বললেন, এই রাতের অনুসন্ধানকল্পে আমি (রমযানের) প্রথম দশকে ইতিকাফ করলাম। অতঃপর মাঝের

দশকে ইতিকার করলাম। এরপর আমার নিকট একজন আগন্তুক (ফেরেশতা) এসে আমাকে বলল, লায়লাতুল কদর শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইতিকার করতে চায়, সে যেন ইতিকার করে। লোকেরা তাঁর সঙ্গে (শেষ দশকে) ইতিকার করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন, স্বপ্নে আমাকে তা কোন এক বেজোড় রাতে দেখান হয়েছে এবং আমি যেন সেই রাতে কাদা ও পানির মধ্যে ফজরের সিজদা করছি। (রাবী বলেন), তিনি ২১তম রাতের ভোরে উপনীত হয়ে ফজরের সালাতে দাঁড়ালেন এবং আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হল। ফলে ছাদ থেকে মসজিদে পানি বর্ষিত হল এবং আমি কাদা ও পানি দেখতে পেলাম। তিনি ফজরের সালাত শেষে যখন বের হয়ে এলেন, তখন তাঁর কপাল ও নাকের ডগা সিক্ত ও কদমাক্ত ছিল। আর তা ছিল রমযানের শেষ দশকের প্রথম (বা ২১তম) রাত।

২৬৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ تَذَكَّرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَاتَّيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسِيتُهَا أَوْ أَنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ كُلِّ وَتَرٍ وَإِنِّي أُرَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

২৬৮৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবু সালামা (রা) বলেন, আমরা পরস্পর কদরের রাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এরপর আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট এলাম এবং তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। আমি তাকে বললাম, আপনি কি আমাদের সাথে খেজুর বাগানে যাবেন না? তিনি একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় বের হলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা রমযান মাসের মাঝের দশকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইতিকার করলাম। আমরা ২১তম দিন ভোরে (ইতিকার থেকে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বললেন, আমাকে স্বপ্নযোগে কদরের রাত দেখান হয়েছিল। কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি অথবা আমাকে তা ভুলানো হয়েছে। তোমরা শেষ দশ দিনের প্রতিটি বেজোড় রাতে তা অন্বেষণ কর। আমি আরও দেখেছি যে, আমি কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইতিকার করেছে, সে যেন পুনরায় তার ইতিকারে ফিরে যায়। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমরা (ইতিকারের অবস্থায়) ফিরে গেলাম। আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখতে পাইনি। ইতিমধ্যে একখন্ড মেঘ এল এবং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল, এমনকি মসজিদের ছাদ হতে পানি প্রবাহিত হল। মসজিদের ছাদ খেজুর ডাটার ছাউনিযুক্ত ছিল। ফজরের সালাত আদায় করা হ'ল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা দিতে দেখলাম, এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

২৬৮৪- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرُ الطِّينِ.

২৬৮৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ, আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... ইয়াহুইয়া আবু কাসীর (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে উভয়ের (মা'মার ও আওয়াঈ) বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করে ফিরলেন তখন আমি তাঁর কপালে ও নাকের ডগায় কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

২৬৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ فَلَمَّا أَنْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقَوَّضَ ثُمَّ أُبَيِّنْتُ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأَعِيدَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبَيِّنْتُ لِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنَسِيَتْهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ أَجَلُ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرَيْنِ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ وَقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ مَكَانَ يَحْتَقَانِ يَخْتَصِمَانِ.

২৬৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আবু বকর ইব্ন খাল্লাদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদরের রাত অব্বেষণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বে, রমযানের মাঝের দিকে দশ দিন ইতিকায় করলেন। দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি তাঁর তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তা গুটিয়ে ফেলা হ'ল। অতঃপর তিনি জানতে পারলেন যে, তা শেষ দশ দিনের মধ্যে আছে। তাই তিনি পুনরায় তাঁর খাটানোর নির্দেশ দিলেন। তা খাটান হ'ল। এরপর তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমাকে কদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়ে এলাম। কিন্তু দুই ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করতে করতে উপস্থিত হ'ল এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। ফলে আমি তা ভুলে গেছি। অতএব তোমরা তা রমযান মাসের শেষ দশ দিনে অব্বেষণ কর। তোমরা তা ৯ম, ৭ম ও ৫ম রাতে অব্বেষণ কর। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবু সাঈদ! আপনি সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরাই এ বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। আমি বললাম ৯ম, ৭ম ও ৫ম

সংখ্যাগুলো কি? তিবি বললেন, যখন ২১তম রাত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং ২২তম রাত শুরু হয়-এই হচ্ছে ৯ম তারিখ, ২৩ রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী রাত হচ্ছে ৭ম তারিখ এবং ২৫তম রাত অতিবাহিত হওয়ার পরের দিনটি হচ্ছে ৫ম তারিখ। ইব্ন খাল্লাদের বর্ণনায় **يَخْتَصِمَانِ**-এর স্থলে **يَحْتَقَانِ** শব্দের উল্লেখ আছে (অর্থ একই)।

২৬৪৬- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَهْلٍ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا وَأَرَانِي صَبِيحَتَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطَيْنٍ قَالَ فَمُطَرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنْ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ-

২৬৪৬. সাঈদ ইব্ন আমর ইব্ন সাহল ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আশআস ইব্ন কায়স আল-কিনদী ও আলী ইব্ন খাশরাম (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে কদরের রাত দেখান হয়েছিল। অতঃপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাকে ঐ রাতের ভোর সম্পর্কে (স্বপ্নে) আরও দেখান হয়েছে যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। রাবী বলেন, অতএব ২৩তম রাতে বৃষ্টি হ'ল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে (ফজরের) সালাত আদায় করে যখন ফিরলেন, তখন আমরা তাঁর কপাল ও নাকের ডগায় কাদা ও পানির চিহ্ন দেখতে পেলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) বলতেন, তা ছিল ২৩তম।

২৬৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ التَّمِسُّوْا وَقَالَ وَكَيْعٌ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ-

২৬৪৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমযান মাসের শেষ দশ দিনে তোমরা কদরের রাত (ইব্ন নুমায়রের বর্ণনায়) অব্বেষণ কর এবং (ওয়াকী-এর বর্ণনায়) সন্ধান সচেষ্ট হও।

২৬৪৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ سَمِعًا زُرَّ بْنَ حَبِيشٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمُ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَّا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ

وَعِشْرِينَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَتْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ
قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَ مَيْدٍ لَا شُعَاعَ لَهَا-

২৬৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইব্ন আবু উমর (র)..... যির ইব্ন হুয়ায়শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বললাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি গোটা বছর রাত জাগরণ করে, সে কদরের রাতের সন্ধান পাবে। তিনি (উবাই) বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন আসলে এরদ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, লোকেরা যেন কেবল একটি রাতের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। তিনি অবশ্যই জানেন যে, তা রমযান মাসে শেষের দশ দিনের মধ্যে এবং ২৭তম রজনী। অতঃপর তিনি শপথ করে বললেন, তা ২৭তম রজনী। তিনি ইনশাআল্লাহ বললেন না। আমি (যির) বললাম, হে আবুল মুনযির! আপনি কিসের ভিত্তিতে তা বলছেন? তিনি বললেন, বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে—যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন। যেমন, সেদিন সূর্য উঠবে কিন্তু তার আলোতে তেজ থাকবে না।

২৬৪৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي
لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّابْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبِي فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللَّهُ إِنِّي لَا أَعْلَمُهَا
قَالَ شُعْبَةُ وَأكْبَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا
صَاحِبٌ لِي عَنْهُ-

২৬৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) কদরের রাত সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর শপথ! কদরের রাত সম্পর্কে আমি খুব ভাল করেই জানি। শু'বা বলেন, আমার জানামতে তা হচ্ছে সেই রাত যে রাতে জেগে ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে রমযানের ২৭তম রজনী। “তা হচ্ছে সেই রাত, যে রাতে আমাদেরকে ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।” এই বাক্যটুকু সম্পর্কে শু'বা সন্দেহে পতিত হয়েছেন এবং বলেছেন, আমার এক বন্ধু তার শায়খের সূত্রে আমার নিকট ঐ কথা বর্ণনা করেছেন।

২৬৫০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ
ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَذَاكُرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
أَيْكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ-

২৬৫০. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কদরের রাত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে সেই (রাত) স্মরণ রাখবে, যখন চাঁদ উদিত হবে খালার একটি টুকরার ন্যায়।

كِتَابُ الْإِعْتِكَافِ

অধ্যায় : ইতিকাফ

২৬৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ-

২৬৫১. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান রাযী (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রমযান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন।

২৬৫২- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ-

২৬৫২. আবুত-তাহির (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নাফি'র) বলেন, মসজিদের যে স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফ করতেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তা আমাকে দেখিয়েছেন।

২৬৫৩- وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ-

২৬৫৩. সাহল ইব্ন উসমান (র)..... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।

২৬৫৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ ح وَحَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ-

২৬৫৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, সাহল ইব্ন 'উসমান. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন।

২৬৫৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ-

২৬৫৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইত্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকেই ইতিকাফ করতেন। তাঁর ইত্তিকালের পর তাঁর সহধর্মিণীগণও ইতিকাফ করতেন।

২৬৫৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الْأَعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَّةُ فَقَالَ الْبِرُّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقَوَّضَ وَتَرَكَ الْأَعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ-

২৬৫৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলে ফজরের সালাত আদায়ের পর ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। একবার তিনি (মসজিদের অভ্যন্তরে) তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা খাটান হ'ল। তিনি রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার সংকল্প করলেন। উম্মুল মুমিনীন যায়নাব (রা)-ও তাঁর তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তা খাটানো হ'ল। অতঃপর নবী ﷺ-এর অপরাপর স্ত্রীগণও নিজ নিজ তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং তা খাটানো হ'ল। ফজরের সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকিয়ে তাঁবুগুলো দেখতে পেলেন এবং বললেন, তোমরা কি পুণ্যার্জনের ইচ্ছা করছ? অতঃপর তিনি তাঁবুগুলো খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং তা খুলে ফেলা হ'ল। তিনি রমযানের ইতিকাফ ভঙ্গ করলেন এবং শাওয়াল মাসের প্রথম দশকে এর কাযা করলেন।

২৬০৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَفِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذَكَرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْأَخْبِيَةَ لِلْإِعْتِكَافِ-

২৬০৭. ইবন আবু 'উমর, 'আমর ইবন সাওয়াদ, মুহাম্মদ ইবন রাফি', সালামা ইবন শাবীব ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবু মু'আবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। ইবন উয়ায়না, 'আমর ইবনুল হারিস ও ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আয়েশা (রা), হাফসা (রা) ও যায়নাব (রা) সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তাঁরা ইতিকাকের উদ্দেশ্যে তাঁর খাটিয়েছিলেন।

১- بَابُ الاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

১. পরিচ্ছেদ : রমযানের শেষ দশকে (ইবাদতের জন্য) সচেষ্টি হওয়া

২৬০৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْقُورٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيَّقُظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ-

২৬০৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী ও ইবন আবু 'উমর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশক শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সারারাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন এবং তিনি নিজেও ইবাদতের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন।

২৬০৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ-

২৬০৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু কামিল জাহদারী (র)..... আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে সচেষ্টি থাকতেন যেমনটি অন্য সময়ে থাকতেন না।

২- بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

২. পরিচ্ছেদ : যিলহজ্জ মাসের (প্রথম) দশকের সওম

২৬৬০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ-

২৬৬০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সালাতুহি ওয়াসাল্লাম-কে কখনও (যিলহজ্জের) দশ দিন সওম পালন করতে দেখিনি।

২৬৬১- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ-

২৬৬১. আবু বকর ইবন নাফি' আবদী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সালাতুহি ওয়াসাল্লাম (যিলহজ্জের) দশ দিন সওম পালন করেননি।

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় : হজ্জ

১- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لُبْسُهُ وَمَا لَا يُبَاحُ وَبَيَانُ تَحْرِيمِ الطَّيِّبِ عَلَيْهِ

১. পরিচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের পোশাক পরিধান করা জায়েয ও কি ধরনের পোশাক নাজায়েয এবং ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ

২৬৬২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْأَلْوَرُسُ-

২৬৬২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাজাদাহু তালাহাহু ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জানতে চাইল যে, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরবে? রাসূলুল্লাহ সাজাদাহু তালাহাহু ওয়াসাল্লাম বললেন, মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করতে পারবে না। তবে কোন ব্যক্তি চপ্পল না পেলে সে মোজা পরিধান করবে তবে তা টাখনুর নিচ থেকে কেটে ফেলবে। তোমরা এমন কাপড় পরিধান কর না যা জাফরান বা ওয়ার্স-এর রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে।

২৬৬৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَأْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ-

২৬৬৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাজাদাহু তালাহাহু ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কী পরিধান করবে? তিনি বললেন, মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, টুপি, পায়জামা, জাফরান বা ওয়ার্স দ্বারা রঞ্জিত কাপড় এবং মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু চপ্পল না পেলে সে টাখনুর নিচ থেকে মোজা কেটে তা পরিধান করতে পারবে।

২৬৬৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ -

২৬৬৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম ব্যক্তিকে জাফরান বা ওয়ার্স দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, কারও চপ্পল না থাকলে সে মোজা পরিধান করবে এবং টাখনুর নিচ থেকে তা কেটে ফেলবে।

২৬৬৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرُو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمُحْرِمَ -

২৬৬৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবুর-রবী যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)হাম্মাদ ইব্ন যায়দ 'আমর [ইব্ন দীনার] থেকে তিনি জাবির ইব্ন যায়দ এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি, মুহরিম ব্যক্তির কাপড় না থাকলে সে পায়জামা পরতে পারবে এবং তার চপ্পল না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে।

২৬৬৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ -

২৬৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু গাস্‌সান রায়ী (র) শু'বা (র) আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ-কে আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দিতে শুনেছেন- এরপর তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বর্ণনা করেন।

২৬৬৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ غَيْرُ شُعْبَةَ وَحَدَّه -

২৬৬৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা সুফয়ান ইব্ন 'উয়ায়না থেকে, ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, হুশায়ম থেকে, আবু কুরায়ব ওয়াকীর সুফয়ান থেকে, আলী ইব্ন খাশরম ইসা ইব্ন ইউনুসের মধ্যস্থতায় ইব্ন জুরায়জ থেকে

আলী ইবন হুজর (র) ইসমাইলের মধ্যস্থতায় আয়ুব থেকে আর তারা সকলেই আমার ইবন দীনারের সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'বা ছাড়া তাদের কারও বর্ণনায় নবী ﷺ “আরাফাতে ভাষণ দিয়েছেন” কথাটির উল্লেখ নাই।

২৬৬৮- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ -

২৬৬৮. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার কাপড় নাই সে পায়জামা পরিধান করতে পারে, আর যার চপ্পল নাই সে মোজা পরতে পারে।

২৬৬৯- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خُلُوقٌ أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمَرَتِي قَالَ وَأَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنْ أَرَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَقَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ قَالَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمَرَةِ أَغْسِلُ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخُلُوقِ وَأَخْلَعُ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَأَصْنَعُ فِي عُمَرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ -

২৬৬৯. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) সাফওয়ান ইবন ইয়ালা ইবন উমায়্যা (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি খাল্ক (সুগন্ধিবিশেষ)-যুক্ত অথবা বলেন, হলুদ রং-এর চিহ্নযুক্ত জুব্বা পরিহিত অবস্থায় জি'রানা নামক স্থানে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, উমরা পালনের সময় আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দেন? এই সময় নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল এবং তিনি একটি কাপড় আচ্ছাদিত অবস্থায় ছিলেন। ইয়ালা (রা) বলতেন যে, নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া অবস্থায় যদি আমি তাঁকে দেখতে পেতাম! উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ওহী নাযিল হওয়ার মুহূর্তে তুমি নবী ﷺ-কে দেখার আগ্রহ রাখ কি? ইয়ালা (রা) বলেন, এরপর উমর (রা) কাপড়ের এক কোণ উন্মুক্ত করলেন এবং আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, তাঁর মুখ দিয়ে যুবা উটের আওয়াযের মত আওয়ায বের হচ্ছে। যখন তাঁর এ অবস্থা কেটে গেল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, উমরা সম্বন্ধে প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি বললেন, তোমার দেহ থেকে হলুদ রং ধুয়ে ফেল, অথবা বললেন, সুগন্ধির চিহ্ন। তোমার জুব্বা খুলে ফেল। অতঃপর তুমি তোমার হজ্জে যা করতে, উমরার জন্য তাই কর।

২৬৭০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ مَقْطَعَاتٌ يَعْنِي جُبَّةً وَهُوَ

مُتَضَمِّنٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَىٰ هَذَا وَأَنَا مُتَضَمِّنٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ قَالَ أَنْزَعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخُلُوقَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ -

২৬৭০. ইবন আবু উমর (র) ইয়ালা ইবন উমায়্যা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এল। তখন তিনি জি'রানা নামক স্থানে ছিলেন এবং আমি নবী ﷺ-এর কাছেই ছিলাম। লোকটি খালুক (জাতীয় সুগন্ধি) যুক্ত একটি জুব্বা পরিহিত ছিল। সে বলল, আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছি এবং আমার পরিধানে এই জুব্বা রয়েছে এবং আমি খালুক ব্যবহার করেছি। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হজ্জের ইহরামে থাকলে কি করতে? সে বলল, আমি নিজের এই কাপড় খুলে ফেলতাম এবং নিজের দেহ থেকে এই সুগন্ধি ধুয়ে ফেলতাম। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি হজ্জের যা করতে, উমরার জন্য তাই কর।

২৬৭১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي رَاهِيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَمَ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٌ مُتَضَمِّنٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّنَ بِطِيبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحَمَّرٌ الْوَجْهَ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَقَالَ آيُنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَنْفًا فَالْتُمَسَ الرَّجُلُ فَجِئَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ -

২৬৬১. যুহায়র ইবন হার্ব, আবদ ইবন হুমায়দ ও আলী ইবন খাশরম (র) ইয়ালা ইবন উমায়্যা (রা) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতেন, আহা! নবী ﷺ-এর উপর যখন ওহী নাযিল হয়, আমি যদি সেই অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেতাম! একদা নবী ﷺ জি'রানায় অবস্থান করছিলেন এবং একটি কাপড়ের সাহায্যে তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করা হয়েছিল। তাঁর সংগে তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীও ছিলেন- যাদের মধ্যে উমর (রা)-ও ছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত জুব্বা পরিহিত অবস্থায় তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি জুব্বায় সুগন্ধি মেখে তা পরিহিত অবস্থায় উমরার ইহরাম বেঁধেছে, তার সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? নবী ﷺ তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, অতঃপর নীরব রইলেন। এই সময় তাঁর উপর ওহী আসল। উমর (রা) হাতের ইশারায় ইয়ালা ইবন উমায়্যা (রা)-কে বললেন, এদিকে আস। ইয়ালা (রা) এসে নিজের মাথা (কাপড়ের

মধ্যে) ঢুকিয়ে দিলেন (এবং দেখলেন) নবী ﷺ-এর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করেছে এবং তাঁর মুখ দিয়ে আওয়ায বেরুচ্ছে। অতঃপর এই অবস্থা দূরীভূত হ'ল এবং তিনি বললেন, এইমাত্র যে ব্যক্তি আমার নিকট উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল- সে কোথায়? লোকটিকে খুঁজে এনে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হ'ল। নবী ﷺ বললেন, তোমার সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে ফেল এবং জুব্বা খুলে ফেল। অতঃপর যে নিয়মে হজ্জ কর, ঠিক সেই নিয়মে উমরা কর।

২৬৭২- وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفَّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ -

২৬৭২. উকবা ইব্ন মুকরাম আশ্মী ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ইয়ালা ইব্ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জি'রানা নামক স্থানে নবী ﷺ-এর নিকট আসল। লোকটি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিল। তার দাঁড়ি ও মাথার চুল হলুদ রং-এ রঞ্জিত ছিল এবং তার পরনে ছিল একটি জুব্বা। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছি এবং আমি কি অবস্থায় আছি তা আপনি দেখছেন। তিনি বললেন, তুমি জুব্বা খুলে ফেল এবং হলুদ রং ধুয়ে ফেল। অতঃপর হজ্জে যা কিছু করতে, উমরাতেও তাই কর।

২৬৭৩- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَّاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خُلُوقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَفْعَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ وَكَانَ عُمْرِيَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظِلُّهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ إِنِّي أُحِبُّ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَرَهُ عُمَرُ بِالثَّوْبِ فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا سَرَّيَ عَنْهُ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ أَنْفًا عَنْ الْعُمْرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخُلُوقِ الَّذِي بِكَ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلًا فِي حَجِّكَ -

২৬৭৩. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) সাফওয়ান তার পিতা সূত্রে (ইব্ন উমায়্যা) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি জুব্বা পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হ'ল। তাতে খালুক (জাতীয় সুগন্ধি)-এর চিহ্ন ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছি, আমাকে কি করতে হবে? তিনি তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হত

তখন উমর (রা) তাঁকে ছায়া দেওয়ার জন্য একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতেন। আমি (ইয়ালা) উমর (রা)-কে বলেছিলাম, তাঁর উপর যখন ওহী নাযিল হয় তখন আমি তাঁর সংগে কাপড়ের অভ্যন্তরভাগে আমার মাথা ঢুকাতে চাই। যখন ওহী নাযিল হ'ল, উমর (রা) তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। আমি তাঁর নিকট এসে কাপড়ের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে দিলাম এবং তাঁকে দেখলাম। এই অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বললেন, এইমাত্র উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি তাঁর সামনে দাঁড়াল। তিনি বললেন, তোমার পরিধানের জুব্বা খুলে ফেল এবং সুগন্ধির চিহ্ন ধুয়ে ফেল। অতঃপর তুমি হজ্জে যা করতে, তোমার উমরায় তাই কর।^১

২- بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ

২. পরিচ্ছেদ : হজ্জের মীকাতসমূহের বর্ণনা

২৬৭৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُؤُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا -

২৬৭৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, খালফ ইবন হিশাম, আবুর-রবী ও কুতায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরি়াবাসীদের জন্য আল-জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল, ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরো বলেন, এগুলো ঐসব এলাকার লোকদের মীকাত এবং এর বাইরের যে সব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ঐসব এলাকা হয়ে আসবে, তাদের মীকাত। আর যেসব লোক উল্লেখিত মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তারা স্বস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে, এভাবে যারা আরো ভিতরে, তারা সে স্থান হতে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

২৬৭৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ

১. হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সংকল্প করা', 'দর্শনের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে গমন করা।' শরীআতের পরিভাষায় এর অর্থ "কতিপয় নির্দিষ্ট কার্যক্রম সহকারে একটি নির্দিষ্ট ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ (কা'বা) শরীফ যিয়ারত করার সংকল্প করা।" হজ্জের কার্যক্রম হজ্জে (১০ যিলহজ্জ তারিখে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা, আরাফাতের ময়দানে (৯ যিলহজ্জ) অবস্থান করা, মাথা কামানো বা চুল ছোট করা, ১০ যিলহজ্জের পর দুই বা তিন দিন মিনায় অবস্থান করা এবং জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা।

الْجُحْفَةَ وَالْأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنِ الثَّمَنَازِلِ وَالْأَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ أَتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ -

২৬৭৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার অধিবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য আল-জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এগুলো উল্লেখিত এলাকার লোকদের মীকাত এবং বাইরের যেসব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে এই সব এলাকা হয়ে আসবে, তাদের মীকাত। আর যেসব লোক মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তারা যে স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছা করে, সে স্থান হতে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

২৬৭৬. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُهَلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَلَمَ -

২৬৭৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়াবাসীগণ আল-জুহফা থেকে এবং নাজদবাসীগণ কারনুল থেকে ইহরাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়েমেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

২৬৭৭. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةٌ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمُ -

২৬৭৭. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মদীনাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান মুহায়আ অর্থাৎ আল-জুহফা এবং নাজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান কারনুল। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, লোকেরা বলে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়েমেনবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান ইয়ালামলাম, কিন্তু আমি তা তাঁর নিকট থেকে শুনি নি।

২৬৭৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَبَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَهْلُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ -

২৬৭৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইব্ন আয্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও 'আলী ইব্ন হুজর (র) ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের যুল-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়ার অধিবাসীদেরকে আল-জুহফা থেকে এবং নাজদবাসীদেরকে কারন্ থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তিনি আরও বলেছেন, ইয়েমেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

২৬৭৯- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهِلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ أَرَاهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ -

২৬৭৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) আবু যুবার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট ইহরাম বাঁধার স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন। এরপর তিনি হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। আবু যুবার (র) বলেন, আমি মনে করি যে, জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে সরাসরি এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬৮০- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَذَكَرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ -

২৬৮০. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবু উমর (র) সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা থেকে এবং সিরি়াবাসীগণ আল-জুহফা থেকে, নাজদবাসীগণ কারন্ থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, “ইয়ামেনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে,” কিন্তু একথা আমি সরাসরি তাঁর নিকট থেকে শুনিনি।

২৬৮১- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهِلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُهِلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهِلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهِلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهِلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ -

২৬৮১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে ইহরাম বাঁধার স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি (রাবীর ধারণায় তিনি এই হাদীস তাঁর সাথে সংযুক্ত করেছেন) : মদীনাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যুল-হুলায়ফা, অপর একটি পথ হচ্ছে আল-জুহফা, ইরাকবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে যাতু ইরাক, নাজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে কারন এবং ইয়েমেনবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে ইয়ালামলাম।

৩. بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتُهَا

৩. পরিচ্ছেদ : তালবিয়া-এর বর্ণনা এবং এর সময়

২৬৮২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

২৬৮২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া নিম্নরূপ ছিল :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ -

“আমি তোমার নিকট হাযির হে আল্লাহ!, তোমার কাছে হাযির, আমি তোমার কাছে হাযির। তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার কাছে হাযির। যাবতীয় প্রশংসা ও নি‘আমত তোমারই এবং সার্বভৌম কর্তৃত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নাই।” নাবি (র) বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) নিজের তরফ থেকে তালবিয়ার সাথে আরও যোগ করতেন : “আমি তোমার কাছে হাযির, তোমার কাছে হাযির, তোমার খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আমি তোমার কাছে হাযির, সমস্ত আকর্ষণ তোমার প্রতি এবং সকল কাজ তোমারই জন্য।”

২৬৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَأْسُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلًا فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالُوا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

২৬৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াত, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন। তিনি বলতেন, “লাব্বাইকা আল্লাহুমা লা শারীকা লাকা।” আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলতেন, এই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়া।

নাফি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে আরও যোগ করতেন : “লাব্বাইকা লাব্বাইকা ... ওয়াল আমালু।”

২৬৮৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَقَّيْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ -

২৬৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে তালবিয়া শিখেছি অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৬৮৫. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ فَانَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مَلْبِدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِشَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلَ بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَهْلُ بِأَهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

২৬৮৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, “লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা।” তিনি এর সাথে আর কোন কথা যোগ করতেন না। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফায় দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তার উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে যুল-হুলায়ফার মসজিদের সামনে দণ্ডায়মান হতো তখন তিনি এসব শব্দ সহকারে তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আরও বলতেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই তালবিয়া পাঠ করতেন এবং বলতেন, “লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা...ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু।”

২৬৮৬. وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَلْكُمُ قَدْ قَدْ فَيَقُولُونَ لَا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ -

২৬৮৬. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আশ্বারী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা বলত, “লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা।” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, সাবধান, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও (সামনে আর বলো না)। কিন্তু তারা আরও বলত, “কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার আরও একজন শরীক আছে— তুমিই যার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নয় (অথবা অর্থ হবে, সে যা কিছুর মালিক তারও মালিক তুমিই)।” তারা এই কথা বলত আর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত।

৪- بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

৪. পরিচ্ছেদ : মদীনাবাসীদেরকে যুল-হলায়ফার মসজিদের নিকট ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

২৬৮৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ بَيِّدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ -

২৬৮৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের এই বায়দা নামক স্থান সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত করে ভুল বর্ণনা করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলমাত্র যুল-হলায়ফার মসজিদের নিকটেই ইহরাম বাঁধতেন।

২৬৮৮- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ -

২৬৮৮. কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র) সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা)-কে যখন বলা হ'ল, বায়দা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধতে হবে- তখন তিনি বললেন, এই বায়দাকে কেন্দ্র করেই তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত করে ভুল বর্ণনা করে থাক। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই গাছের নিকট ইহরাম বেঁধে লাব্বাইকা ধ্বনি উচ্চারণ করতেন- যেখান থেকে তাঁর উট তাঁকে নিয়ে রওনা হতো।^১

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক কোন্ স্থানে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন- এ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুনানে আবু দাউদ ও মুসতাদরাকে হাকিম-এ ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সাহায্যে এই পার্থক্য দূরীভূত হয়ে যায়। তাতে আছে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হলায়ফার মসজিদে দু'রাক'আত পড়ার পর ইহরাম বেঁধে তালবিয়া উচ্চারণ করেন। কতিপয় লোক তাঁর এই তালবিয়া শুনতে পায়। অতঃপর তিনি বাহনে উঠে রওনা হয়ে পুনর্বার তালবিয়া উচ্চারণ করেন। কতিপয় লোক তাঁর এই তালবিয়া শুনতে পায়। কেননা লোকেরা দলে দলে বিতস্ত হয়ে যাতায়াত করছিল। অতঃপর তিনি (যুল-হলায়ফার) অনতিদূরে বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণের সময় পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। কতিপয় লোক তাঁর এই তালবিয়া শুনতে পায় এবং মনে করে যে, তিনি এখান থেকেই তালবিয়া পাঠ শুরু করেছেন। আল্লাহর শপথ! নবী ﷺ যেখানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, সেখানেই তালবিয়া শুরু করেছেন।”

৫- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ حِينَ تَنْبَعِثُ بِهِ رَاِحِلَتُهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى مَكَّةَ لِاعْتِقَابِ الرُّكْعَتَيْنِ -

৫. পরিচ্ছেদ : দু'রাক'আত সালাত আদায়ের পর কোন ব্যক্তির উট যখন মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তখনই ইহরাম বাঁধা উত্তম

২৬৮৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهَيْلَالَ وَلَمْ تُهَلِّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاِحِلَتُهُ -

২৬৮৯. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) সাঈদ ইবন আবু সাঈদ মাকবুরী 'উবায়দ ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখছি- যা আপনার সঙ্গী-সাথীদের কাউকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন, হে ইব্ন জুরায়জ! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন, আমি দেখেছি আপনি রুকনে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আর কোন রুক্ন স্পর্শ করেন না। আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে, আপনি পশমবিহীন চামড়ার স্যাভেল পরিধান করেন। আমি আরও দেখেছি যে, আপনি হলুদ বর্ণ ব্যবহার করেন। আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে, আপনি মক্কায় অবস্থানকালে (যিলহজ্জ মাসের) আট তারিখে ইহরাম বাঁধেন। অথচ লোকেরা নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথে ইহরাম বাঁধে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বললেন, রুকনসমূহের ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ -কে রুকনে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোন রুক্ন স্পর্শ করতে দিতে দেখিনি। আর পশমবিহীন স্যাভেলের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ -কে পশমবিহীন চামড়ার স্যাভেল পরিধান করতে দেখেছি। তিনি তা পায়ে দিয়ে উযুও করতেন। আমিও তাই এ ধরনের স্যাভেল পসন্দ করি। হলুদ রং-এর সম্পর্কে কথা হচ্ছে এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ -কে এই রং ব্যবহার করতে দেখেছি। অতএব আমিও এই রং পসন্দ করি। ইহরাম সম্পর্কে বলতে হয় যে, আমি রাসূলুল্লাহ -কে তখনই তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি যখন তাঁর উট যাত্রা শুরু করেছে।

২৬৭৯. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَجَّجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي قِصَّةِ الْأَهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمُقْبِرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ -

২৬৯০. হারুন ইব্ন সাদিদ আয়লী (র) ইব্ন কুসায়ত উবায়দ ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে ১২ বার করেছি। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে চারটি কাজ করতে দেখেছি অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক। কিন্তু তালবিয়া পাঠ প্রসঙ্গে রাবী (ইব্ন কুসায়ত) সাদিদ মাকবুরীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন, তবে তার উল্লেখ ব্যতীত আর সব বর্ণনায় কোন বিরোধ হয়নি।

২৬৭৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ رَجُلَهُ فِي الْفَرَسِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَأِحَتُهُ قَائِمَةً أَهْلًا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ -

২৬৯১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন পাদানীতে পা রাখতেন এবং তাঁর বাহন দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে রওনা করত, তখন তিনি যুল-হুলায়ফায় 'লাব্বাইকা' পাঠ করতেন।

২৬৭৯. وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْلًا حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً -

২৬৯২. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বর্ণনা করতেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াত, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করতেন।

২৬৭৯. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ رَأِحَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَهْلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً -

২৬৯৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন, অতঃপর তা যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন।

২৬৯৪. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا -

২৬৯৪. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও আহমদ ইবন ইসা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শুরু করার প্রারম্ভে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হলায়ফায় রাত যাপন করেন এবং এখানকার মসজিদে সালাত আদায় করেন।

৬. بَابُ اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فِي الْبَدَنِ وَاسْتِحْبَابِهِ بِالْمِسْكِ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَقَاءِ وَبَيْصِهِ وَهُوَ بَرِيقُهُ وَلَمَعَانُهُ

৬. পরিচ্ছেদ : ইহরামের পূর্বে দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং তাতে মিশ্ক ব্যবহার করা মুস্তাহাব হওয়া। আর সুগন্ধির ঝিলিক অবশিষ্ট থাকা দূষণীয় না হওয়া

২৬৯৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

২৬৯৫. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরাম বাঁধার সময় এবং (হজ্জ সমাপনান্তে) ইহরামমুক্ত হওয়ার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বেও আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

২৬৯৬. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي إِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحْلِهِ حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

২৬৯৬. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (র) নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

২৬৯৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

২৬৯৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধার জন্য ইহরামের পোশাক পরিধান করার পূর্বে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিতাম।

২৬৯৮. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ -

২৬৯৮. ইবন নুমায়র (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।

২৬৯৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ -

২৬৯৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের সময় নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যারীরা (ভারতীয় সুগন্ধি) মেখে দিয়েছি- ইহরামমুক্ত হওয়ার সময় এবং ইহরাম বাঁধার সময়।

২৭০০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ حُرْمِهِ قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ -

২৭০০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) উসমান ইবন উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরাম বাঁধার সময় তাঁকে কি জিনিস দিয়ে সুগন্ধিযুক্ত করেছিলেন? তিনি বললেন, সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যের (কস্তুরীর) সাহায্যে।

২৭০১. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطْيِبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ -

২৭০১. আবু কুরায়ব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধির সাহায্যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধিযুক্ত করতাম, অতঃপর তিনি ইহরাম বাঁধতেন।

২৭০২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ -

২৭০২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতদূর সম্ভব সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যের সাহায্যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পর কিন্তু তাওয়াফে ইফাযা^১ করার পূর্বে, সুগন্ধিযুক্ত করেছি।

২৭.২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلْفَ بْنِ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَقُلْ خَلْفٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طَيِّبٌ أَحْرَامُهُ -

২৭০৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবুর-রবী, খালফ ইব্ন হিশাম ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাথার সিঁথিতে কস্তুরীর ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, অথচ তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। রাবী খালফের বর্ণনায়, “তিনি তখন ইহরামাবস্থায় ছিলেন” কথা উল্লেখ নাই। তবে তাঁর বর্ণনায় আছে, “এটা ছিল তাঁর ইহরামের সময়কার সুগন্ধি।”

২৭.৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَهْلُ -

২৭০৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাথার সিঁথিতে কস্তুরীর ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, তিনি তখন তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

২৭.৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَلْبِي -

২৭০৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি, তিনি তখন তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

১. হাজীদের মোট তিনবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে হয়। প্রথমে মক্কা মু'আজ্জামায় পৌঁছেই, এটাকে বলে তাওয়াফে কুদূম বা আগমণী তাওয়াফ, তা সুন্নাত। দ্বিতীয়বার ১০ যিলহজ্জ মিনা থেকে ফিরে এসে। এটাকে বলে তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযা, এই তাওয়াফ ফরয। তৃতীয়বার হজ্জশেষে নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানার প্রাক্কালে, এটাকে বলে তাওয়াফে ওদা' বা বিদায়ী তাওয়াফ। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য এই তাওয়াফ ওয়াজিব। কিন্তু মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকার লোকদের জন্য তাওয়াফে ওদা' বাধ্যতামূলক নয়।

২৭.৬- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكَيِّعٍ -

২৭০৬. আহমদ ইবন ইউনুস (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি ওয়াকী' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

২৭.৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ -

২৭০৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার সিঁথিতে তাঁর ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি।

২৭.৮- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ -

২৭০৮. ইবন নুমায়র (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিঁথিতে তাঁর ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখছি।

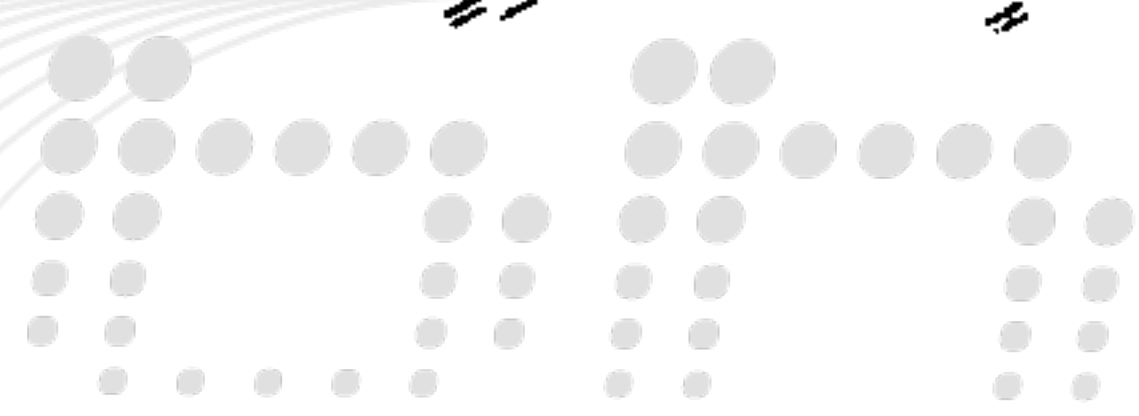
২৭.৯- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهُوَ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبَّيْعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابْنَ الْأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِطَيِّبٍ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبَيْصَ الدَّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ -

২৭০৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম বাঁধার সংকল্প করতেন তখন তিনি যথাসাধ্য সর্বোত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। অতঃপর আমি তাঁর মাথায় ও দাঁড়িতে তৈলের চাকচিক্য দেখতে পেতাম।

২৭.১০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ -

২৭১০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিঁথিতে তাঁর ইহরামের অবস্থায় কস্তুরীর চাকচিক্য দেখতে পাচ্ছি।

২৭.১১- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -



২৭১১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) হাসান ইবন উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এ সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭১২. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ -

২৭১২. আহমদ ইবন মানী' ও ইয়াকুব দাওরাকী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে কস্তুরী মিশ্রিত সুগন্ধি মেখে দিতাম।

২৭১৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لَأَنْ أَطْلِيَ بِقَطْرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لَأَنْ أَطْلِيَ بِقَطْرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا -

২৭১৩. সাঈদ ইবন মানসূর ও আবু কামিল (র) ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন মুনতশির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মদ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম – যে সুগন্ধি মেখেছে, অতঃপর তার ভোর হয় মুহরিম অবস্থায়। তিনি বললেন, আমি এটা পসন্দ করি না যে, আমি ইহরাম অবস্থায় থাকব আর আমার শরীর থেকে সুবাস ছড়াবে। এই কাজ (সুগন্ধি লাগানো) অপেক্ষা আমি আমার দেহে আলকাতরা মাখানোকে অধিক পসন্দনীয় মনে করি। অতঃপর আমি (মুহাম্মদ) আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম যে, ইবন উমর (রা) বলেন, “আমি এটা পসন্দ করি না যে, আমি ইহরাম অবস্থায় থাকব আর আমার শরীর থেকে সুবাস ছড়াবে। এই কাজ (সুগন্ধি লাগানো) অপেক্ষা আমি আমার দেহে আলকাতরা মাখানোকে অধিক শ্রেয় মনে করি।” তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি মেখে দিয়েছি। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট চক্র দিলেন, এরপর ভোরবেলা ইহরাম বাঁধলেন।^১

১. ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব এবং ইহরাম বাঁধার পর তা অবশিষ্ট থাকায় কোন দোষ নেই। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অধিকাংশ সাহাবী, তাবীঈ, মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদের এই মত। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাঈদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা), ইবন আব্বাস (রা), ইবন যুবার (রা), মু'আবিয়া (রা), আয়েশা (রা), উম্মু হাবীবা (রা) ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, আবু ইউসুফ, আবু দাউদ (র) প্রমুখ। ইমাম যুহরী, মালিক, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান

২৭১৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحَرَّمًا يَنْضَعُ طِيبًا -

২৭১৪. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র) আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে সুগন্ধি মেখে দিতাম। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট চক্কর দিতেন, অতঃপর ভোরবেলা তিনি ইহরাম বাঁধতেন। আর তখন তার দেহ থেকে সুবাস ছড়াত।

২৭১৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى
عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطْرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحَرَّمًا
أَنْضَعُ طِيبًا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ فِي
نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحَرَّمًا -

২৭১৫. আবু কুরায়ব (র) ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন মুনতশির (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : সুগন্ধি ছড়ানো অবস্থায় মুহরিম হওয়া অপেক্ষা দেহে আলকাতরা মাখানো অবস্থায় থাকা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। রাবী বলেন, এরপর আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে ইবন উমরের উক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে খোশবু লাগিয়েছি। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন। অতঃপর তিনি ইহরাম অবস্থায় ভোর করলেন।

৭- بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ الْمَاكُولِ الْبَرِّيِّ أَوْ مَا فِي أَصْلِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُحَرِّمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا

৭. পরিচ্ছেদ : হজ্জ, উমরা অথবা উভয় উদ্দেশ্যে ইহরামকারীর জন্য স্থলের হালাল জন্তু অথবা যে জন্তু মূলত স্থলের, তা শিকার করা নিষিদ্ধ

২৭১৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيًّا وَهُوَ

আশ-শায়বানী এবং একদল সাহাবী ও তাবিত্বির মতে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয নয়। অনুরূপভাবে জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ ও মাথা কামানোর পরে তাওয়াফে ইফায়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয, কিন্তু ইমাম মালিকের মতে তা জায়েয নয়। যেসব হাদীসে ইহরাম বাঁধার পূর্বেই সুগন্ধির চিহ্ন দূর করার নির্দেশ রয়েছে, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, তা সুগন্ধি ছিল না; বরং তা ছিল জাফরানের রং- তাই তা মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত নির্দেশটি ৮ম হিজরীতে দেওয়া হয় এবং অনুমতি সম্পর্কিত নির্দেশটি ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময়কার। অতঃপর পূর্বোক্ত নির্দেশ শেখোক্ত নির্দেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (আন-নববী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩, ৩৭৮; ফাতহুল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮)।

بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهٗ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ -

২৭১৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) মালিক (র) থেকে সা'ব ইব্ন জাস্সামা লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বন্য গাধা (গোশত) হাদিয়া দিলেন। আর তিনি তখন আবওয়া অথবা ওয়াদান নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাকে তা ফেরত দিলেন। সা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা মলিন দেখে বললেন, আমরা তোমাকে তা ফেরত দিতাম না, কিন্তু আমরা যে ইহরাম অবস্থায় আছি।

২৭১৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَحَشْرٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ أَخْبَرَهُ -

২৭১৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা, লায়স ইব্ন সা'দ থেকে, আবদ ইব্ন হুমায়দ আবদুর রাযযাকের মধ্যস্থতায় মা'মার থেকে, ইয়াকূবের মধ্যস্থতায় সালিহ থেকে এবং সকলে হাসান হুলায়নী (র) যুহরী (র) থেকে উপরিউক্ত সনদে সা'ব ইব্ন জাস্সামা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি (সা'বা) তাঁকে বন্য গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছিলাম। ইমাম মালিক (র) যেরূপ বর্ণনা করেছেন। লাইস ও সালিহ এর বর্ণনায় রয়েছে- সা'ব ইব্ন জাস্সামা (রা) তাকে অবহিত করেছেন।

২৭১৮. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَحَشْرٍ -

২৭১৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র) যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে উল্লেখ আছে, তিনি (সা'ব) বলেন, আমি তাঁকে বন্য গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছিলাম।

২৭১৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارًا وَحَشْرٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهٗ عَلَيْهِ وَقَالَ لَوْ لَا أَنَا مُحْرِمُونَ لَقَبَلْنَاهُ مِنْكَ -

২৭১৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ব ইব্ন জাস্সামা (রা) নবী ﷺ-এর জন্য বন্য গাধার গোশত উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। রাবী বলেন, তাই তিনি এই উপঢৌকন তাকে ফেরত দিলেন এবং বললেন, আমরা যদি ইহরাম অবস্থায় না থাকতাম তবে তোমার এই উপঢৌকন অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

২৭২০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ أَهْدَى الصَّغْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ حِمَارٌ وَحَشٍ وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَجَزَ حِمَارٌ وَحَشٍ يَقْطُرُ دَمًا وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ شَقُّ حِمَارٍ وَحَشٍ فَرَدَّهُ -

২৭২০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া.... মানসূর (র) হাকাম (র) থেকে মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও শু'বা (র) হাকাম (র) থেকে ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) শু'বা (র) হাবীব (র) থেকে তারা সকলে সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে এবং তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'ব ইবন জাসসামা (রা) নবী ﷺ-কে বন্য গাধার পায়ের গোশত হাদিয়া দেন। তখন তা থেকে রক্ত ঝরছিল। আর হাকামের সূত্রে শু'বা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বন্য গাধার পেছনের অংশের কথা উল্লেখ আছে। আর হাবীবের সূত্রে শু'বা কর্তৃক অপর বর্ণনায় আছে, তিনি (সা'ব) বন্য গাধার উরুর পার্শ্বের গোশত নবী ﷺ-এর জন্য উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু তিনি তা ফেরত দেন।

২৭২১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُؤُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَالَ أَهْدَى لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنَّا لَنَأْكُلُهُ إِنَّا حُرْمٌ -

২৭২১. যুহায়র ইবন হারব (রা) তাউস (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবন আরকাম (রা) তাঁর নিকট এলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইহরাম অবস্থায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শিকার করা জন্তুর গোশত উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে আপনি আমার কাছে যেন কী রকম বর্ণনা করেছিলেন? রাবী (তাউস) বলেন, তিনি বললেন, তাঁকে শিকারকৃত জন্তুর একটি অঙ্গ হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা এই গোশত খেতে পারি না, কারণ আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি।

২৭২২. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ

الْمُحَرَّمِ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارٌ وَحُشٌّ فَاسْتَرْجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحَرِّمِينَ نَاوِلُونِي السَّوْطَ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَادْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكْمَةِ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ فَاتَّيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُّوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا مِنَّا فَحَرَّكَتُ فَرَسِي فَادْرَكْتُهُ فَقَالَ هُوَ حَلَالٌ فَكُلُّوهُ -

২৭২২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন আবু উমর (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম, এমনকি ‘কাহা’ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের কতক ইহরাম অবস্থায় এবং কতক ইহরামবিহীন অবস্থায় ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, আমার সঙ্গীরা একটা কিছু দিকে তাকাচ্ছে। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তা একটি বন্য গাধা। অতএব আমি আমার ঘোড়ার জীন বাঁধলাম এবং বল্লম তুলে নিলাম। এরপর ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম। এ অবস্থায় আমার চাবুক নিচে পড়ে গেল। আমি আমার সঙ্গীদের তা তুলে দিতে বললাম, তারা ইহরাম অবস্থায় ছিল। তাই তারা আল্লাহর শপথ করে বলল, আমরা তোমাকে এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। অতঃপর আমি নিচে নেমে এসে তা তুললাম। তারপর ঘোড়ায় চড়ে গাধার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। তা ছিল একটি টিলার আড়ালে। আমি বল্লমের আঘাতে এটাকে হত্যা করলাম। অতঃপর আমার সঙ্গীদের কাছে নিয়ে এলাম। তাদের কতক বলল, তা খাও, আর কতক বলল, খেও না। নবী ﷺ আমাদের সম্মুখভাগে ছিলেন। আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হালাল, অতএব তোমরা তা খাও।

২৭২৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحَرِّمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحُشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَآخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَادْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ -

২৭২৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও কুতায়বা (র) আবু নাযর নাফি' (র) থেকে এবং তিনি আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। মক্কার একটি পথে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন তিনি তার কতিপয় মুহরিম সঙ্গীসহ নবী ﷺ-এর পেছনে পড়ে গেলেন। তিনি ছিলেন ইহরাম ছাড়া। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে বসলেন এবং সঙ্গীদেরকে তার চাবুকটি তুলে দিতে বললেন। তারা তা তুলে দিতে রাজী হলেন না। তিনি তাদেরকে নিজের বল্লমটি তুলে দিতে বললেন, এবারও তারা তার কথায় রাজী হলেন না। এরপর তিনি নিজেই তা তুলে নিলেন এবং ঘোড়া হাঁকিয়ে গাধাটি

শিকার করলেন। নবী সহীহ আল-বাহী এর কতিপয় সাহাবী তার গোশত খেলেন এবং কতক তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অতএব তারা রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-বাহী -এর নিকট পৌঁছে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এতো খাদ্য, আল্লাহ তোমাদের তা দান করেছেন।

২৭২৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ -

২৭২৪. কুতায়বা (র)যায়দ ইব্ন আসলাম (র) 'আতা ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে এবং তিনি আবু কাতাদা (রা) থেকে। বন্য গাধা সম্পর্কিত হাদীসটি এ সূত্রেও আবু নাযর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যায়দ ইব্ন আসলামের বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-বাহী জিজ্ঞাসা করলেন, এর কিছু গোশত তোমাদের সাথে আছে কি?

২৭২৫- وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِ فَاحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرَمِ وَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةٍ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذَا نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَاثْبَتَهُ فَاسْتَعْنَتْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرْفِعُ فَرَسِي شَاوًا وَأَسِيرُ شَاوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْنٍ وَهُوَ قَائِلُ السَّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرْتَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اصْطَرْتُ وَمَعِيَ مِنْهُ فَاصِلَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْقَوْمِ كُلُّوا وَهُمْ مُحْرَمُونَ -

২৭২৫. সালিহ ইব্ন মিসমার সুলামী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-বাহী এর সঙ্গে গেলেন। তাঁর সঙ্গীগণ ইহরাম বাঁধলেন, কিন্তু আবু কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধলেন না। রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-বাহী -কে অবহিত করা হ'ল যে, শক্ররা গাইকা নামক স্থানে ওঁত পেতে আছে। রাসূলুল্লাহ সহীহ আল-বাহী তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে ছিলাম, তাদের কতক আমার দিকে চেয়ে হাসছিল। আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আমি সেটিকে ধাওয়া করলাম এবং বর্শা ছুড়ে সেটিকে বিদ্ধ করলাম। তারপর সাহাবীদের সাহায্য চাইলাম। কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা এর গোশত খেলাম এবং রাসূলুল্লাহ

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকাবোধ করলাম। অতএব আমি তাঁর সন্ধানে চললাম। কখনো ঘোড়া দ্রুত হাঁকাচ্ছিলাম, আবার কখনো সাধারণভাবে চালাচ্ছিলাম। মধ্যরাতে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত পেয়েছে? সে বলল, আমি তাঁকে তাহিন নামক স্থানে ছেড়ে এসেছি এবং তিনি সুক্যা নামক স্থানে দুপুরের সময়টা যাত্রা বিরতি করার মনস্থ করেছেন। আমি (আবু কাতাদা) তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন। তারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করছেন। অতএব আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতএব তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি শিকার ধরেছি এবং তার কিছু অংশ আমার কাছে অবশিষ্ট আছে। নবী ﷺ লোকদের বললেন, তোমরা খাও। তারা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

২৭২৬- حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي قَالَ فَاخْذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرَمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمْرًا وَحَشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَآكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ قَالَ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْإِتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرَمْ فَرَأَيْنَا حُمْرًا وَحَشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَآكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ قَالَ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا -

২৭২৬. আবু কামিল জাহদারী (র)আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং আমরাও তাঁর সফরসঙ্গী হলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভিন্ন পথ ধরলেন এবং আবু কাতাদা (রা) সহ কতিপয় সাহাবীকে (অন্য পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে) বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে অগ্রসর হও। আবু কাতাদা (রা) বলেন, অতএব তারা সমুদ্র উপকূল বরাবর পথ ধরলেন। তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথে মোড় নিলেন, তখন আবু কাতাদা (রা) ছাড়া আর সকলে ইহরাম বাঁধলেন, তিনি ইহরাম বাঁধলেন না। এই অবস্থায় পথ চলতে চলতে তারা কতকগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলেন এবং আবু কাতাদা (রা) এগুলোকে আক্রমণ করে একটি গাধা শিকার করলেন। তারা যাত্রা বিরতি দিয়ে গাধার গোশত খেলেন। আবু কাতাদা (রা) বলেন, তারা বললেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত খেলাম। এরপর তারা এর অবশিষ্ট গোশত সঙ্গে নিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ইহরাম বেঁধেছি কিন্তু আবু কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধেন নি। এই অবস্থায় আমরা কয়েকটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবু কাতাদা (রা) এগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি গাধী শিকার করেন। আমরা যাত্রা বিরতি দিয়ে এর গোশত খেয়েছি। অতঃপর আমরা পরস্পর বললাম, আমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারকৃত পশুর গোশত আহার করব কি, অথচ আমরা মুহরিম? আমরা অবশিষ্ট গোশত সাথে করে নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কেউ কি তা শিকার করার নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত করেছে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে অবশিষ্ট গোশতও খেতে পার।

২৭২৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعْنَيْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَدْرِي قَالَ أَعْنَيْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ -

২৭২৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ... শু'বা (র) থেকে ও কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) শায়বান থেকে এবং তারা উভয়েউসমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাওহাব (র) থেকে উপরোক্ত সনদ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শায়বানের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কেউ কি তাকে গাধীটি আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে অথবা এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে?” আর শু'বার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কি (শিকারের দিকে) ইঙ্গিত করেছিলে অথবা সাহায্য করেছিলে” অথবা “শিকার করেছিলে”- শু'বা বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ‘সাহায্য করেছিলে’ বলেছেন না ‘শিকার করেছিলে’ বলেছেন, তা আমি জানি না।

২৭২৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ فَاهْلَوْا بِعُمَرَةَ غَيْرِي قَالَ فَاصْطَدْتُ حِمَارًا وَحَشِرٌ فَاطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةٌ فَقَالَ كُلُّوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ -

২৭২৮. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি ছাড়া আর সকলেই উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। আমি একটি বন্য গাধা শিকার করলাম এবং আমার মুহরিম সংগীদের এর গোশত খাওয়ালাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অবহিত করলাম যে, শিকারের অবশিষ্ট গোশত আমাদের সাথে আছে। তিনি বললেন, “তোমরা তা খাও”; তখন তারা ছিলেন মুহরিম।

২৭২৭. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوا مَعَنَا رَجُلُهُ قَالَ فَآخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَآكَلَهَا -

২৭২৯. আহমদ ইবন আবদা যাব্বী (র) আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (সফরে) রওনা হলেন। তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু আবু কাতাদা (রা) হালাল অবস্থায় ছিলেন। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কিছু গোশত তোমাদের সাথে আছে কি? তারা বললেন, তার পা আমাদের সাথে আছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়ে খেলেন।

২৭২৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَكُلُوا -

২৭৩০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, কুতায়বা ও ইসহাক (র) আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (রা) ইহরামকারী একটি দলের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহরাম ছাড়া ছিলেন। হাদীসের পরবর্তী বর্ণনা পূর্ববৎ। এতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ কি শিকারের দিকে ইঙ্গিত করেছে অথবা কোনরূপ নির্দেশ দিয়েছে? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, না। তিনি বললেন, তাহলে এটা খেতে পার।

২৭২৯. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرْمٌ فَأَهْدَى لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৭৩১. যুহায়র ইবন হারব (র) মু'আয ইবন আবদুর রহমান ইবন উসমান তায়মী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তাকে (শিকার করা) পাখির গোশত উপঢৌকন দেয়া হল। এ সময় তিনি ঘুমে ছিলেন। আমাদের কতক তা খেল এবং কতক বিরত থাকল। তালহা (রা) ঘুম থেকে উঠে গোশত আহারকারীদের অনুকূলে মত প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (ইহরাম অবস্থায়) তা (শিকার করা প্রাণীর গোশত) খেয়েছি।

৮. بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمُحْرَمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدُّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

৮. পরিচ্ছেদ : হারাম এবং হারামের বাইরে ইহরাম কিংবা ইহরামমুক্ত অবস্থায় কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করা জায়েয

২৭৩২- وَحَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ فَقُلْتُ لِقَاسِمٍ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُفْرِ لَهَا -

২৭৩২. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আহমদ ইব্ন ঈসা (র) উবাদুল্লাহ ইব্ন মিকসাম (র) কাসিম (র) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : এমন চার প্রকার দুষ্ট জন্তু ক্ষতিকর, তা হারাম এবং হারামের বাইরে নিধন করা যায় : চিল (এবং শকুন), কাক, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর। তিনি (উবাদুল্লাহ) বলেন, আমি কাসিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাপের বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তা হীনভাবে হত্যা করতে হবে।

২৭৩৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُذْرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدْيَا -

২৭৩৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ প্রকার দুষ্ট জন্তুকে হারাম এবং হারামের বাইরে নিধন করা যায় : সাপ, আবকা' (যার বুক ও পিঠ সাদা বর্ণের) কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর এবং চিল।

২৭৩৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ -

২৭৩৪. আবুর-রবী যাহরানী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকর প্রাণীকে হারামের ভিতর হত্যা করা যায় : বিছু, ইঁদুর, কাক, চিল ও হিংস্র কুকুর।

২৭২৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

২৭২৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) হিশাম (র) থেকে এ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৭২৬- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدْيَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ -

২৭২৬. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী (র) ইয়াযীদ ইবন যুরায় (র) মা'মার (র) থেকে, তিনি যুহরী (র) থেকে, তিনি 'উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি দুষ্ট জন্তু হারামের মধ্যেও হত্যা করা হবে : ইঁদুর, বিছু, কাক, চিল এবং হিংস কুকুর।

২৭২৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقٍ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ زُرَيْعٍ -

২৭২৭. আবদ ইবন হুমায়দ (র) 'আবদুর রায়যাক (র) মা'মার থেকে, তিনি যুহরী (র) থেকে পূর্বোক্ত সনদে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি অনিষ্টকর জন্তু হারাম ও হারামের বাইরে নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইয়াযীদ ইবন যুরায় (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ।

২৭২৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقٌ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ -

২৭২৮. আবুত-তাহির ও হারমালা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি জন্তুর প্রতিটিই অনিষ্টকর। ইহরাম অবস্থায় তা হত্যা করা যাবে : কাক, চিল, হিংস কুকুর, বিছু ও ইঁদুর।

২৭২৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْأَحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْحَرَمِ وَالْأَحْرَامِ -

২৭৩৯. যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র) সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি জন্তু, হারামের ভিতরে ও ইহরাম অবস্থায় হত্যা করবে, তার কোন অপরাধ হবে না : ইঁদুর, কাক, চিল, বিছু ও হিংস্র কুকুর।

২৭৪০. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ -

২৭৪০. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (রা) নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, পাঁচটি জন্তুর প্রত্যেকটিই অনিষ্টকর, কেউ তা হত্যা করলে তার কোন দোষ হবে না : বিছু, কাক, চিল, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।

২৭৪১. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي أَحَدُ نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَارَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَاةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ -

২৭৪১. আহমদ ইবন ইউনুস (র) যায়দ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করতে পারে? তিনি বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর জনৈকা সহধর্মিণী অবহিত করেছেন যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইঁদুর, বিছু, চিল, হিংস্র কুকুর ও কাক হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা রাবী বলেন, নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২৭৪২. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَحَدُ نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَارَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَاةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا -

২৭৪২. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) যায়দ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জন্তু হত্যা করতে পারে? তিনি বললেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর জনৈকা সহধর্মিণী বলেছেন যে, তিনি হিংস্র কুকুর, ইঁদুর, বিছু, চিল, কাক ও সাপ হত্যা করার নির্দেশ দিতেন, এমনকি সালাতরত অবস্থায়ও।

২৭৪৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ -

২৭৪৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) মালিক (র) নাফি' (র) থেকে এবং তিনি ইবন উমর (রা) থেকে ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এমন পাঁচটি জন্তু আছে যা মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করলে কোন দোষ হবে না : কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর ।

২৭৪৪- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ -

২৭৪৪. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ইবন জুরায়জ (র) বলেন, আমি নাফি' (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ইবন উমর (রা)-কে মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোন কোন প্রাণী হত্যার বৈধতা ঘোষণা করতে শুনেছেন? নাফি' (র) আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এমন পাঁচ প্রকারের প্রাণী আছে, কোন ব্যক্তি তা হত্যা করলে তার কোন গুনাহ হবে না : কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর ।

২৭৪৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا ابْنَ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ -

২৭৪৫. কুতায়বা ও ইবন রুমহ, লায়স ইবন সা'দ থেকে, শায়বান ইবন ফাররুখ, জারীর থেকে এবং তারা উভয়ে নাফি' থেকে, আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) 'উবায়দুল্লাহ থেকে, ইবন নুমায়র... 'উবায়দুল্লাহ থেকে, আবু কামিল ... আয্যুব থেকে ও ইবন মুসান্না (র)ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ থেকে, তারা সকলে নাফি' থেকে এবং তিনি ইবন উমর (রা) থেকে । এই সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইবন মালিক (র) ও ইবন জুরায়জের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে । তবে একমাত্র ইবন জুরায়জ (র) ব্যতীত আর কেউ নাফি' থেকে ইবন উমর (রা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেননি যে, "আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ।" অবশ্য ইবন ইসহাক (র)-ইবন জুরায়জের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ।

২৭৪৬- وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ -

২৭৪৬. ফযল ইব্ন সাহল (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, পাঁচ ধরনের প্রাণী, এর কোন একটি হারাম শরীফে বা ইহরাম অবস্থায় হত্যা করা হলে কোন দোষ নেই পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

২৭৪৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مَن قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدْيَا وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

২৭৪৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন পাঁচ ধরনের প্রাণী আছে, ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি সেগুলো হত্যা করলে তাতে তার কোন গুনাহ হবে না : বিচ্ছু, ইঁদুর, হিংস কুকুর, কাক ও চিল। হাদীসের মূল পাঠ ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়ার বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।

৯- بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذَى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدَرِهَا

৯. পরিচ্ছেদ : কোন অসুবিধার কারণে ইহরাম অবস্থায় মাথা কামানো জায়েয, মাথা কামালে ফিদয়া দেয়া ওয়াজিব এবং ফিদয়ার পরিমাণ

২৭৪৮. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدْيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ قَدَرٌ لِي وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٌ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَازَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّؤْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ أَوْ انْشُكْ نَسِيكَ قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَذَى بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ -

২৭৪৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরি ও আবুর-রবী' (র) আয়্যুব মুজাহিদ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা হতে এবং তিনি কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন এবং আমি তখন চুলায় আমার হাঁড়ি বা পাতিলের নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলাম-তার উকুন আমার চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, তোমার মাথার পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও অথবা একটি কুরবানী কর। আয়্যুব (র) বলেন, আমার মনে নেই তিনি (মুজাহিদ) কোনটি আগে বলেছেন।

২৭৪৯. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُليَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ -

২৭৪৯. আলী ইবন হুজর সা'দী, যুহায়র ইবন হারব ও ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র) আয়ুব (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭৫০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ فِي أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ » قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ ادْنُ فَدَنَوْتُ فَقَالَ أَيُّؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَظْنُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ مَا تَيْسَّرَ -

২৭৫০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ইবন 'আওন মুজাহিদ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা হতে এবং তিনি কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে : “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে এবং এ কারণে সে মাথা মুড়িয়ে ফেলে, তবে তাকে ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে” (সূরা বাকারা : ১৯৬)। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এবং তিনি বললেন, আরও নিকটে আস। অতএব আমি নিকটবর্তী হলাম এবং তিনি বললেন, পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? ইবন আওন (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। কা'ব (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে সওম অথবা সদকা অথবা সাধ্যানুযায়ী কুরবানীর মাধ্যমে ফিদয়া আদায়ের নির্দেশ দিলেন।

২৭৫১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمَلًا فَقَالَ أَيُّؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ فَفِي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ » فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقِ بَيْنِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ مَا تَيْسَّرَ -

২৭৫১. ইবন নুমায়র (র) কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট দাঁড়ালেন এবং তখন তার মাথা থেকে উকুন ঝড়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমার মাথা কামিয়ে ফেল। রাবী বলেন, অতএব আমার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয় : “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে (এবং এই কারণে মাথা মুড়িয়ে ফেলবে) তবে তাকে ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে অথবা

কুরবানী করতে হবে”- (সূরা বাকারা : ১৯৬)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তিন দিন সওম পালন কর অথবা এক ফারাক (তিন সা’) খাদ্য ছয়জন মিসকীনকে দান কর অথবা কুরবানী কর- যা সহজলভ্য হয়।

২৭৫২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْعٍ أَوْ صُمُّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ انْسُكُ نَسِيكَ قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ اذْبَحْ شَاةً -

২৭৫২. মুহাম্মদ ইব্ন আবু উমর (র) ইব্ন আবু নাজীহ, আয্যাব, হুমায়দ ও আবদুল কারীম মুজাহিদ হতে, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা হতে এবং তিনি কা’ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন-মক্কায় প্রবেশের পূর্বে-তিনি যখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন এবং নিজের হাঁড়ির নিচে আগুন জ্বালাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় তার (মাথা থেকে) মুখমণ্ডলে উকুন ঝরে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, এগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক খাদ্য দান কর (এক ফারাক - এ তিন সা’), অথবা তিনদিন সাওম পালন কর অথবা একটি কুরবানী কর। ইব্ন আবু নাজীহ-এর বর্ণনায় আছে, “অথবা একটি বকরী কুরবানী কর।”

২৭৫৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ لَهُ أَذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسْكًَا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينٍ -

২৭৫৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) কা’ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, পোকাগুলো কি তোমার মাথায় উপদ্রব করছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী ﷺ তাকে বললেন, মাথা মুড়িয়ে ফেল। অতঃপর একটি বকরী কুরবানী কর অথবা তিন দিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে তিন সা’ খেজুর খেতে দাও।

২৭৫৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكٍَ فَقَالَ كَعْبٌ نَزَلَتْ فِيَّ كَانَتْ بِي

أَذَى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمَلُ يَتَنَاشَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لَا فَتَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» قَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ فَتَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ -

২৭৫৪. মহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে কা'ব ইব্ন উজরা (রা)-এর নিকট বসলাম। অতঃপর আমি তাকে আয়াত, “ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে” সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। কা'ব (রা) বললেন, এটা আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার মাথায় কিছু কষ্ট ছিল। আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং তখন আমার মুখমণ্ডলে উকুন গড়িয়ে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, আমি যা দেখছি এ পর্যায়ে যে তোমার কষ্ট পৌঁছে গেছে তা আমি চিন্তা করিনি। তুমি কি একটি বকরী সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে? আমি বললাম, না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়, “ফিদয়া হিসেবে সওম পালন করতে হবে, সদকা করতে হবে অথবা কুরবানী করতে হবে।” নবী ﷺ বললেন, তিন দিন সওম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' করে খাদ্য দান কর। কা'ব (রা) বলেন, আয়াতটি বিশেষভাবে আমার প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে কিন্তু এর নির্দেশ সাধারণভাবে তোমাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২৭৫৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُحَرِّمًا فَقَمَلَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَنَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ» ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً -

২৭৫৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সাথে রওনা হলেন। তার মাথা ও দাঁড়িতে উকুন ধরে যায়। নবী ﷺ তা জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠালেন এবং একজন নাপিতও ডাকলেন। সে তার মাথা মুড়িয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার সাথে কুরবানীর পণ্ড আছে কি? তিনি বললেন, আমি তা সংগ্রহ করতে সক্ষম নই। অতঃপর নবী ﷺ তাকে তিন দিন সওম পালনের অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে এক সা' করে খাদ্য দান করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে তার প্রসঙ্গে নাযিল করলেন : “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবে অথবা যার মাথায় কোন অসুখ হবে ...।” অতঃপর এই আয়াতের নির্দেশ সাধারণভাবে সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১০. بَابُ جَوَازِ الْحَجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

১০. পরিচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগান জায়েয

২৭৫৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

২৭৫৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়ে ছিলেন।

২৭৫৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ -

২৭৫৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় মক্কায় যাওয়ার পথে নিজের মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগিয়েছিলেন।

১১. بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنِيهِ

১১. পরিচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় চোখের চিকিৎসা করান জায়েয

২৭৫৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ مَتْنِي إِذَا كُنَّا بِمَكَّةَ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْنِيهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ اضْمُدَّهُمَا بِالصَّبْرِ فَإِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنِيهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَدَهُمَا بِالصَّبْرِ -

২৭৫৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) নুবাইহ ইবন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (ইহরাম অবস্থায়) আবান ইবন উসমান (র)-এর সাথে রওনা হলাম। আমরা মালাল নামক স্থানে পৌঁছলে উমর ইবন উবায়দুল্লাহর চোখে পীড়া দেখা দিল। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে তার চোখের ব্যথা আরও তীব্রতর হ'ল। তিনি (নুবাইহ) আবান ইবন উসমান (র)-এর কাছে (কি করতে হবে তা) জিজ্ঞাসা করার জন্য একজনকে পাঠালেন। তিনি বলে পাঠালেন, চোখে মুসব্বরের প্রলেপ দাও, কারণ উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তির চক্ষুরোগ দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ তার চোখে মুসব্বরের প্রলেপ দেন।

২৭৫৯- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهَةُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمَدَتْ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا فَذَهَبَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَضُمَّدَهَا بِالصَّبْرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ -

২৭৫৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র) নুবাইহ ইবন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ ইবন মা'মর-এর পুত্র উমরের চোখ প্রদাহগ্রস্ত হলে তিনি সুরমা লাগানোর ইচ্ছা করলেন। কিন্তু আবান ইবন উসমান (র) তাকে চোখে সুরমা লাগাতে নিষেধ করলেন এবং মুসব্বরের প্রলেপ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে এও বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এরূপ করেছেন।

১২- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

১২. পরিচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য শরীর ও মাথা ধৌত করা জায়েয

২৭৬০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَأَهُ حَتَّى بَدَأَ إِلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا نَسَانَ يَصُبُّ أَصْبَبٌ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ -

২৭৬০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হুনায়েন (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও মিসওয়াল ইবন মাখরামা (রা) আবওয়া নামক স্থানে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধৌত করতে পারবে, কিন্তু মিসওয়াল (রা) বললেন, সে মাথা ধৌত করতে পারবে না। ইবন আব্বাস (রা) আমাকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন হুনায়েনকে) এ সম্পর্কিত মাসআলা জানার জন্য আবু

আয়্যুব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আমি তাকে কূপের দুই খুঁটির মাঝে গোসলরত অবস্থায় পেলাম। তিনি একখণ্ড কাপড় টাঙ্গিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন। আমি তাকে সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি বললাম, আবদুল্লাহ ইবন হুনায়েন-আমাকে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আপনার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় কিভাবে মাথা ধৌত করতেন? আবু আয়্যুব (রা) তার হাত টানানো কাপড়ের উপর রাখলেন এবং তা (সামান্য) নিচু করলেন-যাতে তার মাথা আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। অতঃপর তিনি তার গোসলে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে পানি ঢালতে বললেন। অতএব সে তার মাথায় পানি ঢালল। এরপর তিনি উভয় হাত সামনে ও পিছনে সঞ্চালন করে নিজের মাথা মললেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ করতে দেখেছি।

২৭৬১- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَأَمَرَ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَا أَمَارِيكَ أَبَدًا -

২৭৬১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন খাশরম (র) যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে এ সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আবু আয়্যুব (রা) তার উভয় হাত সামনে-পেছনে সঞ্চালন করে সম্পূর্ণ মাথা ভালভাবে মললেন। এরপর মিসওয়ার (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আমি আর কখনও আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হব না।

১২- بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

১৩. পরিচ্ছেদ : ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তার বিধান

২৭৬২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا -

২৭৬২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল। ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং মারা গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড়েই কাফন দাও এবং তার মাথা অনাবৃত রাখ। কারণ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

২৭৬৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَأَوْقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرُو فَوُقِصَتْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ

وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ قَالَ أَيُّوبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَقَالَ عَمْرُو فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبَّى -

২৭৬৩. আবুর-রবী যাহরানী (র) হাম্মাদ থেকে, তিনি 'আমর ইবন দীনার ও আয়্যুব থেকে, তিনি সাঈদ ইবন জুবার থেকে এবং তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উকুফরত ছিল। হঠাৎ সে তার বাহন থেকে নিচে পড়ে গেল। এতে তার ঘাড় মটকে গেল এবং সে মারা গেল। নবী ﷺ-কে তা অবহিত করা হলে তিনি বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড় দিয়েই তাকে কাফন করাও, তাকে সুগন্ধি লাগিও না এবং তার মাথাও আবৃত কর না। আয়্যুব বলেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন। আমর (র) বলেছেন, এ অবস্থায় উঠাবেন যে, সে তালবিয়া পড়ছে।

২৭৬৪. وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي رَاهِيْمٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ -

২৭৬৪. আমরুন-নাকিদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সাথে উকুফ করছিল। অবশিষ্ট বর্ণনা হাম্মাদ.... আয়্যুবের হাদীসের অনুরূপ।

২৭৬৫. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَّ مِنْ بَعِيرٍ فَوُقِصَ وَقُصَا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَالْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبَّى -

২৭৬৫. আলী ইবন খাশরম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে এসেছিল। সে উট থেকে পড়ে গেল এবং তার ঘাড় মটকে গেল। ফলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও এবং তার পরনের দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও এবং তার মাথার চুল আবৃত করো না। কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উপস্থিত হবে।

২৭৬৬. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَزَادَ لَمْ يُسَمَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ -

২৭৬৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে এসেছিল.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, “তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।” এতে আরও আছে, কোথায় সে উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল তা সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) উল্লেখ করেননি।

২৭৬৭. আবু কুরায়ব (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় তার বাহন পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে দিল, ফলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও, তার পরিধেয় বস্ত্র দু’টি দিয়ে তার কাফন দাও, কিন্তু তার মুখমণ্ডল ও মাথা অনাবৃত রাখ। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।

২৭৬৮. মুহাম্মদ ইব্নুস সাব্বাহ ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ছিল। তার উষ্ট্রী তার ঘাড় ভেঙ্গে দিল, ফলে সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও, তার পরিধেয় বস্ত্র দু’খানা দিয়ে তাকে কাফন পরাও, কিন্তু তার দেহে সুগন্ধি মাখিও না এবং তার মাথাও আবৃত করো না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় উঠান হবে।

২৭৬৯. আবু কামিল ফুযাইল ইব্ন হুসাইন জাহদারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার উট নিচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং সে মারা যায়)। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা অনাবৃত রাখতে নির্দেশ দেন। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

২৭৭০. আবু কামিল ফুযাইল ইব্ন হুসাইন জাহদারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার উট নিচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং সে মারা যায়)। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা অনাবৃত রাখতে নির্দেশ দেন। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

২৭৭১. আবু কামিল ফুযাইল ইব্ন হুসাইন জাহদারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার উট নিচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং সে মারা যায়)। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা অনাবৃত রাখতে নির্দেশ দেন। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

২৭৭২. আবু কামিল ফুযাইল ইব্ন হুসাইন জাহদারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার উট নিচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং সে মারা যায়)। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা অনাবৃত রাখতে নির্দেশ দেন। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

২৭৭০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَشَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكْفَنَ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا يُمَسَّ طِيبًا خَارِجَ رَأْسِهِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجَ رَأْسِهِ وَوَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا -

২৭৭০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু বকর ইব্ন নারি' (র).... শু'বা বলেন, আমি আবু বিশ্রকে সাদ্দ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হ'ল। হঠাৎ সে তার উষ্ট্রের পিঠ থেকে পড়ে গেল এবং সেটি তার ঘাড় মটকে দিল। নবী ﷺ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে, তার পরিধেয় দু'খণ্ড বস্ত্রে কাফন দিতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা কাফনের বাইরে রাখতে নির্দেশ দিলেন। শু'বা (র) বলেন, পরবর্তীতে আবু বিশ্র আমার কাছে এভাবে বর্ণনা করলেন যে, তাকে এভাবে কাফন পরাও যাতে তার মাথা ও মুখমণ্ডল বাইরে থাকে। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় উঠান হবে।

২৭৭১. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَصَّتْ رَجُلًا رَأَحَتْهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ حَسِبْتُه قَالَ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يَهْلُ -

২৭৭১. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) সাদ্দ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে তার বাহন নিচে ফেলে দিলে ঘাড় মটকে সে মারা যায়। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত লোকদের আদেশ দিলেন যেনতাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করায় এবং তার মুখমণ্ডল খোলা রাখে, রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন এবং তার মাথাও। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।

২৭৭২. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَوَقَعَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ وَلَا تُقْرِبُوهُ طِيبًا وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَلْبِي -

২৭৭২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে ছিল। তার উষ্ট্রী তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়, এতে সে মারা যায়। নবী ﷺ বললেন, তাকে গোসল দাও, তার দেহে সুগন্ধি মাখিও না এবং তার মুখমণ্ডলও ঢেকে দিও না। কারণ তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।

১৬- بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحَرِّمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ -

১৪. পরিচ্ছেদ : রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোন অক্ষমতার কারণে শর্ত সাপেক্ষে ইহরাম বাঁধা জায়েয

২৭৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتَ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُقَدَّارِ -

২৭৭৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা হামদানী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যুবাআহ বিনত যুবায়র (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, তুমি হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! কিন্তু আমি প্রায়ই অসুস্থ থাকি। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি হজ্জ কর এবং শর্ত রাখ ও বল, হে আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দেবে (সেখানে আমি ইহরাম খুলব)। তিনি মিকদাদ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন।

২৭৭৪- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي -

২৭৭৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী যুবাযর ইব্ন আবদিল মুত্তালিব কন্যা যুবাআহ (রা)-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হজ্জের সংকল্প করেছি-কিন্তু আমি অসুস্থ। নবী বললেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং এই শর্ত কর যে, আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে আটকিয়ে দেবে সেখানে আমি ইহরাম খুলব।

২৭৭৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ -

২৭৭৫. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭৭৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَأَبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاءُوسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ أَهْلِي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحَبَّسْتَنِي قَالَ فَأَذْرَكْتَ -

২৭৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুবাযর ইব্ন আবদিল মুত্তালিব কন্যা যুবাআহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি একজন পীড়িত মহিলা এবং আমি হজ্জের সংকল্প রাখি। আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং শর্ত কর যে, আল্লাহ! তুমি আমাকে যেখানে আটকিয়ে দেবে সেখানে আমি ইহরাম খুলব। রাবী বলেন, তিনি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনে সক্ষম হয়েছিলেন।

২৭৭৭. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتْ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৭৭৭. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুবাআহ (রা) হজ্জের ইরাদা করলেন। নবী ﷺ তাকে শর্ত সাপেক্ষে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মুতাবিক তাই করলেন।

২৭৭৮. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا رَبَاحٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ حُجِّيْ وَأَشْتَرِطِيْ أَنْ مَحِلِّيْ حَيْثُ تَحْبِسُنِيْ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ -

২৭৭৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবু আয়্যুব গায়লানী ও আহমদ ইব্ন খিরাশ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুবাআহ (রা)-কে বললেন, তুমি হজ্জ কর এবং শর্ত রাখ যে, আল্লাহ! তুমি যেখানে আমাকে থামিয়ে দেবে, সেখানে আমি ইহরাম খুলব। ইসহাকের বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ যুবাআহ (রা)-কে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৫. بَابُ صِحَّةِ أَحْرَامِ النَّفْسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلْأَحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضُ

১৫. পরিচ্ছেদ : হায়য-নিফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধা জায়েয এবং ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব

২৭৭৯. وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفِسْتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ بِأَمْرُهَا أَنْ تَغْسِلَ وَتُهَلَّ -

২৭৭৯. হান্নাদ ইবনুস সারী, যুহায়র ইব্ন হারব ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনত উমায়স (রা) আশ-শাজার নামক স্থানে আবু বকর (রা)-এর পুত্র মুহাম্মদকে প্রসব করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-এর মাধ্যমে তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন।

২৭৮০. আবু গাস্‌সান মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনত উমায়স (রা) যুল-হলায়ফা নামক স্থানে সন্তান প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তদনুযায়ী তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধতে বললেন।

১৬. **بَابُ بَيَانِ وَجُوهِ الْأَحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَازُ ادِّخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسْكِهِ**

১৬. পরিচ্ছেদ : ইহরামের প্রকারভেদ, ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা জায়েয, একত্রে উমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধাও জায়েয এবং কিরান হজ্জ পালনকারী কখন ইহরামমুক্ত হবে

২৭৮১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْقُضِي رَأْسَكُمْ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى لِحَجَّتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا -

২৭৮১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার সাথে হাদী (অর্থাৎ কুরবানীর পশু) আছে সে যেন একত্রে উমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধে, অতঃপর উমরা ও হজ্জের অনুষ্ঠান শেষ না করে যেন ইহরামমুক্ত না হয়। আয়েশা (রা) বললেন, আমি হায়য

অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈদ করতে পারিনি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমার চুলের বেণী খুলে ফেল এবং চিরুণী কর, হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং উমরা পরিত্যাগ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। আমাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তানঈমে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা পালন করি। নবী ﷺ বললেন, এটা তোমার (ইহরাম বাঁধার) স্থান। যেসব লোক শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈদ করার পর ইহরামমুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তারা মিনা থেকে ফিরে এসে পুনরায় তাদের হজ্জের তাওয়াফ করল আর যারা উমরা ও হজ্জের জন্য একত্রে ইহরাম বেঁধেছিল, তারা একবার তাওয়াফ করল।

২৭৮২- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَهُ هَدْيُهُ وَمَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ فَلْيُتِمِّمْ حَجَّهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَضَّتْ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطُ وَأُهْلِلَ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِي بَعَثَ مَعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَذْرَكْنِي الْحَجَّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا -

২৭৮২. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমাদের কেউ শুধু উমরার ইহরাম বাঁধল, আর কেউ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধল। এভাবে আমরা মক্কায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কুরবানীর পশু আনেনি, তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং সাথে কুরবানীর পশুও এনেছে, তারা কুরবানী করার পরই কেবল ইহরামমুক্ত হবে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, তারা যেন হজ্জ পূর্ণ করে। আয়েশা (রা) বলেন, আমার হাযয শুরু হয়ে গেল এবং আরাফাত দিবস পর্যন্ত তা চলতে থাকল। আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মাথার চুল খুলে ফেলতে, তাতে চিরুণী করতে, হজ্জের ইহরাম বাঁধতে এবং উমরা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবন আবু বকরকে পাঠালেন এবং তিনি আমাকে তানঈম থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করার নির্দেশ দিলেন- যেহেতু আমি উমরার ইহরাম পরিত্যাগ করে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম; অথচ আমি উক্ত উমরা সমাপ্ত করতে পারি নাই।

অধ্যায় : হজ্জ

২৭৮২- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَحَضَيْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي قَالَ أَنْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهْلِي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا -

২৭৮৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর নবী ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম এবং সাথে কুরবানীর পশু নিইনি। নবী ﷺ বললেন, যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে যেন তার উমরার সাথে হজ্জের ইহরামও বাঁধে এবং উভয়ের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করার পূর্বে যেন ইহরাম না খোলে। আয়েশা (রা) বলেন, আমার ঋতু শুরু হয়ে গেল। আরাফাতের রাত শুরু হলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম, অতএব আমি কিভাবে হজ্জ করব? তিনি বললেন, তোমরা চুল খুলে ফেল এবং চিরুণী কর, উমরা স্থগিত রাখ এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আয়েশা (রা) বলেন, আমি যখন হজ্জ সমাপ্ত করলাম, তখন তিনি (আমার ভাই) আবদুর রহমানকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তদনুযায়ী আমাকে তার বাহনের পেছন দিকে বসিয়ে তানঈম থেকে উমরা করালেন- এটা সেই উমরার বদলে, (ঋতুর কারণে) আমি যা পালন থেকে বিরত থেকে ছিলাম।

২৭৮৪- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلِلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِلَ بِحَجٍّ فَلْيُهْلِلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلِلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَهْلَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ وَأَهْلَلَ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهْلَلَ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهْلَلَ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْلَلَ بِالْعُمْرَةِ -

২৭৮৪. ইব্ন আবু উমর (র) আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন তাই করে। আর যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায়, সেও যেন তাই করে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন এবং তাঁর সাথে লোকেরাও তাই করল। কতিপয় লোক উমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধল এবং কতিপয় লোক শুধু উমরার ইহরাম বাঁধল। আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

২৭৮৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلَ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَاهْلَيْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ قَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَذْرَكْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكَّوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكَ وَأَنْقُضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَيْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدًى وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ -

২৭৮৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা) আব্দা ইবন সুলায়মান থেকে আয়েশা (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের প্রাক্কালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মক্কা) রওনা হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে তা করতে পারে। আমার সংগে হাদী বা কুরবানীর পশু না থাকলে আমি উমরার ইহরাম বাঁধতাম। আয়েশা (রা) বলেন, লোকদের মধ্যে কতক উমরার ইহরাম বাঁধল এবং কতক হজ্জের ইহরাম বাঁধল। তিনি বললেন, আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা রওনা হলাম, অতঃপর মক্কায় পৌঁছে গেলাম। আরাফাত দিবস পর্যন্ত আমার মাসিক ঋতু অব্যাহত থাকল এবং উমরা করে ইহরাম খোলার সুযোগ পেলাম না। এ সংকটের বিষয়ে আমি নবী ﷺ-কে অবহিত করলে তিনি বললেন, তুমি তোমার উমরা পরিত্যাগ কর, চুলের বাঁধন খুলে ফেল এবং তাতে চিরুণী কর আর হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধ। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর যখন মুহাসসা-বের রাত এল এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ সমাপন করার তৌফিক দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা)-কে পাঠালেন এবং তিনি আমাকে তার বাহনের পেছনে বসিয়ে তানঈমে রওনা হলেন। অতঃপর আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের হজ্জ ও উমরা সমাপনের তৌফিক দান করলেন। তাতে কোন হাদী (কুরবানী), সদকা বা সাওম কোনটিই পালন করতে হয়নি।

২৭৮৬. আবু কুরায়ব (র) ইবন নুমায়র থেকে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের প্রাক্কালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। হজ্জ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সেই তাই করুক..... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আব্দা' (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ।

২৭৮৬. আবু কুরায়ব (র) ইবন নুমায়র থেকে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের প্রাক্কালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। হজ্জ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সেই তাই করুক..... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আব্দা' (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ।

২৭৮৭. আবু কুরায়ব (র) ইবন নুমায়র থেকে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের প্রাক্কালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। হজ্জ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সেই তাই করুক..... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আব্দা' (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ।

أَهْلٌ بِحَجَّةٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْلَ بَعْمُرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِيهِ قَالَ عُرْوَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدًى وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ -

২৭৮৭. আবু কুরায়ব (র)আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ উদয়ের প্রাক্কালে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে কতক উমরার, কতক হজ্জ ও উমরা উভয়ের এবং কতক শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধল। আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অবশিষ্ট বর্ণনা (পূর্বোক্ত) উভয়ের (আবদা ও নুমায়রের) হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে আছে, ‘উরওয়া সে সম্পর্কে বলেন, “আল্লাহ তা’আলা আয়েশা (রা)-কে তার হজ্জ ও উমরা সমাপনের তৌফিক দিলেন।” আর হিশাম বলেন, “এজন্য (উমরার ইহরাম পরিত্যাগ করে হজ্জের ইহরাম বাঁধার কারণে তাকে) কুরবানীও করতে হয়নি, সাওমও পালন করতে হয়নি, সদকাও দিতে হয়নি।”

২৭৮৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে কতক উমরার ইহরাম বাঁধল, কতক হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধল এবং কতক শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, তারা (উমরা সমাপনান্তে) হালাল হয়ে গেল। আর যারা শুধু হজ্জের বা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিল, তারা কুরবানী দিবসের পূর্ব পর্যন্ত হালাল হতে পারে নি।

২৭৮৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে কতক উমরার ইহরাম বাঁধল, কতক হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধল এবং কতক শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল, তারা (উমরা সমাপনান্তে) হালাল হয়ে গেল। আর যারা শুধু হজ্জের বা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিল, তারা কুরবানী দিবসের পূর্ব পর্যন্ত হালাল হতে পারে নি।

২৭৮৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে নবী ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। সারিফ নামক স্থানে বা এর কাছাকাছি পৌঁছলে আমার ঋতু শুরু হয়ে যায়। নবী ﷺ আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম।

২৭৮৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে নবী ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। সারিফ নামক স্থানে বা এর কাছাকাছি পৌঁছলে আমার ঋতু শুরু হয়ে যায়। নবী ﷺ আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হাযয হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটা আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য অবধারিত করে দিয়েছেন। অতএব তুমি হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পূর্ণ কর, শুধু (হাযযকাল শেষ হওয়ার পর) গোসল না করা পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেন।

২৭৯. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ فَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ مَا لَكَ لَعَلَّكَ نَفْسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَاحْلَ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهْلُوا حِينَ رَاحُوا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَّرْتُ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَضْتُ قَالَتْ فَأَتَيْنَا بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَارْجِعُ بِحَجَّةٍ قَالَتْ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَأَرَادَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ قَالَتْ فَإِنِّي لَا ذَكْرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعَسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا -

২৭৯০. সুলায়মান ইব্ন উবায়দুল্লাহ আবু আয়ুব গায়লানী (র) 'আবদুল 'আযীয ইব্ন আবু সালামা মাজিশূন (র) 'আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম হতে, তিনি নিজ পিতা হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমরা কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আমার ঋতু শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যদি এ বছর হজ্জ করতে না আসতাম! তিনি বললেন, কি হয়েছে তোমার? সম্ভবত তুমি ঋতুমতী হয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এটা আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তুমি হজ্জ পালনকারীগণ যা করে, তাই কর কিন্তু পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যখন মক্কায় পৌঁছলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন, তোমরা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধ। যাদের সাথে হাদী বা কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত সকলে উমরার ইহরাম বাঁধল। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা), উমর (রা) ও

অন্যান্য স্বচ্ছল লোকদের সাথে কুরবানীর পশু (হাদী) ছিল, তারা (ইতিপূর্বে যারা ইহরাম খুলে ফেলেছিল, মিনার দিকে) অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে পুনরায় (হজ্জের) ইহরাম বাঁধল। তিনি বলেন, আমি কুরবানীর দিন পবিত্র হলাম এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাহাবাহু
আলাহিহু
ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাওয়াফে ইফাযা^১ করলাম। আমাদের জন্য গরুর গোশত পাঠান হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কি? তারা বলল, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহু
আলাহিহু
ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছেন। যখন হাসবার^২ রাত এল, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা হজ্জ ও উমরা পালন করে প্রত্যাবর্তন করছে, আর আমি শুধু হজ্জ করে প্রত্যাবর্তন করছি। রাবী বলেন, তিনি বলেন, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তিনি আমাকে তার উটের পেছনদিকে বসিয়ে রওনা হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এবং আমার মনে আছে যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আমার মাথা বারবার পালানের খুঁটির সাথে আঘাত খাচ্ছিল। এভাবে আমরা তানঈম পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমি আবার ইহরাম বাঁধলাম- যা লোকেরা ইতিপূর্বে আদায় করেছে।

২৮৯১- وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَبَيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي وَسَاقِ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ حَدِيثِ الْمَاجِشُونِ غَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهْلُوا حِينَ رَاحُوا وَلَا قَوْلُهَا وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثُهُ السِّنِّ أَنْعَسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤَخَّرَةَ الرَّحْلِ -

২৭৯১. আবু আয়্যুব গায়লানী (র) হাম্মাদ (র) আবদুর রহমান হতে তিনি নিজ পিতা হতে, এবং তিনি আয়েশা (রা) হতে যে, তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমি ঋতুমতী হলাম। রাসূলুল্লাহ সাহাবাহু
আলাহিহু
ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন- আমি তখন কাঁদছিলাম অবশিষ্ট বর্ণনা (পূর্ববর্তী) মাজিশূনের হাদীসের অনুরূপ। তবে হাম্মাদের বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথার উল্লেখ নাই : “নবী সাহাবাহু
আলাহিহু
ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রা), উমর (রা) ও অন্যান্য স্বচ্ছল লোকদের সাথে (হাদী) কুরবানীর পশু ছিল, তাঁরা অগ্রসর হওয়ার প্রাক্কালে পুনরায় (হজ্জের) ইহরাম বাঁধলেন।” তার বর্ণনায় আয়েশা (রা)-এর নিম্নোক্ত কথারও উল্লেখ নাই : “আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এবং আমার উত্তমরূপে মনে আছে যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার মাথা বারংবার পালানের খুঁটির সাথে টক্কর খাচ্ছিল।”

২৭৯২- وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ -

১. তাওয়াফে যিয়ারাত, যা ১০ই যিলহজ্জ অন্যথায় ১১ ও ১২ তারিখে আদায় করতে হয়। এটি ফরয ও হজ্জের একটি রুকন।

২. মিনা হতে মক্কার গমন-পথে একটি স্থানের নাম।

২৭৯২. ইসমাইল ইবন আবু উওয়ায়েস ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।
রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করেছিলেন।

২৭৯২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلَيْنِ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرْمِ الْحَجِّ وَلِيَالِي الْحَجِّ حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفٍ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدًى فَاحْبَبْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى فَلَا فَمِنْهُمْ الْأُخْذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ مَعَهُ الْهُدًى وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قُلْتُ سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ [فَمَنْعْتُ الْعُمْرَةَ] قَالَ وَمَا لَكَ قُلْتُ لَا أَصَلِّي قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ فَكُونِي فِي حَجِّكَ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ قَالَتْ فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنْى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ اخْرُجْ بِاخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهَلِّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لَتُطْفُ بِالْبَيْتِ فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمْ هَاهُنَا قَالَتْ فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ هَلْ فَرَّغْتَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ -

২৭৯৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের মাসসমূহে, হজ্জের মাওসুমে ও হজ্জের স্থানসমূহে (অথবা হজ্জের সময়কার বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে) এবং হজ্জের রাতসমূহে ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যদি চায় তবে সে এই হজ্জকে উমরায় পরিবর্তিত করে নিক। আর যার সাথে কুরবানীর পশু (হাদী) আছে, সে যেন এরূপ না করে। তাদের মাঝে কিছু সংখ্যক এটা গ্রহণ করল এবং কিছু সংখ্যক-যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, তারা উমরা করল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্বচ্ছল সাহাবীদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট প্রবেশ করলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আমি আপনার সাহাবীদের উদ্দেশ্যে আপনার কথাবার্তা শুনেছি যে, আপনি উমরা করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আমি তা করতে পারছি না। তিনি বললেন, কেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করতে পারছি না। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই, তুমি হজ্জের অনুষ্ঠানটি পালন কর। আশা করি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উমরা পালনের সুযোগ দেবেন। তুমি আদম (আ)-এ

নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম ভঙ্গ করবে। আয়েশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন কেউ আমাদের জন্য গরুর গোশত নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ কি? বলা হ'ল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। ইয়াহুইয়া ইবন সাদ্দ (র) বলেন, আমি এই হাদীস কাসিম ইবন মুহাম্মদের নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তিনি (আমরাহ) তোমার নিকট হাদীসটি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

২৭৭৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ -

২৭৯৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন আবু উমর (রা) এই সনদেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৭৭৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ح وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَّرْتَ فَأَخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلِي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرٍ نَصَبِكَ أَوْ قَالَ تَفَقَّتِكَ -

২৭৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও কাসিম (র) উম্মুল মুমিনীন [আয়েশা (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা দু'টি ইবাদতসহ (হজ্জ ও উমরা) প্রত্যাবর্তন করছে, আর আমি একটিমাত্র ইবাদতসহ (হজ্জ) ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, অপেক্ষা কর। তুমি পাক হয়ে যাওয়ার পর তানঈম চলে যাও এবং সেখানে ইহরাম বাঁধ, অতঃপর অমুক অমুক সময়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হও। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি ভোরবেলার কথা বলেছেন এবং তুমি তোমার পরিশ্রম অথবা খরচ অনুযায়ী (এই উমরার সাওয়াব পাবে)।

২৭৭৯- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخِرِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -

২৭৯৯. ইবন মুসান্না (র) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা দু'টি ইবাদতের সাওয়াব নিয়ে ফিরে যাচ্ছে অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৮০০- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ

الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ وَنَسَاوَهُ لَمْ يَسْقَنْ الْهَدْيَ فَاحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَضْتُ فَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَآرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ أَوْ مَا كُنْتَ طُفْتَ لِيَالِي قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاهْلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ عَقْرَى حَلَقَى أَوْ مَا كُنْتَ طُفْتَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ نَفَرِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا وَقَالَ اسْحَاقُ وَمُتَّهَبَةٌ وَمُتَّهَبٌ -

২৮০০. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) মানসূর ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, শুধু হজ্জের উদ্দেশ্যেই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা (মক্কায়) পৌঁছে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম। যারা কুরবানীর পশু (হাদী) সাথে আনে নাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতএব যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে আনে নাই, তারা ইহরাম ছেড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ সাথে কুরবানীর পশু আনেন নাই। তাই তারাও ইহরাম খুলে ফেললেন। আয়েশা (রা) আরও বললেন, আমার মাসিক দেখা দিল এবং বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতে পারলাম না। হাসবায় অবস্থানের রাতে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা হজ্জ ও উমরা করে ফিরে যাচ্ছে, আর আমি শুধু হজ্জ করে ফিরছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা যে রাতে মক্কায় পৌঁছেছি, তখন তুমি কি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে তানজিম যাও এবং (সেখানে) উমরার ইহরাম বাঁধ। অতঃপর তুমি অমুক অমুক জায়গায় (আমাদের সাথে) মিলিত হতে পারবে। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা (রা) বললেন, মনে হয় আমি আপনাদের আটকিয়ে রাখব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হায়, দুর্ভোগ, কি সর্বনাশ! তুমি কি কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করনি? তিনি বললেন হ্যাঁ, করেছি। নবী ﷺ বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই, তুমি অগ্রসর হও। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাত করলেন, তিনি মক্কার উচ্চভূমিতে উঠছিলেন। আর আমি নিচে নামছিলাম। অথবা আমি উচ্চভূমিতে উঠছিলাম, আর তিনি তা থেকে নামছিলেন।

২৮০১. সুয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করতে করতে রওনা হলাম। আমরা সুস্পষ্টভাবে হজ্জ বা উমরা কোনটিরই উল্লেখ করিনি।

عَائِشَةُ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَلْبِسِي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَسَاقِ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ -

২৮০১. সুয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করতে করতে রওনা হলাম। আমরা সুস্পষ্টভাবে হজ্জ বা উমরা কোনটিরই উল্লেখ করিনি। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত মানসূর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

২৮.২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَرْبَعٍ مَضِيَّاتٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَى وَهُوَ غَضَبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوْ مَا شَعَرْتُ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقَتْ الْهَدْيَ مَعِيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا -

২৮০২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) গুনদার থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর থেকে, তিনি শু'বা থেকে, তিনি হাকাম থেকে, তিনি 'আলী ইবন হুসায়ন থেকে, তিনি যাকওয়ান থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলহজ্জ মাসের ৪র্থ অথবা ৫ম দিনে (মক্কায়) এলেন। এরপর রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কে আপনাকে রাগান্বিত করল, আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করুন? তিনি বললেন, তুমি কি জান না- আমি লোকদের একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলাম অথচ তারা ইতস্ততঃ করছে? রাবী হাকাম বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, যেন তারা ইতস্ততঃ করছে। আমি যদি পূর্বেই জানতাম, যে বিষয়ের আমি পরে সম্মুখীন হয়েছি, তবে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না; বরং পরে তা কিনে নিতাম এবং আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম যেমন অন্যরা ইহরাম খুলেছে।

২৮.৩- وَحَدَّثَنَا هُشَيْبُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مَضِيَّاتٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ يَتَرَدَّدُونَ -

২৮০৩. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যিলহজ্জ মাসের চার অথবা পাঁচ তারিখে (মক্কায়) পৌঁছলেন পূর্বোক্ত গুনদারের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু এই সনদে তিনি (রাবী) হাকামের উক্তি, “তারা ইতস্ততঃ করেছে” এ সন্দেহ উল্লেখ করেননি।

২৮.৪- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاءِ وَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطْفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفَرِ يَسْعُكَ طَوَافُكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ -

২৮০৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমরার ইহরাম বাঁধলেন, এরপর (মক্কায়) পৌঁছলেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করতেই ঋতুমতী হলেন। এরপর তিনি হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন

অধ্যায় : হজ্জ

১৬১

এবং এর যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন (তাওয়াফ ব্যতীত)। নবী সহীহা হাদীছ
আল-হাদীছ
ওয়াসাসুলাহ মিনায় অগ্রসর হওয়ার দিন তাকে বললেন, তোমার (একবারের) তাওয়াফই তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তিনি তাতে তৃপ্ত হলেন না। তাই রাসূলুল্লাহ সহীহা হাদীছ
আল-হাদীছ
ওয়াসাসুলাহ তাকে আবদুর রহমানের সাথে তানঈম পাঠালেন। অতএব তিনি হজ্জের পর (এখান থেকে) ইহরাম বেঁধে উমরা করলেন।

২৮.৫- وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفٍ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجْزَى عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ -

২৮০৫. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র)আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সারিফ নামক স্থানে ঋতুমতী হলেন এবং আরাফাত দিবসে পবিত্র হলেন। রাসূলুল্লাহ সহীহা হাদীছ
আল-হাদীছ
ওয়াসাসুলাহ তাকে বললেন, তোমার সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যকার সাঈ তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।

২৮.৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْرَجُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ قَالَتْ فَأَرَادَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسِرُهُ عَنْ عُنُقِي فَيَضْرِبُ رِجْلِي بَعْلَةَ الرَّاحِلَةِ قُلْتُ لَهُ وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ فَاهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ -

২৮০৬. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র) সাফিয়া বিনত শায়বা বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা দু'টি সওয়াবসহ প্রত্যাবর্তন করবে আর আমি কি মাত্র একটি সওয়াব নিয়ে ফিরে যাব? তখন নবী সহীহা হাদীছ
আল-হাদীছ
ওয়াসাসুলাহ আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন- তাকে নিয়ে তানঈম যাওয়ার জন্য। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি তার উটের পিঠে আমাকে তার পেছনে বসিয়ে রওনা হলেন। আমি আমার ওড়না উঠাচ্ছিলাম এবং তা ঘাড় থেকে সরিয়ে রাখছিলাম। তিনি আমার পায়ে আঘাত করছিলেন- যেমন উটকে আঘাত করেন। আমি তাকে বললাম, আপনি এখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন কি? তিনি বলেন, আমি (তানঈম পৌঁছে) উমরার ইহরাম বাঁধলাম, অতঃপর (মক্কায়) ফিরে এসে (তাওয়াফ শেষে) হাসবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সহীহা হাদীছ
আল-হাদীছ
ওয়াসাসুলাহ -এর সঙ্গে মিলিত হলাম।

২৮.৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ -

২৮০৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন আয়েশা (রা)-কে (বাহনে) তার পিছনে বসিয়ে তানঈম নিয়ে যাওয়ার জন্য- যাতে তিনি তাঁকে (তানঈম থেকে) উমরা করান।

২৮০৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهْلَيْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفٍ عَرَكْتُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حَضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحِلِّ وَلَمْ أَطْفِءِ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَغْتَسِلِي ثُمَّ أَهْلِي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَّرْتُ طَافْتُ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتَ مِنْ حَجِّكَ وَعُمُرَتِكَ جَمِيعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطْفِءِ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبِي بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمُرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ -

২৮০৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) লায়স (র) থেকে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে (মক্কার দিকে) অথসর হলাম আর আয়েশা (রা.) উমরার ইহরাম বেঁধে আসলেন। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আয়েশা (রা.)-এর ঋতু শুরু হ'ল। অবশেষে আমরা মক্কায় পৌঁছে কা'বা ঘর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করলাম। আমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আমরা বললাম, কি প্রকারে ইহরাম খোলা হবে? তিনি বললেন, “সম্পূর্ণরূপে ইহরামমুক্ত হওয়া।” অতএব আমরা স্ত্রী সহবাস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করলাম। তখন আরাফাত দিবস ও আমাদের মাঝে আর মাত্র চার দিনের ব্যবধান ছিল। অতঃপর তালবিয়া দিবসে (৮ই যিলহজ্জ) আমরা পুনরায় ইহরাম বাঁধলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? আয়েশা (রা) বললেন, ব্যাপার এই যে, আমার হয়েয দেখা দিয়েছে। লোকেরা ইহরাম খুলেছে কিন্তু আমি ইহরামমুক্ত হতে পারিনি এবং বায়তুল্লাহ-এরও তাওয়াফ করতে পারিনি, আর এখন লোকেরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তা'আলা আদম (রা.)-এর কন্যা সন্তানদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতএব তুমি গোসল কর এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধ। তিনি তাই করলেন এবং হজ্জের স্থানসমূহে অবস্থান করলেন। অতঃপর

তিনি পবিত্র হলেন, কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ বললেন, এখন তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টিই পূর্ণ হ'ল। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অবস্থা এই যে, হজ্জ না করা পর্যন্ত আমি (উমরার জন্য) বায়তুল্লাহ -এর তাওয়াফ করতে পারি নি, কিন্তু হজ্জ আদায় করে নিয়েছি। তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান! তাকে নিয়ে চলে যাও এবং তানঈম থেকে তাকে উমরা করাও। এটা ছিল হাসবার রাতের ঘটনা।

২৮০৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ -

২৮০৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য উক্ত হাদীসের প্রথম অংশ এই হাদীসে বর্ণনা করা হয় নি।

২৮১০. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوَيْتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ -

২৮১০. আবু গাস্‌সান মিসমাঈ (র) মাতার (র) আবু-যুবায়র থেকে এবং তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে। নবী ﷺ -এর সাথে হজ্জ উপলক্ষে আয়েশা (রা) উমরার ইহরাম বাঁধলেন অবশিষ্ট অংশ পূর্বোক্ত লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে— জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছিলেন নমনীয় স্বভাবের। অতএব আয়েশা (রা) যখনই কোন কিছুর আবদার ধরতেন, তিনি সে আবদার রক্ষা করতেন। তিনি আয়েশা (রা)-কে আবদুর রহমানের সাথে পাঠালেন এবং তিনি তানঈম থেকে উমরার ইহরাম বাঁধলেন। মাতার (র) বলেন, আবু যুবায়র (র) বলেছেন : আয়েশা যখনই হজ্জ করতেন তখন রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে যেভাবে হজ্জ করেছেন, তদনুরূপ করতেন।

২৮১১. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَلْيَحِلِّ قَالَ قُلْنَا أَىِّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ فَاتَيْنَا
النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطِّيبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَّانَا الطَّوَافُ
الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْأَيْلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا
فِي بَدَنَةٍ -

২৮১১. আহমদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে রওনা হলাম। আমাদের সাথে মহিলাগণ এবং শিশুরাও ছিল। আমরা মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আমরা বললাম, কি ধরনের ইহরাম ভঙ্গ করব? তিনি বললেন, পূর্ণরূপে ইহরাম ভঙ্গ কর। রাবী বলেন, অতএব আমরা আমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন করলাম, (সাধারণ) পোশাক পরলাম এবং সুগন্ধি মাখলাম। তারবিয়ার দিন আমরা হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম এবং পূর্বের তাওয়াফ ও সাঈ আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কুরবানীর গরু এবং উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিলেন।

২৮১২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَحَلَّلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى قَالَ
فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ -

২৮১২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা ইহরামমুক্ত হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (পুনরায়) ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন- যখন আমরা মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অতএব আমরা আল-আবতাহ নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধলাম।

২৮১৩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا زَادَ فِي حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ طَوَافُهُ الْأَوَّلَ -

২৮১৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে একবারই সাঈ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন আবু বকর-এর বর্ণনায় আছে, “তাঁর প্রথমবারের তাওয়াফ।”

২৮১৪. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ
قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحَدَّهُ

قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ حِلُّوْا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْصِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقَطُّرُ مَذَاكِيرُنَا الثَّمَنِ قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبْرَكُكُمْ وَلَوْ لَا هَدَيْتُ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فَحِلُّوْا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَى مَنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ بِمِ أَهَلَّتْ قَالَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدِي لَهُ عَلَى هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِغَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدَ فَقَالَ لَا بَدَ -

২৮১৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আতা (র) বলেন, আমি একদল লোকের মধ্যে ছিলাম। এ অবস্থায় হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনলাম যে,, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ কেবল হজ্জের ইহরামই বাঁধলাম। আতা (র) বলেছেন, জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ চার যিলহজ্জের ভোরে (মক্কায়) পৌঁছে আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আতা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা হালাল হও এবং স্ত্রীদের কাছে যাও। কিন্তু তাঁর এ নির্দেশ বাধ্যতামূলক ছিল না, বরং তাদেরকে স্ত্রী সহবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছিল মাত্র। জাবির (রা) বলেন, আমরা বললাম, আরাফাত দিবসের আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী। এ অবস্থায় আমাদেরকে স্ত্রীগমনের নির্দেশ দিলেন। তাহলে তো আমরা এমন অবস্থায় আরাফাতে পৌঁছব যে, আমাদের যৌনাঙ্গ থেকে বীর্য বারছে। আতা (র) বলেন, জাবির (রা) তার হাত নেড়ে কথাগুলো বলছিলেন এবং আমি যেন তার হাতের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি। জাবির (রা) বলেন, ইত্যবসরে নবী ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা নিশ্চিত জান- আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহকে অধিক ভয় করি, আমি তোমাদের চেয়ে অধিক সত্যবাদী এবং পূণ্যবান। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি অবশ্যই হালাল হতাম যেমন তোমরা হালাল হয়েছ। আমি আমার বিষয়টি যদি আগে জানতাম, যেমন পরে জেনেছি, তবে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না, অতএব তোমরা হালাল হও (ইহরাম ভঙ্গ কর)।

আতা (র) বলেছেন, জাবির (রা) বলেন : অতএব আমরা হালাল হলাম, তাঁর কথা শুনলাম এবং তাঁর আনুগত্য করলাম। জাবির (রা) আরও বলেন, আলী (রা) (ইয়েমেনবাসীদের থেকে আদায়কৃত) খারাজ নিয়ে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কোন্ ধরনের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, নবী ﷺ যে ধরনের ইহরাম বেঁধেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কুরবানী কর এবং ইহরাম অবস্থায় থাক। জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কুরবানীর পশু এনেছিলেন। সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি শুধু এই বছরের জন্য, না সব সময়ের জন্য? তিনি বললেন, সর্বকালের জন্য।

২৮১৫- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا نَدَرِي أَمَّا شَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهُدَى الَّذِي مَعِيَ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ قَالَ فَاحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ -

২৮১৫. ইবন নুমায়র (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমরা মক্কা পৌঁছলে তিনি আমাদেরকে হালাল হওয়ার এবং এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন। আমাদের জন্য তাঁর এই নির্দেশ কঠোর মনে হ'ল এবং আমাদের মনোকষ্ট হ'ল। এই খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছল। আমাদের জানা নেই তিনি কি ওহীর মাধ্যমে এ খবর পেয়েছেন, না কেউ তাঁর কাছে এ কথা পৌঁছিয়েছে? তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা হালাল (ইহরামমুক্ত) হও। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমিও তোমাদের অনুরূপ করতাম। জাবির (রা) বলেন, অতএব আমরা ইহরামমুক্ত হলাম, এমনকি স্ত্রী সংগত এবং হালাল ব্যক্তি যা কিছু করে, তাই করলাম। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) আমরা মক্কা ত্যাগ করলাম (মিনা ও আরাফাতের উদ্দেশ্যে) এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম।

২৮১৬- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ سَاقِ الْهُدَى مَعَهُ وَقَدْ أَهْلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْ لَا أَنِّي سَقْتُ الْهُدَى لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى مَحَلَّهُ فَفَعَلُوا -

২৮১৬. ইবন নুমায়র (র) মূসা ইবন নাকি' (র) বলেন, আমি উমরাসহ তামাত্ত হজ্জের ইহরাম বেঁধে তারবিয়া দিবসের চারদিন পূর্বে (৪ যিলহজ্জ) মক্কায় পৌঁছলাম। লোকেরা বলল, এখন তো আপনার হজ্জ মক্কাবাসীদের অনুরূপ হজ্জ হয়ে যাবে। অতএব আমি আতা ইবন আবী রাবাহ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম। আতা (র) বললেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জ করেছেন- যে বছর তিনি সঙ্গে করে কুরবানীর পশু নিয়েছিলেন এবং তারা কেবল হজ্জের (ইফরাদ হজ্জের) ইহরাম বেঁধেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা ইহরাম খুলে ফেল, বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ কর, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ কর, মাথার চুল ছাঁট এবং ইহরামমুক্ত অবস্থায় থাক। যখন তারবিয়ার দিন আসবে- তখন পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং এটা তামাত্তু হজ্জের ইহরামে পরিণত কর। তারা বললেন, কিভাবে আমরা তা তামাত্তুতে পরিণত করব, অথচ ইতিপূর্বে আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি? তিনি বললেন, আমি তোমাদের যে নির্দেশ দিচ্ছি, তাই কর। কারণ আমি যদি সাথে করে কুরবানীর পশু না আনতাম তবে তোমাদের যে নির্দেশ দিচ্ছি, আমিও তদ্রূপ করতাম। কিন্তু হাদী যথাস্থানে কুরবানী না করা পর্যন্ত আমার জন্য ইহরাম খোলার সুযোগ নেই। অতএব তারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন।

২৮১৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنُ رَبِيعٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً -

২৮১৭. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার ইব্ন রিব্বি কায়সী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে (মক্কায়) পৌঁছেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার এবং (উমরা পালনের পর) ইহরামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কুরবানীর পশু থাকায় তিনি নিজের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করতে পারেননি।

২৮১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثِ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ عُمْرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبْتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمَتْهُ بِالْحِجَارَةِ -

২৮১৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আবু নাযরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তামাত্তু হজ্জ করার নির্দেশ দিতেন এবং ইব্ন যুবায়র (রা) তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করতেন। আমি বিষয়টি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর সামনে পেশ করলাম। তিনি বললেন, এ ঘটনাটি আমার সামনেই ঘটেছে। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি। উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -এর জন্য যে জিনিস ইচ্ছা এবং যে কারণে ইচ্ছা, হালাল করেন এবং

কুরআন নাযিল হওয়া সমাপ্ত হয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর-
যেভাবে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সব নারীকে তোমরা মুত'আর মাধ্যমে বিবাহ করেছ- তাদের সঠিক বিবাহ
বন্ধনে নিয়ে নাও। আমার নিকট মুত'আর শর্তে বিবাহকারী কোন পুরুষ এলে আমি অবশ্যই তাকে রজম
(প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করব।

২৮১৭. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي
الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ -

২৮১৯. যুহায়র ইবন হারব (র) কাতাদা (রা)-এর সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে
এই বর্ণনায় আরও আছে, উমর (রা) বলেন, “তোমাদের হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক কর। কারণ এতে তোমাদের
হজ্জও পূর্ণাঙ্গ হবে এবং উমরাও পূর্ণাঙ্গ হবে।”

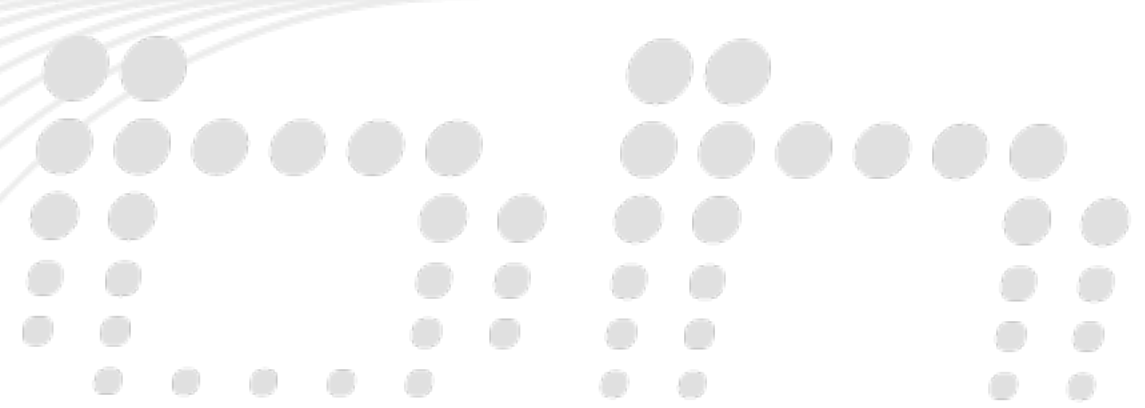
২৮২০. وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلْفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً -

২৮২০. খালফ ইবন হিশাম, আবুর-রবী ও কুতায়বা (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি
বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (মক্কায়) পৌঁছলাম হজ্জের জন্য তালবিয়া উচ্চারণ করতে করতে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন।

১৭. بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

১৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর হজ্জের বিবরণ

২৮২১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ
عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ
زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّْ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرَحَبًا
بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا
بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ
فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَثَّرَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ فَقَدِمَ
الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى



বাংলা হাদিস

أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَأَسْتَتْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ
 رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرَتْ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
 رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهْلُ
 بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ
 لَكَ وَأَهْلُ النَّاسِ بِهَذَا الَّذِي يَهْلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ تَابِعِيَّتَهُ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ
 الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَرَأَ « وَاتَّخِذُوا مِنْ
 مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى » فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ
 النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنَ
 فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصِّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصِّفَا قَرَأَ « إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
 اللَّهِ » أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأُ بِالصِّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ
 وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ
 مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتْهَا مَشَى
 حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصِّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ
 فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدٍ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي
 الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلَّ لَا بَدٍ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُذْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ
 وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاکْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا قَالَ فَكَانَ عَلَيَّ
 يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ

اللَّهُ ﷺ فِيَمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ مَاذَا قُلْتَ حِينَ
 فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ قَالَ
 فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ
 كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَاهْلَوْا
 بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ
 قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا
 تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَأَقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجَازَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرْفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ
 الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصَوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَاتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
 حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
 تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ
 الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلْتُهُ هَذَا وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَا أَضَعُ
 رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ
 بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ
 فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكَتُ
 فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا
 نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى
 النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذِنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ
 وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصَوَاءِ
 إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَأَقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ
 الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَارْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصَوَاءِ الزَّمَامَ حَتَّى إِنْ رَأَسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيَمْنَى أَيُّهَا
 النَّاسُ السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحَبَالِ أَرَاخِي لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى

الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْغَرْبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَأَقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ أَصْطَبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَأَقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَأَقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضُ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَ بِهِ ظُعْنٌ يَجْرَيْنِ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْأَخْرَ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَخْرَ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَخْرَ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرِ فَطْبُخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرَبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاولُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ -

২৮২১. আবু বকর ইব্ন শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) হাতিম ইব্ন ইসমাঈল জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে, তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন। অতএব তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি আমার জামার উপরদিকের বোতাম খুললেন তারপর নিচের বোতাম খুললেন। তারপর তার হাত আমার বুকের মাঝে রাখলেন। আমি তখন ছিলাম যুবক। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে স্বাগত জানাই, তুমি যা জানতে চাও, জিজ্ঞাসা কর। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি (বার্ষিক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ইতিমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি নিজেকে একটি চাদর আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্ত নিজ কাঁধের উপর রাখতেন— তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে নিচে পড়ে যেত। তার আরেকটি বড় চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়কালের মধ্যে হজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ

বহর হজ্জ যাবেন। সুতরাং মদীনায় বহু লোকের আগমন হ'ল। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা যখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছলাম- আসমা বিনত উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইবন আবু বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন- এখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল কর, একখণ্ড কাপড় দিয়ে পটি বেঁধে নাও এবং ইহরামের পোশাক পরিধান কর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে (ইহরামের দু'রাক'আত) সালাত আদায় করলেন। অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অতঃপর বায়দা নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল- আমি সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাকিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য- কতক সওয়ারীতে, কতক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডানদিকে, বাঁদিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন, আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠ করলেন :

“লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল-হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল-মূলক, লা শারীকা লাক।”

অর্থ : “আমি তোমার দরবারে হাযির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে হাযির, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নি'আমত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোন শরীক নেই।”

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করল- যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর থেকে বেশি কিছু বলেন নাই। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়্যত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা যখন তাঁর সঙ্গে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছলাম, তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, তারপর সাতবার কা'বাঘর তাওয়াফ করলেন- তিনবার দ্রুতগতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى -

অর্থ : “তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়বার স্থানকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর”- (সূরা বাকারা : ১২৫)। তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে (দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন)। (জা'ফর বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দু'রাক'আত সালাতে সূরা 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' ও 'কুল ইয়া আযুহাল কাফিরন' পাঠ করেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাতে চুমো খেলেন। তারপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ -

অর্থ : “নিশ্চয়ই সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম”- (সূরা বাকারা : ১৫৮) এবং আরো বললেন- আল্লাহ তা'আলা যে পাহাড়ের উল্লেখ করে আরম্ভ করেছেন আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তারপর এতটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন, আল্লাহর একত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করলেন এবং বললেন :

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল-মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।”

অর্থ : “আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন ও শত্রু বাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন।”

তিনি এ দু'আ পড়লেন এবং তিনি অনুরূপ তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন— যাবত না তাঁর পা মুবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকল। তিনি দ্রুত চললেন— যাবত না উপত্যকা অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। সর্বশেষ তাওয়াফে যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন, তখন (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন : যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম, যেমন তাকে বুঝেছি, তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। এ সময় সুরাকা ইবন মালিক ইবন জু'শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকালেন এবং দু'বার বললেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরও বললেন : না, বরং সর্বকালের জন্য, সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা) ইয়েমেন থেকে নবী ﷺ-এর জন্য কুরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছে, ফাতিমা (রা)-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গীন কাপড় পরিহিতা ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রা) তা অপসন্দ করলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী বলেন, আলী (রা) ইরাকে থাকতেন, অতএব ফাতিমা (রা) যা করেছেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে জানালাম যে, আমি তার এ কাজ অপসন্দ করেছি। তিনি যা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে জানার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ফাতিমা সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কি বলেছিলে? আলী (রা) বললেন আমি বলেছি, ইয়া আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম, যেকোন ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) আছে অতএব তুমি ইহরাম খুলবে না।

জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়েমেন থেকে যে পশুপাল নিয়ে এসেছেন এবং নবী ﷺ নিজের সঙ্গে করে যে সব পশু নিয়ে এসেছিলেন, সর্বসাকুল্যে এর সংখ্যা দাঁড়াল একশত। অতএব নবী ﷺ এবং যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহরাম খুলে ফেললেন এবং চুল কাটলেন। তারপর যখন তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) আসল, লোকেরা পুনরায় ইহরাম বাঁধল এবং মিনার দিকে রওনা হ'ল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায়

করলেন। তারপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং নামিরা নামক স্থানে গিয়ে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রওনা হয়ে গেলেন।

কুরায়শগণ নিঃসন্দেহ ছিল যে, নবী ﷺ মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়শগণ করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হলেন, তারপরে আরাফাতে পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন। তারপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর কাসওয়া (নামক উষ্ট্রী) -কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগান হ'ল। তখন তিনি বাতনে ওয়াদীতে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন :

“তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) যেমন তা হারাম (মর্যাদাপূর্ণ) তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।”

“সাবধান! জাহিলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নিচে। জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হ'ল। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হ'ল আমাদের বংশের রবী'আ ইব্ন হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বনু সা'দ এ দুষ্কপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

“জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হ'ল। আমি প্রথমে যে সুদ বাতিল করছি তা হ'ল আমাদের বংশের আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হ'ল।

“তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে।

“আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি— যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।”

“আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তখন তোমরা কি বলবে?” তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে লোকদের ইশারা করে বললেন, “ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক,” তিনবার এরূপ বললেন।

তারপর (মুআযযিন) আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি এই দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে মাওকিফ (অবস্থানস্থল)-এ এলেন, তাঁর কাসওয়া উষ্ট্রীর পেট পাথরের স্তূপের দিকে করে দিলেন এবং লোকদের একত্র হওয়ার জায়গা সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে উকূফ করলেন। হলদে আভা কিছু দূরীভূত হ'ল, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে তাঁর বাহনের পেছনদিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাকের দড়ি সজোরে টান দিলেন— ফলে তার মাথা মাওরিক (সওয়ারী ক্লাস্তি অবসাদের জন্য যাতে পা রাখে) স্পর্শ করল। তিনি ডান হাতের

ইশারায় বলেন, হে জনমণ্ডলী! ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে অগ্রসর হও। যখনই তিনি বালুর স্তুপের নিকট পৌঁছতেন, কাসওয়ার নাকের রশি কিছুটা টিল দিতেন যাতে সে উপরদিকে উঠতে পারে।

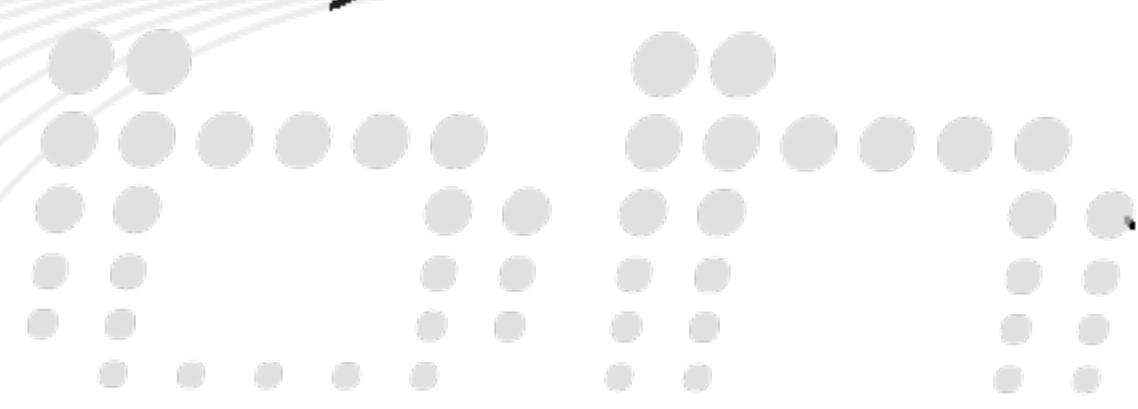
এভাবে তিনি মুয়দালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে একই আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। এই সালাতের মাঝখানে অন্য কোন নফল সালাত আদায় করেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে থাকলেন যাবত না ফজরের ওয়াক্ত হ'ল। অতঃপর ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে 'মাশ'আরুল হারাম' নামক স্থানে আসলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন, তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন, কালেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। দিনের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন।

সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওনা করছিলেন এবং ফযল ইবন আব্বাস (রা) সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসলেন।

তিনি ছিলেন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অগ্রসর হলেন— পাশাপাশি একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফযল (রা) তাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাত ফযলের চেহারার উপর রাখলেন এবং তিনি তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং ফযল (রা) অপরদিক হতে দেখতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় অন্যদিক হতে ফযল (রা)-এর মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। তিনি আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি 'বাতনে মুহাস্সাব' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীর গতি কিছুটা দ্রুত করলেন। তিনি মধ্যপথে অগ্রসর হলেন— যা জামরাতুল কুবরার দিকে বেরিয়ে গেছে। তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবর' বললেন। অতঃপর সেখানে থেকে কুরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষটিটি পশু যবেহ করলেন। তিনি কুরবানীর পশুতে আলী (রা)-কেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর গোশতের কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হ'ল। তারা উভয়ে এই গোশত থেকে খেলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর দিকে রওনা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর বনু আবদিল মুত্তালিব-এর লোকদের কাছে আসলেন, তারা লোকদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! পানি তোল। আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিল এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।

২৮২২- وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَتْ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرِّيَ فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشْكُ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنَزِلُهُ ثُمَّ فَاجَازَ وَلَمْ يَعْزِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ -



২৮২২. উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) -এর নিকট এলাম এবং তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাতিম ইব্ন ইসমাইল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে : আবু সাইয়ারা নামক এক ব্যক্তি (জাহিলী যুগে) লোকদেরকে জিনবিহীন গাধার পিঠে করে (মুযদালিফা থেকে) নিয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুযদালিফা থেকে আল-মাশ'আরুল-হারাম-এর দিকে অগ্রসর হলেন, তখন কুরায়শরা নিঃসন্দেহ ছিল যে, তিনি এখানে থামবেন এবং অবস্থান করবেন। কিন্তু তিনি আরও সামনে অগ্রসর হলেন এবং এদিকে কোন ভ্রক্ষেপ করলেন না- অবশেষে তিনি আরাফাতে পৌঁছে সেখানে অবতরণ করলেন।

২৮২২- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنَحَرٌّ فَأَنَحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ -

২৮২৩. উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তার এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “আমি এখানে কুরবানী করেছি এবং মিনার গোটা এলাকা কুরবানীর স্থান। অতএব তোমরা যার যার অবস্থানে কুরবানী কর। আর আমি এখানে অবস্থান করছি এবং গোটা আরাফাতই অবস্থানস্থল (মাওকিফ)। মুযদালিফার সবই অবস্থানস্থল এবং আমি এখানে অবস্থান করছি।”

২৮২৪- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا -

২৮২৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় এসে পৌঁছলেন প্রথমে হাজারে আসওয়াদের নিকট এসে তাতে চুমু খেলেন, অতঃপর তাওয়াফ করলেন।

২৮২৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ» -

২৮২৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) বলেন, কুরায়শগণ এবং তাদের ধর্মের অনুসারীরা (জাহিলী যুগে) মুযদালিফায় অবস্থান করত। তারা নিজেদের নামকরণ করেছিল ‘আল-হুমস’। আর সমস্ত আরববাসী আরাফাতে অবস্থান করত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হ’ল, আল্লাহ তা’আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আরাফাতে অবস্থান করার ও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। সে কথাই আল্লাহ তা’আলা বলেছেন :

“অতঃপর অন্যান্য লোক যেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করবে” (সূরা বাকারা : ১৯৯)।

২৮২৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعْطَى الرَّجَالُ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءُ وَكَانَتْ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْحُمْسُ هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ « ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ » قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ لَا نُفِيضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ -

২৮২৬. আবু কুরায়ব (র) হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, আল-হুমস ব্যতীত সকল আরব উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করত। কুরায়শ ও তাদের বংশধরগণকে ‘আল-হুমস’ বলা হতো। আরবরা উলঙ্গ অবস্থায়ই তাওয়াফ করত কিন্তু আল-হুমস তাদেরকে কাপড় দান করলে স্বতন্ত্র কথা। তাদের পুরুষরা পুরুষদের এবং মহিলারা মহিলাদের কাপড় দান করত। আল-হুমস মুযদালিফার বাইরে যেত না, আর সব লোক আরাফাতে চলে যেত। হিশাম বলেন, আমার পিতা (উরওয়া) আয়েশা (রা)-এর সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আল হুমস- যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন : “অতঃপর অন্যান্য লোক যেখানে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করবে” (সূরা বাকারা : ১৯৯)। আয়েশা (রা) বলেন, লোকেরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করত আর আল-হুমস মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। তারা বলত, আমরা কেবল হারাম এলাকা থেকেই প্রত্যাবর্তন করব। অতঃপর যখন “তোমরা প্রত্যাবর্তন কর- যেখান থেকে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে” আয়াত নাযিল হ’ল, তখন থেকে তারা আরাফাতে গেল।

২৮২৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمَرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضَلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَهُنَا وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَعُدُّ مِنَ الْحُمْسِ -

২৮২৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র.) জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) বলেন, আমার একটি উট হারিয়ে গেল। আরাফাত দিবসে আমি তার খোঁজে বের হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লোকদের সাথে আরাফাতে অবস্থানরত দেখলাম। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! ইনি তো হুমস-এর অন্তর্ভুক্ত, কি ব্যাপার ইনি এখানে কেন? অথচ কুরায়শদেরকে হুমস-এর মধ্যে গণ্য করা হতো।

১৮- بَابُ جَوَازِ تَغْلِيْقِ الْاِحْرَامِ وَهُوَ اَنْ يُحْرِمَ بِاِحْرَامٍ كَاِحْرَامِ فَلَانٍ فَيَصِيْرُ مُحْرِمًا بِاِحْرَامٍ مِثْلِ اِحْرَامِ فَلَانٍ

১৮. পরিচ্ছেদ : ইহরামকে সংযুক্ত করা জায়েয। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বলল, আমি অমুক ব্যক্তির ইহরাম-এর অনুরূপ ইহরাম বাঁধলাম। এ ক্ষেত্রে তার ইহরাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইহরামের অনুরূপ হবে

২৮২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي أَحَجَبْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِمِ أَهَلَّتْ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ بِأَهْلَالِ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ طُفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَقُلْتُ رَأْسِي ثُمَّ أَهَلَّتُ بِالْحَجِّ قَالَ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَّثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسِكِ بَعْدَكَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيًا فَلْيَتَّبِذْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَاثْتَمُوا قَالَ فَقَدِمَ عُمَرُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مُحِلَّهُ -

২৮২৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) শু'বা কায়স ইবন মুসলিম থেকে, তিনি তারিক ইবন শিহাব থেকে এবং তিনি আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি বাতহা নামক স্থানে উট বসিয়ে যাত্রা বিরতি করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি হজ্জের নিয়্যত করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি ধরনের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, আমি বলেছি-লাব্বাইকা, নবী ﷺ যে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও তদ্রূপ ইহরাম বাঁধলাম। তিনি বললেন : তুমি ভালই করেছ। এখন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ কর, অতঃপর ইহরাম খুলে ফেল। তিনি বলেন : আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম, সাফা-মারওয়ার সাঈ করলাম, অতঃপর কায়স গোত্রের এক স্ত্রীলোকের নিকট এলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমি লোকদের এভাবেই ফতওয়া দিতে থাকলাম উমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত।

এ সময় এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবু মূসা অথবা (বলল) আবদুল্লাহ ইবন কায়স! আপনার কিছু ফতওয়া আপাতত স্থগিত রাখুন। কারণ আমীরুল মুমিনীন (উমর) আপনার পরে হজ্জ সম্পর্কে যে নতুন বিধান প্রবর্তন করেছেন, তা আপনি জ্ঞাত নন। তখন আবু মূসা (রা) বললেন, হে লোক সকল! আমি যাদের ফতওয়া দিয়েছি (ইহরাম খোলা সম্পর্কে) তারা যেন অপেক্ষা করে। কারণ আমীরুল মুমিনীন অচিরেই তোমাদের নিকট আসছেন,

অতএব তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য। রাবী বলেন, উমর (রা) এলেন এবং আমি তাঁর সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী চলি, তবে তা আমাদের নির্দেশ দেয় (হজ্জ ও উমরা) পূর্ণ করার। আমরা যদি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূনাতের উপর আমল করি, তবে কুরবানীর পশু তার (কুরবানীর) স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম খোলেননি।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র.) শু'বা থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৮২৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهَلَّتْ قَالَ قُلْتُ أَهَلَّتُ بِأَهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ سَقَتْ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذَا جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسْكِ فَقُلْتُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّبِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَاتَّبِعُوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النَّسْكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ « وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحْرَ الْهَدْيَ -

২৮২৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) সুফয়ান কায়স থেকে, তিনি তারিক ইবন শিহাব থেকে এবং তিনি আবু মুসা (রা) থেকে। আবু মুসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলাম। তিনি বাতহা নামক স্থানে উট বসিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ ইহরাম বেঁধেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরবানীর পশু এনেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেল। অতএব আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেললাম। তারপর আমার গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম, সে আমার মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিল এবং আমার মাথা ধুয়ে দিল। আমি আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর খিলাফতকালে লোকদের অনুরূপ ফতওয়া দিতাম। হজ্জের মৌসুম আগত, এ সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলল, আপনি হয়ত জানেন না আমীরুল মুমিনীন (উমর) হজ্জের ব্যাপারে কি নতুন বিধান প্রবর্তন করেছেন। আমি বললাম, হে জনগণ! আমি যাদেরকে কতগুলো বিষয় সম্পর্কে যে ফতওয়া দিয়েছি- তারা যেন অপেক্ষা করে। কারণ, ইতিমধ্যেই আমীরুল মুমিনীন তোমাদের মধ্যে এসে পৌঁছবেন। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে।

তিনি (উমর) এসে পৌঁছলে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হজ্জের ব্যাপারে নতুন কি বিধান দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরি, তবে আল্লাহ বলেন : “তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর”- (সূরা বাকারা : ১৯৬)। আর আমরা যদি আমাদের নবী ﷺ-এর সুনাতের অনুসরণ করি, তাহলে নবী ﷺ সাথে করে নিয়ে আসা পশু যবেহ না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতেন না।

২৮২. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ أَهْلًا أَهْلًا كَاهِلًا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَلْ سَقَيْتَ هَدْيًا فَقُلْتُ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُبْعَةَ وَسُفْيَانَ -

২৮৩০. ইসহাক ইব্ন মানসূর ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি যে বছর হজ্জ করেছিলেন, আমি সে বছর (হজ্জ) এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু মূসা! ইহরাম বাঁধার সময় তুমি কি নিয়্যত করেছিলে? আমি বললাম, আমি বলেছি, লাঝাইকা! আমার ইহরাম নবী ﷺ-এর ইহরামের অনুরূপ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি সাথে কুরবানীর পশু এনেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে যাও, বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ কর, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ কর, অতঃপর ইহরাম খুলে ফেল। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত শু'বা ও সুফয়ানের হাদীস দু'টির অনুরূপ।

২৮৩১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتَى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوِيَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسْكِ بَعْدَ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُلُوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرَوْهُنَّ فِي الْحَجِّ تَقَطُّرُ رُؤُسَهُمْ -

২৮৩১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাত্ত হজ্জের অনুকূলে ফতওয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি আপনার কোন কোন ফতওয়া স্থগিত রাখুন। আপনি হয়ত জানেন না, আপনার পরে আমীরুল মুমিনীন হজ্জের ব্যাপারে কি বিধান প্রবর্তন করেছেন। পরে তিনি (আবু মূসা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং (এ ব্যাপারে) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। উমর (রা) বললেন, আমি অবশ্যই জানি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (তামাত্ত) করেছেন। কিন্তু আমি এটা পসন্দ করি না যে, বিবাহিত লোকেরা গাছের ছায়ায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে, অতঃপর এমন অবস্থায় হজ্জের জন্য রওনা হবে যে, তাদের মাথার চুল দিয়ে পানি টপকে পড়ছে।

১৯. بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ

১৯. পরিচ্ছেদ : তামাত্ত্ব হজ্জের বৈধতা

২৮৩২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَكَانَ عَلَى يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلَى لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَجَلٌ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ -

২৮৩২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) বলেছেন, উসমান (রা) তামাত্ত্ব হজ্জ করতে নিষেধ করতেন। আর আলী (রা) তামাত্ত্ব হজ্জ করার নির্দেশ দিতেন। অতএব উসমান (রা) আলী (রা)-এর সঙ্গে কথা বললেন। অতঃপর আলী (রা) বললেন, আপনি অবশ্যই জানেন, আমরা নিশ্চিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্ত্ব হজ্জ করেছি। উসমান (রা) বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু আমরা তখন আতঙ্কিত ছিলাম।

২৮৩৩. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ -

২৮৩৩. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) শু'বা (র) এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৮৩৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلَى وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوْ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلَى ذَلِكَ أَهْلًا بِهِمَا جَمِيعًا -

২৮৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ও উসমান (রা) 'উসফান' নামক স্থানে একত্রে হলেন। উসমান (রা) তামাত্ত্ব ও উমরা করতে নিষেধ করতেন। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেছেন, আপনি তা নিষেধ করছেন- এতে আপনার উদ্দেশ্যে কি? উসমান (রা) বললেন, আপনি আমাকে আপনার কথা থেকে রেহাই দিন। আলী (রা) বললেন, আমি আপনাকে ছাড়তে পারি না। আলী (রা) যখন এই অবস্থা দেখলেন, তিনি একত্রে হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধলেন।

২৮৩৫. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً -

২৮৩৫. সাঈদ ইবন মানসূর, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু হজ্জ মুহাম্মদ ^{সাহাবা} ^{আল-হাদি} ^{ওয়াসালত}-এর সাহাবীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল।

২৮৩৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةٌ يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ

২৮৩৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু হজ্জ আমাদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা হিসেবে অনুমোদিত ছিল।

২৮৩৭. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ -

২৮৩৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু যর (রা) বলেন, দু'টি মুত'আ কেবল আমাদের যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অর্থৎ মুত'আ বিবাহ ও তামাত্তু হজ্জ।

২৮৩৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَّانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهْمٌ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمْ بِذَلِكَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَّانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّبَابِي ذَرٍّ بِالرَّبْذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ -

২৮৩৮. কুতায়বা (র) আবদুর রহমান ইবন আবু শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈ ও ইবরাহীম আত-তায়মীর নিকট এলাম এবং বললাম, আমি এ বছর হজ্জ ও উমরা একত্রে করতে চাই। ইবরাহীম নাখঈ বললেন, কিন্তু তোমার পিতা তো এরূপ সংকল্প করেননি। কুতায়বা (র)..... ইবরাহীম তায়মী তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (পিতা) রাবযা নামক স্থানে আবু যর (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তার সামনে এই প্রসঙ্গ উপস্থাপন করলেন। আবু যর (রা) বললেন, তা আমাদের জন্য (একটা সুবিধা স্বরূপ) নির্দিষ্ট ছিল, তোমাদের জন্য নয়।

২৮৩৯. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرْشِ يَعْنِي بَيُوتَ مَكَّةَ -

২৮৩৯. সাঈদ ইবন মানসূর ও ইবন আবু উমর (র) গুনায়ম ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমরা উমরা আদায় করেছি। এটা সেই সময়কার কথা যখন তিনি ((আমীর মু'আবিয়া) কাফির ছিলেন এবং মক্কার বাড়িতে বসবাস করতেন।

২৮৪০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ -

২৮৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) সুলায়মান তায়মী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তিনি এই রিওয়ায়াতে মু'আবিয়া (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

২৮৪১. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْمُتَعَةُ فِي الْحَجِّ -

২৮৪১. আমরুন-নাকিদ ও মুহাম্মদ ইবন আবু খালফ (র) সুলায়মান তায়মী (র) থেকে উক্ত সূত্রে উভয়ের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং সুফয়ানের হাদীসে তামাত্তু হজ্জের উল্লেখ রয়েছে।

২৮৪২. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنِّي لأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لَوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَأَى -

২৮৪২. যুহায়র ইবন হারব (র) মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, আমি আজ তোমাকে একটি হাদীস বলব, পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা এরদ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন। জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখের মধ্যে উমরা করিয়েছিলেন। এটা রহিত করে কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইত্তিকাল পর্যন্ত তা করতে নিষেধ করেননি। পরে লোকেরা নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মত প্রকাশ করে।

২৮৪৩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ يَعْنِي عُمَرَ -

২৮৪৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আল-জুরায়রী (র) থেকে উক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে হাতিম তার রিওয়ায়াতে বলেছেন : “এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমর (রা) নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মত প্রকাশ করেন।”

২৮৪৪. وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ

حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى حَتَّى
اِكْتَوَيْتُ فَتَرَكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ -

২৮৪৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাব। আশা করি আল্লাহ তোমাকে এরদ্বারা উপকৃত করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এরূপ করতে নিষেধ করেননি এবং তা হারাম বলে কুরআনের কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। (রোগের কারণে) তপ্ত লোহার দাগ গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে (ফেরেশতাগণ কর্তৃক) সালাম দেওয়া অব্যাহত ছিল। আমি দাগ গ্রহণ করলে সালাম দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন দাগ দেওয়া বন্ধ করলাম, পুনরায় সালাম দেওয়া শুরু হয়।

২৮৪৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ -

২৮৪৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) আমাকে বললেন পরবর্তী অংশ উপরোক্ত মু'আয বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

২৮৪৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ بَعَثَ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ فَقَالَ إِنِّي
كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمُ عَنِّي وَإِنْ مِتُّ فَحَدِّثْ بِهَا
إِنْ شِئْتَ إِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ عَلَىَّ وَأَعْلَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا
كِتَابُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ -

২৮৪৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) মৃত্যুকালীন রোগে আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কয়েকটি হাদীস বলব, আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমার পরে তোমাকে এরদ্বারা উপকৃত করবেন। আমি বেঁচে থাকলে তুমি আমার সূত্রে বর্ণনা করা গোপন রাখবে। আর আমি মারা গেলে তুমি চাইলে তা বর্ণনা করতে পার। আমাকে সালাম করা হতো। জেনে রাখ, আল্লাহর নবী ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় করেছেন। অতঃপর এ বিষয়ে কোন আয়াতও নাযিল হয়নি এবং নবী ﷺ -ও তা নিষিদ্ধ করেননি। এক ব্যক্তি (উমর) এ বিষয়ে যা ইচ্ছা করলেন, তা বললেন।

২৮৪৭. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَعْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهِنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ -

২৮৪৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জেনে রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা একত্রে (একই ইহরামে) আদায় করেছেন। এরপর এ বিষয় কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -ও অনুরূপ করতে আমাদের নিষেধ করেননি। এরপর এক ব্যক্তি এ বিষয়ে নিজ ইচ্ছামত যা বলার, তা বললেন।

২৮৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি। এ বিষয়ে কুরআনে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এক ব্যক্তি ইচ্ছামত যা বলার, তাই বললেন।

২৮৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি। এ বিষয়ে কুরআনে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এক ব্যক্তি ইচ্ছামত যা বলার, তাই বললেন।

২৮৪৯. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র)..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ আদায় করেছেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি।

২৮৪৯. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র)..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ আদায় করেছেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছি।

২৮৫০. হামিদ ইব্ন উমর আল-বাকরাবী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দামী (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবে মুত'আ অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কিত আয়াত রহিতকারী কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -ও ইত্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তা করতে নিষেধ করেননি। পরবর্তীকালে এক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত যা বলার, তাই বলেছেন।

২৮৫১- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ وَأَمَرْنَا بِهَا -

২৮৫১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি বলেছেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এ হজ্জ করেছি।” তিনি বলেননি যে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।”

২০- بَابُ وَجُوبِ الدِّمِّ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

২০. পরিচ্ছেদ : তামাত্ত্ব হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এর সামর্থ্য না রাখে, সে হজ্জের অনুষ্ঠান চলাকালে তিন দিন এবং বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পরে সাত দিন সাওম পালন করবে

২৮৫২- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَاهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاهْلَ
بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ
مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ
بِالْبَيْتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقْصِرْ وَلْيَحِلِّ ثُمَّ لِيَهْلِ بِالْحَجِّ وَلْيَهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ
الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى
طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْصَرَفَ فَاتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلِّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ
فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى
وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ -

অধ্যায় : হজ্জ

২৮৫২. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু করেছেন, প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জ করেছেন এবং পশু কুরবানী করেছেন। তিনি যুল-হুলায়ফা থেকে সাথে করে কুরবানীর পশু নিয়েছিলেন। এখানে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে উমরার, অতঃপর হজ্জের তালবিয়া পাঠ শুরু করেন। লোকেরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে হজ্জের সাথে উমরা যুক্ত করে তামাত্তু করেছে। কতক লোকের কুরবানীর পশু ছিল এবং তারা তা সাথে নিয়েছিল, আর কতকের কুরবানীর পশু ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন : তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে, হজ্জ শেষ না করা পর্যন্ত তাদের জন্য (সাময়িকভাবে) নিষিদ্ধ কোন জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু নাই- তারা যেন বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে তারপর মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায়। অতঃপর তারা (৮ যিলহজ্জ) পুনরায় হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে এবং (নির্দিষ্ট দিনে) কুরবানী করবে। কোন ব্যক্তি কুরবানীর পশু না পেলে হজ্জ চলাকালীন সময়ে তিন দিন এবং বাড়িতে ফেরার পর সাত দিন সাওম পালন করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে প্রথমে রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন, অতঃপর বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলেন- তিন চক্রর সামান্য দ্রুতগতিতে এবং চার চক্রর ধীরগতিতে। বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ সমাপ্ত করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের নিকট দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করলেন। অতঃপর তিনি সাফা পাহাড়ে এলেন এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাতবার সাঈ করলেন। এরপর তিনি এমন কোন জিনিস হালাল করেননি- যা হারাম হয়েছিল (ইহরামের কারণে অর্থাৎ তিনি ইহরামমুক্ত হননি) যে পর্যন্ত না হজ্জ সমাপন করেন। কুরবানীর দিন নিজের পশু কুরবানী করেন এবং কা'বাঘর-এর তাওয়াফ করেন। তারপর যে সব জিনিস হারাম ছিল, তা তাঁর জন্য হালাল হয়ে গেল (অর্থাৎ তিনি ইহরাম খুললেন) আর যেসব লোক সাথে করে কুরবানীর পশু এনেছিল, তারাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ করেছিল।

২৮৫৩- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ابْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৮৫৩. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তামাত্তু হজ্জ পালন এবং তাঁর সাথে লোকদের তামাত্তু হজ্জ সম্পাদন সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

২১- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ

২১. পরিচ্ছেদ : কিরান হজ্জ সমাপনকারী ইফরাদ হজ্জ সম্পাদনকারীর সাথেই ইহরাম খুলতে পারবে, তার আগে নয়

২৮৫৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حُلُّوًا وَلَمْ تَحِلِّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَذِي فَلَاحِلٌ حَتَّى أَنْحَرَ-

২৮৫৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)মালিক (র) নাকি* (র) থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে। নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার, লোকেরা ইহরামমুক্ত হ'ল অথচ আপনি উমরা করার পরও ইহরাম খোলেননি? তিনি বললেন, আমি আমার মাথার চুল জমাট করেছি এবং কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধেছি। অতএব আমি কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারি না।

২৮৫৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ بِنَحْوِهِ-

২৮৫৫. ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার আপনি ইহরাম খুলেন নি? উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৯৫৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَأْنُ النَّاسِ حُلُّوًا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي قَلَّدْتُ هَذِي وَلَبَدْتُ رَأْسِي فَلَاحِلٌ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ-

২৮৫৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার, লোকেরা ইহরাম খুলেছে অথচ আপনি উমরা করার পরও ইহরাম খোলেননি? তিনি বললেন, আমি কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধেছি এবং মাথার চুল জমাট করেছি। অতএব হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলতে পারব না।

২৮৫৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ فَلَاحِلٌ حَتَّى أَنْحَرَ-

২৮৫৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। হাফসা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ- কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হতে পারি না।

২৮৫৮. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُحْلَلَ لَنَا حَجَّةُ الْوُدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي -

২৮৫৮. ইবন আবু উমর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের দিন তাঁর স্ত্রীদের (উমরা সমাপনের পর) নির্দেশ দিলেন তারা যেন ইহরাম খোলেন। হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনাকে ইহরাম খুলতে কিসে বাঁধা দিচ্ছে? তিনি বললেন, আমি মাথার চুল আঁঠালো করেছি এবং সাথে কুরবানীর পশু এনেছি। অতএব পশু কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলতে পারি না।

২২. بَابُ جَوَازِ التَّحْلِيلِ بِالْأَحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ وَاقْتِصَارِ الْقَارِنِ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَقْيٍ وَاحِدٍ ২২. পরিচ্ছেদ : অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে ইহরাম খোলা জায়েয, কিরান হজ্জের বৈধতা এবং কিরান হজ্জকারীর কেবল এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করা প্রসঙ্গ

২৮৫৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ فَأَهْلَلَ بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ التَّفَتَّ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيَّنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزَى عَنْهُ وَأَهْدَى -

২৮৫৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) নাবি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হাঙ্গামা [হাজ্জাত ইবন ইউসূফ ও আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর মধ্যকার সংঘাত] চলাকালীন সময়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং বললেন, বায়তুল্লাহ পৌঁছতে আমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হই তবে (অনুরূপ পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যেরূপ করেছিলাম, এখনও তদ্রূপ করব। অতএব তিনি রওনা হলেন এবং উমরার ইহরাম বাঁধলেন, তিনি সফর অব্যাহত রাখলেন, যতক্ষণ না 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছলেন। এখানে তিনি নিজের সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, হজ্জ ও উমরা উভয়ের নিয়ম একই। আমি তোমাদের সাক্ষী করছি যে, আমি নিজের জন্য হজ্জকে উমরার সাথে বাধ্যতামূলক করলাম। (রাবী বলেন) অতএব তিনি রওনা হয়ে বায়তুল্লাহ পৌঁছলেন, সাতবার তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করলেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেননি এবং নিজের (হজ্জ ও উমরার) জন্য এটাই (এক তাওয়াফ ও এক সাঈ) যথেষ্ট বিবেচনা করলেন এবং কুরবানী করলেন।

২৮৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلِّمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ عُمْرَةً فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خَلَّى سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ تَلَا « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أَمْرُ هُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتِغَاءَ بِقْدِيدٍ هَدْيًا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ -

২৮৬০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ এবং সালিম ইবন আবদুল্লাহ উভয়ে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সাথে কথা বললেন- যে বছর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তারা উভয়ে বললেন, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কি ক্ষতি আছে? কারণ আমাদের আশংকা হচ্ছে, গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং আপনি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন, যদি তা আমার ও বায়তুল্লাহ-এর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়ও, তবে (অনুরূপ পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন, আমিও তদ্রূপ করব। কুরায়শ কাফিররা যখন তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়েছিল, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি উমরার নিয়্যত করলাম। অতঃপর তিনি রওনা হয়ে যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, যদি আমার পথ উন্মুক্ত থাকে, তবে আমি উমরা পূর্ণ করব। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহ-এর মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তবে (অনুরূপ পরিস্থিতিতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন আমিও তাই করব। সে সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ” (সূরা আহযাব : ২১)। তিনি আবার চলতে লাগলেন, যতক্ষণ না বায়দার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছে তিনি বললেন : হজ্জ ও উমরার বিধান একই। যদি আমার এবং উমরার মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তবে আমার এবং হজ্জের মাঝেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। আমি তোমাদের সাক্ষী করছি যে, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জকেও বাধ্যতামূলক করে নিলাম। অতঃপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং কুদায়দে পৌঁছে কুরবানীর পশু ক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য এক তাওয়াফ (সাত চক্র) ও এক সাঈ (সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়) করলেন এবং ইহরাম খুললেন না, বরং হজ্জ সমাপন করে কুরবানীর দিন উভয়ের ইহরাম খুললেন।

২৮৬১- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا -

২৮৬১. ইবন নুমায়র (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজ যে বছর ইবন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল - ঐ বছর ইবন উমর (রা) হজ্জের সংকল্প করলেন। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই সূত্রে হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ আছে যে, “তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধল, তার জন্য এক তাওয়াফই (সাত চক্র) যথেষ্ট এবং উভয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলবে না।”

২৮৬২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْ جَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُوكَ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْ جَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدِيًّا اشْتَرَاهُ بِقَدِيدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يَهْلُ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يَقْصِرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

২৮৬২. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যে বছর ইবন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল - সেই বছর আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হজ্জ যাওয়ার সংকল্প করলেন। তাকে বলা হ'ল, লোকদের মধ্যে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে এবং আমাদের আশংকা হচ্ছে - তারা আপনাকে বাধা দিবে। তিনি বললেন, “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ-” (সূরা আহযাব : ২১)। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন, আমিও অনুরূপ করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, নিশ্চয়ই আমি উমরার সংকল্প করেছি। অতঃপর তিনি রওনা হলেন। অবশেষে যখন বায়দার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন তখন তিনি বললেন, হজ্জ ও উমরার অবস্থা একই, তোমরা সাক্ষী থাক। ইবন রুমহের বর্ণনায় আছে : আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি নিশ্চয়ই আমার উমরার সাথে হজ্জ অনিবার্য করে নিলাম। অতঃপর তিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে নিলেন যা তিনি কুদায়দ থেকে ক্রয় করেছিলেন।

অতঃপর তিনি হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহরাম বেধে অগ্রসর হলেন। অবশেষে মক্কায় পৌঁছে তিনি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়াব মাঝে সাঈ করলেন, এর অতিরিক্ত কিছু করলেন না। তিনি কুরবানীও করেননি।

মাথা মুন্ডান বা চুল ছাঁটেনি এবং (ইহরামের কারণে) যা কিছু তার জন্য হারাম হয়েছিল, তার কোনটি হালাল করেননি। অবশেষে কুরবানীর দিন এলে তিনি কুরবানী করলেন ও মাথা কামালেন এবং তার মত অনুযায়ী তিনি তার প্রথম তাওয়াফ দ্বারাই হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ সম্পাদন করে ফেলেন। ইব্ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।

২৮৬২- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذْنُ أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ -

২৮৬৩. আবুর-রবী যাহরানী, আবু কামিল ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) নাফি' সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেন। তবে এ সূত্রে হাদীসের প্রথমাংশে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ করেছেন- যখন তাকে বলা হ'ল, আপনি বায়তুল্লাহ পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হবেন। তখন তিনি বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ করেছেন, আমিও তদ্রূপ করব। তিনি হাদীসের শেষে উল্লেখ করেননি যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন”- যেমন লায়স (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে।

২২- بَابُ فِي الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ

২৩. পরিচ্ছেদ : ইফরাদ ও কিরান হজ্জ

২৮৬৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا -

২৮৬৪. ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব ও আবদুল্লাহ ইব্ন আওন হিলালী (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াহইয়ার রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। ইব্ন আওন-এর রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন।

২৮৬৫- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صَبِيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا -

২৮৬৫. সূরায়জ ইবন ইউনুস (র) বাকর (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে একত্রে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। বাকর বলেন, আমি এই হাদীস ইবন উমর (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছেন। অতঃপর আমি আনাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তার কাছে ইবন উমর (রা)-এর বক্তব্য উল্লেখ করি। তখন আনাস (রা) বললেন, তোমরা আমাদেরকেও শিশুই মনে কর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একত্রে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

২৮৬৬. উমায়্যা ইবন বিসতাম আয়শী (র) বাকর ইবন আবদুল্লাহ আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে একত্রে হজ্জ ও উমরা আদায় করতে দেখেছেন। বাকর বলেন, অতঃপর আমি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমরা শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি। আমি (বাকর) পুনরায় আনাস (রা)-এর নিকট ফিরে আসলাম এবং ইবন উমর (রা) যা বলেছেন, সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। আনাস (রা) বললেন, আমরা বুঝি তখন শিশু ছিলাম!১

২৪. بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ وَالسَّعْيِ بَعْدَهُ

২৪. পরিচ্ছেদ : হাজীদের জন্য তাওয়াফে কুদুম, অতঃপর সাঈ মুস্তাহাব

২৮৬৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُصَلِّحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ

১. উভয় সাহাবীর বক্তব্যই যথাস্থানে সঠিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। পথিমধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন, লোকদের মনে একটি ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, “হজ্জের মাসে উমরা পালন করা বৈধ নয়।” রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের এই ধারণার মূলোৎপাটনের জন্য পথিমধ্যে একই ইহরামে উমরা ও হজ্জ পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মক্কায় পৌঁছে নিজের হজ্জ ও উমরার জন্য এক তাওয়াফ (সাত চক্র) ও এক সাঈ (সাফ-মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়) যথেষ্ট মনে করেন। অতএব ইবন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যাত্রাকালীন সময়ের ইহরামের বর্ণনা দিয়েছেন। আর আনাস (রা) পথিমধ্যে তাঁর পরিবর্তিত কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব দুই সাহাবীর বক্তব্যের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। “আমরা বুঝি তখন শিশু ছিলাম” বলে আনাস (রা) বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা যা কিছু বলেন, দায়িত্বশীল হিসেবেই বলেন। (অনুবাদক)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَبَقُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا -

২৮৬৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ওয়াবারা (র) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, আল-মাওকিফ (আরাফাত)-এ যাওয়ার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা আমার জন্য সঠিক হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো না- যে পর্যন্ত না মাওকিফে আস! ইব্ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করেছেন এবং মাওকিফে যাওয়ার পূর্বেই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। অতএব তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে বল, তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামত আমল করা উচিত, না ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কথা মত?

২৮৬৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ওয়াবারা (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করব অথচ আমি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছি? তিনি বললেন, কিসে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? সে বলল, আমি অমুকের পুত্রকে দেখেছি, তিনি তা পসন্দ করেন না কিন্তু তার তুলনায় আপনি আমাদের অধিক প্রিয়। আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই দুনিয়া তাকে প্রলুব্ধ করেছে। ইব্ন উমর (রা) বললেন, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাকে দুনিয়া প্রলুব্ধ করেনি? অতঃপর তিনি বললেন, আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈদ করেছেন। অতএব তুমি সত্যবাদী হলে আল্লাহর হুকুম ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুনাত অমুকের সুনাতের তুলনায় অনুসরণের বেলায় অগ্রগণ্য।

২৫. بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لَا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ السَّعْيِ وَأَنَّ الْمُحْرِمَ بِحَجٍّ لَا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ وَكَذَلِكَ الْقَارِنُ

২৫. অনুচ্ছেদ : উমরার উদ্দেশ্যে ইহরামকারীর জন্য তাওয়াফের পরে সাঈদ পূর্বে ইহরাম খোলা জায়েয নয়। হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামকারীও তাওয়াফে কুদূমের পর ইহরাম খুলতে পারবে না। কিরান হজ্জকারীর হুকুমও অনুরূপ।

২৮৬৯. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

২৮৬৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে উমরা করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে, অতঃপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেনি- সে কি তার স্ত্রীর সাথে মিলতে পারে? ইব্ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করেন। আর তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

২৮৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنِ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

২৮৭০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৮৭১. حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلْ لِي عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يَهْلُ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا فَإِنْ قَالَ لَكَ لَا يَحِلُّ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ مَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنْ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ بِئْسَ مَا قَالَ فَتَصَدَّقْ ابْنِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَإِنْ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ فَجِئْتُه فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ فَمَا بَالُهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَّ جَعْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ

رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَأُونَ
بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّيَّ وَخَالَتِي
حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَأَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَحِلَّانِ وَقَدْ أَخْبَرْتَنِي أُمِّيَّ أَنَّهَا
أَقْبَلَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا
ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ -

২৮৭১. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, ইরাকের
অধিবাসী এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার পক্ষ থেকে আপনি উরওয়া ইবন যুযায়র (র)-কে জিজ্ঞাসা করুন যে,
এক ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধল, সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পর ইহরাম খুলতে পারবে কিনা? তিনি যদি আপনাকে
বলেন, সে ইহরাম খুলতে পারবে না- তবে তাকে বলুন এক ব্যক্তি বলেছে, সে ইহরাম খুলতে পারবে। রাবী
বলেন, অতএব আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, সে তা সমাধা না করা
পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারবে না। আমি বললাম, কিন্তু এক ব্যক্তি তাই বলেছে। তিনি বললেন, সে যা বলেছে তা
দুঃখজনক।

ইরাকের লোকটি আমার সাথে পুনরায় সাক্ষাত করলে আমি তাকে উপরোক্ত কথা বললাম। সে বলল, আপনি
তাকে বলুন, কিন্তু এক ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করেছেন এবং আসমা (রা) ও যুযায়র (রা) অনুরূপ
করেছেন কেন? রাবী বলেন, আমি তার নিকট গিয়ে এই বিষয় তাকে জানাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি
কে? আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, তার কি হয়েছে যে, সে নিজে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে না?
আমার মনে হয়, সে ইরাকী। আমি বললাম, জানি না। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে আয়েশা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শরীফে
পৌঁছে সর্ব প্রথম যে কাজ করেছেন তা ছিল এই যে, তিনি উযু করলেন, এরপর বায়তুল্লাহ -এর তাওয়াফ করলেন,
অতঃপর আবু বকর (রা) হজ্জ করেছেন। তিনি (মক্কায় পৌঁছে) সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন এবং
এরপর উমর (রা)-ও অনুরূপ করেছেন। অতঃপর উসমান (রা) হজ্জ করেছেন। আমি তাকে সর্বপ্রথম
বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতে দেখেছি এবং এছাড়া অন্য কিছু করেননি। অতঃপর মু'আবিয়া (রা) ও আবদুল্লাহ
ইবন উমর (রা)-ও (অনুরূপ করেছেন)। এরপর আমি আমার পিতা যুযায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এ সাথে হজ্জ
করেছি। তিনিও সর্ব প্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন। এছাড়া অন্য কিছু করেননি। অতঃপর আমি মুহাজির
ও আনসারদের অনুরূপ করতে দেখেছি। এছাড়া তারা অন্য কিছু করেননি।

অতঃপর সর্বশেষে আমি যাকে অনুরূপ করতে দেখেছি, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)। তিনি
হজ্জকে উমরা দ্বারা ভঙ্গ করেননি। আর সেই ইবন উমর (রা) তো তাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তারা কেন তাকে
জিজ্ঞাসা করছে না?

এভাবে যত লোক অতীত হয়েছে, তারা মক্কা শরীফে পা রেখেই সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতেন। অতঃপর তারা ইহরাম খুলতেন না। আর আমি, আমার মা [আসমা বিনত আবু বকর (রা)] ও আমার খালা [আয়েশা (রা)]-কেও দেখেছি যে, তারা মক্কায় পৌঁছে প্রথমেই বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন। এরপর ইহরাম খুলেননি। আমার মা (আসমা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তার বোন (আয়েশা), যুবায়র (রা) এবং অমুক অমুক শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসেছেন এবং তারা (তাওয়াফ ও সাঈর পরে) রুকন (হাজারে আসওয়াদ) চুম্বন করার পর ইহরাম খুলেছেন। এই ব্যক্তি (ইরাকী) এ ব্যাপারে যা বলেছে, মিথ্যা বলেছে।

২৮৭২- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مَنصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلِّ فَلَمْ يَكُنْ مَعِيَ هَدْيٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلِّ قَالَتْ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَوْمِي عَنِّي فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثْبَ عَلَيْكَ -

২৮৭২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও যুবায়র ইবন হারব (র) ইবন জুরায়জ মানসূর ইবন আবদুর রহমান হতে, তিনি তার মা সাফিয়া ইবন শায়েবা হতে এবং তিনি আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা ইহরাম বেঁধে রওনা হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে, সে যেন ইহরাম অবস্থায় থাকে। আর যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আমার সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, তাই আমি ইহরাম খুলে ফেললাম। কিন্তু (আমার স্বামী) যুবায়র (রা)-এর সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তাই তিনি ইহরাম খোলেননি। আসমা (রা) বলেন, আমি আমার স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করলাম। তারপর বের হয়ে গিয়ে যুবায়র (রা)-এর পাশে বসলাম। তিনি বললেন, আমার নিকট থেকে উঠে যাও। আমি বললাম, তুমি কি আশংকা করছ যে, আমি তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব?

২৮৭৩- وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُخَزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلَيْنَ بِالْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اسْتَرَخِي عَنِّي اسْتَرَخِي عَنِّي فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثْبَ عَلَيْكَ -

২৮৭৩. আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আন্বারী (র) উহায়ব মানসূর ইবন আবদুর রহমান হতে, তিনি নিজ মাতা হতে এবং তিনি আসমা বিনত আবু বকর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে (মক্কায়) পৌঁছলাম। অবশিষ্ট বর্ণনা ইবন জুরায়জের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, যুবায়র (রা) বললেন, “তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও, দূরে সরে যাও।” আমি (আসমা) বললাম, “তুমি কি আশংকা করছ যে, আমি তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব?”

২৮৭৪- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُّونِ تَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهَرْنَا قَلِيلَةً أَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحَلَّلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعِشِيِّ بِالْحَجِّ قَالَ هُرُونُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ وَلَمْ يُسَمَّ عَبْدَ اللَّهِ -

২৮৭৪. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও আহমদ ইবন ইসা (র) আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। আসমা (রা) যখনই আল-হাজুন (হারাম শরীফের সীমার মধ্যে মক্কার উচ্চভূমিতে একটি পাহাড়) অতিক্রম করতেন, তখনই তিনি তাকে বলতে শুনতেন, সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিহী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে অনুগ্রহ করুন)। আমরা তাঁর সঙ্গে এখানে অবতরণ করেছিলাম, আমাদের বোঝা ছিল কম, বাহনের সংখ্যা অত্যল্প এবং রসদও ছিল সামান্য। আমি, আমার বোন আয়েশা (রা), যুবায়র (রা) এবং আরও অমুক অমুক উমরা পালন করেছিলাম। আমরা বায়তুল্লাহ স্পর্শ করার পর ইহরাম খুলে ফেললাম। এরপর তৃতীয় বিকালে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। রাবী হারুন তার রিওয়াযাতে বলেছেন, “আসমা (রা)-এর মুক্ত দাস”, তিনি ‘আবদুল্লাহ’ নাম উল্লেখ করেননি।

২৮৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا فَتَدْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوها قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمِيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا -

২৮৭৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) মুসলিম কুররী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তার অনুমতি দিলেন কিন্তু ইবন যুবায়র তা নিষেধ করতেন। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, এই তো ইবন যুবায়র (রা)-এর মা, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা করার অনুমতি দিয়েছেন। তোমরা তার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর। রাবী বলেন, আমরা তার কাছে গেলাম, তিনি ছিলেন স্থূলদেহী এবং তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু হজ্জের অনুমতি দিয়েছেন।

২৮৭৬- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَمِنْ حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ -

২৮৭৬. ইব্ন মুসান্না 'আবদুর রহমান থেকে এবং ইব্ন বাশ্শার (র) মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর থেকে আর তারা উভয়ে শু'বা (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমানের বর্ণনায় 'আল-মুত'আ' উল্লেখ আছে— 'মুত'আতুল-হাজ্জ' নয় এবং ইব্ন জা'ফর (র)-এর বর্ণনায় শু'বা (র) বলেন, মুসলিম কুররী (র) বলেছেন, তামাত্তু হজ্জ না মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা আমি জানি না।

২৮৭৭. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْقُرَيْشِيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهْلَ أَصْحَابِهِ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا مَنْ سَاقِ الْهَدْيِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بِقِيَّتِهِمْ فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِيْمَنْ سَاقِ الْهَدْيِ فَلَمْ يَحِلَّ -

২৮৭৭. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র) মুসলিম কুররী (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তারা ইহরাম খোলেননি। অন্যরা (তাওয়াফ ও সাঈর পর) ইহরামমুক্ত হয়ে গেলেন। যারা সাথে কুরবানীর পশু এনেছিলেন, তালহা (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব তিনিও ইহরাম খোলেননি।

২৮৭৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ مِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَاحْلَا -

২৮৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) শু'বা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তবে তার বর্ণনায় হাদীসের শেষাংশ এইরূপ : “যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) এবং আরও এক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব তারা উভয়ে ইহরাম খুলে ফেলেন।”

২৬. بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

২৬. পরিচ্ছেদ : হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করা জায়েয

২৮৭৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاءُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفْرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّيْرُ وَعَفَا الْأَثَرُ وَأَنْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ أَعْتَمَرَ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ -

২৮৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে লোকেরা হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করাকে পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ মনে করত এবং মুহাররম মাসকে

‘সফর’ মাস হিসেবে গণনা করত। তারা বলত, যখন উটের পিঠ ভালো হয়ে যাবে, হাজীদের পদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সফর মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন যে ব্যক্তি উমরা করতে চায়, তার জন্য তা করা জায়েয হবে। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে যিলহজ্জের চার তারিখে মক্কায় পৌঁছলে তিনি তাদের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই নির্দেশ তাদের কাছে গুরুতর কাজ বলে মনে হ’ল। অতএব তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি রকমের হালাল হব? তিনি বললেন, সব রকমের হালাল।

২৮৮০. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِرَبْعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلَهَا عُمْرَةً۔

২৮৮০. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র) আবুল আলিয়া আল-বাররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। তিনি যিলহজ্জ মাসের ৪ তারিখের পর (মক্কা) পৌঁছলেন এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করতে চায়, সে তা করতে পারে।

২৮৮১. وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالَا كَمَا قَالَ نَصْرٌ أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَمَّا أَبُو شَهَابٍ فَفِي رِوَايَتِهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَهْلٌ بِالْحَجِّ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ خَلَا الْجَهْضَمِيُّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ۔

২৮৮১. ইবরাহীম ইবন দীনার, রাওহ্ থেকে, আবু দাউদ মুবারকী আবু শিহাব থেকে ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ইয়াইয়া ইবন কাসীর থেকে এবং তারা সকলে শু’বা (র) থেকে। এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাওহ্ ও ইয়াইয়া ইবন কাসীর (র)-এর বর্ণনায় নাসর (র)-এর অনুরূপ কথা আছে : “রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন।” আবু শিহাব (র)-এর বর্ণনায় আছে : “আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে রওনা হলাম।” তাদের সকলের বর্ণনায় আছে : “রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-বাতহা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করলেন।” কিন্তু আল-জাহযামী (র)-এর বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ নাই।

২৮৮২. وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِرَبْعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلْبُونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً۔

২৮৮২. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে (যিলহজ্জ মাসের প্রথম) দশ দিনের চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কায় উপনীত হন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন এই ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত করে।

২৮৮৩. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যি-তুওয়া নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করলেন। যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর (মক্কায়) পৌঁছলেন এবং তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন নিজেদের ইহরামকে উমরায় পরিণত করে— কিন্তু যার সাথে কুরবানীর পশু আছে, সে ব্যতীত।

২৮৮৪. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যি-তুওয়া নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করলেন। যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর (মক্কায়) পৌঁছলেন এবং তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন নিজেদের ইহরামকে উমরায় পরিণত করে— কিন্তু যার সাথে কুরবানীর পশু আছে, সে ব্যতীত।

২৮৮৫. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যি-তুওয়া নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করলেন। যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর (মক্কায়) পৌঁছলেন এবং তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন নিজেদের ইহরামকে উমরায় পরিণত করে— কিন্তু যার সাথে কুরবানীর পশু আছে, সে ব্যতীত।

২৮৮৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই সেই উমরা যা থেকে আমরা লাভবান হয়েছি। অতএব যার সাথে কুরবানীর পশু নেই – সে যেন সম্পূর্ণরূপে ইহরাম খুলে ফেলে। কেননা উমরাকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৮৮৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই সেই উমরা যা থেকে আমরা লাভবান হয়েছি। অতএব যার সাথে কুরবানীর পশু নেই – সে যেন সম্পূর্ণরূপে ইহরাম খুলে ফেলে। কেননা উমরাকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৮৮৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আবু যামরা যুবাঈ' (র) বলেন, আমি তামাত্তু হজ্জ করলাম। কতিপয় লোক আমাকে তা করতে নিষেধ করল। আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আমি বায়তুল্লাহ শরীফে আসলাম এবং ঘুমালাম। স্বপ্নে আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, উমরাও কবুল হয়েছে এবং হজ্জও কবুল

হয়েছে। আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এ স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর! এতো আবুল কাসিম পাঠাওয়াত আল-আকবর ওয়াস-সালাম-এর সুনাত।

২৭- بَابُ اشْعَارِ الْبَدَنِ وَتَقْلِيدِهِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

২৭. পরিচ্ছেদ : ইহরাম বাঁধার সময় কুরবানীর পশুর কুঁজের কিছু অংশ ফেঁড়ে দেওয়া এবং গলায় মালা পরানো

২৮৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَّتِ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَا حِلَّتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَ بِالْحَجِّ-

২৮৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) শু'বা কাতাদা থেকে, তিনি আবু হাসসান থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাঠাওয়াত আল-আকবর ওয়াস-সালাম যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর নিজের (কুরবানীর) উষ্ট্রী নিয়ে আসতে বললেন এবং কুঁজের ডানদিক দিয়ে ফেঁড়ে দিলেন। ফলে রক্ত প্রবাহিত হ'ল। অতঃপর তিনি সেটির গলায় দু'টি পাদুকার মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর নিজের বাহনে আরোহণ করলেন। তারপর তা যখন তাঁকে নিয়ে আল-বায়দায় পৌঁছল, তখন তিনি হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলেন।

২৮৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَقُلْ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ-

২৮৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) কাতাদা (র) থেকে এই সূত্রে শু'বা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য তিনি এখানে বলেছেন, “যখন নবী পাঠাওয়াত আল-আকবর ওয়াস-সালাম যুল-হুলায়ফা এলেন”- তবে “যোহরের সালাত আদায় করেছেন” এ কথা উল্লেখ করেননি।

২৮- بَابُ

২৮. পরিচ্ছেদ

২৮৮৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَفَّعْتَ أَوْ تَشَفَّعْتَ بِالنَّاسِ أَنْ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سَنَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمَتْكُمْ-

২৮৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হাস্‌সান আ'রাজ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল হুযায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলল, আপনি এ কি ফতওয়া দিচ্ছেন যা নিয়ে লোকেরা জটিলতায় পড়েছে? (তা এই) যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করবে, সে হালাল হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুনাত, তা তোমাদের মনঃপুত হোক বা না হোক।

২৮৮৯. আহমদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র) আবু হাস্‌সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলা হ'ল, এই ব্যাপারটি লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-র তাওয়াফ করে, সে হালাল হয়ে যায় এবং তার ইহরাম উমরায় পরিণত হয় (যদিও হজ্জের ইহরাম হয়ে থাকে)। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুনাত যদিও তোমাদের নাক ধূলি মলিন হয়।

২৮৮৯. আহমদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র) আবু হাস্‌সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলা হ'ল, এই ব্যাপারটি লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-র তাওয়াফ করে, সে হালাল হয়ে যায় এবং তার ইহরাম উমরায় পরিণত হয় (যদিও হজ্জের ইহরাম হয়ে থাকে)। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুনাত যদিও তোমাদের নাক ধূলি মলিন হয়।

২৮৯০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ইব্ন জুরায়জ আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি (মক্কায় পৌঁছে) বায়তুল্লাহ -এর তাওয়াফ করল, সে ইহরামমুক্ত হয়ে গেল- চাই সে হজ্জ পালনকারী হোক অথবা অন্য কিছু (উমরা) পালনকারী। আমি (ইব্ন জুরায়জ) আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিসের ভিত্তিতে একথা বলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কালামের ভিত্তিতে : “অতঃপর এগুলোর কুরবানীর স্থান মর্যাদাবান ঘরের নিকট” (সূরা হজ্জ : ৩৩)। আমি বললাম, তা তো আরাফাত থেকে ফেরার পর। তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, (কুরবানীর স্থান সম্মানিত ঘরের নিকট) তা আরাফাতে উকুফের পর হোক অথবা পূর্বে। তিনি নবী ﷺ-এর কার্যক্রম থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। নবী ﷺ স্বয়ং বিদায় হজ্জের সময় ইহরাম খোলার নির্দেশ দেন।

২৮৯০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ইব্ন জুরায়জ আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি (মক্কায় পৌঁছে) বায়তুল্লাহ -এর তাওয়াফ করল, সে ইহরামমুক্ত হয়ে গেল- চাই সে হজ্জ পালনকারী হোক অথবা অন্য কিছু (উমরা) পালনকারী। আমি (ইব্ন জুরায়জ) আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিসের ভিত্তিতে একথা বলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কালামের ভিত্তিতে : “অতঃপর এগুলোর কুরবানীর স্থান মর্যাদাবান ঘরের নিকট” (সূরা হজ্জ : ৩৩)। আমি বললাম, তা তো আরাফাত থেকে ফেরার পর। তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, (কুরবানীর স্থান সম্মানিত ঘরের নিকট) তা আরাফাতে উকুফের পর হোক অথবা পূর্বে। তিনি নবী ﷺ-এর কার্যক্রম থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। নবী ﷺ স্বয়ং বিদায় হজ্জের সময় ইহরাম খোলার নির্দেশ দেন।

২৯. بَابُ جَوَازِ تَقْصِيرِ الْمُعْتَمِرِ مِنْ شَعْرِهِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ حَلْقُهُ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُ حَلْقِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ

২৯. পরিচ্ছেদ : উমরা পালনকারীর জন্য মাথার চুল খাটো করা জায়েয, মাথা মুড়ানো ওয়াজিব নয়। মারওয়া পর্বতের নিকট মাথা মুন্ডান বা চুল খাটো করা মুস্তাহাব

২৮৯১. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعْلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذِهِ إِلَّا حُجَّةٌ عَلَيْكَ -

২৮৯১. আমরুন-নাকিদ (র) ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমি কাঁচি দিয়ে মারওয়া পাহাড়ের নিকট রাসূল ﷺ-এর মাথার চুল ছেঁটে দিয়েছি? আমি তাঁকে বললাম, এটা আপনার বিরুদ্ধে দলীল।

২৮৯২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يَقْصِرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ -

২৮৯২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা) তাকে অবহিত করে বলেছেন, আমি মারওয়া পাহাড়ে একটি কাঁচির সাহায্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল ছেঁটে দিয়েছি। অথবা আমি (অধঃস্তন রাবীর সন্দেহ) মারওয়া পাহাড়ের উপর কাঁচির সাহায্যে তাঁর মাথার চুল ছাঁটতে দেখেছি।

৩০. بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ وَالْقِرَانِ

৩০. পরিচ্ছেদ : হজ্জের তামাত্ত ও কিরান উভয়ই জায়েয

২৮৯৩. حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرْنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مَنْى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

২৮৯৩. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরি (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উচ্চস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে তিনি আমাদের তা উমরায় পরিণত করার নির্দেশ দিলেন। তারবিয়ার দিন এলে আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে মিনার দিকে রওনা হলাম।

২৮৯৪. وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا -

২৮৯৪. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র) জাবির (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা উচ্চস্বরে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে রাসূল ﷺ-এর সাথে মক্কায় উপনীত হলাম।

২৮৯৫. حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاتَاهُ ابْنُ أَبِي عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتِينَ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَا هُمَا مَا سَأَلَ اللَّهُ ﷻ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا -

২৮৯৫. হামিদ ইব্ন উমর বাকরাবী (র) আবু নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, (তামাত্তু হজ্জ ও মুত'আ বিবাহ) সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন যুযায়র (রা)-এর মধ্যে মতবিরোধ চলছে। জাবির (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তা করেছি। এরপর উমর (রা) আমাদের তা করতে নিষেধ করেন। অতএব আমরা আর কখনও তা করিনি।

২৮৯৬. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمِ أَهَلَّتْ فَقَالَ أَهَلَّتُ بِأَهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحَلَّلْتُ -

২৮৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) ইয়েমেন থেকে আগমন করলে নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? তিনি বললেন, আমি নবী ﷺ-এর অনুরূপ উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। নবী ﷺ বললেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে আমি (উমরা করার পর) ইহরাম খুলে ফেলতাম।

২৮৯৭. وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بِهِزٍ لَحَلَّتْ -

২৮৯৭. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির ও আবদুল্লাহ ইব্বন হাশিম (র) সালীম ইব্ন হাইয়ান (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৮৯৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْلًا بِهِمَا جَمِيعًا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا -

২৮৯৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি : “লাব্বাইকা উমরারাতান ও হাজ্জান, লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান।”

২৮৯৯. وَحَدَّثَنِيهِ عَلَى بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - بْنُ يَدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَحُمَيْدُ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا وَقَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ -

২৮৯৯. আলী ইবন হা রা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আমি উমরা ও হজ্জ উভয়ের ইহরাম বাঁধছি।

২৯০০. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهْلَنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرُّوحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لِيَتَّخِذَهُمَا -

২৯০০. সাঈদ ইবন মানসূর, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) নিশ্চিত রাওহা উপত্যকায় হজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করবেন।

২৯০১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ -

২৯০১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ইবনে শিহাব (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, “সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ।”

২৯০২. وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا -

২৯০২. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩১. بَابُ بَيَانِ عِدَّةِ عُمَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَانِهِنَّ

৩১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উমরার সংখ্যা ও সময়

২৯.৩. وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَوْزَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مَعَ حَجَّتِهِ -

২৯০৩. হাদাব ইবন খালিদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চারবার উমরা করেছেন এবং হজ্জের সাথে উমরা ব্যতীত সকল উমরাই যুল-কা'দায় করেন। (১) হুদায়বিয়া থেকে বা হুদায়বিয়ার সময়ের উমরা যুল-কা'দা মাসে, (২) পরবর্তী বছরের উমরা যুল-কা'দা মাসে, (৩) যি'রানা থেকে কৃত উমরা, যেখানে হুদায়নের গনীমতের সম্পদ বন্টন করা হয়েছিল, সে উমরা যুল-কা'দা মাসে এবং (৪) আর একটি উমরা যা হজ্জের সাথে করেন।

২৯.৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ -

২৯০৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, একবার এবং উমরা করেছেন চারবার। অবশিষ্ট বর্ণনা হাদাবের হাদীসের অনুরূপ।

২৯.৫. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَمْ غَزَوَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى -

২৯০৫. যুহায়র ইবন হারব (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়দ ইবন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে কতবার যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, সতেরবার। রাবী বলেন, যায়দ ইবন আরকাম (রা) আমাকে আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উনিশবার যুদ্ধ করেছেন এবং তিনি হিজরত করার পর একবার হজ্জ করেছেন, তা হ'ল বিদায় হজ্জ। আবু ইসহাক আরও বলেন, তিনি মক্কায় থাকাকালে অন্য হজ্জ করেছেন।

২৯.৬- وَحَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنْدِينَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَأَنَا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسَّوَاكِ تَسْتَنُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَأَنَّهُ لَمَعَهُ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ -

২৯০৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) উরওয়া ইবন যুযায়র (র) বলেন, আমি ও ইবন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর হুজরার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা ছিলাম। তখন আমরা মিসওয়াক দিয়ে তার দাঁত মাজার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান (ইবন উমর)! নবী ﷺ কি রজব মাসে উমরা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি (উরওয়া) বললাম, হে আন্না, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আবু আবদুর রহমান কি বলছেন? তিনি বললেন, সে কি বলছে? আমি বললাম, তিনি বলছেন, নবী ﷺ রজব মাসে উমরা করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবু আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন। আমার জীবনের শপথ, তিনি রজব মাসে কখনও উমরা করেননি। আর তিনি যখনই উমরা করেছেন, অবশ্যই আবু আবদুর রহমান তাঁর সঙ্গে ছিল। রাবী বলেন, ইবন উমর (রা) কথাগুলো শুনছিলেন, কিন্তু তিনি হ্যাঁ-ও বলেননি এবং না-ও বলেননি; বরং নীরব ছিলেন।

২৯.৭- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بَدْعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرْبَعَ عُمَرٍ أَحَدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانِ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ وَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ أَحَدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ -

২৯০৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও উরওয়া ইবন যুযায়র মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর হুজরার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন এবং লোকেরা মসজিদে চাশতের সালাত আদায় করছিল। আমরা এদের সালাত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা বিদ'আত। তখন তাকে উরওয়া বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার উমরা করেছেন? তিনি বললেন, চারটি উমরা, এর একটি রজব মাসে। আমরা তার কথা অসত্য মনে করা ও তা রদ করা অপসন্দ করলাম। আমরা হুজরা থেকে আয়েশা (রা)-এর মিসওয়াক করার শব্দ শুনতে পেলাম।

উরওয়া বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আবু আবদুর রহমান কি বলেছেন তাকি আপনি শুনছেন না? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি বলে? উরওয়া বললেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ চারবার উমরা করেছেন, এর একটি ছিল রজব মাসে। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই উমরা করেছেন, সে তার সাথেই ছিল। তিনি কখনও রজব মাসে উমরা করেননি।

২২- بَابُ فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

৩২. পরিচ্ছেদ : রমযান মাসের উমরার ফযীলত

২৯.৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكَ أَنْ تُحْجِيَّ مَعَنَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِجُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدُلُ حَجَّةً -

২৯০৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন যার নাম ইব্ন আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আমি তার নাম ভুলে গেছি- আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? মহিলা বলল, আমাদের পানি বহনকারী মাত্র দু'টি উট আছে। আমার ছেলের পিতা (স্বামী) ও তার ছেলে এর একটিতে চড়ে হজ্জ করেন এবং অপরটি আমাদের জন্য রেখে যান পানি বহনের উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন, রমযান মাস এলে তুমি উমরা কর। কারণ এ মাসের উমরা একটা হজ্জের সমান।

২৯.৯- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْضَبِّي حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونِي حَاجَّةً مَعَنَا قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فَلَانَ زَوْجَهَا حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا قَالَ فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي -

২৯০৯. আহমদ ইব্ন আবদা যাব্বী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উম্মু সিনান নামী এক আনসারী মহিলাকে বললেন : আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? মহিলা বলল, অমুকের পিতা- অর্থাৎ তার স্বামীর দু'টি পানি বহনকারী উট আছে। এর একটি নিয়ে সে ও তার ছেলে হজ্জ গিয়েছে। অপরটির সাহায্যে আমাদের গোলাম পানি বহন করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমান কিংবা তিনি বলেছেন, আমাদের সঙ্গে একটি হজ্জের সমান।

৩৩. بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى وَدُخُولِ بَلَدَةٍ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا

৩২. পরিচ্ছেদ : উচ্চ গিরিপথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ, নিম্নপথ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান এবং যে পথ দিয়ে শহর থেকে বের হয়েছে তার বিপরীত পথ দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা মুস্তাহাব

২৯১০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى -

২৯১০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ শাজারার পথ দিয়ে (মদীনা থেকে) বের হতেন এবং মুআব্বাস-এর পথ দিয়ে প্রবেশ করতেন। তিনি মক্কায় প্রবেশকালে উচ্চ গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্ন পথ দিয়ে বের হতেন।

২৯১১. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ -

২৯১১. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রাবী বলেন, যুহায়রের রিওয়ায়াতে রয়েছে বাতহার দিকের উচ্চপথ।

২৯১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا -

২৯১২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন আবু উমর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী যখন মক্কায় পৌঁছলেন, তখন উচ্চ এলাকা দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং নীচু এলাকা দিয়ে বের হলেন।

২৯১৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ قَالَ هِشَامُ فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ -

২৯১৩. আবু কুরায়ব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ মক্কা বিজয়ের বছর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত 'কাদা'-র দিক থেকে প্রবেশ করেন। হিশাম বলেন, আমার পিতা উভয় স্থান দিয়েই প্রবেশ করতেন, তবে অধিকাংশ সময় 'কাদা'-র দিক দিয়ে প্রবেশ করতেন।

২৪. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَبِثَةِ بِذِي طَوًى عِنْدَ ارَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالْاِغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا وَدُخُولِهَا نَهَارًا -

৩৪. পরিচ্ছেদ : মক্কায় প্রবেশের সংকল্প করলে যি-তুওয়াতে রাত যাপন করা এবং গোসল করে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব

২৯১৪. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى اصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى اصْبَحَ -

২৯১৪. যুহায়র ইবন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ইয়াহইয়া থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি' (র) থেকে এবং তিনি ইবন উমর (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যু-তুওয়া নামক স্থানে ভোর পর্যন্ত রাত্রি যাপন করলেন, অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করলেন। নাফি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-ও তাই করতেন। ইবন সাঈদের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে ফজরের সালাত আদায় করলেন। ইয়াহইয়া (র) বলেন, অথবা তিনি (উবায়দুল্লাহ) বলেছেন, নবী ﷺ এখানে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করলেন।

২৯১৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ -

২৯১৫. আবুর-রবী যাহরানী (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। ইবন উমর (রা) যু-তুওয়ায় ভোর পর্যন্ত রাত যাপন না করে মক্কায় আসতেন না। তিনি (সেখানে) গোসল করতেন, তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং নবী ﷺ -ও তাই করতেন বলে তিনি বলেছেন।

২৯১৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ يَعْنَى بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوًى وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيظَةٍ -

২৯১৬. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক মুসায়্যাবী (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করলে প্রথমে যু-তুওয়ায় অবতরণ করতেন, সেখানে রাত যাপন করতেন এরপর ফজরের সালাত আদায় করতেন (তারপর মক্কা শহরে প্রবেশ করতেন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই সালাতের স্থান ছিল একটি অসমতল টিলার উপর, সেখানে নির্মিত মসজিদে নয়, বরং নিম্নদিকে অবস্থিত টিলায়।

২৯১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرُضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ يَسَارُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِطَرْفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ يَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرُضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

২৯১৭. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক মুসায়্যাবী (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার কাছে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও কা'বার দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত দুই উপত্যকার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। টিলার পার্শ্বে নির্মিত মসজিদ তাঁর বাঁ দিকে থাকত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থান এই কালো টিলার পাদদেশে দশ হাত বা তার চেয়ে সামান্য কমবেশি দূরত্বে অবস্থিত ছিল। তিনি দুই টিলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করলেন যা তাঁর ও কা'বার পার্শ্ববর্তী বড় পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

৩৫- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمْلِ فِي الطَّوَّافِ فِي الْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَّافِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ

৩৫. পরিচ্ছেদ : উমরার তাওয়াফে এবং হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রামাল (দ্রুত পদক্ষেপে অতিক্রম) করা মুস্তাহাব

২৯১৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَّافِ الْأَوَّلِ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ -

২৯১৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফ প্রথমবারের তাওয়াফে তিন চক্রর দ্রুত পদক্ষেপে এবং চার চক্রর স্বাভাবিক পদক্ষেপে তাওয়াফ করতেন। তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর সময় মাসীল উপত্যকার (বাতনুল মাসীল) মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াতে। ইবন উমর (রা) -ও তাই করতেন।

২৯১৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةً أَطْوَأَفٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

২৯১৯. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে মক্কায় পৌঁছে হজ্জ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যে তাওয়াফ করতেন, তাতে তিন চক্রর দ্রুত পদক্ষেপে এবং চার চক্রর স্বাভাবিক

পদক্ষেপে সম্পন্ন করতেন। তাপর দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন।

২৯২০. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدُمُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ -

২৯২০. আবুত-তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌঁছে যখন হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতেন, তখন তিনি সাত চক্রের মধ্যে তিন চক্র দ্রুত পদক্ষেপে সমাধা করতেন।

২৯২১. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا -

২৯২১. আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন আবান আল-জু'ফী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন চক্রে রমল করেছেন এবং চার চক্র স্বাভাবিক গতিতে সম্পন্ন করেছেন।

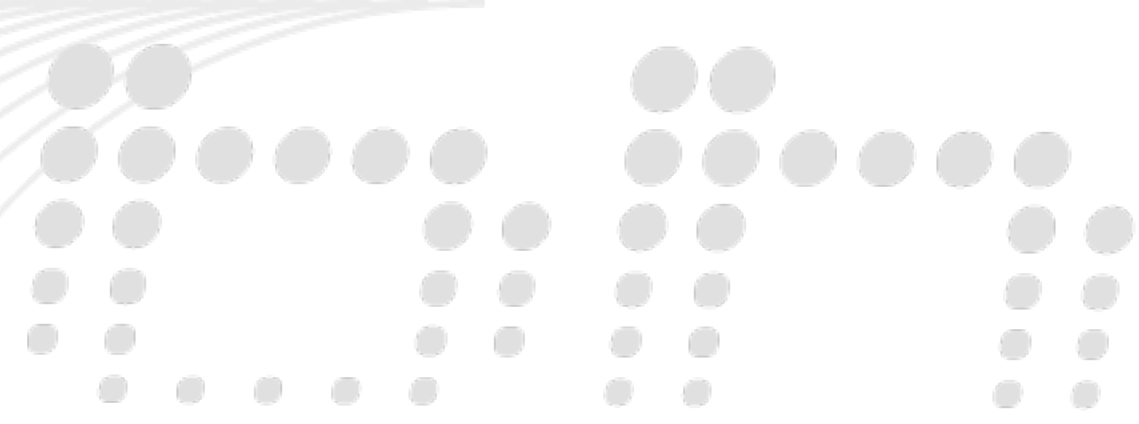
২৯২২. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ -

২৯২২. আবু কামিল জাহদারী (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে তাওয়াফ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।

২৯২৩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ -

২৯২৩. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে রমল করেছেন তিন চক্রে এবং হাজারে আসওয়াদে পৌঁছে শেষ করেছেন।

২৯২৪. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ -



২৯২৪. আবুত-তাহির (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন তাওয়াফে রমল করেছেন।

২৯২৫. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمْلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ أَسَنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنْ الْهُزَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسَنَةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ -

২৯২৫. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন জাহদারী (র) আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বায়তুল্লাহর চারদিক তিনবার রমল করা এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে প্রদক্ষিণ করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তা কি সুন্নাত? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তা সুন্নাত মনে করে। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং অসত্যও বলেছে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম- “তারা সত্য বলেছে এবং অসত্য বলেছে” – আপনার এ কথার ব্যাখ্যা কি?

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আগমন করলে মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা শারীরিক দুর্বলতার কারণে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে সক্ষম হবে না। তারা তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে তিনবার রমল করতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে তাওয়াফ করতে নির্দেশ দেন। আমি তাঁকে (পুনরায়) বললাম, আপনি আমাকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সওয়ার অবস্থায় প্রদক্ষিণ সম্পর্কে অবহিত করুন, তা কি সুন্নাত? কারণ আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে তা সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং অসত্যও বলেছে। আমি তাকে বললাম, “তারা সত্য বলেছে এবং অসত্যও বলেছে” – আপনার এ কথার ব্যাখ্যা কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় এলেন। তাঁর আশেপাশে প্রচুর লোক সমাগম হ’লো। এমনকি যুবতী মেয়েরা পর্যন্ত (তাঁকে একটু দেখার জন্য) ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লোকেরা বলাবলি করছিল, ইনি মুহাম্মদ, ইনি মুহাম্মদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে লোকদের প্রহার করা হতো না। তাঁর আশেপাশে প্রচুর লোক সমাগম হওয়ার কারণে তিনি (উদ্বীতে) আরোহণ করেন, অথচ স্বাভাবিক গতিতে পদব্রজে যাওয়া ও সাঈ করা উত্তম।

২৯২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسَدٍ وَلَمْ يَقُلْ يَحْسُدُونَهُ -

২৯২৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) জুরায়রী (র) সূত্রে অত্র সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন, “মক্কাবাসী হিংসুক সম্প্রদায়।” তবে তিনি يَحْسُدُونَهُ (তারা তাঁকে হিংসা করত) বলেননি।

২৯২৭. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا -

২৯২৭. ইবন আবু উমর (র) আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আপনার সম্প্রদায় বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর তাওয়াফে ও সাফা-মারওয়ার সাঙ্গিতে রামাল করেছেন, আর এটা সুনাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং এবং অসত্য বলেছে।

২৯২৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْأَبَجَرِ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَفَهُ لِي قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَدْعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُونَ -

২৯২৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) আবুত-তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখছি। তিনি বললেন, আমার কাছে তাঁর বিবরণ পেশ কর। তিনি বললেন, আমি তাঁকে মারওয়ার নিকট একটি উষ্ট্রের পিঠে আরুঢ় দেখেছি। তাঁর চারপাশে লোকের ভীড় ছিল। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ, তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ। কারণ তার সম্মুখ হতে সাহাবাদের তাড়িয়ে দেয়া হতো না এবং তাদের ধমকও দেয়া হতো না।

৩৬. بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ فِي الطَّوَافِ دُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ -

৩৬. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফের সময় দুই রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন করা মুস্তাহাব, অপর দুই (শামী) রুকন ব্যতীত

২৯২৯. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنْتَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنْتَهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ

الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَى قَدْ وَهَنْتَهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ -

২৯২৯. আবুর-রবী যাহরানী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় আগমন করলেন। ইয়াসরিবের জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছিল। মুশরিকরা বলল, আগামীকাল তোমাদের এখানে একদল লোক আসবে- যাদেরকে জ্বরে দুর্বল করে দিয়েছে এবং তারা তাতে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়েছে। মুশরিকরা হাতীম সংলগ্ন স্থানে বসে থাকল। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তিন চক্রে রমল করে এবং হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে স্বাভাবিক গতিতে চলে- যাতে মুশরিকদেরকে তাদের বীরত্ব দেখানো যায়। মুশরিকরা বলল, তোমরা তো এদের সম্পর্কে ধারণা করেছিলে যে, জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে অথচ তারা এমন শক্তিশালী। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে সাত চক্রে রমল করতে নির্দেশ দেন নি (যাতে তারা ক্লান্ত হয়ে না যায়)।

২৯৩০. আমরুন-নাকিদ, ইবন আবু উমর ও আহমদ ইবন আবদাহ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ জন্য দ্রুত পদক্ষেপে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করেছেন-যাতে তিনি মুশরিকগণকে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন।

২৯৩১. হাদীথুন-ইয়াহী ইবন ইয়াহী ও কুতায়বা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বায়তুল্লাহর কেবল ইয়ামানী রুকন দু'টিই স্পর্শ করতে দেখেছি।

২৯৩২. ইয়াহী ইয়াহী ইবন ইয়াহী ও কুতায়বা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বায়তুল্লাহর কেবল ইয়ামানী রুকন দু'টিই স্পর্শ করতে দেখেছি।

২৯৩৩. হাদীথুন-ইয়াহী ইবন ইয়াহী ও কুতায়বা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বায়তুল্লাহর কেবল ইয়ামানী রুকন দু'টিই স্পর্শ করতে দেখেছি।

২৯৩৪. আবুত-তাহির ও হারমালা (র) সালিম (র) তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকনে আসওয়াদ (হাজারে আসওয়াদ সংযুক্ত কোণ) এবং তৎসংলগ্ন দিকের কোণ যা জুমাহী গোত্রের বসতির দিকে অবস্থিত, ব্যতীত বায়তুল্লাহর আর কোন রুকন স্পর্শ করতেন না।

২৯২৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ -

২৯৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আর কিছু স্পর্শ করতেন না।

২৯২৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ -

২৯৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, জুহায়র ইব্ন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই দুই রুকন অর্থাৎ ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ কোণ স্পর্শ করা পরিত্যাগ করিনি- যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ করতে দেখেছি। তা কষ্টকর বা সুবিধাজনক যে কোন অবস্থায় হোক না কেন।

২৯২৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مِنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ -

২৯৩৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ স্বহস্তে স্পর্শ করে তাতে চুমু খেতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেদিন তা করতে দেখেছি, তখন থেকে আমি তা কখনো পরিত্যাগ করিনি।

২৯২৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ -

২৯৩৬. আবুত-তাহির (র) আবু তুফায়ল বাকরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুই রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত কখনও অন্য কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি।

২৭- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

৩৭. পরিচ্ছেদ : তাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা মুস্তাহাব

২৯২৭- وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَعَمْرُو ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَبَّلَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ أَمَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْبِلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ زَادَ هُرُونُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ عُمَرُو وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ -

২৯৩৭. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া ও হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) সালিম (র) থেকে। তার পিতা তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হাজারে আসওয়াদে চুষন করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি পাথরমাত্র। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুষন করতে না দেখতাম তবে আমি তোমাকে চুষন করতাম না। অনুরূপ একটি হাদীস যায়দ ইবন আসলাম থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

২৯৩৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ إِنِّي لَأُقْبِلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْبِلُكَ -

২৯৩৮. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) হাজারে আসওয়াদকে চুষন করলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে চুষন করছি বটে কিন্তু অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথরমাত্র। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুষন করতে দেখেছি।

২৯৩৯. حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلْفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجٍ قَالَ رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقْبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقْبِلُكَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ -

২৯৩৯. খালফ ইবন হিশাম, মুকাদ্দামী, আবু কামিল ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি টাক মাথাওয়ালা অর্থাৎ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে কৃষ্ণ পাথর হাজারে আসওয়াদ চুমো দিতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে চুষন করব এবং আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর, তুমি কারও ক্ষতিও করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুষন করতে না দেখতাম তবে আমি তোমায় চুষন করতাম না।

২৯৪০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقْبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَأُقْبِلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْبِلُكَ لَمْ أُقْبِلُكَ -

২৯৪০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র) আবিস ইব্ন রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, আমি অবশ্যই তোমায় চুম্বন করছি এবং আমি জানি যে, তুমি অবশ্যই একটি পাথর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে আমি কখনও তোমায় চুম্বন করতাম না।

২৯৪১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ قَبْلَ الْحَجَرِ وَالتَّزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا -

২৯৪১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) সুয়ায়দ ইব্ন গাফলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে এবং তা জড়িয়ে ধরতে দেখেছি। তিনি বলেছেন, আমি তোমার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গভীর ভালোবাসা লক্ষ্য করেছি।

২৯৪২. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا وَلَمْ يَقُلْ وَالتَّزَمَهُ -

২৯৪২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) সুফয়ান (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, কিন্তু আমি আবুল কাসিম ﷺ -কে তোমার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতে দেখেছি। এই বর্ণনায় “তিনি তা জড়িয়ে ধরলেন” কথার উল্লেখ নাই।

২৮. بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

৩৮. পরিচ্ছেদ : উট ও অন্যান্য সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করা এবং আরোহীর জন্য লাঠি ইত্যাদির সাহায্যে পাথর স্পর্শ করা জায়েয

২৯৪৩. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ -

২৯৪৩. আবুত-তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং একটি ছড়ির (মিহযান) সাহায্যে রুকন (পাথর) স্পর্শ করেন।

২৯৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَأْسِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنَّهُ يَرَاهُ النَّاسُ وَلَيْشُرِفَ وَلَيْسَأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ -

২৯৪৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ তাঁর উটনীর উপরে থেকে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং তাঁর ছড়ির সাহায্যে পাথর স্পর্শ করেন- যেন লোকেরা তাঁকে দেখতে পায়। তিনি উঁচুতে থাকেন যাতে তারা তাঁকে মাসআলা- মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে পারে, কেননা তিনি লোকদ্বারা বেষ্টিত ছিলেন।

২৯৪৫. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنِ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَأْسِهِ بِالثَّبِيَّتِ وَبِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوُهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَمٍ وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ -

২৯৪৫. আলী ইবন খাশরম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন : বিদায় হজ্জে নবী ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেছেন- যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায়; তিনি সবার উপরে থাকেন এবং তাঁর নিকট তারা (প্রয়োজনীয় বিষয়) জিজ্ঞাসা করতে পারে। কারণ লোকেরা তাঁকে বেষ্টিত করে রেখেছিল। ইবন খাশরম কেবল “তারা যেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারে” কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

২৯৪৬. حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةً أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ -

২৯৪৬. হাকাম ইবন মুসা কান্তারী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ তাঁর উটে সওয়ার হয়ে কা'বার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করেন এবং রুকন স্পর্শ করেন- লোকদের তাঁর নিকট থেকে হটিয়ে দেয়াটা অপসন্দ হওয়ার কারণে।

২৯৪৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَبُودَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطَّفِيلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالثَّبِيَّتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجَنٍ مَعَهُ وَيَقْبِلُ الْمَحْجَنَ -

২৯৪৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) মারুফ ইবন খাররাবুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুত-তুফায়ল (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছেন, তাঁর সাথে লাঠি দিয়ে রুকন স্পর্শ করছেন এবং লাঠিতে চুষন করেছেন।

২৯৪৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَّوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي

فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ -

২৯৪৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন : তুমি সওয়ারী অবস্থায় লোকদের পেছনে থেকে তাওয়াফ কর। উম্মু সালমা (রা) বলেন, আমি (সেভাবে) তাওয়াফ করলাম- তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন। আর তিনি তাতে তিলাওয়াত করছিলেন : আত-তুর, ওয়া কিতাবিম্-মাসতুর।

৩৯. - بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ

৩৯. পরিচ্ছেদ : সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো (সাই) হজ্জের অন্যতম রুকন, এ ছাড়া হজ্জ শুদ্ধ হয় না

২৯৪৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا إِنِّي لَا ظَنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ قَالَتْ لِمَ؟ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَتْ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمَرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يَهْلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِفُونَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» إِلَى آخِرِهَا قَالَتْ فَطَافُوا -

২৯৪৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি মনে করি কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাই না করলে তার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন? আমি বললাম, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম এ দুটোর তাওয়াফ করলে কোন ক্ষতি নেই।” (সূরা বাকারা : ১৫৮)। তখন আয়েশা (রা) বললেন, কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাই না করলে আল্লাহ তার হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করেন না। তুমি যা বলেছ যদি তাই হতো তবে আয়াতটি এভাবে হতো : “ঐ দুই পাহাড়ের মাঝে না দৌড়ালে কোন অসুবিধা নেই।” তুমি কি জান ব্যাপারটি কী ছিল? ব্যাপার তো ছিল এই যে, আনসারগণ জাহিলী যুগে সাগর পাড়ে দু'টি প্রতিমার নামে^১ ইহরাম বাঁধত। একটির নাম ইসাফ, অপরটির নাম নাইলা। তারা এসে সাফা-মারওয়া সাই করত। অতঃপর মাথা কামাতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা জাহিলী যুগে যা করত, সে

১. বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতে বর্ণিত রয়েছে, প্রতিমা দু'টি কখনও সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল না; বরং এ দু'টি ছিল সাফা-মারওয়া পাহাড়ের উপরে।

কারণে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঙ্গি করা খারাপ মনে করল। তাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, এ দুটোর তওয়াফ করলে কোন ক্ষতি নেই।” অতঃপর লোকেরা সাঙ্গি করে।

২৯৫০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَى جُنَاحَا أَنْ لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ؟ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » الْآيَةَ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أَنْاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهْلُوا أَهْلُوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَعُمُرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

২৯৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঙ্গি না করি তবে এতে আমার কোন দোষ হবে মনে করি না। তিনি বললেন, কেন? আমি বললাম, কেননা মহামহিম আল্লাহ বলেন, : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।” তখন আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যে রূপ বলছ, যদি তাই হতো, তবে আয়াতের বক্তব্য হতো : “ঐ দুই পাহাড়ের মাঝে না দৌড়ালে কোন দোষ নেই।” এ আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাযিল করা হয়। জাহিলী যুগে তারা যখন ইহরাম বাঁধত- তা বাঁধত মানাত দেবীর নামে। তাই তারা মনে করত যে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঙ্গি করা তাদের জন্য ঠিক নয়। তারা নবী ﷺ-এর সাথে (বিদায়) হজ্জে এসে তাঁর নিকট এ বিষয়ে উল্লেখ করলে আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। অতএব আমার জীবনের শপথ! যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঙ্গি না করে, আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।

২৯৫১. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ لِمَنَاةَ الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمُثَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا » وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا -

সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঙ্গি না করি তবে এতে আমার কোন দোষ হবে মনে করি না। তিনি বললেন, কেন? আমি বললাম, কেননা মহামহিম আল্লাহ বলেন, : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।” তখন আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যে রূপ বলছ, যদি তাই হতো, তবে আয়াতের বক্তব্য হতো : “ঐ দুই পাহাড়ের মাঝে না দৌড়ালে কোন দোষ নেই।” এ আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাযিল করা হয়। জাহিলী যুগে তারা যখন ইহরাম বাঁধত- তা বাঁধত মানাত দেবীর নামে। তাই তারা মনে করত যে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঙ্গি করা তাদের জন্য ঠিক নয়। তারা নবী ﷺ-এর সাথে (বিদায়) হজ্জে এসে তাঁর নিকট এ বিষয়ে উল্লেখ করলে আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। অতএব আমার জীবনের শপথ! যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঙ্গি না করে, আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।

مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ -

২৯৫১. আমরুন- নাকিদ ও ইব্ন আবু উমর (র)যুহরী (র) উরওয়া ইব্ন যুযায়র (র) থেকে বর্ণনা করন যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে বললাম, কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করলে এতে আমি দোষের কিছু দেখি না এবং আমি নিজেও এতদুভয়ের মাঝে সাঈ বর্জন করায় কিছু মনে করি না। আয়েশা (রা) বললেন, হে বোনপুত্র! তুমি যা বলেছ তা মন্দ বলেছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাফা-মারওয়ার মাঝে) তাওয়াফ (সাঈ) করেছেন এবং মুসলমানরাও তাওয়াফ করছে। অতএব তা সুন্নাত। যে সব লোক (জাহিলী যুগে) 'মুশাল্লাল'-এ অবস্থিত মানাত দেবীর নামে ইহরাম বাঁধত, তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করত না। ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা নবী ﷺ-এর নিকট এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কা'বাঘরের হজ্জ কিংবা উমরা পালন করে, তার এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ করলে কোন পাপ নেই (সূরা বাকারা : ১৫৮)। তুমি যা বলেছ, ব্যাপারটি যদি অদ্রুপ হতো তবে বলা হতো : “এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ না করলে তার কোন পাপ নেই।”

ইমাম যুহরী (র) বলেন, এ প্রসঙ্গটি আমি আবু বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি তাতে বিস্মিত হলেন এবং বললেন, এর নামই জ্ঞান। তিনি আরও বললেন, জ্ঞানবান সমাজের অনেক লোককে বলতে শুনেছি- সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বর্জনকারী আরবের অধিবাসীরা বলত, এ দুই পাথরের মাঝে তাওয়াফ করা জাহিলী যুগের কাজ। আর আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলত, আমাদেরকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফের নির্দেশ দেয়া হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।” আবু বকর ইব্ন আবদুর রহমান বলেন, আমিও মনে করি যে, উল্লেখিত দুই সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেই এ নাযিল হয়েছে।

২৯৫২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَسَأَقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا » قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ سَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا -

২৯৫২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফকে খারাপ মনে করি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ কিংবা উমরা পালন করে, এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ করলে তার কোন দোষ নেই।” আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন। অতএব এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ বর্জন করার অধিকার কারো নেই।

২৯৫৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, আনসার সম্প্রদায় ও গাস্‌সান গোত্রের নিয়ম ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মানাত দেবীর জন্য ইহরাম বাঁধত। অতএব তারা সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করাতে পাপ মনে করত। এটা ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের রীতি যে, তাদের কোন ব্যক্তি মানাত দেবীর জন্য ইহরাম বাঁধলে সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করত না। তারা ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন এই প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেন : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা পালন করে, এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করলে তার কোন দোষ নেই এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ পুরস্কারদাতা ও সর্বজ্ঞ” (সূরা বাকারা : ১৫৮)।

২৯৫৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফকে খারাপ কাজ মনে করত। অতএব এই প্রসঙ্গে নাযিল হয় : “সাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব যে কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা পালন করে এতদুভয়ের মাঝে তাওয়াফ করলে, তার কোন দোষ নেই.....।”

১০. - بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكْرَرُ

৪০. পরিচ্ছেদ : সাঈ একাধিকবার করতে হবে না

২৯০৫. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا -

২৯৫৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আবু যুযায়র (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে একবারই সাঈ করেছেন।

২৯০৬. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ -

২৯৫৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র) ইবন জুরায়জ (র) এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “সাঈ একবারমাত্র (সাত পাক), তা হচ্ছে প্রথমবারের সাঈ।”

১১. - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

৪১. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত হজ্জ পালনকারীর তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব

২৯০৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا ثُمَّ قُلْتُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدَفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ -

২৯৫৭. ইয়াহইয়া ইবন আয্যুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন হুজর ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) কুরায়ব (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে এবং তিনি হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরারাতের ময়দান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে তাঁর বাহনে আরোহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়দালিফার নিকটবর্তী পাহাড়ের বামপাশে পৌঁছে উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, এরপর (নেমে গিয়ে) পেশাব

করলেন এবং ফিরে এলেন। আমি তাঁকে উযূর পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি সংক্ষেপে (অল্প পানি ব্যবহার করে) উযূ সেয়ে নিলেন। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতের সময় হয়েছে। তিনি বললেন : সালাত আরও সামনে। অতএব রাসূলুল্লাহ বাহনে আরোহণ করলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছে সালাত আদায় করলেন এরপর তিনি সকালবেলা ফযল (রা)-কে তাঁর (বাহনে) পেছন দিকে বসিয়ে রওনা হলেন। কুরায়ব বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ফযলের সূত্রে আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ জামরায় না পৌঁছা পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।^১

২৯০৮- وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي عَطَاءٌ اَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَاَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ الْفَضْلَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -

২৯৫৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আলী ইবন খাশরম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী মুযদালিফায় ফযলকে বাহনে তাঁর পিছনে বসালেন। রাবী বলেন, এরপর ইবন আব্বাস (রা) আমাকে অবহিত করলেন যে, নবী জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

২৯০৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافٍ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ -

২৯৫৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে তার ভাই ফযল ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ-এর বাহনে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ আরাফাতে সন্ধ্যাবেলা এবং মুযদালিফায় ভোরবেলা লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন তারা অগ্রসর হচ্ছিল- “তোমরা ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হও।” তিনিও নিজ উদ্ভীর গতি শ্রুত করে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং এভাবে মুহাস্সির পৌঁছলেন- যা মিনার অন্তর্গত। তিনি (এখানে) বললেন, তোমরা নুড়ি পাথর তুলে নাও যা জামরায় নিক্ষেপ করা হয়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ অবিরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন যাবৎ না জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন।

১. মিনায় উল্লেখযোগ্য দূরত্বে পরপর তিনটি স্তম্ভ আছে। এগুলোকে জামরা বলে। আকাবার নিকটবর্তী জামরাকে জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা বলা হয়। ১০ই যিলহজ্জ এখানে পৌঁছে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। ১১, ১২ এবং ১৩ই যিলহজ্জ প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

২৯৬০. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبِي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ -

২৯৬০. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু যুবায়র (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবী এ কথাটি উল্লেখ করেননি যে, “রাসূলুল্লাহ জামরায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।” কিন্তু এতে উল্লেখ আছে : “নবী ﷺ হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন (নিক্ষেপের জন্য) নুড়ি কিভাবে ধরবে।”

২৯৬১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ -

২৯৬১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা মুযদালিফায় (সমবেত) ছিলাম। এ সময় আমি যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে এই স্থানে বলতে শুনলাম : “লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা।”

২৯৬২. وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ فَقِيلَ أَعْرَابِيٌّ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْسَى النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ -

২৯৬২. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র) আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) মুযদালিফা রওয়ানার প্রাক্কালে তালবিয়া পাঠ করলেন। বলা হ’ল, এ সম্ভবত বেদুঈন (হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সঠিকভাবে জানে না)। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, লোকেরা কি (রাসূলের সুনাত) ভুলে গেছে, না পথভ্রষ্ট হয়েছে! যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে আমি এই স্থানে বলতে শুনেছি : “লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা।”

২৯৬৩. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

২৯৬৩. হাসান হুলওয়ানী (র) হুসায়ন (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৯৬৪. وَحَدَّثَنِيهِ يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي الْبَكَّائِيَّ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ

يَقُولُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هُنَا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ -

২৯৬৪. ইউসুফ ইবন হাম্মাদ মানী (র) আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ ও আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে মুযদালিফায় বলতে শুনেছি, যাঁর উপর সূরা বাকার নাযিল হয়েছে, তাঁকে আমি বলতে শুনেছি : “লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা।” এরপর তিনি (ইবন মাসউদ) তালবিয়া পাঠ করলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করলাম।

৬২ - بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتِ يَوْمِ عَرَفَةَ

৪২. পরিচ্ছেদ : আরাফাত দিবসে মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার পথে তালবিয়া ও তাকবীর পাঠ করার বর্ণনা

২৯৬৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتِ مِنَّا الْمُكَبَّرِ وَمِنَّا الْمُكَبَّرُ -

২৯৬৫. আহমদ ইবন হাম্বল, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া উমাবী (র)....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা সকালবেলা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিনা থেকে আরাফাতের দিকে রওনা হলাম, তখন আমাদের মধ্যে কতক ছিল তালবিয়া পাঠকারী এবং কতক তাকবীর পাঠকারী।

২৯৬৬ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُكَبَّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ فَأَمَّا نَحْنُ فَتُكَبِّرُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ -

২৯৬৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম, হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও ইয়াকুব আদ-দাওরাকী (র)‘আবদুল্লাহ ইবন সালামা (র) ‘আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) থেকে এবং তিনি নিজ পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা আরাফাত দিবসের সকালবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কতক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিল, আর কতক তালবিয়া পাঠ করেছিল। আমরা তাকবীর ধ্বনি

করেছি। পরবর্তী রাবী (আবদুল্লাহ ইবন আবু সালামা) বলেন, আমি (আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহকে) বললাম, কি আশ্চর্য! আপনি তাকে (আবদুল্লাহ ইবন উমর) কেন জিজ্ঞাসা করলেন না যে, আপনি এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কি করতে দেখেছেন?

২৯৬৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مَنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَهْلُ الْمُهْلُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ -

২৯৬৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)মুহাম্মদ ইবন আবু বকর সাকফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সাথে সকালবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাচ্ছিলেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা এই দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কিভাবে কি করতেন? তিনি বললেন, আমাদের কতক তালবিয়া পাঠ করত কিন্তু তাতে বাধা দেয়া হতো না এবং কতক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করত কিন্তু তাতেও বাধা দেয়া হতো না।

২৯৬৮- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمَيْسِرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهْلِلُ وَلَا يَعْيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ -

২৯৬৮. সুরায়জ ইবন ইউনুস (র) মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাত দিবসের সকালবেলা আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দিন আপনারা তালবিয়ার ক্ষেত্রে কি বলতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আমি ও তাঁর সাহাবীগণ এ পথ ভ্রমণ করেছি। আমাদের কতক 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করেছে এবং কতক তালবিয়া (লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা) উচ্চারণ করেছে। এতে আমাদের কেউ কারো নিন্দা করেনি।

৪২ - بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَإِسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ -

৪৩. পরিচ্ছেদ : আরাফাত থেকে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন এবং মুযদালিফায় এই রাতের মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা মুস্তাহাব

২৯৬৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّحِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا -

২৯৬৯. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব থেকে উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, পাহাড়ের সরু পথের নিকট পৌঁছে বাহন থেকে নেমে পেশাব করলেন, এরপর হালকা উযু করলেন, পূর্ণ উযু নয়। আমি তাঁকে বললাম, সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সালাত সামনে। এরপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন, মুযদালিফায় পৌঁছে পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন। এরপর সালাতের ইকামত দেওয়া হ'ল এবং (এখানে) মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ উট বসাল (বিশ্রামের জন্য), এরপর ইশার সালাতের ইকামত দেওয়া হ'ল এবং তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন। এই দুই সালাতে মধ্যে তিনি অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

২৯৭০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشَّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَّبتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَقُلْتُ أَتُصَلِّيُ فَقَالَ الْمُصَلِّي أَمَامَكَ۔

২৯৭০. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র) উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন এক গিরিপথে গেলেন। এরপর আমি তাঁর উযুর পানি ঢেলে দিলাম, এরপর বললাম, সালাত আদায় করবেন কি? তিনি বললেন, সালাতের স্থান সামনে।

২৯৭১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةُ أَرَأَى الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ۔

২৯৭১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) ইব্ন আব্বাস (রা) -এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি গিরিপথের নিকটে পৌঁছে বাহন থেকে নেমে পেশাব করলেন। উসামা বলেন নি যে, তিনি পানি গড়িয়েছেন। তারপর তিনি পানি চাইলেন এবং হালকাভাবে উযু করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি সালাত আদায় করবেন? বললেন : সালাত তোমার সম্মুখে। রাবী বলেন, এরপর তিনি চলতে থাকলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছলেন। এরপর মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন।

২৯৭২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ جِئْنَا الشَّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاقَتَهُ وَبَالَ وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءِ ثُمَّ دَعَا بِالْوُضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَركِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا قُلْتُ فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَنْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقٍ قُرَيْشٍ عَلَى رَجُلٍ -

২৯৭২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যখন রাসূলুল্লাহর সাথে তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন, তখন আরাফাত দিবসের সন্ধ্যায় আপনারা কি করেছিলেন? তিনি বললেন, যে উপত্যকায় লোকেরা মাগরিবের সময় নিজের উটকে (বিশ্রামের জন্য) বসায়, সেখানে এলাম। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর উষ্ট্রী বসালেন এবং পেশাব করলেন। উসামা (রা) বলেননি যে, পানি গড়িয়েছেন। নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} উযূর পানি চেয়ে আনালেন এবং হালকাভাবে উযূ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন, সালাত তোমার সম্মুখে। এরপর তিনি সওয়ার হয়ে রওনা করলেন। অবশেষে আমরা মুযদালিফায় আসলাম। তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। লোকেরা নিজ নিজ স্থানে উট বসাল কিন্তু মাল-সামান খুলল না, এমনকি ইশার সালাতে দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন। এরপর লোকেরা মাল-সামান নামাল। আমি (কুরায়ব) বললাম, ভোর হওয়ার পর আপনারা কি করলেন? তিনি (উসামা) বললেন, ফযল ইবন আব্বাস (রা) তাঁর বাহনে (তাঁর পেছনে) সওয়ার হলেন এবং আমি পদব্রজে কুরায়বদের অগ্রগামীদের সাথে চললাম।

২৯৭৩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ ثُمَّ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ -

২৯৭৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। যে উপত্যকায় মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকেরা অবতরণ করত, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} সেখানে অবতরণ করে পেশাব করলেন। তিনি বলেননি যে, পানি ঢাললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} উযূর পানি চাইলেন এবং হালকা উযূ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত। তিনি বললেন, সালাত সামনে।

২৯৭৪- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الشَّعْبَ

نَاخَ رَا حِلَّتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى لَمْزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ -

২৯৭৪. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) উসামা ইব্ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারীতে পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। উপত্যকায় পৌঁছে তিনি তাঁর উটনী বসালেন এরপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। তিনি ফিরে এলেন। আমি পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি উষু করলেন, এরপর সওয়ার হলেন এবং মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করলেন।

২৯৭৫. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَأُسَامَةَ رَدَفَهُ قَالَ أُسَامَةُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا -

২৯৭৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য রওনা হলেন। উসামা (রা) তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। উসামা (রা) বলেন, তিনি মুযদালিফায় না পৌঁছা পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকলেন।

২৯৭৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ أُسَامَةَ وَأَنَا شَاهِدٌ أَوْ قَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعُنُقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ -

২৯৭৬. আবুর-রবী যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, উসামা (রা)-কে আমার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসা করা হ'ল অথবা আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে বসিয়েছিলেন, তখন তিনি কিভাবে চলেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি ধীরগতিতে চলছিলেন, যখন খোলা জায়গা পেতেন, তখন দ্রুতগতিতে চলতেন।

২৯৭৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصْرُ فَوْقَ الْعُنُقِ -

২৯৭৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে এই সূত্রে হাদীস অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হুমায়দের রিওয়াযাতে আছে, রবী হিশাম (র) বলেন عَنْ এর চেয়ে দ্রুতগতিতে চলাকে نَصْر বলা হয়।

২৯৭৮. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ -

২৯৭৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু আয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেছেন।

২৯৭৯. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ رُمَحٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ -

২৯৭৯. কুতায়বা ও ইবন রুমহ (র) ইয়াহইয়া ইবন সাদ্দ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবন রুমহ তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ খাতমীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আবু আয়্যুব আনসারী (রা) আবদুল্লাহ ইবন যুবার (রা)-এর খিলাফতকালে কূফার আমীর ছিলেন।

২৯৮০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا -

২৯৮০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

২৯৮১. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى -

২৯৮১. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। তিনি এই দুই সালাতের মধ্যে অন্য কোন সালাত (সুন্নাত বা নফল) আদায় করেননি। তিনি মাগরিব তিন রাক'আত এবং ইশা দু'রাক'আত আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-ও (মুযদালিফায়) অনুরূপভাবে সালাত আদায় করতেন যাবত না তিনি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

২৯৮২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ -

২৯৮২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) সাঈদ ইবন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত এক ইকামতে একই সাথে আদায় করেছেন। এরপর তিনি ইবন উমর (রা) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনিও অনুরূপভাবে সালাত আদায় করেছেন। আর ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ করেছেন।

২৯৮৩. মুহাম্মদ ইবন হারব (র) শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে উল্লেখ আছে, “তিনি একই ইকামতে দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করেছেন।”

২৯৮৪. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। তিনি এক ইকামতেই মাগরিবের সালাত তিন রাক'আত এবং ইশার সালাত দু'রাক'আত আদায় করেছেন।

২৯৮৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) সাঈদ ইবন জুযায়র (র) বলেন, আমরা ইবন উমর (রা)-এর সাথে (আরাফাত থেকে মুযদালিফায়) এলাম। তিনি আমাদের সাথে মাগরিব ও ইশার সালাত এক ইকামতে আদায় করেন। সালাত শেষ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই স্থানে আমাদের নিয়ে এভাবে সালাত আদায় করেছেন।

৪৪ - بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيْسِ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ -

৪৪. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন, মুযদালিফায় ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই ফজরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

২৯৮৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

مَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا -

২৯৮৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন সালাত তার নির্ধারিত ওয়াক্ত ছাড়া আদায় করতে দেখিনি। তবে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত ব্যতিক্রম এবং পরবর্তী ভোরে ফজরের সালাত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করেছেন।

২৯৮৭. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَا بَغْلَسَ -

২৯৮৭. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইহরাহীম (র) আ'মশ (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার শেষাংশ নিম্নরূপ : “ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই অন্ধকারের মধ্যে তা আদায় করেছেন।”

৪৫ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعْفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مَنَى فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْمَكْثِ لغيرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ -

৪৫. পরিচ্ছেদ : দুর্বল ও বৃদ্ধদের, বিশেষত মহিলাদের ভোররাতে রাস্তায় ভিড় হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফা থেকে মিনায় পাঠানো এবং অন্যদের ফজর পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা মুস্তাহাব

২৯৮৮. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبِطَةً يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ قَالَ فَاذِنْ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ وَحَبَسْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَلَآنَ أَكُونُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَأَكُونُ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ -

২৯৮৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) কাসিম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সওদা (রা) মুযদালিফার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগেই এবং রাস্তায় জনতার ভিড় হওয়ার পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি ছিলেন স্থূলদেহী। কাসিম বলেন, الثَّبِطَةُ শব্দের অর্থ الثَّقِيلَةُ (ভারী)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। অতএব তিনি তাঁর আগেই রওনা হয়ে গেলেন এবং আমরা ফজর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলাম। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। আমিও যদি সওদা (রা)-এর মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি নিয়ে আগেভাগে চলে যেতাম, তবে আমার কাছে তা যে কোন আনন্দদায়ক বস্তু হতে বেশি আনন্দদায়ক হত।

২৯৮৯. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ فَآذَنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ -

২৯৮৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওদা (রা) ছিলেন ভারী ও স্থূলদেহী। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুযদালিফা থেকে রাত থাকতেই প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রা) আরও বলেন, হায়! যদি সওদা (রা)-এর মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমিও অনুমতি প্রার্থনা করতাম! আয়েশা (রা) ইমামের সাথে মুযদালিফা হতে রওনা হতেন।

২৯৯০. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمَنْى فَارْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنْتُهُ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَآذَنَ لَهَا -

২৯৯০. ইব্ন নুমায়র (র) আয়েশা (রা) বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমিও যদি সওদা (রা)-এর অনুরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতাম! তিনি মিনায় পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করেন এবং লোকদের পৌঁছার পূর্বেই জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেন। আয়েশা (রা)-কে বলা হ'ল, সওদা (রা) কি তাঁর নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি ছিলেন স্থূলদেহী এবং ভারী, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৯৯১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

২৯৯১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৯৯২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا

فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَىَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ ارْحَلْ بِيْ فَارْ تَحَلَّنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيْ هَنْتَاهُ لَقَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ كَلَّا أَيْ بُنَىَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ -

২৯৯২. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদামী (র) আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আসমা (রা) মুযদালিফায় অবস্থানকালে জিজ্ঞাসা করলেন, চাঁদ ডুবেছে কি? আমি বললাম, না। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সালাত আদায় করলেন। পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে বৎস! চাঁদ ডুবেছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সাথে রওনা হও। আমরা রওনা হলাম এবং জামরা পৌঁছে তিনি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন, এরপর নিজের তাঁবুতে সালাত আদায় করলেন। আমি তাকে বললাম, হে সম্মানিত মহিলা! আমরা অন্ধকার থাকতেই রওনা করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন অসুবিধা নেই হে বৎস! নবী ﷺ মহিলাদের অন্ধকার থাকতেই রওনা হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৯৯৩. - وَحَدَّثَنِيهِ عَلَىُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَتْ لَا أَيْ بُنَىَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ -

২৯৯৩. আলী ইব্ন খাশরম (র) ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আছে : “আসমা (রা) বলেন, হে বৎস! নবী ﷺ তাঁর সহধর্মিণীকে অনুমতি দিয়েছিলেন।”

২৯৯৪. - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلَىُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيْسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ -

২৯৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আলী ইব্ন খাশরম (র) (সালিম) ইব্ন শাওয়াল (র) উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে অবহিত করেন যে, নবী ﷺ রাত থাকতেই তাকে মুযদালিফা থেকে মিনায় (পাঠিয়ে দেন)।

২৯৯৫. - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نَفْعُلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ نَغْلِسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مَنَى وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ نَغْلِسُ مِنْ مَزْدَلِفَةَ -

২৯৯৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র) সালিম ইব্ন শাওয়াল সূত্রে উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর আমল থেকে এরূপ করতাম, অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই মুযদালিফা থেকে মিনায় চলে আসতাম। নাকিদ-এর বর্ণনায় আছে : “মুযদালিফা থেকে আমরা অন্ধকার থাকতেই রওনা হতাম।”

২৯৯৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ أَوْ قَالَ فِي الضَّعْفَةِ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ -

২৯৯৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মালপত্র নিয়ে অথবা (অপর বর্ণনা অনুযায়ী) দুর্বল লোকদের সাথে রাত থাকতেই মুযদালিফা থেকে (মিনার উদ্দেশ্যে) পাঠিয়ে দেন।

২৯৯৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ -

২৯৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের যে দুর্বলদের (মুযদালিফা থেকে) সর্বাত্মে পাঠিয়ে দেন, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

২৯৯৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ -

২৯৯৮. আবু বকর আবু শায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের যে দুর্বলদের আগেভাগে পাঠিয়ে দেন, আমি তাদের সাথে ছিলাম।

২৯৯৯- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَبْلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي بَلِيلٍ طَوِيلٍ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ قُلْتُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَآيَنَ صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ -

২৯৯৯. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ইবন আব্বাস (রা) ইবন জুরায়জ আতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আমাকে তাঁর মালপত্র নিয়ে ভোররাতে মুযদালিফা থেকে (মিনায়) পাঠিয়ে দেন। আমি (ইবন জুরায়জ) আতাকে বললাম, আপনি জানেন কি ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে গভীর রাতে পাঠিয়েছেন”? তিনি বললেন, না, কেবল ভোররাতের কথাই আমি জানি। আমি তাঁকে পুনরায় বললাম, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, “আমরা ফজরের সালাতের পূর্বেই জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেছি।” তাহলে তিনি ফজরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? আতা বললেন, না, আমি এতটুকুই জানি।

৩০০- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ فَيَقْفُونَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَأَ لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ مِنْى لَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أَوْلَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩০০০. আবুত-তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র) সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার সাথে দুর্বল লোকদেরকে মুযদালিফায় মাশ'আরুল হারামে রাতে অবস্থানের জন্য আগেভাগেই পাঠিয়ে দিতেন। অতএব তারা রাতের বেলা যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহর যিকির করত। ইমামের অবস্থান করার ও ফিরে আসার পূর্বেই তারা (এখান থেকে) রওনা হতো। অতএব তাদের মধ্যে কেউ ফজরের সালাতের সময় মিনায় পৌঁছত এবং কেউ ফজরের সালাতের পরে। তারা এখানে পৌঁছে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করত। ইবন উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্বল ও বৃদ্ধদের এই অনুমতি প্রদান করেছেন।

৬৬- بَابُ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ عَنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُنْ مَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

৪৬. পরিচ্ছেদ : মক্কা মুআজ্জামাকে বাঁ পাশে রেখে উপত্যকার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপ করা এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহ আকবার' বলা

৩০০১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَنْسَاءَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ -

৩০০১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) উপত্যকার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেছেন এবং প্রতিটি পাথরের সাথে তাকবীর বলেছেন। রাবী বলেন, তাকে বলা হ'ল, লোকেরা তো উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে পাথর নিক্ষেপ করে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এটা সেই সত্তার স্থান যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

৩০০২- وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يَوْسُفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلْفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَفَهُ جَبْرِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا الْبَقَرَةَ وَالسُّورَةَ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا النِّسَاءَ وَالسُّورَةَ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا آلَ عِمْرَانَ قَالَ فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ فَسَبَّهَ وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ

حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ -

৩০০২. মিনজাব ইবন হারিস তামীমী (র) ইবন মুসহির হতে এবং তিনি আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মিস্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি : জিবরীল (আ) যেভাবে কুরআন মজীদ বিন্যাস করেছেন, তোমরা তদনুযায়ী তা বিন্যস্ত কর। যেমন, প্রথম সেই সূরা যার মধ্যে বাকারা (গাভী) সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এরপর যে সূরায় নিসা (মহিলাদের) সম্পর্কে আলোচনা আছে, এরপর সেই সূরা যার মধ্যে ইমরান-পরিবার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আ'মাশ (র) বলেন, এরপর আমি ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করে তাকে হাজ্জাজের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি তাকে গালি দিলেন। এরপর বললেন, আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ আমাকে বলেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি জামরাতুল আকাবায় এলেন, উপত্যকার মাঝে দাঁড়ালেন এবং জামরাকে নিজের সম্মুখভাগে রাখলেন। এরপর উপত্যকার মাঝে দাঁড়িয়ে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন। প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সাথে সাথে আল্লাহ্ আকবার বললেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! লোকেরা উপত্যকার উপরিভাগ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে। তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ! যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এটা সেই সত্তার স্থান যার প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।

৩০০৩. ইয়াকুব দওরাকী ইবন আবু যায়েদা হতে ও ইবন আবু উমর সুফয়ান হতে এবং তারা উভয়ে আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি, তোমরা সূরাতুল বাকারা বলো না এরপর ইবন মুসহির বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩০০৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা)-এর সাথে হজ্জ করেন। তিনি বলেন, তিনি (আবদুল্লাহ) জামরায় সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করেন- বায়তুল্লাহকে বামদিকে এবং মিনাকে ডানদিকে রেখে এবং তিনি বলেন, এই সেই সত্তার স্থান, যার প্রতি সূরা বাকারা নাযিল করা হয়েছিল।

২০০৫. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -

৩০০৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র) শু'বা (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, “তিনি (আবদুল্লাহ) যখন জামরাতুল আকাবায় এলেন।”

২০০৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مَنْ هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ -

৩০০৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা)-কে বলা হ'ল, লোকেরা আকাবার উচ্চভূমি থেকে পাথর নিক্ষেপ করে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) উপত্যকার মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে তা নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি বলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, যার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনি এই স্থান থেকে কাঁকর নিক্ষেপ করেছেন।

৪৭. بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ ﷺ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ

৪৭. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় জামরাতুল আকাবায় কাঁকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব এবং নবী ﷺ-এর বাণী : আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও

২০০৭. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ -

৩০০৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আলী ইব্ন খাশরম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরবানীর দিন নবী ﷺ-কে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি এবং তিনি বলছিলেন : “আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। কারণ আমি জানি না, এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করতে পারব কিনা।”

৩০০৮. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوُدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَأَنْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَأْسِ رَأْسِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَأْسَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أَمْرًا عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا -

৩০০৮. সালামা ইব্ন শাবীব (র) উম্মুল হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি এবং আমি দেখেছি, তিনি জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করে সওয়ারীতে চড়ে ফিরে আসেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসামা (রা)। তাদের একজন উটের লাগাম ধরে তা টেনে নিচ্ছিলেন এবং অপরজন সূর্যের তাপের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার উপর কাপড় ধরে রেখেছিলেন। উম্মুল হুসায়ন (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক কথা বললেন। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : যদি নাক-কান কাটা কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা নিয়োগ করা হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে, তবে তার নির্দেশ শোন এবং আনুগত্য কর।

৩০০৯. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوُدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالَ وَآحَدَهُمَا أَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَالَ مُسْلِمٌ وَأَسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجُ الْأَعْوَرُ -

৩০০৯. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) উম্মুল হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জ করেছি। আমি উসামা ও বিলালকে দেখেছি যে, তাদের একজন নবী ﷺ-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে আছেন এবং অপরজন কাপড় দিয়ে তাঁকে রৌদ্র তাপ থেকে ছায়া দান করছেন। এমতাবস্থায় তিনি জামরায় কাঁকর নিক্ষেপ করেন।

৪৮. بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

৪৮. পরিচ্ছেদ : জামরায় নিক্ষিপ্ত পাথর ক্ষুদ্র হওয়া মুস্তাহাব

৩০১. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ -

৩০১০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জামরায় ক্ষুদ্র পাথর নুড়ি (পাথর) নিক্ষেপ করতে দেখেছি।

৬৯- بَابُ بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

৪৯. পরিচ্ছেদ : পাথর নিক্ষেপের জন্য মুস্তাহাব সময়

৩.১১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ -

৩০১১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেন, পুনরায় দ্বিপ্রহরের পরে।

৩.১২- وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩০১২. আলী ইব্ন খাশরম (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৫- بَابُ بَيَانِ أَنْ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعُ سَبْعٍ

৫০. পরিচ্ছেদ : জামরায় প্রতিবার সাতটি করে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করবে

৩.১২- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا اسْتِجْمَارُ تَوْ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوْ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوْ وَالطَّوَافُ تَوْ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوْ -

৩০১৩. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ...জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইস্তিজায় ব্যবহৃত টিলার সংখ্যা বেজোড়, জামরায় নিক্ষিপ্ত পাথরের সংখ্যা বেজোড়, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈর সংখ্যা বেজোড় এবং তাওয়াফও বেজোড়। অতএব তোমাদের যে কেউ যখন ইস্তিজায় ঢেলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে।

৫১- بَابُ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

৫১. পরিচ্ছেদ : চুল ছাঁটার চেয়ে কামানো উত্তম এবং ছাঁটাও জায়েয

৩.১৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ -

৩০১৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা (র) আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} মাথা মুন্ডন করলেন। তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীও মাথা মুন্ডন করলেন আর তাদের কিছু সংখ্যক চুল ছোট করলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এক অথবা দুইবার বললেন : যারা মাথা মুন্ডন করেছে, আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করুন। অতঃপর তিনি বললেন : যারা চুল ছোট করেছে, তাদের উপরও।

৩.১৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ -

৩০১৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি দয়া করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি দয়া করুন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের প্রতিও! তিনি বললেন : এবং চুল ছোটকারীদের প্রতিও।

৩.১৬- أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ -

৩০১৬. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফয়ান ইমাম মুসলিম হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন নুমায়র (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন, মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুন! তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : মাথা মুণ্ডকারীদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের প্রতিও। তিনি বললেন : চুল ছোটকারীদের প্রতিও।

৩.১৭- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ -

৩২১৭. ইব্ন মুসান্না (র) উবায়দুল্লাহ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তার বর্ণনায় আছে : “চতুর্থবারে তিনি বললেন : চুল ছোটকারীদের উপরও (রহম করুন)।”

৩.১৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ فَضَيْلٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ -

৩০১৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব, ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদের? তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চুল ছোটকারীদেরকেও। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! চুল ছোটকারীদেরও। তিনি বললেন : চুল ছোটকারীদেরও (গুনাহ ক্ষমা করুন)।

৩.১৯. وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৩০১৯. উমায়্যা ইবন বিস্তাম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সনদ সূত্রেও নবী ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩.২০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৩০২০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ওয়াকী ও আবু দাউদ তায়ালিসী (র) ইয়াহইয়া ইবন হুসায়ন (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদী) বিদায় হজ্জকালে নবী ﷺ-কে মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দু'আ করতে শুনেছেন। ওয়াকী 'বিদায় হজ্জ' কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

৩.২১. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৩০২১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জকালে নিজের মাথার চুল মুন্ডন করেছেন।

৫২. بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرُ ثُمَّ يَحْلِقُ وَالْإِبْتِدَاءُ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمُحَلَّقِ

৫২. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন সুন্নাতসম্মত নিয়ম এই যে, প্রথমে (জামরায়) কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে, তারপর কুরবানী করতে হবে, তারপর মাথা মুন্ডন করতে হবে এবং তা ডানপাশ থেকে শুরু করতে হবে

৩.২২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنْى فَاتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذُوا أَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْإَيْسَرَ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ -

৩০২২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{পাঠ্যসিদ্ধি} ^{আলাহুতাই} ^{ওয়াসাল্লাম} মিনায় এলেন, অতঃপর জামরায় এসে পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি মিনায় নিজ স্থানে ফিরে এলেন এবং কুরবানী করলেন। তারপর ক্ষৌরকারকে ইশারায় বললেন : মাথার ডানপাশ থেকে শুরু কর, তারপর বামপাশ। তারপর তিনি লোকদেরকে নিজের চুল দান করলেন।

৩.২৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ لِلْحَلَّاقِ «هَا» وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى جَانِبِ الْإَيْسَرَ فَحَلَّقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ فَبَدَأَ بِالشَّقِّ الْأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالْإَيْسَرَ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ -

৩০২৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র) হিশাম (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু বকর (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, নবী ^{পাঠ্যসিদ্ধি} ^{আলাহুতাই} ^{ওয়াসাল্লাম} হাতের ইশারা দিয়ে ক্ষৌরকারকে মাথার ডানপাশ থেকে শুরু করতে বললেন। তারপর তিনি কাছের লোকদের মধ্যে তাঁর চুল বন্টন করলেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি ক্ষৌরকারকে মাথার বামপাশের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সে তা মুন্ডন করল। এই চুলগুলো তিনি উম্মু সুলায়ম (রা)-কে দান করলেন। আর আবু কুরায়বের বর্ণনায় আছে : ক্ষৌরকার ডানপাশ থেকে ক্ষৌরকার্য শুরু করল। তিনি লোকদের একটি-দুটি করে চুল বন্টন করলেন। তারপর বাঁ পাশের প্রতি ইশারা করলেন, সে তার অনুরূপ করল। তারপর তিনি বললেন : আবু তালহা এখানে আছে? তিনি এবারের চুলগুলো তাকে দান করলেন।

৩.২৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُذْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ

بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ اَحْلِقِ الشِّقَّ الْاٰخَرَ فَقَالَ اَيْنَ اَبُو طَلْحَةَ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ -

৩০২৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর কুরবানীর উটের নিকট ফিরে এসে তা যবেহ করলেন। ক্ষৌরকার নিকটেই বসা ছিল। তিনি মাথার দিকে হাতের ইশারা করলেন এবং সে তাঁর মাথার ডানপার্শ্বের চুল কামিয়ে দিল। তিনি তা নিকটস্থ লোকদের মধ্যে বন্টন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : মাথার অপরাংশ কামাও। তিনি বললেন : আবু তালহা কোথায়? তখন তিনি সেগুলো তাকে দান করলেন।

৩০২৫. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاولَ الْحَالِقِ شِقَّهُ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيَّ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ اَحْلِقِ فَحَلَقَهُ فَاَعْطَاهُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ -

৩০২৫. ইব্ন আবু উমর (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর কুরবানী করলেন, তারপর মাথা কামালেন- তিনি ক্ষৌরকারের প্রতি মাথার ডানপার্শ্ব এগিয়ে দিলেন এবং সে তা চেঁছে দিল। তারপর তিনি আবু তালহা আনসারী (রা)-কে ডাকলেন এবং তাকে (নিজের) চুল দান করলেন। অতঃপর তিনি মাথার বামপাশ এগিয়ে দিলেন এবং বললেন : কামিয়ে দাও। সে তা কামিয়ে দিল। তিনি চুলগুলো আবু তালহা (রা)-কে দিয়ে বললেন : এগুলো লোকদের মধ্যে বন্টন কর।

৫২- بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الذَّبْحِ عَلَى الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ عَلَى الذَّبْحِ وَعَلَى الرَّمْيِ وَتَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا كُلِّهَا

৫৩. পরিচ্ছেদ : পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করা, কুরবানী ও পাথর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুড়ানো এবং এসবের আগে তাওয়াফ করা জায়েয প্রসঙ্গ

৩০২৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ -

৩০২৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সঙ্গে মিনায় অবস্থান করলেন- যাতে তারা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর

কাছ থেকে জেনে নিতে পারে। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! না জানার কারণে আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন দোষ নেই, তুমি কুরবানী কর। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতাম না, ফলে পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, অসুবিধা নেই, তুমি পাথর নিক্ষেপ কর। রাবী বলেন, অজ্ঞতাবশত কাজ আগে অথবা পরে করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলেই তিনি বলেন, তুমি এখন করে নাও, তাতে কোন দোষ নেই।

২৭. ২. - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ فَتَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَشْعُرُ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَيَقُولُ أَنْحَرُ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهَهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ -

৩০২৭. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র) ইসা ইবন তালহা তামীমী (র) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারীর উপর অবস্থান করলেন। লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকল। তাদের কেউ জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতাম না যে, কুরবানীর পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। তাই আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পাথর নিক্ষেপ কর, এতে কোন দোষ নেই। অপর ব্যক্তি এসে বলল, আমি জানতাম না যে, মাথা কামানোর পূর্বে কুরবানী করতে হবে। অতএব আমি কুরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই, তুমি কুরবানী কর। রাবী বলেন, মানুষ অজ্ঞতাবশত যেসব কাজের ক্ষেত্রে পরেরটি আগে করে ফেলেছে, এ সম্পর্কে বা এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করা হলেই আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমরা তা করে নাও, এতে কোন দোষ নেই।

২৮. ৩. - حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ -

৩০২৮. হাসান আল-হলওয়ানী (র) যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৯. ৩. - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَذًا وَكَذَا قَبْلَ كَذًا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ كَذًا قَبْلَ كَذًا وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ -

৩০২৯. আলী ইব্ন খাশরম (র) ঈসা থেকে, তিনি ইব্ন জুরায়জ থেকে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুরবানীর দিন ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জানতাম না যে, এই এই কাজ অমুক অমুক কাজের পূর্বে করতে হয়। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মনে করেছিলাম এই কাজ অমুক অমুক তিনটি (পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা কামানো) কাজের পূর্বে করতে হয়। তিনি বললেন : করে নাও, কোন অসুবিধা নেই।

৩.২০. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيْعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةُ عِيْسَى الْأَقُولَةِ لَهُوْلَاءِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَأَمَّا يَحْيَى الْأُمَوِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ -

৩০৩০. আবদ ইব্ন হুমায়দ মুহাম্মদ ইব্ন বাকর থেকে ও সাঈদ ইব্ন ইয়াহুয়া উমাবী তার পিতা থেকে এবং তারা উভয়ে ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইব্ন বকর -এর বর্ণনা ঈসার বর্ণনার অনুরূপ। তবে তার বর্ণনায় “ঐ তিন কাজ” কথাটুকু উল্লেখ নাই। ইয়াহুয়া উমাবীর বর্ণনায় আছে : “আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা মুন্ডন করেছি, পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করেছি ইত্যাদি।”

৩.২১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ فَادْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ -

৩০৩১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা কমিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই, এখন যবেহ কর। (অতঃপর একজন) বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করছি। তিনি বললেন : কোন ক্ষতি নেই, তুমি এখন পাথর নিক্ষেপ কর।

৩.২২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنًى فَجَاءَهُ رَجُلٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

৩০৩২. ইব্ন আবু উমর ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিনায় তাঁর উষ্ট্রের উপর অবস্থানরত দেখেছি। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩.২৩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -

الْعَاصِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَآتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ وَآتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ وَآتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سِوَى يَوْمٍ مِّنْهُ إِلَّا قَالَ أَفْعَلُوا وَلَا حَرَجَ -

৩০৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কুহযায় (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবার নিকট অবস্থানরত ছিলেন। আমি এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট এসে বলতে শুনলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা কামিয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন : কোন অসুবিধা নেই, পাথর নিক্ষেপ করে নাও। আরেক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোন দোষ নেই, পাথর নিক্ষেপ করে নাও। অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কোন অসুবিধা নেই পাথর নিক্ষেপ কর। রাবী বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি, সেদিন যে সম্পর্কেই (আগে-পিছে করার ক্ষেত্রে) তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন : কোন দোষ নেই, এখন করে নাও।

৩.২৪- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاءٍ وَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ -

৩০৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট কুরবানী, মাথা মুন্ডন, পাথর নিক্ষেপ, আগের অনুষ্ঠান পরে এবং পরের অনুষ্ঠান আগে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : কোন দোষ নেই।

৫৪- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

৫৪. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করা উত্তম

৩.২৫- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاصَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ -

৩০৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) নাফি' (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করেন, অতঃপর মিনায় ফিরে এসে যোহরের সালাত আদায় করেন। নাফি' বলেন, ইব্ন উমর (রা)-ও কুরবানীর দিন তাওয়াফুল ইফাযা সম্পন্ন করতেন, অতঃপর ফিরে এসে মিনায় যোহরের সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, নবী ﷺ এরূপ করেছেন।

৫৫. بَابُ اسْتِحْبَابِ نَزْوِلِ الْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَا بَعْدَهَا بِهِ

৫৫. পরিচ্ছেদ : বিদায়ের দিন আল-মুহাস্সাবে অবতরণ এবং সেখানে যোহর ও পরের ওয়াক্তের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

২.২৬. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آيُنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمَنْى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ أَمْرَأُوكَ -

৩০৩৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবদুল আযীয ইব্ন রুফাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বললাম, আপনার যা স্মরণ আছে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যে, রাসূলুল্লাহ পারহাযিহ আল্লাহিহ ওয়াসালাহ তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) যোহরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, (হজ্জ সমাপনান্তে) বিদায়ের দিন তিনি আসরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, বাতহা উপত্যকায়। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার প্রশাসকগণ যা করেন, তদ্রূপ কর।

২.২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ -

৩০৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান রায়ী (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী পারহাযিহ আল্লাহিহ ওয়াসালাহ, আবু বকর (রা) ও উমর (রা) আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করতেন।

২.২৮. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ -

৩০৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র) নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। ইব্ন উমর (রা) মুহাস্সাবে যাত্রা বিরতি সূনাত মনে করতেন। তিনি বিদায়ের দিন (১২ অথবা ১৩ যিলহজ্জ) সেখানে যোহরের সালাত আদায় করতেন। নাফি' বলেন, রাসূলুল্লাহ পারহাযিহ আল্লাহিহ ওয়াসালাহ মুহাস্সাবে যাত্রা বিরতি করেছেন এবং তাঁর পরে খলীফাগণও।

২.২৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَوْلُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لَخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ -

৩০৩৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবতাহে অবতরণ করা সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল এজন্য সেখানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন যে, সেখান থেকে তাঁর জন্য যাত্রা করা সহজতর ছিল।

৩.৪০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩০৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু রবি যাহরানী ও আবু কামিল (র) হিশাম (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩.৪১. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ قَالَ الزَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لَخُرُوجِهِ -

৩০৪১. আবদ ইবন হুমায়দ (র) সালিম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর (রা), উমর (রা) ও ইবন উমর (রা) আবতাহে অবতরণ করতেন। যুহরী বলেন, আমাকে উরওয়া অবহিত করেছেন যে, আয়েশা (রা) আবতাহে যাত্রা বিরতি করতেন না। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল (বিশ্রামের জন্য) এখানে যাত্রা বিরতি করতেন। কেননা এটা এমন জায়গা ছিল, যেখান থেকে তাঁর বের হওয়া সহজতর ছিল।

৩.৪২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَآحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩০৪২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, ইবন আবু উমর ও আহমদ ইবন আবদা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাস্সাবে যাত্রা বিরতি বাধ্যতামূলক নয়। এটি একটি মঞ্জিল, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রা বিরতি করেছেন।

৩.৪৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مَنَى وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضْرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩০৪৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু রাফি' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিনা থেকে রওনা হলেন তখন তিনি আমাকে আবতাহে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেননি; বরং আমি সেখানে পৌঁছে তাঁরু খাটলাম, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে সেখানে অবতরণ করলেন। আবু রাফি' (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মালপত্রের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।

২.৪৪- حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ نَزَلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ -

৩০৪৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল সকালে খায়ফে বনু কিনানায় অবতরণ করব- যেখানে তারা (কাফিররা) কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ নিয়েছিল।

২.৪৫- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنَى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ إِنْ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاجِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ -

৩০৪৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় থাকাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন : আগামীকাল সকালে আমরা কিনানা গোত্রের ঘাঁটিতে অবতরণ করব যেখানে তারা কুফরীর উপর অটল থাকার শপথ করেছিল। তা হচ্ছে- কুরায়শ ও কিনানা গোত্র হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, এরা তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে স্থাপন করবে না এবং বেচাকেনা করবে না- যতক্ষণ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের হাতে অর্পণ না করবে- এ হচ্ছে সেই মুহাস্সাব।

২.৪৬- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنَزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ -

৩০৪৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ যদি আমাদের বিজয় দান করেন তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের মঞ্জিল হবে খায়ফে, যেখানে কুরায়শরা কুফরীর উপর অটল থাকার শপথ করেছিল।

৫৬. بَابُ وَجُوبِ الْمَبِيتِ بِمَنَى لَيْلَى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السَّقَايَةِ

৫৬. পরিচ্ছেদ : আয়্যামে তাশরীকের রাতগুলো মিনায় অতিবাহিত করা ওয়াজিব। পানি বিতরণকারীগণ এই নির্দেশের বহির্ভূত

৩. ৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيْلَى مَنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأُذِنَ لَهُ -

৩০৪৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) মিনার রাতগুলো মক্কায় অতিবাহিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কারণ পানি বিতরণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

৩. ৪৮. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩০৪৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫৭. بَابُ فَضْلِ الْقِيَامِ بِالسَّقَايَةِ وَالتَّنَاءِ عَلَى أَهْلِهَا وَاسْتِحْبَابِ الشَّرْبِ مِنْهَا

৫৭. পরিচ্ছেদ : পানি পান করানোর ফযীলত, ভিস্তিদের প্রশংসা করা এবং (যমযমের) পানি পান করা মুস্তাহাব

৩. ৪৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَمِيدُ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَاتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَالِي أَرَى

১. তাওয়াফে ইফাযা শেষে মিনায় ফিরে আসা, এখানে দুই বা তিন রাত অবস্থান করা এবং প্রত্যহ জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। এটা হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের ঐকমত্য রয়েছে। সূরা বাকারার ২০০ নং আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈর সর্বাধিক সহীহ মত অনুযায়ী এখানে রাত যাপন করা ওয়াজিব। ইমাম মালিক এবং আহমদেরও এই মত। কিন্তু ইবন আব্বাস (রা), হাসান বসরী ও ইমাম আবু হানীফার মতে এখানে রাত যাপন সুন্নাত। তবে পানি সরবরাহকারীগণের জন্যে এখানে রাত যাপন বাধ্যতামূলক নয় (নববীর শরাহ, মুসলিম, ১ খ, পৃ. ৪২৩)।

কেউ এখানে রাত যাপন না করলে তিন ইমামের মতে তার উপর একটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব (পৃ. গ্রন্থ)। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে তা ওয়াজিব নয় এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কুরবানী করতে হবে না। তার মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস রয়েছে : ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “জামরাতুর আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পর তুমি যেখানে ইচ্ছা রাত কাটাতে পার।” (শায়খ আহমদ আবদুর রহমান আল-বান্না, আল ফাতহুর রাব্বানী, ১২খ. পৃ. ২২০)।

بَنِي عَمَّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بَنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُخْلٍ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَاتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضَّلَهُ أُسَامَةُ وَقَالَ أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩০৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল যারীর (র) বকর ইব্ন আবদুল্লাহ মুযানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে কা'বার সন্নিহিতে বসা ছিলাম। এ সময় এক বেদুঈন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, কি ব্যাপার? আমি দেখছি আপনার চাচাতো ভাইয়েরা (আগন্তুকদের) মধু ও দুধ পান করায়। আর আপনারা নাবীয (খেজুরের তৈরি শরবত) পান করান? তা কি আপনাদের দরিদ্রতার কারণে, না কৃপণতার কারণে? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্হামদু লিল্লাহ, আমাদের না দরিদ্র্য আছে, না কৃপণতা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীতে চড়ে এখন এলেন এবং আমরা তাঁকে এক পেয়ালা নাবীয দিলাম। তিনি তা পান করলেন এবং অবশিষ্টটুকু উসামাকে পান করালেন। এরপর তিনি বললেন : “তোমরা খুবই উত্তম কাজ করেছ এবং এরূপই করতে থাক।” অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যা করার নির্দেশ দিয়েছেন- আমরা তার পরিবর্তন করতে চাই না।

৫৮. بَابُ الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدَايَا وَجُلُودِهَا وَجَلَالِهَا وَأَنْ لَا يُعْطِيَ الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئًا وَجَوَازِ الْأِسْتِنَابَةِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهَا

৫৮. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর গোশত, চামড়া ও উটের পিঠে ব্যবহৃত বস্ত্র- খয়রাত করা এবং এসব দিয়ে কসাইর পারিশ্রমিক পরিশোধ না করা

৩.৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارُ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا -

৩০৫০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কুরবানীর উটগুলোর নিকট দাঁড়াতে এবং এগুলোর গোশত, চামড়া ও বস্ত্র সদকা করে দিতে নির্দেশ দিলেন এবং তা দিয়ে কসাইয়ের মজুরী দিতে নিষেধ করলেন ও বললেন : আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তার মজুরী পরিশোধ করে দেব।

৩.৫১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩০৫১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবদুল কারীম জায়ারী (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩.৫২. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ -

৩০৫২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আলী (রা) থেকে এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় কসাইয়ের মজুরীর কথা উল্লেখ নাই।

৩.৫৩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بَدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطَى فِي جَزَائِهَا مِنْهَا شَيْئًا -

৩০৫৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম, মুহাম্মদ ইবন মারযুক ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে তাঁর কুরবানীকৃত উটগুলোর নিকট অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাকে উটের সমস্ত গোশত, চামড়া ও বস্ত্র মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করারও নির্দেশ দিলেন এবং তা থেকে কসাইকে মজুরী স্বরূপ কিছু দিতে নিষেধ করলেন।

৩.৫৪. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ -

৩০৫৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৫৯. بَابُ جَوَازِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَأَجْزَاءِ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

৫৯. পরিচ্ছেদ : ভাগে কুরবানী দেওয়া জায়েয এবং একটি উট অথবা গরুতে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়

৩.৫৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ -

অধ্যায় : হজ্জ

৩০৫৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (রা) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার বছর (৬ষ্ঠ হিজরী) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং প্রতি সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছি।

৩.৫৬-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلَيْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْأَيْلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مَنَّا فِي بَدَنَةٍ -

৩০৫৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আহমদ ইব্ন ইউনুস (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি উট বা গরুতে সাতজন শরীক হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

৩.৫৭-وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ -

৩০৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (রা) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ সমাপন করি। আমরা সাত শরীকে একটি করে উট বা গরু কুরবানী করেছি।

৩.৫৮-وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُذْنِ وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَّةَ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ -

৩০৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (রা) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জ ও উমরা পালনকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাতজনে মিলে একটি উট কুরবানী করেছি। এক ব্যক্তি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল, জায়ুরে যে ক'জন শরীক হতে পারে- বাদানাতেও কি অনুরূপ শরীক হওয়া যায়? তখন তিনি বললেন, উভয় তো একই। জাবির (রা) হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা ঐদিন ৭০টি উট কুরবানী করেছি। প্রতিটি উটে ৭জন শরীক ছিলাম।^১

৩.৫৯-وَحَدَّثَنِي مُدُّ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمَعَ النَّفَرُ مَنَّا فِي الْهَدْيَةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ -

১. ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে যে উট বা গরু মক্কায় কুরবানীর উদ্দেশ্যে সঙ্গে নেওয়া হয়, তাকে বাদানা (বুদন) ও হাদী বলে। আর পরবর্তীতে যা সেখানে কুরবানীর উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, তাকে জায়ুর বলে।

৩০৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আবু যুযায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি (জাবির রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, ইহরাম খোলার সময় যেন কয়েকজন শরীক হয়ে এক-একটি পশু কুরবানী দেই। এটা সেই সময়ের কথা যখন তিনি তাদেরকে (উমরা আদায়ের পর) হজ্জের ইহরাম খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৩.৬০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتُّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ فَذَبَحَ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا۔

৩০৬০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তামাতু হজ্জ করেছি। আমরা সাত শরীকে মিলে একটি গরু কুরবানী করেছি।

৩.৬১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ۔

৩০৬১. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।

৩.৬২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةَ فِي حَجَّتِهِ۔

৩০৬২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন বাকর থেকে ও সাঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া উমাবী তাঁর পিতা থেকে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করেছেন। ইব্ন বকর (র) কর্তৃক আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি তাঁর হজ্জ উদ্‌যাপনকালে একটি গাভী কুরবানী করেন।

৬. بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْإِبِلِ قِيَامًا مَعْقُولَةً

৬০. পরিচ্ছেদ : উটকে দন্ডায়মান অবস্থায় পা বেঁধে কুরবানী করা মুস্তাহাব

৩.৬৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بِدَنْتِهِ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سَنَةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ۔

৩০৬৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) যিয়াদ ইব্ন যুযায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) এক ব্যক্তির কাছে এলেন। সে তার উটকে বসিয়ে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি বললেন, এটাকে দাঁড় করিয়ে পা বেঁধে কুরবানী কর। এটাই তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুনাত।

৬১. بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنْ بَاعَهُ لَا يُصِيرُ مُحَرَّمًا وَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ -

৬১. পরিচ্ছেদ : যে নিজে (মক্কায়) যেতে ইচ্ছা রাখে না, তার পক্ষে কুরবানীর পশু হারাম শরীফে পাঠানো ও গলায় মালা পরানো এবং মালা পাকানো মুস্তাহাব। আর এতে সে ইহরামকারী হয়ে যাবে না এবং এ কারণে তার উপর (ইহরামধারীদের মত) কোন কিছু হারাম হবে না

২.৬৪. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتَلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمُ -

৩০৬৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা (র) উরওয়া ইব্ন যুবার ও আমরাহ বিনত আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে তাঁর কুরবানীর পশু (মক্কার হরমে) পাঠাতেন। আমি তাঁর কুরবানীর পশুর (গলায় বাঁধার জন্য) মালা তৈরি করে দিতাম। এরপর তিনি এমন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না- যা থেকে মুহারিম বিরত থাকে।

২.৬৫. وَحَدَّثَنِيهِ حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩০৬৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে (উপরোক্ত হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২.৬৬. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَخَلْفَ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى أَفْتَلِ قَلَائِدِ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ -

৩০৬৬. সাঈদ ইব্ন মানসূর, যুহায়র ইব্ন হারব, খালফ ইব্ন হিশাম ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চোখে সেই দৃশ্য ভাসছে- আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর (গলায় পরানোর জন্য) মালা তৈরি করে দিচ্ছি। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২.৬৭. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَفْتَلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لَا يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلَا يَتْرُكُهُ -

৩০৬৭. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশুর মালা বানিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না এবং তা পরিহার করতেন না (যা হজ্জের ইহ্রামধারীকে পরিহার করতে হয়)।

৩.৬৮-وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ أَشْعَرُهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا -

৩০৬৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশুর মালা বানিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি কুরবানীর পশুকে চিহ্নিত করেন ও গলায় মালা বেঁধে দেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহয় পাঠিয়ে দেন এবং মদীনাতে অবস্থান করেন। ফলে তাঁর উপর এমন কোন জিনিস হারাম হয়নি যা তাঁর জন্য হালাল ছিল।

৩.৬৯-وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ أَفْتِلَ قَلَائِدَهَا بِيَدَيَّ ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ لَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلَالُ -

৩০৬৯. আলী ইব্ন হুজর সা'দী ও ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। আমি নিজ হাতে এর মালা তৈরি করে দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না- যা থেকে কোন ইহ্রামবিহীন ব্যক্তি বিরত থাকে না।

৩.৭০-وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عَهْدِ كَانَ عِنْدَنَا فَاصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالَ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ -

৩০৭০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) উম্মুল মুমিনীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রংগীন পশমের সূতা যা আমাদের কাছে ছিল, তা দিয়ে এ সব মালা তৈরি করেছি। অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে হালালরূপে থাকতেন এবং ইহ্রামবিহীন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে, তিনিও তাই করতেন; কিংবা তিনি বলেন, লোকে তার স্ত্রীর কাছে যে ভাবে উপগত হয়, তিনিও উপগত হতেন।

৩.৭১-وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يَقِيمُ فِينَا حَلَالًا -

৩০৭১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর মেঘের জন্য মালা তৈরিরত দেখতে পাচ্ছি। তিনি তা হরমে পাঠিয়ে দেন এবং আমাদের মাঝে অবস্থান করেন ইহরামবিহীন ব্যক্তির মতো।

৩.৭২-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لَهْدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ -

৩০৭২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরি করে দিতাম এবং তিনি তা নিজের কুরবানীর পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন, এরপর তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি (মদীনায়) অবস্থান করতেন এবং এমন কোন কিছু থেকে বিরত থাকতেন না - যা থেকে ইহরামধারী ব্যক্তি বিরত থাকে।

৩.৭৩-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا -

৩০৭৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আয়েশা (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর হরমে (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) ছাগল পাঠান এবং এর গলায় মালা বাঁধেন।

৩.৭৪-وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَقْلِدُ الشَّاةَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ -

৩০৭৪. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বকরীর গলায় মালা পরিয়ে তা (কুরবানীর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহয়) পাঠিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হালালরূপে ছিলেন এবং কোন জিনিস তাঁর জন্য হারাম হয়নি (যা মুহরিমের জন্য হারাম)।

৩.৭৫-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدِيًّا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَأَكْتُبِي إِلَى بَأْمُرِكَ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي

ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ -

৩০৭৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আমরাহ বিনত আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন যিয়াদ (র) আয়েশা (রা)-এর কাছে লিখেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : “যে ব্যক্তি (মক্কার হরমে) কুরবানীর পশু পাঠায়, হাজীদের জন্য যা করা হারাম তার জন্যও তা করা হারাম যতক্ষণ না ঐ পশু কুরবানী করা হয়। আমি কুরবানীর পশু (হরমে) পাঠিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত আমাকে লিখে জানাবেন।” আমরাহ বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) যেভাবে বলেছেন, ব্যাপারটি তা নয়। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর (গলায় বাঁধার) জন্য মালা তৈরি করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা পশুর গলায় বেঁধেছেন, তারপর আমার পিতার মাধ্যমে তা (হরম শরীফ) পাঠিয়েছেন। কিন্তু এর ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এমন কোন জিনিস হারাম হয়নি- যা আল্লাহ তা’আলা তাঁর জন্য হালাল করেছেন। অতঃপর পশু কুরবানী করা হয়েছে।

৩.৭৬. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَانِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ -

৩০৭৬. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে পর্দার আড়াল থেকে হাত তালি দিয়ে বলতে শুনেছি : আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর জন্য মালা তৈরি করে দিতাম। অতঃপর তিনি (তাঁর) কুরবানীর পশু (মক্কার) পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু পশু কুরবানী হওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি এমন কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতেন না যা থেকে সাধারণত ইহরামধারী ব্যক্তিগণ বিরত থাকে।

৩.৭৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩০৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন নুমায়র (র) আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬২- بَابُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنْ احتَاجَ إِلَيْهَا

৬২. পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনে কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করা জায়েয

৩.৭৮. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرَكِبُهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ أَرَكِبُهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ -

৩০৭৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট টেনে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি বললেন : এর পিঠে সওয়ার হও। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কুরবানীর উট। তিনি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বারে বললেন : তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর।

৩.৭৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقْلَدَةً -

৩০৭৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু যিনাদ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, একদা এক ব্যক্তি গলায় মালা পরিহিত একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

৩.৮০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقْلَدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلَكَ ارْكَبْهَا فَقَالَ بَدَنَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَيْلَكَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ارْكَبْهَا -

৩০৮০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) হাম্মাম ইব্ন মুনবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে এগুলো আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এর গলায় মালা পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কুরবানীর পশু। তিনি বললেন : তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর, তোমার জন্য আফসোস! এর পিঠে আরোহণ কর।

৩.৮১- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -

৩০৮১. আমরুন-নাকিদ, সুরায়জ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে একটি উট টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন : এর পিঠে চড়ে যাও। সে বলল, এটা কুরবানীর উট। তিনি দুই-তিনবার বললেন : এর পিঠে চড়ে যাও।

৩.৮২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ وَإِنْ -

৩০৮২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে কুরবানীর উট অথবা কুরবানীর পশু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন : পিঠে চড়ে যাও। সে বলল, এটা কুরবানীর উট বা কুরবানীর পশু। তিনি বললেন : তাহলেও।

৩.৮৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبَدَنَةٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩০৮৩. আবু কুরায়ব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে একটি কুরবানীর উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩.৮৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا -

৩০৮৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, প্রয়োজনে এর পিঠে আরোহণ করতে পার, একে কষ্ট না দিয়ে- যতক্ষণ না অন্য সওয়ারী পাও।

৩.৮৫- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا -

৩০৮৫. সালামা ইবন শাবীব (র) আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-এর নিকট কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, আমি নবী সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : সহানুভূতির সাথে এর পিঠে আরোহণ কর- যদি অন্য সওয়ারী না পাও।

৬২- بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطَبَ فِي الطَّرِيقِ

৬৩. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে কি করতে হবে

৩.৮৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهَذَلِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ

بِدَنَّةٍ يَسُوقُهَا فَازَحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا فَقَالَ لَنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْتَحْفِينَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَضْحَيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْدِثْ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَّتِهِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسِتِّ عَشْرَةَ بَدَنَّةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمْرَةٍ فِيهَا قَالَ فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَى مِنْهَا قَالَ انْحَرِّهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ -

৩০৮৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া আবদুল ওয়ারিস থেকে এবং তিনি আবুত-তায়্যাহ হুযালী থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা ইব্ন সালামা হুযালী (র) বলেন, আমি ও সিনান ইব্ন সালামা উমরা পালনের জন্য রওনা হলাম। সিনানের একটি কুরবানীর উট ছিল। সে সেটি হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সেটি অচল হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে সে অসহায় ও চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ল এবং (মনে মনে বলল) এ যদি সামনে অগ্রসর না হতে পারে, তবে এটাকে কি করে গন্তব্যস্থলে নেয়া যাবে? সে বলল, যদি মক্কা পর্যন্ত পৌঁছতে পারতাম তবে এ সম্পর্কে ভালরূপে মাসআলা জেনে নিতাম। রাবী বলেন, আমরা দিনের প্রথমভাগে আবার চলতে শুরু করলাম এবং 'বাতহা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দিলাম। সিনান বলল, চল আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে (বিষয়টি) আলোচনা করি। রাবী বলেন, সিনান তার নিকট নিজের উটের কথা বর্ণনা করল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি উত্তমরূপে অবহিত ব্যক্তির নিকটই এসে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির মাধ্যমে ষোলটি উট (মক্কার হরমে) পাঠালেন এবং তাকে এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন। রাবী বলেন, সে রওনা হয়ে গেল এবং পুনরায় ফিরে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি এর মধ্যকার কোন পশু চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে, তবে কি করব? তিনি বললেন : তা যবেহ করো এবং এর (গলায় বাঁধা) জুতা জোড়া রক্তে রঞ্জিত করে এর কুঁজের উপর রেখে দিও। এর গোশত তুমিও খাবে না তোমার সঙ্গীদের কেউও খাবে না।

৩০৮৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে আঠারটি উট (কুরবানীর জন্য মক্কার হরমে) পাঠালেন। অবশিষ্ট আবদুল ওয়ারিসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ সনদে হাদীসের প্রথমাংশের (সিনানের সাথে সংশ্লিষ্ট) ঘটনা উল্লেখ নেই।

৩.৮৮. حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُذْنِ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتُ عَلَيْهِ مَوْتًا فَأَنْحَرَهَا ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبُ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمُهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ -

৩০৮৮. আবু গাস্‌সান মিসমাঈ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট যুওয়ায়ব আবু কাবীসা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুরবানীর উটসহ (মক্কায়) পাঠাতেন এবং বলে দিতেন : “এগুলোর মধ্যকার কোন উট দুর্বল হয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং তুমি এর মৃত্যুর আশংকা করলে তা যবেহ করে দিও। অতঃপর এর (গলায় বাঁধা) জুতা জোড়া রক্ত রঞ্জিত করে এর কুঁজে ছাপ মেরে দিও। তুমি এবং তোমার সঙ্গীদের কেউই এর গোশত খাবে না।”

৬৪. بَابُ وَجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

৬৪. পরিচ্ছেদ : বিদায়ী তাওয়াফ বাধ্যতামূলক কিন্তু ঋতুমতী মহিলার ক্ষেত্রে তা পরিত্যাজ্য

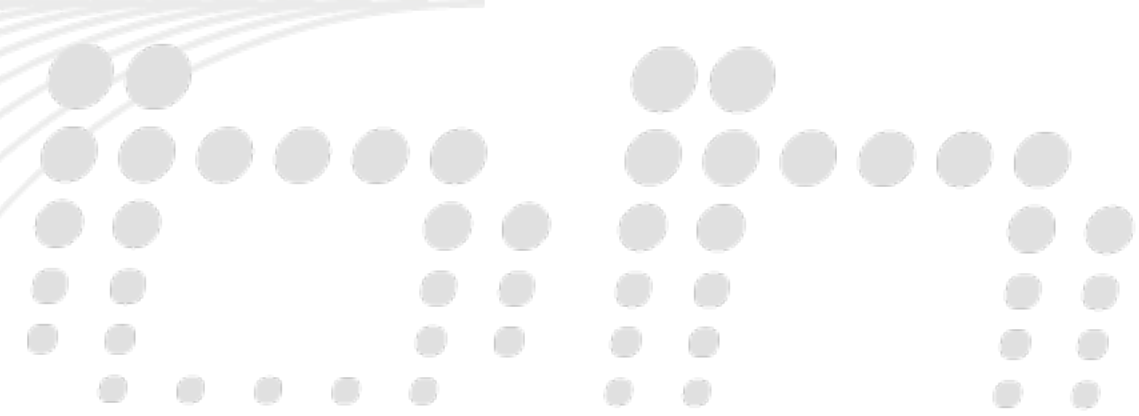
৩.৮৯. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ زُهَيْرٌ يَنْصَرِفُونَ كُلُّ وَجْهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي -

৩০৮৯. সাঈদ ইবন মানসূর ও যুহায়র ইবন হারব (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিভিন্নভাবে প্রত্যাবর্তন করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “কেউই যেন প্রত্যাবর্তন না করে, যাবৎ না তার সর্বশেষ কাজ হবে শেষবারের মত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ।

৩.৯. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمُ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ -

৩০৯০. সাঈদ ইবন মানসূর ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (প্রত্যাবর্তনকালে) তাদের সর্বশেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ। কিন্তু ঋতুমতী মহিলাদেরকে তা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে।

৩.৯১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاءُوسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ



বাংলা হাদিস

أَخْرُ عَهْدَهَا بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فَلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ -

৩০৯১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। যাদ ইব্ন সাবিত (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি কি এই ফাতওয়া দিচ্ছেন যে, হায়যথস্তু মহিলারা বিদায়ী তাওয়াফ না করেই প্রস্থান করতে পারবে? ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে বললেন, যদি আপনি আশ্বস্ত না হতে পারেন, তবে অমুক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন? তাউস বলেন, যাদ ইব্ন সাবিত (রা) হাসতে হাসতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আমি মনে করি আপনি সত্য কথাই বলেছেন।

৩. ৯২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَابِسْتُنَاهِيَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْتَنْفِرْ -

৩০৯২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ লায়স থেকে তিনি ইব্ন শিহাব থেকে এবং তিনি আবু সালামা ও উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া বিনত হুয়াই (রা) তাওয়াফে ইফাযা করার পর হায়যথস্তু হয়ে পড়েন। আয়েশা (রা) আরও বলেন, আমি তার হায়যের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উল্লেখ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তাওয়াফে ইফাযা করার পর হায়যথস্তু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে সে রওনা হতে পারে।^১

৩. ৯২- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ طَمِثْتُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ -

৩০৯৩. আবু তাহির, হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া ও আহমদ ইব্ন ঈসা (র) ইব্ন ওয়াহাব থেকে তিনি ইউনুস থেকে এবং তিনি ইব্ন শিহাব (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী সাফিয়া বিনত

১. হাজীগণকে তিনবার কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে হয় : (১) মক্কা শরীফে পৌঁছেই। এটাকে বলে তাওয়াফে কুদূম বা আগমণী তাওয়াফ। এই তাওয়াফ সুন্নাত। (২) ১০ই যিলহজ্জ মিনা থেকে ফিরে এসে। এটাকে বলে তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারাহ। এই তাওয়াফ ফরয এবং হজ্জের রুকন। (৩) মক্কা থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে। এটাকে বলে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য এই তাওয়াফ ওয়াজিব। তাওয়াফে ইফাযার পূর্বে কোন মহিলা হায়যথস্তু হলে বা সন্তান প্রসব করলে সে পাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। পাক হওয়ার পর এই তাওয়াফ সেরে প্রস্থান করবে। তাদের ক্ষেত্রে তাওয়াফে বিদা বাধ্যতামূলক নয় (অনুবাদক)।

হুয়াই বিদায় হজ্জকালে পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে ইফাযা করার পর হায়যগ্রস্ত হন। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত লায়সের হাদীসের অনুরূপ।

৩.৯৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةً قَدْ حَاضَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ -

৩০৯৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ, যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবদুর রহমান ইবন কাসিম তার পিতা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন, সাফিয়া (রা)-এর হায়য হয়েছে। অবশিষ্ট যুহরীর হাদীসের অনুরূপ।

৩.৯৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيْضَ صَفِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تُفِيْضَ قَالَتْ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسْتُنَا صَفِيَّةٌ قُلْنَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذْنَ -

৩০৯৫. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, সাফিয়া (রা) তাওয়াফে ইফাযা করার পূর্বেই হায়যগ্রস্তা হয়ে পড়বেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং বললেন : “সাফিয়া কি আমাদের আটকে রাখবে?” আমরা বললাম, তিনি তাওয়াফে ইফাযা করেছেন। তিনি বললেন : “তাহলে নয়।”

৩.৯৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَبِيبٍ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُمْ بِالْبَيْتِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرُجْنَ -

৩০৯৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাফিয়া বিনত হুয়াই হায়যগ্রস্তা হয়ে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হয়ত সে আমাদের আটকে রাখবে। সে কি তোমাদের সঙ্গে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেনি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তোমরা চল।

৩.৯৭- حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ لَعَلَّه قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ مِنْ

صَفِيَّةَ بِذَنْسَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا حَائِضٌ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ -

৩০৯৭. হাকাম ইবন মুসা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন পুরুষ স্ত্রীর সাথে সাধারণত যা করার ইচ্ছা করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাফিয়া (রা)-এর সাথে তাই করার ইচ্ছা করলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি হায়যগ্ধস্তা। তিনি বললেন : তাহলে সে তো আমাদের এখানে আটকে রাখবে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ-এর) যিয়ারত করেছেন। তিনি বললেন : তাহলে সে তোমাদের সঙ্গে যাত্রা করুক।

২. ৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةٌ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَتِيبَةً حَزِينَةً فَقَالَ عَقْرَى حَلَقَى إِنَّكَ لَحَابِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَكُنْتَ أَفْضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي -

৩০৯৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) হাকাম ইব্রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন সাফিয়াকে তাঁর তাঁবুর দরজায় চিন্তিতা ও অবসাদগ্ধস্তা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : বক্ষ্যা, নেড়ি! তুমি আমাদের (এখানে) আটকে রাখবে? তিনি পুনরায় তাকে বললেন : তুমি কি কুরবানীর দিন (বায়তুল্লাহ) যিয়ারত করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে রওনা হও।

২. ৯৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا يَذْكُرَانِ كَتِيبَةً حَزِينَةً -

৩০৯৯. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও যুহায়র ইবন হারব (র) আয়েশা (রা) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাকামের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে 'চিন্তিতা' ও 'অবসাদগ্ধস্তা' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ নেই।

৬৫. ৬৫. بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَالِدُعَاءِ فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا

৬৫. পরিচ্ছেদ : হজ্জ পালনকারী ও অন্যান্যের জন্য কা'বাঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং সালাত আদায় করা, এর সকল পার্শ্বে দু'আ করা মুস্তাহাব

২১০০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى -

৩১০০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং উসামা, বিলাল ও উসমান ইবন তালহা হাজাবী (রা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলেন। ইবন উমর (রা) বলেন, বিলাল যখন বের হয়ে আসল আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করেছেন? তিনি বললেন, তিনি দুইটি থাম নিজের বাঁ দিকে, একটি থাম ডান পাশে এবং তিনটি থাম পেছনে রেখে সালাত আদায় করলেন। তৎকালে বায়তুল্লাহ ছয়টি থামের উপর স্থাপিত ছিল।

৩১.১- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ الْبَابَ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلَى إِثَرِهِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ آيْنَ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى -

৩১০১. আবুর-রবী যাহরানী, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু কামিল জাহদারী হাম্মাদ (র) থেকে, তিনি আয্যাব থেকে, তিনি নাফি' থেকে এবং তিনি ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ (মক্কায়) এলেন এবং কা'বার চত্বরে অবতরণ করলেন। অতঃপর উসমান ইবন তালহা (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি চাবি নিয়ে এলেন এবং (কা'বার) দরজা খুললেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী ﷺ বিলাল, উসামা ইবন যায়দ ও উসমান ইবন তালহা (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ দরজা (ভিতর থেকে) বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন, অতএব তা বন্ধ করে দেয়া হলো। তারা কিছু সময় ভিতরে অবস্থান করলেন। অতঃপর দরজা খোলা হ'ল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বাইরে সকলের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হলাম এবং বিলাল তাঁর পেছনে ছিলেন। আমি বিলালকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন্ জায়গায়? বিলাল (রা) বললেন, তাঁর সামনের দুইটি থামের মাঝখানে। ইবন উমর (রা) বলেন, তিনি কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, বিলালের নিকট তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গেছি।

৩২.২- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ اثْنِي بِالْمِفْتَاحِ فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنِيهِ أَوْ لَيُخْرِجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي قَالَ فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -

৩২০২. ইব্ন আবু উমর (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর উষ্ট্রীতে আরোহণ করে (মক্কায়) আগমণ করেন। উসামা (রা) উষ্ট্রীকে কা'বার চত্বরে বসান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইব্ন তালহা (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন, আমার নিকট (কা'বার) চাবি নিয়ে এসো। তিনি তার মায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে চাবি চাইলেন কিন্তু তিনি তাকে চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানান। উসমান (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! চাবি দিন, অন্যথায় এই তরবারি আমার পিঠ ভেদ করে চলে যাবে। অতঃপর তিনি তাকে চাবি দিলেন। তিনি চাবি নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে তা তাঁকে প্রদান করেন। তিনি কা'বার দরজা খুললেন। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাম্মাদ ইব্ন যায়দের হাদীসের অনুরূপ।

৩১.৩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩১০৩. যুহায়র ইব্ন হারব, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা, বিলাল ও উসমান ইব্ন তালহা (রা)। লোকেরা অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ করে রাখল। অতঃপর তা খোলা হ'ল। আমিই সর্বপ্রথম (অগ্রসর হয়ে ভিতরে) প্রবেশ করে বিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছেন? বিলাল বললেন, সামনের দুই থামের মাঝখানে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

৩১.৪- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ وَاجَافَ عَلَيْهِمُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ فَمَكَّنُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالُوا هُنَا قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى -

৩১০৪. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা শরীফের নিকটে পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে নবী ﷺ বিলাল ও উসামা (রা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। উসমান ইবন তালহা (রা) দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা কিছু সময় কা'বার অভ্যন্তরে অবস্থান করলেন। অতঃপর দরজা খোলা হ'ল এবং নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম এবং বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কোথায় সালাত আদায় করেছেন? তারা বললেন, এখানে। ইবন উমর (রা) বলেন, তিনি কত রাক'আত সালাত আদায় করেছেন তা আমি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

৩১.৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ -

৩১০৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র) সালিম (র) থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবন যায়দ, বিলাল ও উসমান ইবন তালহা (রা) বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করলেন। অতঃপর তারা দরজা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর যখন তারা দরজা খুললেন, তখন প্রথমে আমিই ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং বিলালের সাথে মিলিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ভিতরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি দুই ইয়ামানী থামের মাঝখানে সালাত আদায় করেছেন।

৩১.৬- وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ -

৩১০৬. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, উসামা ইবন যায়দ, বিলাল ও উসমান ইবন তালহা (রা)-কে কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখলাম। তাদের সঙ্গে আর কেউ প্রবেশ করেনি। অতঃপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হ'ল। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, বিলাল অথবা উসমান ইবন তালহা (রা) আমাকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার কেন্দ্রস্থলে ইয়ামানী দুই স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

৩১.৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ بَكْرِ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ

১. সে দু'টি থাম ইয়ামানী রুকনের দিকে অবস্থিত।

تَوَمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِيهَا أَفِي زَوَايَاهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ -

৩১০৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : তোমাদের কেবল তাওয়াফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়নি? আতা বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তো কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশে নিষেধ করেননি, বরং আমি তাকে বলতে শুনেছি : উসামা ইব্ন যায়দ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এর সকল পার্শ্বে দু'আ করেছেন কিন্তু বের হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত আদায় করেননি। তিনি বের হয়ে এসে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন এবং বলেছেন, এ হ'ল কিবলা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর পার্শ্ব বলতে কি বুঝায়? তা দিয়ে কি কোণ বুঝানো হয়েছে? তিনি (আতা) বললেন, বরং সমস্ত পার্শ্ব ও কোণই কিবলা।

৩১.৮- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتٌّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ -

৩১০৮. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। আর তাতে ছিল ছয়টি স্তম্ভ। একটি থামের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তিনি দু'আ করেছেন কিন্তু সালাত আদায় করেননি।

৩১.৯- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لَا -

৩১০৯. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র) ইসমাইল ইব্ন আবু খালিদ (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর সাহাবী আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ উমরা আদায়কালে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন কি? তিনি বললেন, না।^১

১. ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি (উসূল-ফিক্‌হ) অনুযায়ী ইতিবাচক ও নেতিবাচক হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য- ইবাদত-এর ক্ষেত্রে ইতিবাচক হাদীসকে নেতিবাচক হাদীসের উপর এবং “হারাম-হালালের” ক্ষেত্রে নেতিবাচক হাদীসকে ইতিবাচক হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রয়েছে যদি তা নির্ভরযোগ্য সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হযরত বিলাল (রা)-এর বর্ণনা ইতিবাচক। এজন্য মুহাদ্দিসগণ ঐক্যবদ্ধভাবে তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কা'বা শরীফের অভ্যন্তর, এর দেয়াল অথবা দরজার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা জায়েয কিনা - এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ, ইমাম আহমদ ও ইমাম সুফয়ান সাওরী (র) সহ জমহূর (সর্বাধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলিম)-এর মতে কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা জায়েয- তা ফরয অথবা নফল যে সালাতই হোক। ইমাম মালিক (র)-এর মতে সাধারণত নফল সালাত আদায় করা জায়েয, ফরয, বিতর, ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত এবং তাওয়াফের দু'রাক'আত ইত্যাদি পড়া জায়েয নয়। ইব্ন জারীর তাবারী, আসবাগ মালিকী এবং কোন কোন আহলে জাওয়াহিরের মতে কা'বার অভ্যন্তরে ফরয-নফল কোন প্রকার সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

৬৬. ১৬- بَابُ نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

৬৬. পরিচ্ছেদ : কা'বা ঘর ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণ

৩১১০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا حَدَاثَةٌ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلَتْ لَهَا خَلْفًا.

৩১১০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার জাতির লোকদের কুফরী পরিত্যাগের যুগটি নিকটবর্তী না হলে আমি কা'বাঘর ভেঙ্গে তা ইবরাহীম (আ)-এর ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করতাম। কারণ কুরায়শগণ কা'বাঘর নির্মাণের সময় এর আয়তন ছোট করে দিয়েছে। আর তার পেছনে একটি দরজা স্থাপন করতাম।

৩১১১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৩১১১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) হিশাম (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত।

৩১১২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكَ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا حَدَثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِئْلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنْ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

৩১১২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি কি দেখনি যে, তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বাঘর নির্মাণের সময় তা ইবরাহীম (আ)-এর ভিতের চেয়ে ছোট করে দেয়? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি তা ইবরাহীম (আ)-এর ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করতে চান? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কওমের কুফরী পরিত্যাগের যুগটি যদি নিকটতর না

এখানে 'উমরাতুল কায়া'-এর কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ৭ম হিজরীতে তা আদায় করেন (কাফিরদের প্রতিরোধের ফলে ৬ষ্ঠ হিজরীতে যে উমরা পালন করা সম্ভব হয়নি)। তখন কা'বার অভ্যন্তরে অসংখ্য মূর্তি স্থাপিত ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অংকিত থাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর কা'বাকে মূর্তি ও প্রতিকৃতি মুক্ত করার পর তিনি এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সালাত আদায় করেন।

হতো (তবে তাই করতাম)। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, যদিও বা আয়েশা (রা) তা রাসূলুল্লাহ পাকাতাহ আল্লাহি তয়াসাতাহ-এর মুখে শুনে থাকেন তবে আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ পাকাতাহ আল্লাহি তয়াসাতাহ হিজর (হাতীম) সংলগ্ন রুক্ন দুটি স্পর্শ করা কেবল এ কারণেই পরিত্যাগ করেছেন যে, বায়তুল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর গোটা ভিতের উপর পুনর্নির্মিত হয়নি।

২১১২- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بِجَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَجَعَلْتُ بِأَبَاهَا بِالْأَرْضِ وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ -

৩১১৩. আবুত-তাহির ও হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র) নবী পাকাতাহ আল্লাহি তয়াসাতাহ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ পাকাতাহ আল্লাহি তয়াসাতাহ-কে বলতে শুনেছি : তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি জাহিলী যুগের কাছাকাছি না হতো অথবা নিকট অতীতে কুফরী ত্যাগ না করত, তবে আমি অবশ্যই কা'বায় পূজীভূত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতাম, এর দরজা ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম এবং হাতীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম।

২১১৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَنِي خَالَتِي يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَالزَّقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ -

৩১১৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) সাঈদ ইব্ন মীনাআ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমার খালা আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী পাকাতাহ আল্লাহি তয়াসাতাহ বললেন : হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা নিকট অতীতে শিরক পরিত্যাগ না করলে আমি কা'বাঘর ভেঙ্গে এর ভিত ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম। এর দু'টি দরজা করতাম- একটি পূর্বদিকে, অপরটি পশ্চিমদিকে এবং আল-হিজর (হাতীম)-এর ছয় গজ স্থান কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতাম। কেননা কুরায়শরা কা'বা ঘর নির্মাণকালে এর ভিত ছোট করে দেয়।

২১১৫- حَدَّثَنَا هُبَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرْكُهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّبَهُمْ أَوْ يُحَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقِضُهَا ثُمَّ أَنَبِيَّ بِنَاءَهَا أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى

مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا أَرَى أَن تَصْلَحَ مَاوَهِي مِنْهَا وَتَدْعُ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَن يَنْقُضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَن يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَتَنَقَّضُوهُ حَتَّى بَلَّغُوا بِهِ الْأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمَدَةً فَسَتَرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَقْوِي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجَرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ وَكَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَالَ فَانَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ قَالَ فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجَرِ حَتَّى أَبْدَى أَسَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكُعْبَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشَرَ أَذْرُعٍ وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يَدْخُلُ مِنْهُ وَالْآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أَسٍ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِیْخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقْرَهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجَرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فَتَنَقَّضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ -

৩১১৫. হান্নাদ ইবনুস সারী (র) আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার সময় কা'বাঘর দক্ষীভূত হয়েছিল- যখন সিরীয় বাহিনী মক্কায় যুদ্ধে লিপ্ত ছিল (৬৩ হিজরী) এবং কা'বার যা হবার তাই হ'ল। হজ্জের মৌসুমে লোকদের আগমনের সময় আবদুল্লাহ ইবন যুবার (রা) কা'বাকে এই অবস্থায় রেখে দিলেন। তার উদ্দেশ্যে ছিল লোকদেরকে উদ্দীপ্ত করা অথবা তাদের মধ্যে সিরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মনোবল সৃষ্টি করা। লোকেরা সমবেত হলে তিনি বললেন, হে জনগণ! আমাকে কা'বাঘর সম্পর্কে পরামর্শ দিন। আমি কি তা ভেঙ্গে ফেলে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তুলব, নাকি শুধু এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করব?

ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আমার মনে একটি মতের উদয় হয়েছে, আমি মনে করি যে, শুধু ক্ষতিগ্রস্ত অংশ তুমি মেরামত করবে এবং লোকদের ইসলাম গ্রহণ ও নবী ﷺ-এর নবুওয়াত লাভকালীন সময়ে কা'বাঘর ও পাথরসমূহ যে অবস্থায় ছিল, তা সেই অবস্থায় রেখে দেবে। ইবন যুবার (রা) বললেন, আপনাদের কারো ঘর অগ্নিদগ্ধ হলে তা সংস্কার না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন না। অতএব আপনাদের প্রতিপালকের ঘর কি

করে এরূপ জীর্ণ অবস্থায় রাখা যেতে পারে? আমি আমার রব-এর কাছে তিন দিন ইস্তিখারা করব (অভিপ্রায় অবগত হওয়ার জন্য)। অতঃপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তিন দিন পর তিনি কা'বার ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণের দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

লোকেরা আশংকা করল যে, সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি কা'বার ছাদে উঠবে, সে হয়ত কোন আসমানী গযবে নিপতিত হবে। শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি (ছাদ ভাঙ্গার জন্য) কা'বার ছাদে উঠল এবং তার একটি পাথর নিচে ফেলল। লোকেরা যখন দেখল সে কোন বিপদে পড়েনি, তখন তারাও তাকে অনুসরণ করল এবং কা'বার ভেঙ্গে যমীনের সাথে মিশিয়ে দিল। অতঃপর ইব্ন যুবায়র (রা) কতগুলো থাম স্থাপন করে এগুলোর সাথে পর্দা বুলিয়ে দিলেন। অবশেষে কা'বার দেয়ালের গাঁথুনি উচ্চ হ'ল।

ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, অবশ্যই আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন : “লোকেরা যদি নিকট অতীতে কুফরী ত্যাগ না করত এবং আমার নিকটও কা'বাকে পুনর্নির্মাণ করার মত অর্থ-সামর্থ্যও নেই- তাহলে আমি অবশ্যই আল-হিজর (হাতীম)-এর পাঁচ গজ স্থান কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং লোকদের প্রবেশের জন্য ও বের হওয়ার জন্য এর দুটি দরজা বানাতাম।” ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, বর্তমানে আমার হাতে তা নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে এবং লোকদের তরফ থেকেও কোন প্রতিবাদের আশংকা নেই। রাবী বলেন, এরপর তিনি হাতীমের পাঁচ গজ এলাকা কা'বার অন্তর্ভুক্ত করলেন। এভাবে তিনি (পুরাতন) ভিত উন্মোচন করলেন [যার উপর ইবরাহীম (আ) তা গড়েছিলেন] এবং লোকেরা তা অবলোকন করল। এই ভিতের উপর দেয়াল গড়ে তোলা হ'ল। কা'বার দৈর্ঘ্য ছিল আঠার গজ। তা যখন (প্রস্থে) বাড়ানো হ'ল, তখন (স্বাভাবিকভাবেই দৈর্ঘ্যে) তা ছোট হওয়ায় দৈর্ঘ্যে তা আরও দশ গজ বৃদ্ধি করা হ'ল এবং এর দু'টি দরজা নির্মাণ করা হ'ল, একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য।

ইব্ন যুবায়র (রা) শহীদ হলে হাজ্জাজ (ইব্ন ইউসুফ) আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানকে তা লিখে জানাল। সে আরও জানাল যে, ইব্ন যুবায়র (কা'বারঘর) সেই ভিতের উপর নির্মাণ করেছে [যা ছিল ইবরাহীম (আ)-এর ভিত] এবং মক্কার বিশ্বস্ত লোকেরা তা যাচাই করে দেখেছে। আবদুল মালিক তাকে লিখে পাঠালেন যে, কোন বিষয়ে ইব্ন যুবায়রকে অভিযুক্ত করার প্রয়োজন আমাদের নেই। সে দৈর্ঘ্যে যতটুকু বর্ধিত করেছে, তা বহাল রাখ এবং হাতীমের দিকে যতটুকু বর্ধিত করেছে, তা ভেঙ্গে পূর্বাবস্থায় নিয়ে আসো। আর সে যে (নতুন) দরজা খুলেছে তা বন্ধ করে দাও। এরপর হাজ্জাজ তা ভেঙ্গে পূর্বের ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করে।

২১১৬- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا قَالَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا قَالَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْ لَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشَّرِّكَ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَأَ لِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيكَ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ

اللَّهُ بْنُ عَبِيدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَذَرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكَ رَفَعُوا بِأَبِهَا قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُوْنَهُ يَدْعُوْنَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهٗ وَمَا تَحَمَّلَ -

৩১১৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবু রবিআ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দ বলেন, হারিস ইব্ন আবদুল্লাহ প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের রাজত্বকালে তার নিকট গিয়েছিলেন। আবদুল মালিক বললেন, আমি মনে করি না যে, আবু খুবায়র অর্থাৎ ইব্ন যুবায়র (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন যার দাবি তিনি করে থাকেন। [অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর ভিত-এর উপর কা'বা ঘরের পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভিপ্রায় সম্পর্কিত কোন হাদীস তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট শুনেছেন]। হারিস বলেন, হ্যাঁ, আমি নিজেই তার নিকট এই হাদীস শুনেছি। আবদুল মালিক বললেন, আপনি তাকে কি বলতে শুনেছেন? হারিস বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : “তোমার কওমের লোকেরা কা'বা ঘরের ভিত (আয়তনে) ছোট করে ফেলেছে। নিকট অতীতে তারা শিরক পরিত্যাগ না করলে আমি তাদের পরিত্যক্ত অংশটুকু কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি আমার পরে তা পুনর্নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে এস, আমি তোমাকে তাদের পরিত্যক্ত অংশটুকু দেখিয়ে দিই” – অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা-কে (হাতীম সংলগ্ন) প্রায় সাত গজ স্থান দেখিয়ে দিলেন। এই হাদীস আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত। ওয়ালীদ ইব্ন আতা এ বর্ণনার উপর আরো বৃদ্ধি করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : “আমি যমীনের সমতলে দু'টি দরজা নির্মাণ করতাম – একটি পূর্বদিকে এবং অপরটি পশ্চিমদিকে। তুমি কি জান তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বার দরজা (ভূমি থেকে) উঁচুতে স্থাপন করেছে কেন?” আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, না। নবী ﷺ বললেন : “গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে (তারা এটা করেছে) যাতে কেবল সেই ব্যক্তিই কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে – যাকে তারা অনুমতি দেবে। যখন কোন ব্যক্তি কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা করত, তারা তাকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দিত। এমনকি সে যখন তাতে প্রবেশ করত, তখন তারা তাকে টেনে নিচে ফেলে দিত।” আবদুল মালিক হারিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আয়েশা (রা)-কে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, কিছুক্ষণ তিনি হাতের ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন, এরপর বললেন : আমার মনে হয় যে দায়ভার তিনি নিজে বহন করেছিলেন তার উপর যদি তাকে ছেড়ে দিতাম সেটাই ভাল হত।

৩১১৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَارِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ -

৩১১৭. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন জাবালা ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এই সনদে ইব্ন বকর-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১১৮. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْ لَا حَدَّثَانُ قَوْمَكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قَوْمَكَ قَصَرُوا فِي الْبِنَاءِ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّا سَمِعْتُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هَذَا قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ -

৩১১৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) আবু কাযাআ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে বলে উঠলেন, আল্লাহ ইবন যুবারকে ধ্বংস করুন- যেহেতু সে উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে যে, সে তাকে নাকি বলতে শুনেছে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আয়েশা! তোমার সম্প্রদায় যদি নিকট অতীতে কুফরী পরিত্যাগকারী না হতো তবে আমি কা’বাঘর ভেঙ্গে তাতে হাতীমের অংশ যুক্ত করে দিতাম। কারণ তোমার সম্প্রদায় কা’বার আয়তন ছোট করে দিয়েছে।” (আবদুল মালিকের এই কথার উপর) হারিস ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু রবীআ বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! এই কথা আর বলবেন না। কারণ আমি নিজে উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা)-কে একথা বলতে শুনেছি। অতঃপর আবদুল মালিক বললেন, কা’বাঘর ভাঙ্গার পূর্বে যদি আমি তা শুনে পেতাম, তাহলে ইবন যুবারের ভিতের উপরই তা রেখে দিতাম।

২১১৯. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتَ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَمْ يَدْخُلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكَ قَصَرَتْ بِهِمُ النِّفْقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكَ لِيَدْخُلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكَرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ -

৩১১৯. সাঈদ ইবন মানসূর আবুল আহওয়াস থেকে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হাতীম কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তারা কেন এটাকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করেনি? তিনি বললেন : তোমার সম্প্রদায়ের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এর দরজা উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন : তাও তোমার সম্প্রদায়ের কান্ড- যাতে তাদের কাক্ষিত ব্যক্তি তাতে প্রবেশাধিকার পায় এবং তাদের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। তোমার কওমের জাহিলিয়াত পরিত্যাগের যুগ নিকটতম না হলে এবং আমার যদি এই আশংকা না হতো যে, তাদের অন্তর অপসন্দ করতে পারে- তা হলে আমি অবশ্যই হাতীমকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা এবং কা’বার দরজা যমীনের সমতলে স্থাপন করার বিষয়ে বিবেচনা করতাম।

২১২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَجَرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَقَالَ فِيهِ فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفَعًا لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلَّمٍ وَقَالَ مَخَافَةٌ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ -

৩১২০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-হিজর (হাতীম) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। এরপর পূর্বোক্ত আবুল-আহওয়াসের বর্ণনার অনুরূপ। এই বর্ণনায় আছে [আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন], “এর দরজা উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি যে, সিঁড়ি ব্যতীত তাতে উঠা যায় না?” এতে আরো আছে : “তাদের অন্তরে আপত্তি জাগার আশংকায়।”

৬৭- بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِمَا نَهَى وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ

৬৭. পরিচ্ছেদ : বিকলাংগ, বার্ধক্য ইত্যাদির কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হতে অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ সম্পাদন

২১২১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَهُ الْفَضْلُ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتَ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حُجَّةِ الْوَادِعِ -

৩১২১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইবন আব্বাস (রা) সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় খাসআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে আসলো। ফযলও তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযল (রা)-এর মুখমন্ডল অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যে হজ্জ ফরয করেছেন- আমার অতি বৃদ্ধ পিতার উপরও তা বর্তিয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

২১২২. حَدَّثَنِي عَلَى بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَحُجِّ عَنْهُ -

৩১২২. আলী ইব্ন খাশরম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে তার ভাই ফযলের সূত্রে বর্ণিত। খাসআম গোত্রের এক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তার উপর আল্লাহর ধার্যকৃত হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি তার উটের পিঠে বসে থাকতে সক্ষম নন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।

৬৮. পরিচ্ছেদ : নাবালকের হজ্জ করা জায়েয এবং যে ব্যক্তি তাকে নিয়ে হজ্জ করে, তার সাওয়াব

৩১২৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবু উমর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওহা নামক স্থানে একদল আরোহীর সাক্ষাত পেলেন। তিনি বললেন, তোমরা কোন সম্প্রদায়ের লোক? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল। এরপর এক মহিলা তাঁর সামনে একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্য সাওয়াব রয়েছে।

৩১২৪. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার শিশু পুত্রকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ এবং তোমার জন্য রয়েছে সাওয়াব।

৩১২৫. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার শিশু পুত্রকে তুলে ধরে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্য আছে সাওয়াব।

৩১২৬. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার শিশু পুত্রকে তুলে ধরে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তোমার জন্য আছে সাওয়াব।

৩১২৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬৯. ۶۹- بَابُ فَرَضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ

৬৯. পরিচ্ছেদ : জীবনে একবার হজ্জ পালন ফরয

৩১২৭- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ -

৩১২৭. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন : হে লোকসকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতি বছর? রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন এবং সে তিনবার কথাটি বলল। এর শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি হাঁ বললে তা অবধারিত হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। তিনি পুনরায় বললেন : তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পূর্বকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোন কিছু করার নির্দেশ দেই- তোমরা তা যথাসাধ্য পালন কর এবং যখন তোমাদের কোন কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা পরিত্যাগ কর।

৭০. ۷۰- بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مُحَرِّمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

৭০. পরিচ্ছেদ : মাহরামের সঙ্গে মহিলাদের হজ্জ বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় সফর করা

৩১২৮- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحَرِّمٍ -

৩১২৮. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মহিলা যেন মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া একাকী তিন দিনের (দূরত্বে) সফর না করে।

৩১২৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحَرِّمٍ -

৩১২৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ...উবায়দুল্লাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। আবু বকর (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে 'তিন দিনের অতিরিক্ত' আর ইবন নুমায়র (র)-এর পিতার সূত্রের বর্ণনায় রয়েছে- তিনরাত।

৩১৩০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ -

৩১৩০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে- তার জন্য কোন মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া তিন দিনের দূরত্বে সফর করা বৈধ নয়।

৩১৩১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا -

৩১৩১. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... কাযা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট থেকে একটি হাদীস শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কি এটা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে যা শুনি নি তা কেন তাঁর নামে বলব। কাযা'আ (র) বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “তোমরা কেবল তিনটি মসজিদের দিকেই (সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করঃ “আমার এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসা।” আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি : “কোন মহিলা যেন দুই দিনের পথেও সফর না করে- তার সাথে তার কোন মাহরাম পুরুষ অথবা তার স্বামী ব্যতীত।”

৩১৩২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا فَأَعْجَبَنِي وَأَنْقَنَنِي نَهَى أَنْ تَسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَأَقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ -

৩১৩২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চারটি কথা শুনেছি এবং তা আমাকে বড় মুগ্ধ করেছে ও আমার বড় পসন্দ হয়েছে। তিনি স্বামী অথবা

কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত কোন মহিলাকে দুই দিনের পথও সফর করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১২৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مَنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ -

৩১৩৩. উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন স্ত্রীলোক যেন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত তিন দিনের দূরত্বের পথ সফর না করে।

২১২৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ -

৩১৩৪. আবু গাস্‌সান মিসমাঈ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন স্ত্রীলোক যেন তিন দিনের দূরত্বের পথ একাকী সফর না করেন- একজন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত।

২১২৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ -

৩১৩৫. ইবন মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে এই সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে : “তিন দিনের অতিরিক্ত দূরত্ব, সাথে মাহরাম পুরুষ ব্যতীত”।

২১২৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا -

৩১৩৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত এক রাতের পথও সফর করা বৈধ নয়।

২১২৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ -

৩১৩৭. যুহায়র ইবন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কোন মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে- তার জন্য সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত এক দিনের দূরত্বের পথ সফর করা হালাল নয়।

৩১৩৮. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا۔

৩১৩৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে কোন মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে- তার জন্য সংগে কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত এক দিন ও এক রাতের দূরত্বের পথও সফর করা হালাল নয়।

৩১৩৯. حَدَّثَنَا أَبُو كَاتِبٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا۔

৩১৩৯. আবু কামিল জাহদারী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত তিন দিনের দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।

৩১৪০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا۔

৩১৪০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে- তার জন্য তার পিতা অথবা তার ছেলে অথবা তার স্বামী অথবা তার ভাই অথবা তার অপর কোন মাহরাম আত্মীয় ছাড়া তিন দিন বা তার অতিরিক্ত সময়ের পথ সফর করা হালাল নয়।

৩১৪১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

৩১৪১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩১৪২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ

النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذًا وَكَذَا قَالَ أَنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ -

৩১৪২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি : সাথে মাহরাম পুরুষ না থাকা অবস্থায় কোন নারীর সাথে কোন পুরুষ লোক যেন একান্তে সাক্ষাত না করে। কোন স্ত্রীলোক যেন সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া একাকী সফর না করে। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে এবং আমাকে অমুক সৈন্য বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে— যা অমুক স্থানে যুদ্ধে যাবে। তিনি বললেন : তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।

৩১৪৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْنَدِ نَحْوَهُ -

৩১৪৩. আবুর রাবী' যাহরানী (র) আমর ইবন দীনার (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩১৪৪. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ -

৩১৪৪. ইবন আবু উমর (র)..... ইবন জুরায়জ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর নিম্নোক্ত কথার উল্লেখ নাই : “কোন পুরুষ লোক যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে, কিন্তু তার সাথে তার কোন মাহরাম পুরুষ থাকলে স্বতন্ত্র কথা।”^১

১. উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, মাহরাম সফর সংগী ছাড়া কোন মহিলার পক্ষে একাকী সফর করা সাধারণত জায়েয নয়। জমহূরের মতে স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষ (যাদের সাথে চিরকালের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ) সাথে না থাকলে কোন মহিলার জন্য হজ্জের সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার সাথে তার মাহরাম থাকা শর্ত। তবে তার বাড়ি মক্কা শরীফ থেকে তিন মঞ্জিলের মধ্যে হলে তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সাথে মাহরাম থাকা শর্ত নয়, সে একাই হজ্জের সফরে বের হতে পারে। হাসান বাসরী (র) এবং ইব্রাহীম নাখঈ (র)-এরও এই মত। [বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায় দেখুন]

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর] ইমাম মালিক, শাফিঈ (প্রসিদ্ধ মত), আওয়াঈ, আতা, সাঈদ ইবন জুবায়র ও ইবন সীরীনের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য কোন মহিলার সাথে তার মাহরাম থাকা শর্ত নয়, বরং নিজের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক। ইমাম শাফিঈর মতে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ হয় : (১) স্বামী বা (২) অন্য কোন মাহরাম পুরুষ বা (৩) একদল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মহিলা। এই তিনটির কোন একটির অভাবে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হয় না। কতক মনীষী নফল হজ্জ ও ব্যবসায়িক সফর মাহরাম ব্যতীত জায়েয বলেন— যদি তা একদল নির্ভরযোগ্য মহিলার একত্র সফর হয়।

৭১. بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ مُتَوَجِّهًا لِسَفَرٍ حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَبَيَانِ الْاَفْضَلِ مِنْ ذَلِكَ الذِّكْرِ

৭১. পরিচ্ছেদ : হজ্জের সফরে বা অন্য কোন সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহনে আরোহণকালে দু‘আ পড়া মুস্তাহাব এবং এর উত্তম দু‘আর বর্ণনা

৩১৪৫. حَدَّثَنِي هُرُؤُنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْهَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ ابْنُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ -

৩১৪৫. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে তাঁর উটে আরোহণের সময় তিনবার “আল্লাহ্ আকবার” (আল্লাহ্ মহান) বলতেন, এরপর যে দু‘আ পাঠ করতেন তার অর্থ এই :

“পবিত্র মহান সেই সত্তা- যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট কল্যাণ, তাকওয়া এবং তোমার সন্তুষ্টি বিধানকারী কাজের তৌফিক চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরসঙ্গী এবং পরিবারের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে।”

এরপর তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখনও উপরোক্ত দু‘আ পড়তেন এবং এর সাথে যোগ করতেন : (অর্থ) “আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতকারী ও তাঁর প্রশংসাকারী”।

৩১৪৬. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُكَيْةٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوَرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ -

৩১৪৬. যুহায়র ইবন হারব (র) আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর করতেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন সফরের কষ্ট থেকে, দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন থেকে, সুখময় অবস্থার পর দুঃখময় অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে, ময়লুমের বদদু'আ থেকে এবং সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতিকর দৃশ্য অবলোকন থেকে।

৩১৪৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ وَفِي رِوَايَتِهِمَا جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ -

৩১৪৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও যুহায়র ইবন হারব আবু মু'আবিয়া হতে, হামিদ ইবন 'উমর 'আব্দুল-ওয়াহিদ হতে আর তাঁরা উভয়ে আসিম আল-আহওয়াল (র) থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আবদুল ওয়াহিদের বর্ণনায় 'ফিল মাল ওয়াল আহল' এবং মুহাম্মদ ইবন হাযিমের বর্ণনায় প্রত্যাবর্তনকালে প্রথমে 'আহল' শব্দ রয়েছে। উভয়ের বর্ণনায় রয়েছে : “আয় আল্লাহ! “আমি সফরে কষ্ট ক্লান্তি হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।”

৭২. بَابُ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

৭২. পরিচ্ছেদ : হজ্জের ইত্যাদি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে যে দু'আ পড়তে হয়

৩১৪৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجِيُوشِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفِدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيْبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ -

৩১৪৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ, যুদ্ধ, হজ্জ অথবা উমরা করে ফিরে আসার সময় যখন কোন উঁচু টিলা বা কংকরময় উচ্চভূমিতে আরোহণ করতেন, তখন তিনবার “আল্লাহ আকবার” (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) ধ্বনি দিতেন এরপর এই দু'আ পড়তেন :

(অর্থ) “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁরই রাজত্ব (বা সার্বভৌমত্ব), তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আমরা) প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী,

আমাদের প্রতিপালককে সিজ্দাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।”

৩১৪৯. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُليَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا حَدِيثَ أَيُّوبَ فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ -

৩১৪৯. যুহায়র ইবন হারব, ইসমাইল ইবন উলায়্যা থেকে ও তিনি আয়্যুব থেকে, ইবন আবু উমর মান থেকে ও তিনি মালিক থেকে, ইবন রাফি' (র) ইবন আবু ফুদায়ক থেকে তিনি দাইহাক থেকে আর তারা সকলে নafi' হতে এবং তিনি ইবন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে নবী ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র আয়্যুবের বর্ণনা দু'বার তাক্বীরের কথা উল্লেখ আছে।

৩১৫০. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَيُّبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدَمْنَا الْمَدِينَةَ -

৩১৫০. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আবু তালহা (রা) নবী ﷺ-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং সাফিয়া (রা) তাঁর উষ্ট্রের পিঠে পেছনে সাওয়ার ছিলেন। আমরা যখন মদীনার শহরতলীতে পৌঁছলাম তখন নবী ﷺ এ দু'আ পড়লেন : (অর্থ) “আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদাতকারী, প্রশংসাকারী।” আমরা মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি অবিরত এই দু'আ পড়তে থাকেন।

৩১৫১. وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩১৫১. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৩. بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّزُولِ بِبَطْحَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَغَيْرِهِمَا فَمَرَبَهَا

৭৩. পরিচ্ছেদ : হজ্জ, উমরা ইত্যাদি সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে যুল-হুলায়ফার বাতহা নামক স্থানে অবতরণ ও সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

৩১৫২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ -

৩১৫২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... নাফি' (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সালাতুহু ওয়াসালাম যুল-হুলায়ফার কংকরময় ভূমি (বাতহা)-তে তাঁর উট বসালেন এবং সেখানে সালাত আদায় করলেন। নাফি' (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-ও তাই করতেন।

২১০২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا -

৩১৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহু ইব্ন মুহাজির মিসরী ও কুতায়বা (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) যুল-হুলায়ফার বাতহা প্রান্তরে তাঁর উট বসাতেন সেখানে রাসূলুল্লাহ সালাতুহু ওয়াসালাম তাঁর উট বসাতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

২১০৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ يَعْنَى أَبَا ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩১৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুসীবী (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) হজ্জ অথবা উমরা সমাপনান্তে ফেরার পথে যুল-হুলায়ফার কংকরময় ভূমিতে নিজের উট বসাতেন যেখানে রাসূলুল্লাহ সালাতুহু ওয়াসালাম তাঁর উট বসাতেন।

২১০৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى فِي مَعْرَسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءٍ مُبَارَكَةٍ -

৩১৫৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ (র)..... সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রের বর্ণিত। যুল-হুলায়ফায় রাতের শেষভাগে রাসূলুল্লাহ সালাতুহু ওয়াসালাম-এর নিকট (কোন আগন্তুক ফেরেশতা) আবির্ভূত হয়। তাঁকে বলা হল, আপনি বরকতপূর্ণ পাথরময় স্থানে (অবস্থান করছেন)।

২১০৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرَّيَّانِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى وَهُوَ فِي مَعْرَسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ إِنَّكَ بِبَطْحَاءٍ مُبَارَكَةٍ قَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مَعْرَسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ -

৩১৫৬. মুহাম্মাদ ইবন বাক্বার (র)..... মূসা ইবন উক্বা সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যুল-হুলায়ফার উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থানকালে রাতের বিশেষ প্রহরে তাঁর নিকট (কোন ফেরেশতা) আবির্ভূত হয় এবং বলা হয় : আপনি বরকতপূর্ণ কংকরময় স্থানে (অবস্থান করছেন)। মূসা ইবন উক্বা (র) বলেন, সালিম (র) আমাদের সাথে সফরকালে মসজিদের নিকট তাঁর উট বসাতেন। যেখানে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নিজের উট বসাতেন এবং এই স্থানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবতরণ স্থল (অবস্থান) মনে করতেন। স্থানটি উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে নির্মিত মসজিদের নিম্নদেশের সমতলে মসজিদ ও কিবলার মাঝখানে অবস্থিত।

৭৪. بَابُ لَا يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَّانُ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

৭৪. পরিচ্ছেদ : মুশরিকরা বায়তুল্লায় হজ্জ করবে না, কোন উলঙ্গ ব্যক্তি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে না এবং হজ্জের মহান দিনের বর্ণনা

৩১৫৭. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৩১৫৭. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... ইবন শিহাব (র) হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান হতে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী (বছরের) যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে আমীর নিয়োগ করেছিলেন, সেই হজ্জের সময় তিনি (আবু বকর) আমাকে সহ একদল লোককে কুরবানীর দিন জনগণের মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন যে, “এ বছরের পর মুশরিকরা আর হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে না।” ইবন শিহাব (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-এর এই হাদীস অনুযায়ী হুমায়দ ইবন আবদুর রহমান বলতেন- “মহান হজ্জের দিন হচ্ছে এই কুরবানীর দিন”।^১

১. “ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার-“এর ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। একদল বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে এ বাক্যাংশ দ্বারা নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জকে এবং অপর দলের মতে দশম হিজরীতে অনুষ্ঠিত বিদায় হজ্জকে বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যাংশ দ্বারা মূলত নির্দিষ্ট হজ্জকে বুঝানো হয় নি, বরং হজ্জের দিনটিই যে একটি মহান দিবস, তাই বুঝানো হয়েছে। সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, বিদায় হজ্জকালে নবী ﷺ ভাষণদান প্রসঙ্গে সমবেত জনতার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন : আজ কোন দিন? তারা বলেছিল, আজ যবেহ করার দিন। তখন তিনি বলেছিলেন : “হাযা ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার” (এটা মহান হজ্জের দিন)। আরাকাত দিবসটি মহান হজ্জের দিন বলে কথিত আছে। ইমাম মালিক, শাফিঈ ও জমহূরের মতে তা কুরবানীর দিন। অপর একদল আলিমের মতে “হজ্জ আকবার” বলে হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ ইসলাম পূর্ব যুগের আরবগণ উমরাকে ছোট হজ্জ এবং যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হজ্জকে বড় হজ্জ বলত। পক্ষান্তরে ইসলামে ছোট হজ্জ বা বড় হজ্জ বলতে কিছু নেই।

৭৫. بَابُ فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ

৭৫. পরিচ্ছেদ : আরাফাত দিবসের ফযীলত

৩১৫৮. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ -

৩১৫৮. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আরাফাত দিবসের তুলনায় এমন কোন দিন নাই- যে দিন আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক লোককে দোষখের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী হন অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের সামনে গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলেন : তারা কি উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে (বা তারা কি চায়)?

৭৬. بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৭৬. পরিচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার ফযীলত

৩১৫৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ -

৩১৫৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একটি উমরা পরবর্তী উমরা-এর সাথে মিলে মাঝখানের গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ এবং ত্রুটিমুক্ত (অথবা আল্লাহর নিকট গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

৩১৬. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ -

৩১৬০. সাঈদ ইবন মানসূর মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালেক, ইবন নুমায়র, আবু কুরায়ব, মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩১৬১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ -

৩১৬১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই (কা'বা) ঘরে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) আসে অতঃপর অশ্লীল আচরণও করে না এবং দুষ্কর্মও করে না, সে এমন (নিষ্পাপ) ভাবে প্রত্যাবর্তন করে যেমন তার জননী তাকে (নিষ্পাপ অবস্থায়) প্রসব করেছেন।

৩১৬২. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ -

৩১৬২. সাঈদ ইবন মানসূর আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন মুসান্না (র) মানসূর (র) থেকে এই সনদের পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটি এভাবে শুরু হয়েছে “যে ব্যক্তি হজ্জ করে এবং (এ সময়) কোনরূপ অশ্লীল আচরণও করে না, দুষ্কর্মও করে না।”

৩১৬৩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩১৬৩. সাঈদ ইবন মানসূর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সনদে নবী ﷺ-এর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৭. بَابُ نَزْوِلِ الْحَاجِّ بِمَكَّةَ وَتَوْرِِيثِ دُورِهَا

৭৭. পরিচ্ছেদ : হাজীদের মক্কায় যাত্রাবিরতি দেওয়া এবং এখানকার বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারিত্ব

৩১৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلَى شَيْئًا لَانَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ -

৩১৬৪. আবু তাহির (র)..... উসামা ইবন যায়েদ ইবন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি মক্কায় আপনার বাড়িতে অবতরণ করবেন? তিনি বললেন : “আকীল কি আমাদের জন্য

কোন চার দেয়াল বা ঘর অবশিষ্ট রেখেছে? আবু তালিবের (মৃত্যুর পর তার পুত্র) আকীল ও তালিব তার ওয়ারিস হয়, কিন্তু জা'ফর ও আলী তার কোন কিছুই ওয়ারিস হতে পারেন নি। কেননা তারা উভয়ে (আবু তালিবের মৃত্যুর সময়) ছিলেন মুসলমান এবং আকীল ও তালিব ছিল কাফির।

২১৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيُنَ تَنْزِلُ غَدًا وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا -

৩১৬৫. মুহাম্মাদ ইবন মিহরান রাযী (র)..... উসামা ইবন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আগামী কাল কোথায় অবতরণ করবেন? এটা ছিল তাঁর বিদায় হজ্জকালীন ঘটনা, যখন আমরা মক্কার নিকটবর্তী হয়েছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন : আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাসস্থান অবশিষ্ট রেখেছে?

২১৬৬- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيُنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا -

৩১৬৬. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... উসামা ইবন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর মর্জি আপনি আগামীকাল কোথায় অবতরণ করবেন? এটা মক্কা বিজয়কালের বক্তব্য। তিনি বললেন : আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাসস্থান অবশিষ্ট রেখেছে?¹

১. আবু তালিবের মৃত্যুর সময় পুত্র আকীল ও তালিব কাফির ছিল। তাই তারা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তালিব বদরের যুদ্ধের পূর্বে কাফির অবস্থায় মারা যায়। ফলে সমস্ত সম্পত্তি আকীলের দখলে আসে। অতঃপর সে তা বিক্রি করে দেয়। আর আকীল হুদায়বিয়ার সন্ধির যুগে মতান্তরে মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হন। পুত্র আলী (রা) ও জা'ফর (রা) পিতার মৃত্যুর পূর্বে মুসলমান হন। তাই তারা উভয়ে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হতে পারেন নি। কাফির ব্যক্তি মুসলিম-এর ওয়ারিস হতে পারে না। এ বিষয়ে সকল ফিকহবিদ একমত। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি কাফির ব্যক্তির ওয়ারিস হতে পারে কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। আলী (রা) সহ প্রায় সকল সাহাবী, তাবিঈ ও ফিকহবিদগণের মতে মুসলিম ব্যক্তিও কাফির ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস হতে পারবে না।” (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ)। কিন্তু মু'আয ইবন জাবাল (রা), আমীর মু'আবিয়া (রা), সাঈদ ইবনুল মুসায্যাব (রা) মাসরুক, হাসান বাসরী, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া ও মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হুসায়নের মতে মুসলিম ব্যক্তি কাফির ব্যক্তির ওয়ারিস হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “ইসলাম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কমে না” (আবু দাউদ)। “ইসলাম উপরে থাকে, নীচে থাকে না” (তাবারানী, বায়হাকী, দারু কুতনী)। এই দু'টি দলীলের জবাবে বলা হয়েছে যে, তা মীরাস সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, বরং আদর্শগত দিক থেকে ইসলাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও উন্নত হয়। ইবন আবদুল বার (র) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি যে কাফির ব্যক্তির ওয়ারিস হতে পারে না- তা সিকাহ রাবীদের মাধ্যমে মারফু সনদে বর্ণিত হয়ে এসেছে। এর বিরোধী দলীল বিবেচনার যোগ্য নয়।

Web: <http://www.hadithbd.com>

৩১৭০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) আলা ইবনুল হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পার্বীতিহ
আলাহিহ
ওয়াসাল্লাম বলেন, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করার পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারবে।

২১৭১- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَهُ -

৩১৭১. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র) ইব্ন জুরাজ্জ (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৭- بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَخِلَافِهَا وَشَجَرِهَا وَلَقُطَّتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ

৭৯. পরিচ্ছেদ : মক্কার হরম হওয়া, হরমের অভ্যন্তরে শিকার করা এখানকার গাছপালা উপড়ানো ও ঘাস কাটা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসংগ

২১৭২- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ لَاهِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا
اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ
لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا
يُلْتَقَطُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خِلَافُهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخَرَ فَإِنَّهُ لَقَيْنَهُمْ
وَلَبِئُوتُهُمْ فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخَرَ -

৩১৭২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পার্বীতিহ
আলাহিহ
ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, আর কোন হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত অব্যাহত থাকবে। তোমাদেরকে যখন জিহাদের আহ্বান জানানো হয় তখন জিহাদে যোগদান কর। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরও বলেন : আল্লাহ তা'আলা এই শহরকে সম্মানিত করেছেন- যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত মর্যাদার এই শহরের মর্যাদা ও সম্মান বলবৎ থাকবে। তিনি এই শহরে আমার পূর্বে আর কারও জন্য যুদ্ধ বৈধ করেন নি। আমার জন্য মাত্র একদিনের কিছু সময় তিনি এখানে যুদ্ধ বৈধ করেছিলেন। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত এর মর্যাদা বলবৎ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত মর্যাদার কারণে এখানকার কোন কাঁটায়ুক্ত গাছ উপড়ানো যাবে না, এখানকার শিকারের পশ্চাদ্ধাবণ করা যাবে না, এখানকার পতিত জিনিস তোলা যাবে না তবে যে ব্যক্তি তা প্রচার করবে, তার কথা ভিন্ন। তখন আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিন্তু ইযখির (ঘাস) সম্পর্কে (অনুমিত দিন)। কারণ তা স্বর্ণকার ও ঘরের কাজে লাগে। তিনি বললেন: কিন্তু ইযখির (তোলার অনুমতি দেয়া হল)।

২১৭৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ الْقِتْلَ وَقَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا -

৩১৭৩. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (রা) মানসূর (র) থেকে এই সূত্রে সামান্য শাদ্দিক পার্থক্য সহকারে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে তিনি “যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন” কথাটুকুর উল্লেখ করেন নি এবং ‘কিতাল’ শব্দের পরিবর্তে ‘কতল’ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

২১৭৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَتُذِّنُ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أُذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يَوْمَ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذِنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَّمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخُرْبَةٍ

৩১৭৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু শুরায়হ্ আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। আমর ইবন সাঈদ (ইবনুল আস ইবন উমায়্যা) যখন মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে সৈন্য বাহিনীসহ রওনা করেন তখন আবু শুরাইহ্ (রা) তাকে বলেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন একটি কথা বলতে যা রাসূলুল্লাহ্ পার্বত্যিক আল্লাহর রাসূল মক্কা বিজয়ের দিন সকালবেলা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন- যা আমার দুই কান শুনেছে, আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছে এবং উভয় চোখ সেই দৃশ্য দেখেছে যখন তিনি তা বলেছিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন : নিশ্চয়ই মক্কাকে আল্লাহ তা‘আলা হারামে পরিণত করেছেন- কোন মানুষ তাকে হারাম সাব্যস্ত করে নি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে- তার পক্ষে সেখানে রক্ত প্রবাহিত করা বা সেখানকার কোন গাছ উপড়ানো হালাল নয়। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের উদাহরণ পেশ করে এখানে রক্তপাত বৈধ করতে চায়, তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল পার্বত্যিক আল্লাহর রাসূল-কে এজন্য অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তোমাদের জন্য কখনও অনুমতি দেন নি। আর আমার জন্যও তিনি একদিনের সামান্য সময় সেখানে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন। আজকে তার সেই হুরমাত (মর্যাদা) গত কালের মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা যেন (এ কথা) অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়। আবু শুরায়হ্ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল- আমর আপনাকে কি জবাব দিল? তিনি বললেন, সে বলল, হে আবু শুরায়হ্! এ সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আছি। নিশ্চয়ই হারাম শরীফ কোন পাপীকে, কোন পলাতক হত্যাকারীকে এবং কোন পলাতক অনিষ্টকারীকে আশ্রয় দেয় না।

৩১৭৫- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاشْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْأَذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْأَذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩১৭৫. যুহায়র ইবন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ওয়ালীদ থেকে, তিনি আওয়াঈ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবন আবু কাছীর থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ কে মক্কা বিজয় দান করলেন- তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন : নিশ্চিত আল্লাহ তা'আলা হস্তী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশে বাধা প্রদান করেছেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ ও মু'মিনদেরকে মক্কা অভিযানে বিজয়ী করেছেন। আমার পূর্বে কারও জন্য এখানে রক্তপাত বৈধ ছিল না। আর আমার জন্যও একদিনের কিছু সময় এখানে যুদ্ধ করা হালাল করা হয়েছিল। আমার পরে আর কারও জন্য তা কখনও হালাল হবে না। অতএব এখানকার শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না, একানকার কাঁটাদার গাছও উপড়ানো যাবে না এবং এখানকার পতিত জিনিস তোলা যাবে না। তবে ঘোষণা প্রদানকারী (তা তুলে নিতে পারবে)। কারও কোন আত্মীয় নিহত হলে তার জন্য দু'টি অবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার রয়েছে : হয় ফিদ্যা (রক্তপণ) গ্রহণ করবে নতুবা হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করবে। আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিন্তু ইযখির ঘাস যা আমরা কবরে দিয়ে থাকি এবং আমাদের ঘরের চালায় ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ বললেন : কিন্তু ইযখির ঘাস (কাটার অনুমতি দেওয়া হল)। ইয়ামানের অধিবাসী আবু শাহ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে (এ কথাগুলো) লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ বললেন : তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি আওয়াঈ (র)-কে জিজ্ঞেসে করলাম : “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন”- তাঁর একথার অর্থ কি? তিনি বললেন, যে ভাষণ তিনি রাসূলুল্লাহ

কে দিতে শুনলেন, তা।

২১৭৬- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتَحٍ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَكِبَ رَا حِلَّتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَانَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي إِلَّا وَانَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ إِلَّا وَانَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ يَغْنَى الدِّيَّةَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُتِبَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْأَذْخَرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْأَذْخَرَ -

৩১৭৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়কালে বনু খুযা'আ বানু লায়সের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল তাদের এক নিহতের প্রতিশোধ স্বরূপ তাকে বনু লায়স হত্যা করে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি নিজ সাওয়ারীতে আরোহণ পূর্বক ভাষণ দেন এবং বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হস্তী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশ প্রতিরোধ করেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ ও মু'মিনদেরকে এর উপর বিজয়ী করেন। সাবধান! আমার পূর্বে কারও জন্য এখানে রক্তপাত হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কখনও কারও জন্য তা হালাল নয়। জেনে রেখ, আমার জন্যও একদিনের সামান্য সময় এখানে (রক্তপাত) বৈধ করা হয়েছিল। সাবধান! এই মুহূর্তে আবার তা (আমার জন্যও) হারাম হয়ে গেল। অতএব এখানকার কাঁটায়ুক্ত বৃক্ষও উপড়ানো যাবে না, গাছপালাও কাটা যাবে না এবং পথে পড়ে থাকা বস্তুও তোলা যাবে না। তবে ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তি (তা তুলতে পারবে)। যার কোন আত্মীয় নিহত হয়েছে তার দু'টি ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। হয় ফিদ্যা (রক্তপণ) গ্রহণ করবে, নতুবা কিসাস স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করবে। রাবী বলেন, আবু শাহ (রা) নামক ইয়ামানের এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে লিখে দিন। তিনি বললেন : তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। কুরায়শ বংশের এক ব্যক্তি বললেন, কিন্তু ইযখির ঘাস ছাড়া, আমরা তো তা আমাদের ঘর তৈরির কাজে এবং কবরে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইযখির ঘাস ছাড়া।

৮. بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ

৮০. পরিস্ফেদ : নিষ্পয়োজনে মক্কা শরীফে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ

২১৭৭- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعِينٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ -

৩১৭৭. সালামা ইব্ন শাবীব (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী পাঙ্গাতিহ আলহাদিহ ওয়াসাহাহ কে বলতে শুনেছি: তোমাদের কারো জন্য মক্কায় অস্ত্র বহন করা হালাল নয়।

৪১- بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ احْرَامٍ

৮১. পরিচ্ছেদ : মক্কায় ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশ জায়েয

২১৭৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدْتُكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ-

৩১৭৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ মালিক থেকে, তিনি ইবন শিহাব থেকে এবং তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়ার বর্ণনায় হাদীসটি এখানে উদ্ধৃত হল। তিনি বলেন, আমি মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, যুহরী হযরত আনাস (রা) সূত্রে কি আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী পাঙ্গাতিহ আলহাদিহ ওয়াসাহাহ মক্কা বিজয়ের সময়ে লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি যখন তা মাথা থেকে নামিয়ে রাখলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, ইবন খাতাল কা'বার গেলাফ ধরে ঝুলে আছে, আর তিনি বললেন : তোমরা তাকে হত্যা কর? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

২১৭৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ احْرَامٍ وَفِيهِ رِوَايَةٌ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -

৩১৭৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ সাকাফী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পাঙ্গাতিহ আলহাদিহ ওয়াসাহাহ মক্কায় প্রবেশ করলেন। কুতায়বা (র) বলেন : “তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইহরামবিহীন অবস্থায় কালো পাগড়ী পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন। কুতায়বা (র)-এর রিওয়াযাতে উল্লেখ রয়েছে যে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী পাঙ্গাতিহ আলহাদিহ ওয়াসাহাহ কালো পাগড়ী পরিধান করে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন।

২১৮০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ -

১. হানাফী মাযহাবে কোন অবস্থায় ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ জাযিয় নয়। মক্কা বিজয়ের দিন যেহেতু মক্কা রাসূলুল্লাহ পাঙ্গাতিহ আলহাদিহ ওয়াসাহাহ এর জন্য হালাল ছিল, তাই তিনি শিরস্ত্রাণ পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন।

৩১৮০. আলী ইব্ন হাকীম আওদী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

২১৮১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَا اَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرِ الثَّوْرَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ -

৩১৮১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) জা'ফর ইব্ন আমর ইব্ন হুরায়স (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে (মক্কা বিজয়ের দিন) ভাষণ দেন।

২১৮২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الثَّوْرَاقِ قَالَ حَدَّثَنِي وَفِي رِوَايَةِ الْحُلَوَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرَخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ -

৩১৮২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও হাসান আল-হলওয়ানী (র) জাফর ইব্ন আমর ইব্ন হুরায়স (রা)-এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিন্বরের উপর (উপবিষ্ট) দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি পাগড়ীর দুই প্রান্ত কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলিয়ে রেখেছেন। আবু বকর (র) -এর বর্ণনায় 'মিন্বরের উপর' কথাটুকু উল্লেখ নাই।

৮২- بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِهَا وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا

৮২. পরিচ্ছেদ : মদীনা শরীফের ফযীলত, এই শহরে বরকত দানের জন্য নবী ﷺ -এর দু'আ, মদীনা ও হারামের মর্যাদা এবং এখানে শিকার ও এখানকার গাছপালা কর্তন নিষিদ্ধ ও মদীনার হারামের সীমা

২১৮৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِي مَا دَعَا بِهِ اِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ -

৩১৮৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম বানিয়েছেন এবং এখানকার বাসিন্দাদের জন্য দু'আ করেছেন। আর আমি নিশ্চয়ই মদীনাকে হারামে পরিণত করলাম ঠিক যেভাবে ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারামে পরিণত করেছেন। আমি

এখানকার মুদ ও সা' (ওজন পরিমাপের দু'টি একক) এর জন্য দু'আ করলাম যে রূপ ইব্রাহীম (আ) মক্কার অধিবাসীদের জন্য দু'আ করেছেন।

২১৮৪- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هُوَ الثَّمَالِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا حَدِيثُ وَهَيْبٍ فَكَرَوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِمِثْلَى مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ فَفِي رِوَايَتِهِمَا مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ -

৩১৮৪. আবু কামিল আল-জাহদারী আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইরবাহীম (র) আমর ইবন ইয়াহইয়া মাযিনী (র) থেকে এই সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১৮৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيَّهَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ -

৩১৮৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারামে পরিণত করেছেন, আর আমি দু'টি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি। তিনি মদীনাকে বুঝিয়েছেন।

২১৮৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيَّهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيَّ إِن شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ -

৩১৮৬. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) নাফি' ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ান ইবন হাকাম লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি মক্কা ও তার বাসিন্দা এবং এর হারামের মর্যাদা উল্লেখ করলেন। তখন রাফি' ইবন খাদীজ (রা) তাকে ডাক দিয়ে বললেন, কি ব্যাপার! আমি আপনাকে মক্কা, তার অধিবাসী এবং তার হারামের মর্যাদা উল্লেখ করতে শুনছি, অথচ মদীনা, তার অধিবাসী এবং তার হারামের মর্যাদা সম্পর্কে আপনি কিছুই বললেন না; অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার দুই প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর এই হাদীস আমাদের নিকট একটি খাওলানী চামড়ায় লিপিবদ্ধ আছে। আপনি চাইলে আমি তা আপনার সামনে পড়ে শোনাতে পারি। রাবী বলেন, মারওয়ান চুপ হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, অবশ্য আমিও এ রকম কিছু শুনেছি।

২১৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيَّهَا لَا يُقَطَّعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا -

৩১৮৭. আবু বকর ইবন শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাহায্য আল্লাহর রাসূল বলেছেন : নিশ্চয়ই ইব্রাহীম (আ) মক্কার হারাম নির্ধারণ করেছেন, আর আমি মদীনাকে হারাম বলে ঘোষণা করছি- এর দুই প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে। অতএব এখানকার কোন কাঁটায়ুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না।

২১৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتِّي الْمَدِينَةَ أَنْ يُقَطَّعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩১৮৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) আমির ইবন সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহায্য আল্লাহর রাসূল বলেছেন : আমি মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে হারাম বলে ঘোষণা দিচ্ছি। এখানকার কাঁটায়ুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, মদীনা তার অধিবাসীদের জন্য কল্যাণকর স্থান, যদি তারা বুঝে। যে ব্যক্তি অনাগ্রহবশত মদীনা ত্যাগ করে, আল্লাহ তার চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে তার স্থলবর্তী করেন। আর যে ব্যক্তি এখানে ক্ষুধা ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে, আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আতকারী অথবা বলেছেন, সাক্ষী হব।

২১৮৯. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذُوبَ الرِّصَاصِ أَوْ ذُوبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ -

৩১৮৯. ইবন আবু উমর (র) সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাহায্য আল্লাহর রাসূল বলেন, পরবর্তী অংশ উপরোক্ত ইবন নুমায়রের অনুরূপ। তবে এই হাদীসে অতিরিক্ত আছে যে, (রাসূলুল্লাহ সাহায্য আল্লাহর রাসূল বলেন): যে ব্যক্তিই মদীনাবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোষখের আগুনে এমনভাবে বিগলিত করবেন, যেভাবে আগুনের তাপে সীসা গলে যায় অথবা লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায়।

২১৯০. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنِ الْعَقَدِيِّ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا
رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ
الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا
نَفْلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ -

৩১৯০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আমির ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ (রা) আল-আকীকে তার আবাসে রওনা হলেন। পথিমধ্যে একটি ক্রীতদাসকে একটি গাছ কাটতে অথবা (লাঠি দিয়ে) এর পাতা ঝরাতে দেখে তিনি তার অস্ত্র কেড়ে নিলেন। তিনি ফিরে এলে ঐ গোলামের মনিব এসে তার সাথে আলাপ করলেন এবং তাদের গোলামের নিকট থেকে তিনি যা কেড়ে নিয়েছেন তা তাদের কাছে অথবা তাদের গোলামের কাছে ফেরত দিতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, যে জিনিস রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আলহাতি ওয়া সালাত আমাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন তা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতএব তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন।

২১৯১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ التَّمِيسِيِّ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ
يُخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرِدْفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي
الْحَدِيثِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَدِهِمْ وَصَاعِهِمْ -

৩১৯১. ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব (র) আমর ইবন আবু আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আলহাতি ওয়া সালাত আবু তালহা (রা)-কে বললেন : তোমাদের বালকদের মধ্য থেকে একজন বালক আমার খিদমতের জন্য খুঁজে আন। অতএব আবু তালহা (রা) আমাকে বাহনে তাঁর পিছনে বসিয়ে রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আলহাতি ওয়া সালাত যখনই কোথাও যাত্রা বিরতি দিতেন, আমি তাঁর সেবা করতাম। এই হাদীসে তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আলহাতি ওয়া সালাত অগ্রসর হতে থাকলেন। যখন উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হল- তিনি বললেন : “এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।” তিনি যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন বললেন : “হে আল্লাহ! তাদের (মদীনার অধিবাসীদের) মুদ ও সা'-এ বরকত দান করুন।”

২১৯২. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْقَارِي عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي
أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا -

৩১৯২. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে অতিরিক্ত আছে যে, তিনি (নবী সা) বলেছেন, “আমি মদীনার দুই প্রান্তের কংকরময় মাঠের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম করছি।”

৩১৯৩. وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي هَذِهِ شَدِيدَةٌ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا قَالَ فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ أَوْ أَوْى مُحَدِّثًا -

৩১৯৩. হামিদ ইব্ন উমর (র) আসিম (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মদীনাকে হারাম করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এখানে থেকে ওখানের মধ্যবর্তী স্থান। অতএব যে ব্যক্তি এখানে কোন পাপ করে, পরে তিনি আমাকে বললেন, এটা খুবই কঠিন যে, যে এখানে কোন পাপ করে তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং সমগ্র মানব জাতির লানত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ফরয অথবা নফল কোন ইবাদতই কবুল করবেন না।^১ রাবী বলেন, আনাস (রা)-এর পুত্র বললেন, “অথবা যে কোন পাপীকে আশ্রয় দিল।”

৩১৯৪. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -

৩১৯৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আসিম আল আহওয়াল (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মদীনাকে হারাম করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা হারাম। অতএব এখানকার উদ্ভিদ উপড়ানো যাবে না। যে ব্যক্তি তা করবে তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং সমগ্র মানব জাতির লানত।

৩১৯৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيهِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكِّيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَدِّهِمْ -

৩১৯৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আয় আল্লাহ! তাদের বরকত দান করুন দাঁড়িপাল্লায়, তাদের সা' এ এবং তাদের মুদ-এ।

১. অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাওবা এবং ফিদ্যা গ্রহণ করা হবে না।

৩১৯৬- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يَحْدُثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ بِاَلْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَاتِ -

৩১৯৬. যুহায়র ইবন হারব ও ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ সাম্মী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন : “হে আল্লাহ! আপনি মক্কায় যে বরকত দান করেছেন, মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন।”

৩১৯৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفَةٍ فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوْى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْقًا وَلَا عَدْلًا وَزِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفَةٍ -

৩১৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আবু কুরায়ব (র) ইব্রাহীম তায়মী (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবন আবু তালিব (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমাদের (আহলে বায়ত) কাছে আল্লাহর কিতাব ছাড়া যা আমরা পাঠ করি এবং এ সহীফা রাবী বলেন, অর্থাৎ ঐ সহীফা যা তাঁর তরবারির খাপে ঝুলন্ত ছিল তা ছাড়া কিছু আছে, সে মিথ্যা বলে। এই সহীফায় উটের বয়স^১ এবং কিছু যখমের বর্ণনা ছিল। এর মধ্যে আরও ছিল, নবী ﷺ বলেন, মদীনার আইর ও সাওর-এর মধ্যবর্তী স্থান হারাম। এখানে যে ব্যক্তি কোন বিদ্'আতী কর্মে লিপ্ত হয় অথবা কোন বিদ্'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না। মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানে সকলে সমান। তাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর। যে ব্যক্তি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে

১. যাকাত, কিসাস ও দিয়াত সম্পর্কে।

দাবি করে অথবা নিজ মনিবের পরিবর্তে অন্য মনিবের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করে, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না। রাবী বলেন, আবু বকর ও যুহায়রের হাদীস শেষ হয়ে গেছে “তাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকরী” এই কথা পর্যন্ত। তারা এর পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নি। তাদের উভয়ের বর্ণনায় “তাঁর তরবারির খাপে ঝুলন্ত” কথাটুকু উল্লেখিত হয় নি।

৩১৯৮. وَحَدَّثَنِي عَلَىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلَىُّ بْنُ مُسْهَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَىٰ آخِرِهِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ وَكِيعٌ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩১৯৮. আলী ইবন হুজর সা'দী (র) আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে উল্লেখ আছে “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সাথে (নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর) বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না। তাদের (আলী ও ওয়াকী) উভয়ের বর্ণনায় “যে ব্যক্তি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবি করে” কথাটুকুর এবং ওয়াকীর বর্ণনায় “কিয়ামতের দিন” কথাটুকুর উল্লেখ নাই।

৩১৯৯. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ وَوَكِيعٍ إِلَّا قَوْلَهُ مَنْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَذَكَرَ اللَّعْنَةَ لَهُ -

৩১৯৯. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী (র) আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে ইবন মুসহির ও ওয়াকীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এদের বর্ণনায় “যে গোলাম নিজের মনিবের পরিবর্তে অন্যকে নিজের মনিব বলে পরিচয় দেয়” কথাটুকু নেই। আর তার প্রতি লা'নতের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

৩২০০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوْىٰ مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ -

৩২০০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মদীনা হারাম। অতএব, যে এখানে কোন পাপে লিপ্ত হয় অথবা কোন পাপীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত। কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল (কিছুই) কবুল করা হবে না।

২২.১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَادَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ-

৩১৯৭. আবু বকর ইবন নাদর ইবন আবু নাদর (র) আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি “কিয়ামতের দিন” কথাটুকু বলেন নি। তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, “মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানে সকলে সমান। তাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর। কেউ যদি মুসলিম প্রদত্ত নিরাপত্তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, তবে তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেতাগণ এবং সমগ্র মানব জাতির লানত। কিয়ামতের দিন তার ফরয বা নফল কিছুই কবুল হবে না।

২২.২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظُّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ-

৩২০২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি মদীনায হরিণ বিচরণ করতে দেখি তবে তাকে ভয় দেখাব না। (কেননা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশ হারাম।

২২.৩- وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظُّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ اثْنَى عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى-

৩২০৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও ইবন হুমায়দ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দুই পার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশ হারাম ঘোষণা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যদি মদীনার দুইপার্শ্বের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশে হরিণ বিচরণ করতে দেখি, তবে আমি তাকে উত্যক্ত করব না এবং তিনি মদীনার চারপার্শ্বের বার মাইল পর্যন্ত চারণভূমি ঘোষণা করেছেন।

২২.৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ بَنِي أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا

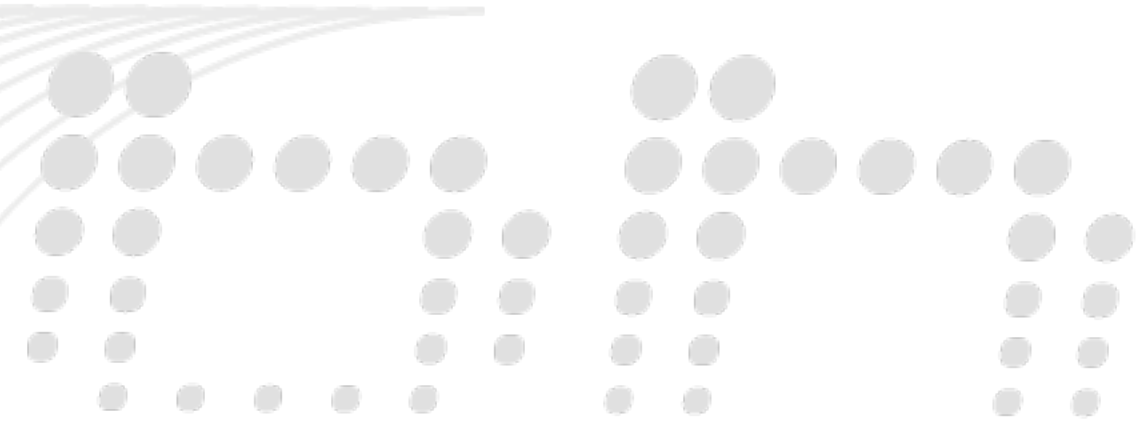
وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدْنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاِنِّي اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُوْا اَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهُ فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ التَّمْرَ -

৩২০৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন প্রথম (পাকা) ফল দেখতে পেত, তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তা গ্রহণ করতেন তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন : “হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ফলে (বা উৎপন্ন ফসলে) বরকত দান করুন, আমাদের মদীনায়ে বরকত দান করুন, আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন এবং আমাদের মুদ্-এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই ইব্রাহীম (আ) আপনার বান্দা, প্রিয় বন্ধু ও নবী। আর আমিও আপনার বান্দা ও নবী। তিনি মক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছেন। আমিও আপনার নিকট মদীনার জন্য দু'আ করছি- যেমন তিনি মক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছিলেন এবং তার সাথে অনুরূপ আরও।” রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সর্ব কনিষ্ঠ শিশুকে ডাকতেন এবং তাকে এই ফল দিয়ে দিতেন।

২২০৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِأَوَّلِ التَّمْرِ فَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَفِيْ ثِمَارِنَا وَفِيْ مُدْنَا وَفِيْ صَاعِنَا بَرَكَهً مَّعَ بَرَكَهٍ ثُمَّ يُعْطِيْهِ اَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ -

৩২০৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মৌসুমের প্রথম ফল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেয়া হত। তিনি তখন বলতেন : “হে আল্লাহ! আমাদের মদীনায়ে আমাদের ফলে (বা উৎপন্ন ফসলে) আমাদের মুদ্-এ ও আমাদের সা'-এ বরকত দান করুন, বরকতের উপর বরকত দান করুন।” অতঃপর তিনি ফলটি তাঁর নিকট উপস্থিত সবচেয়ে ছোট শিশুকে দিয়ে দিতেন।

২২০৬- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وَهَيْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ اِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا تَفْعَلِ الزَّمِ الْمَدِيْنَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لِيَالِي فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هُنَا فِي شَيْءٍ وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ وَالَّذِي أَحْلَفُ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ لَأُمرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا



বাংলা হাদিস

أَحْلُ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَا زِمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَلَا نَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ يَحْرُسُهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ارْتَحِلُوا فَارْتَحِلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحْلُ بِهِ أَوْ يُخْلَفُ بِهِ الشَّكُّ مِنْ حَمَادٍ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيْجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ -

৩২০৬. হাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন উলায়্যা (র) আবু সাঈদ মাওলা মাহরী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা মদীনায় কষ্ট ও দুঃখে পতিত হন। তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক এবং আমরা দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছি। তাই আমি আমার পরিবারকে কোন শস্য শ্যামল এলাকায় স্থানান্তরের মনস্থ করেছি। আবু সাঈদ (রা) বললেন, তা করো না, বরং মদীনাকে আঁকড়ে থাক। কারণ, একদা আমরা নবী সান্তাহাতি আল্লাহরিক তয়াসাতাম -এর সঙ্গে বের হলাম, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন যে এবং উসফান পর্যন্ত পৌঁছলেন। এখানে তিনি কয়েক রাত অবস্থান করলেন। লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি। অথচ আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের পশ্চাতে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছে এবং আমরা তাদের (নিরাপত্তার) ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না।

একথা নবী সান্তাহাতি আল্লাহরিক তয়াসাতাম -এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন : কি ব্যাপার, তোমাদের একথা আমার নিকটে পৌঁছেছে। রাবী বলেন, আবু সাঈদ (রা) কথাটা কিভাবে প্ৰণব্যক্ত করেছেন তা আমার হৃদয় মনে নেই। সেই সত্তার নামে শপথ, যার নামে আমি শপথ করে থাকি অথবা সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্য আমি মনস্থির করেছি, অথবা যদি তোমরা চাও- রাবী বলেন, আবু সাঈদ (রা) কোনটি বলেছেন তা আমার সঠিক মনে নাই। তবে আমি নিশ্চিত আমার উষ্ট্রকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিব এবং মদীনায় না পৌঁছা পর্যন্ত তার হাওদার একটি গিঁটও খুলব না (যাত্রা বিরতি করব না)। তারপর তিনি বললেন : “হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং তা পবিত্র ও সম্মানিত হয়েছে। আর আমি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করলাম - যা দুই পাহাড়ের (আইর ও উহুদ) মধ্যস্থলে অবস্থিত। অতএব এখানে রক্তপাত করা যাবে না, এখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রবহন করা যাবে না এবং পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত গাছপালার পাতাও পাড়া যাবে না। হে আল্লাহ! আমাদের এই শহরে বরকত দান করুন হে আল্লাহ! আমাদের সা’- এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের মুদ-এ বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! বরকতের সাথে আমাদের আরো দু’টি বরকত দান করুন।”

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! মদীনার এমন কোন প্রবেশ পথ বা গিরি সংকট নেই যেখানে তোমাদের মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দু’জন করে ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত নেই। পুনরায় তিনি লোকদের

উদ্দেশ্যে বললেন, “তোমরা রওনা হও।” অতএব আমরা রওনা হলাম এবং মদীনায়ে এসে পৌঁছলাম। সেই সত্তার শপথ যাঁর নামে আমরা শপথ করি অথবা যাঁর নামে শপথ করা হয়- হাম্মাদ তাঁর উর্ধ্বতন রাবী কোনটি বলেছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহে পড়েছেন- আমরা মদীনায়ে প্রবেশ করে বাহনের পিঠের হাওদা তখনও খুলি নি- ইত্যবসরে আবদুল্লাহ ইবন গাতফান গোত্রের লোকেরা আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে, অথচ ইতিপূর্বে এরূপ কিছু করার দুঃসাহস তাদের হয় নি।

২২.৭- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ -

৩২০৭. যুহায়র ইবন হারব (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের মুদ ও সা'-এ বরকত দিন এবং বরকতের সাথে আরও দু'টি বরকত দান করুন।

২২.৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩২০৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২২.৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لِيَالِيَ الْحَرَّةَ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَا وَائِيَهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَا أَمْرُكَ بِذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَائِيَهَا فَيَمُوتَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا -

৩২০৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ মাওলা মাহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল- হাররার রাতগুলোতে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট এলেন এবং মদীনা থেকে (কোথাও) চলে যাওয়ার পরামর্শ করলেন। তিনি তাঁর কাছে এখানকার দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও নিজের বৃহৎ পরিবারের অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁকে আরও জানালেন যে, তিনি এখানকার ক্লেশ ও রুক্ষ আবহাওয়া বরদাশ্ত করতে পারছেন না। আবু সাঈদ (রা) তাঁকে বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমি তোমাকে মদীনা ত্যাগের পরামর্শ দিতে পারি না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি এখানকার কষ্ট সহ্য করে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন অবশ্যই আমি তার জন্য শাফা'আত করব অথবা সাক্ষী হব, যদি সে মুসলিম হয়ে থাকে।

২২১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِّي حَرَمْتُ مَا بَيْنَ لَا بَتَى الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يَرْسِلُهُ -

৩২১০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন : মদীনার দুই প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমি হারাম ঘোষণা করছি, যেমন ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। (অধঃস্তন রাবী) আবদুর রহমান বলেন, অতঃপর আবু সাঈদ (রা) যদি আমাদের কারও হাতে পাখি দেখতে পেতেন তবে তিনি তার হাত থেকে পাখিকে মুক্ত করে ছেড়ে দিতেন।

২২১১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّهَا حَرَمٌ أَمِنٌ -

৩২১১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) সাহল ইবন হুনাযফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : ঐ স্থান হারাম ও নিরাপদ।

২২১২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْكَى بِلَالٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَكَاؤَ أَصْحَابِهِ قَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوْلِ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ -

৩২১২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় এলাম এবং তা ছিল অস্বাস্থ্যকর স্থান। আবু বকর ও বিলাল (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের অসুস্থতা লক্ষ্য করে দু'আ করলেন : “হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের জন্য প্রিয় স্থান করুন যেমন মক্কাকে প্রিয় স্থান করেছেন অথবা আরও অধিক, তাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করুন, আমাদের জন্য এখানকার সা'ও মুদ-এ বরকত দান করুন এবং এর জ্বর জুহফায় সরিয়ে দিন।”

২২১৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩২১৩. আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৪২- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَفَضْلِ الصَّبْرِ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا

৮৩. পরিচ্ছেদ : মদীনায় বসবাসের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং এখানকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ফযীলত

২২১৪- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩২১৪. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এখানকার দুঃখ কষ্টে সবর করে, আমি কিয়ামতের দিন অবশ্যই তার জন্য শাফা'আত করব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব।

২২১৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ بْنِ عُوَيْمِرٍ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ يُحْنَسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرٍ فِي الْفِتْنَةِ فَاتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ اقْعُدِي لَكَاعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩২১৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) যুবারের আযাদকৃত গোলাম ইউহান্নিস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফিৎনার সময় আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলেন। এ সময় তার নিকট তার এক আযাদকৃত বাদী সালাম দিয়ে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আমি (মদীনা থেকে) বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করছি। আমাদের উপর দিয়ে কঠিন সময় অতিবাহিত হচ্ছে। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বললেন, বোকা মেয়ে, থেকে যাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : “যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখ কষ্ট ও বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হব অথবা তার শাফা'আতকারী হব।

২২১৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنِ الْخُرَاعِيِّ عَنْ يُحْنَسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْمَدِينَةَ -

৩২১৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এখানকার দুঃখকষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হব অথবা তার শাফা'আতকারী হব। ‘এখানকার’ বলতে মদীনাকে বুঝানো হয়েছে।

২২১৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا -

৩২১৭. ইয়াহইয়া ইবন আযুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখকষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করবে, তার জন্যই আমি কিয়ামতের দিন শাফা'আতকারী হব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব।

২২১৮. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَيْسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩২১৮. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন..... আগের হাদীসের অনুরূপ।

২২১৯. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ بِمِثْلِهِ -

৩২১৯. ইউসুফ ইবন ইসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মদীনার দুঃখকষ্টের উপর সবর করবে..... আগের হাদীসের অনুরূপ।

৪৬. بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاغُوتِ وَالِدَّجَالِ إِلَيْهَا

৮৪. পরিচ্ছেদ : প্লেগ ও দাজ্জালের প্রবেশ থেকে মদীনা সুরক্ষিত

২২২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاغُوتُ وَلَا الدَّجَالُ -

৩২২০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদীনার প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ প্রহরারত। সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

২২১৭. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَأْتِى الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أَحَدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهَذَا يَهْلِكُ -

৩২২১. ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : মাসীহ (দাজ্জাল) মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে এসে উহুদ পাহাড়ের পশ্চাতে অবতরণ করবে এবং ফেরেশতারা তার মুখ (গতি) সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিবে আর সেখানে সে ধ্বংস হবে।^১

৪০- بَابُ الْمَدِينَةِ تَنْفَى خَبَثُهَا وَتُسَمَّى طَابَةً وَطَيِّبَةً

৮৫. পরিচ্ছেদ : মদীনা নিজের মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিস বের করে দেবে এবং মদীনার অপর নাম ‘তাবা’ ও ‘তায়বা’

৩২২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَوَارِدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ إِلَّا أَنْ الْمَدِينَةَ كَالْكَيْرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفَى الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفَى الْكَيْرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ -

৩২২২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : (মদীনার) লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি তার চাচাত ভাইকে এবং নিকটাত্মীয়কে ডেকে বলবে, আস কোন উর্বর এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করি, আস কোন শস্য-শ্যামল এলাকায় গিয়ে বাস করি। কিন্তু মদীনাই তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানত! সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি কোন ব্যক্তি মদীনার উপর রিবজ হয়ে চলে যায় তবে আল্লাহ তা‘আলা তার চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে তার স্থলবর্তী করবেন। সাবধান! মদীনা হচ্ছে হাপর তুল্য, যা নিজের মধ্য থেকে নিকৃষ্ট জিনিস (ময়লা) বের করে দেয়। কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ মদীনা তার বুক থেকে নিকৃষ্ট লোকদের বের করে না দেবে যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

৩২২৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيَمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقُرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفَى النَّاسَ كَمَا يَنْفَى الْكَيْرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ -

৩২২৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আমি এমন একটি জনপদে (হিজরতের) জন্য আদিষ্ট হই যা সমস্ত জনপদ খেয়ে ফেলবে (আধিপত্য বিস্তার করবে)। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব নামে অভিহিত করে। আর এটা হল মদীনা। তা লোকদের এমনভাবে বের করবে যেমনিভাবে হাপর লোহার ময়লা বের করে।

১. মাসীহ শব্দটি কুরআন মজীদে ঈসা (আ)-এর উপাধি হিসাবে এবং হাদীস শরীফে তাঁর ও দাজ্জাল উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আ)-কে এজন্য মাসীহ (স্পর্শকারী) বলা হয় যে, আল্লাহর হুকুমে কুষ্ঠরোগী তাঁর হাতের স্পর্শে আরোগ্য লাভ করত এবং জন্মান্ত ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত। দাজ্জালকে ‘মাসূহ’ অর্থে মাসীহ বলা হয়। কারণ তার এক চোখ অন্ধ হবে অথবা সেও ঈসা (আ)-এর মত নিজেকে মাসীহ বলে দাবি করবে- (অনুবাদক)।

২২২৪- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا كَمَا يَنْفِي الْكثيرُ الْخَبَثَ لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيثَ -

৩২২৪. আমরুন নাকিদ, ইবন আবু উমর ও ইবন মুসান্না (র)..... ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকেও এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এরা দু'জন বলেছেন : “যেমন হাপর ময়লা দূর করে” এবং “লোহা” শব্দের উল্লেখ করেন নি।

২২২৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكَ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكثيرِ تَنْفِي خَبَثُهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا -

৩২২৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ -এর নিকট (ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার) বায়'আত হল। তারপর বেদুঈন মদীনাতে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হল। সে নবী -এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। সে পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলল, আমার বায়'আত ফিরিয়ে নিন। তিনি তা অস্বীকার করলেন। সে পুনরায় এসে বলল, ইয়া মুহাম্মদ! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি এবারও অস্বীকার করলেন। তারপর বেদুঈন (মদীনা থেকে) চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : “মদীনা হচ্ছে হাপর স্বরূপ, সে নিজের বুক থেকে ময়লা বহিষ্কার করে দেয় এবং পবিত্র জিনিস ধুয়ে মুছে সাফ করে”।

২২২৬- وَحَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّهَا طَيِّبَةٌ يَغْنِي الْمَدِينَةَ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ -

৩২২৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আশ্বারী (র) যায়দা ইবন সাবিত (রা) সূত্রে নবী -এর নিকট থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এ হল তায়বা (পবিত্র) অর্থাৎ মদীনা, তা ময়লা দূর করে দেয় যেমন আগুন রূপার ময়লা দূর করে দেয়।

২২২৭- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً -

৩২২৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, হান্নাদ ইব্ন সারী ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা মদীনার নাম রেখেছেন 'তাবা'।

১৬- بَابُ تَحْرِيمِ ارَادَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ وَإِنْ مَنْ أَرَادَ هُمْ بِهِ أَذَابَهُ اللَّهُ

৮৬. পরিচ্ছেদ : মদীনাবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করা নিষিদ্ধ এবং যে তাদের ক্ষতি করতে চায় আল্লাহ তাকে গলিয়ে দেবেন

২২২৮- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْرَاهِيمُ ابْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْنَسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ بِسُوءٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ -

৩২২৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, ইব্রাহীম ইব্ন দীনার ও মুহাম্মদ রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই শহরের অর্থাৎ মদীনার অধিবাসীদের ক্ষতি করতে চাইবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

২২২৯- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاطَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ يَحْنَسَ بَدَلِ قَوْلِهِ بِسُوءٍ شَرًّا -

৩২২৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, ইব্রাহীম ইব্ন দীনার ও ইব্ন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : যে ব্যক্তি এখানকার (মদীনার) অধিবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে গলিয়ে ফেলবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

২২৩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرُونَ مُوسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو جَمِيعًا سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -

৩২৩০. ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে ও নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২২২১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ أَخْبَرَنِي دِينَارُ الْقَرَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ -

৩২৩১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের ক্ষতি করতে চাইবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।

২২২২- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ الْكَعْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَّهْمُ أَوْ بِسُوءٍ -

৩২৩২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সা'দ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে 'আকস্মিক আক্রমণ' অথবা 'ক্ষতিসাধন' এর কথা উল্লেখ আছে।

২২২৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَدِّهِمْ وَسَاقِ الْحَدِيثِ وَفِيهِ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ -

৩২৩৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) ও সা'দ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন : “হে আল্লাহ! মদীনাবাসীদের মুদ- এ বরকত দান করুন”..... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। তবে এতে আরো আছে : “যে ব্যক্তি এখানকার অধিবাসীদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে গলিয়ে দিবেন যেমন পানিতে লবণ গলে যায়।”

৪৭- بَابُ تَرْغِيبِ النَّاسِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَمْصَارِ

৮৭. পরিচ্ছেদ : শহর ও জনপদের বিজয় সত্ত্বেও মদীনায় বসবাসে উৎসাহিত করা

২২২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي هَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبْسُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبْسُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبْسُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

৩২৩৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) সুফিয়ান ইবন আবু যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শাম (সিরিয়া) বিজিত হবে। ফলে একদল লোক সপরিবারে মদীনা থেকে চলে যাবে উট হাঁকাতে হাঁকাতে, অথচ মদীনাই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল, যদি তারা বুঝতে পারত। এরপর ইয়ামান বিজিত হবে। ফলে একদল লোক উট হাঁকিয়ে সপরিবারে চলে যাবে (মদীনা থেকে)। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত। এরপর ইরাক বিজিত হবে। ফলে একদল লোক উট হাঁকিয়ে সপরিবারে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত।

২২২৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

৩২৩৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... সুফিয়ান ইবন আবু যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইয়ামান বিজিত হবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের নিয়ে উট হাঁকিয়ে সেখানে চলে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত। তারপর শাম (সিরিয়া) বিজিত হবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবার পরিজন ও অনুসারীদের নিয়ে উট হাঁকিয়ে সেখানে চলে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত। তারপর ইরাক বিজিত হবে। ফলে একদল লোক নিজেদের পরিবার ও অনুসারীদের নিয়ে উট হাঁকিয়ে সেখানে চলে যাবে। অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারত।^১

৪৪- بَابُ أَخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَرْكِ النَّاسِ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ

৮৮. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী : লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে- মদীনা কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও

২২২৬- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَدِينَةِ لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُذَلَّةً

১. উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী বিধৃত হয়েছে- যা তাঁর ইত্তিকালের মাত্র চৌদ্দ বছরের মধ্যে বাস্তবরূপ লাভ করে। আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগ থেকে উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালের মধ্যে সিরিয়া, ইয়ামান ও ইরাক বিজিত হয় এবং এসব এলাকার জনগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়েও নবী ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী বিধৃত হয়েছে- যা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বাস্তবরূপ লাভ করবে।

لِلْعَوَافِي يَعْنِي السَّبَاعَ وَالطَّيْرَ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيمٌ ابْنُ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجَرِهِ -

৩২৩৬. যুহায়র ইবন হারব ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম মদীনা সম্পর্কে বলেছেন : “এখানকার লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে, এ স্থান তাদের জন্য কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও। আর এটা এমনভাবে জনশূন্য হয়ে যাবে যে, এটা হিংস্র জন্তু ও পাখির আবাসে পরিণত হবে।”

২২২৭- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ لَا يَفْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي يُرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مَزِينَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بَغْنَمَهُمَا فَيَجِدَانَهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّ عَلَى وُجُوهِهِمَا -

৩২৩৭. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি : লোকেরা মদীনা ত্যাগ করবে তাদের জন্য তা (মদীনায় বসবাস) কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও এবং কেবল হিংস্র জন্তু ও পাখিরাই সেখানে বসবাস করবে। তারপর মুযায়না গোত্রের দু'টি রাখাল মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে উচ্চস্বরে নিজেদের মেঘপাল হাঁকিয়ে। তারা সে স্থান হিংস্র প্রাণীতে ভর্তি দেখতে পাবে। তারা সানিয়াতুল বিদা উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে।

৪৯- بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْبَرِهِ وَفَضْلِ مَوْضِعِ مَنْبَرِهِ

৮৯. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম এর রওযা ও তাঁর মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত এবং মিম্বারের ফযীলত

২২২৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيَمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ -

৩২৩৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ মাযিনী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি।”

২২২৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ مَنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ -

৩২৩৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন যায়দ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন : আমার ঘর ও আমার মিস্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৩২৪০. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضٍ -

৩২৪০. যুহায়র ইবন হারব ইবন নুমায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার ঘর ও আমার মিস্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। আর আমার মিস্বার আমার (কাওসার নামক) হাওয়ের উপরে অবস্থিত।

৯. -بَابُ فَضْلِ أَحَدٍ

৯০. পরিচ্ছেদ : উহদের ফযীলত

৩২৪১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةٌ وَهَذَا أَحَدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩২৪১. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা কা'নাবী (র)..... আবু হুমায়দ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে রওনা হলাম। তারপর আবু হুমায়দ (রা) হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বললেন, (যুদ্ধ শেষে) আমরা পুনরায় অগ্রসর হলাম এবং ওয়াদিল কুরায়^১ পৌঁছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দ্রুত অগ্রসর হই। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে চলতে চায় সে আমার সঙ্গে দ্রুত চলুক। আর যার ইচ্ছা, সে থেমে থেমে আসুক। তখন আমরা রওনা হলাম এবং অবশেষে মদীনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই (মদীনা) হচ্ছে তাবা এবং এই হচ্ছে উহদ আর উহদ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।

৩২৪২. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

১. 'ওয়াদিল কুরা' মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকা। তৎকালে এখানে পানির একটি বৃহৎ উৎস থাকায় স্থানটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই এলাকা দখল করেন।

৩২৪২. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উহুদ এমন একটি পাহাড় যা আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।

২২৪২- وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ إِنَّ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩২৪৩. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকালেন এবং বললেন, উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।

৯১- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

৯১. পরিচ্ছেদ : মক্কা ও মদীনার মসজিদদ্বয়ে সালাত আদায়ের ফযীলত

২২৪৪- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

৩২৪৪. আমরুন নাকিদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আমার এই মসজিদে (মসজিদে নব্বীতে) এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের চেয়েও উত্তম।

২২৪৫- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

৩২৪৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে আদায়কৃত এক হাজার (রাক'আত) সালাত অপেক্ষাও উত্তম।

২২৪৬- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

أَخْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ أَخْرُ الْمَسَاجِدِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشْكُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنْعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوَفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكُرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَانْكَوُنَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْزُ عَلَى ذَلِكَ جَالِسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ قَارِظٍ فَذَكَّرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي أَخْرُ الْمَسَاجِدِ -

৩২৪৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর শাগরিদ আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান ও আবু আবদুল্লাহ আগার (জুহায়না গোত্রের মুক্তদাস) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত আদায় মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে হাজার (রাক'আত) সালাত অপেক্ষাও উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নবীগণের সর্বশেষ এবং তাঁর মসজিদ (নবী-রাসূলগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে) সর্বশেষ মসজিদ। আবু সালামা ও আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, নিঃসন্দেহে আবু হুরায়রা (রা) যে সব কথা বলেছেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস থেকেই বলেছেন। এজন্য আমরা তাঁর ইত্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে এই হাদীস সত্যায়িত করে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করি নি। আবু হুরায়রা (রা)-এর ইত্তিকালের পর তাঁর নিকট থেকে এই হাদীসের সত্যায়ন সম্পর্কে আমরা পরস্পর আলোচনা করি এবং একে অপরকে দোষারোপ করি যে, কেন আমরা এই হাদীস সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞেস করি নি যে, তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন কিনা। এ অবস্থায় একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন কারিযের কাছে বসলাম এবং এই হাদীস ও তা আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে বর্ণিত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন কারিয (র) আমাদের বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চিত আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “অবশ্যই আমি নবীগণের সর্বশেষ এবং আমার মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ”।^১

১. গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারী অমুসলিম কাদিয়ানীরা এই হাদীসের অপব্যখ্যা করে বলেছেন, নবী ﷺ তাঁর মসজিদকে “সর্বশেষ মসজিদ” বলে ঘোষণা করেছেন- অথচ এটাই সর্বশেষ মসজিদ নয়, এরপরও পৃথিবীতে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে। অনুরূপভাবে তিনি নিজেকে ‘সর্বশেষ নবী’ বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই এর অর্থও অনিবার্যভাবে এই হবে যে, তিনিই সর্বশেষ নবী ﷺ নন, তাঁর পরেও নবী আসতে পারে (নাউয়িবুল্লাহ)।

বস্তুত এ ধরনের অপব্যখ্যা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী বুঝার মত যোগ্যতা হতেও বঞ্চিত। এই অনুচ্ছেদের উল্লেখিত সব কয়টি হাদীস একবার পড়লেই জানতে পারা যায় যে, নবী ﷺ নিজের (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

৩২৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ
الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ قَارِظٍ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ أَوْ
كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ -

৩২৪৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ ইবন ইব্রাহীম ইবন কারিয় (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু
হুরায়রা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত)
সালাত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার (রাকআত) সালাতের চেয়ে উত্তম অথবা এই মসজিদ ছাড়া অন্য যে
কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের সমতুল্য কিন্তু মসজিদুল হারামের কথা স্বতন্ত্র।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) মসজিদকে কোন অর্থে সর্বশেষ মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন। এখানে বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরায়রা (রা),
আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)-এর সূত্রে যেসব হাদীস ইমাম মুসলিম (র) সংকলন করেছেন তাতে
বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার তিনটিমাত্র মসজিদই অন্যান্য সাধারণ মসজিদ অপেক্ষা বেশি ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী। এই তিনটি
মাত্র মসজিদে সালাত আদায়ে পৃথিবীতে অন্য সকল মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা অসংখ্য গুণ সাওয়াব বেশি হবে। এই কারণে
কেবলমাত্র এই তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করে যাওয়া জায়েয। অপর কোন মসজিদেরই এই মর্যাদা নাই যে,
বিশেষভাবে তাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কেউ সফর করে সেখানে যাবে এবং অধিক সাওয়াব লাভ হবে। এই তিনটি মসজিদের
একটি হল মসজিদুল হারাম তথা কা'বা শরীফ যা আল্লাহর দু'জন প্রিয়নবী ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) নির্মাণ
করেন। দ্বিতীয় মসজিদ হচ্ছে হযরত সূলায়মান (আ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তৃতীয় মসজিদ
হচ্ছে মদীনার মসজিদ বা মসজিদুন নববী, যার ভিত্তিপ্রস্তর স্বয়ং নবী ﷺ নিজ হাতে স্থাপন করেন।

অতএব নবী ﷺ-এর বাণী “আমার মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ” এর তাৎপর্য এই যে, যেহেতু তাঁর পরে আর কোন নবী
আসবেন না— এ জন্য তাঁর মসজিদের পর এমন কোন চতুর্থ মসজিদ নির্মিত হবে না— যাতে নামায পড়লে অপর মসজিদসমূহের
তুলনায় অনেক বেশি সাওয়াব হবে এবং যাতে নামায পড়ার জন্য (অধিক সাওয়াব লাভের আশায়) সফর করে যাওয়া জায়েয
হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্মিত মসজিদই কোন নবী কর্তৃক নির্মিত সর্বশেষ মসজিদ এতে কোন সন্দেহ নেই এবং
এটাই সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ সর্বশেষ মসজিদ।

মুসলিম উম্মাহ কাদিয়ানীদের যেসব কারণে অমুসলিম বলে ঘোষণা করে, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই খতমে নবুওয়াত,
অর্থাৎ তাদের মতে নবী মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী নন, বরং তাঁর পরে আরও নবী আসবে এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে
তারা নবী বলে দাবি করে ও মান্য করে। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহ নবী ﷺ-কে সর্বশেষ নবী বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে নএবং
গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মুসায়লামা কায্যাবের অনুরূপ ভণ্ড নবী বলে প্রমাণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সর্বশেষ নবী এবং
কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না, এ সম্পর্কে পাঠকগণকে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের জন্য অনুরোধ করছি : ১. খতমে
নবুওয়াত— মুফতী মুহাম্মদ শফী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত), ২. খতমে নবুওয়াত ও কাদিয়ানী সমস্যা— মাওলানা
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ও কাদিয়ানী মাসআলা— সায্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, ৪. একই শিরোনামে মাওলানা মনযূর
নু'মানী রচিত গ্রন্থ। (অনুবাদক)

৩২৪৮. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩২৪৮. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩২৪৯. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ -

৩২৪৯. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আমার এই মসজিদে এক (রাক'আত) সালাত মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের চেয়েও উত্তম।

৩২৫০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩২৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩২৫১. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ -

৩২৫১. ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি..... উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩২৫২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩২৫২. ইবন আবু উমর (র) ইবন উমর (রা) থেকে এই সূত্রে নবী ﷺ এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩২৫৩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ إِنَّ شَفَانِي اللَّهُ لَاخْرُجَنَّ فَلَا صَلَاتَيْنِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتُ

وَصَلَّى فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ -

৩২৫৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি স্ত্রীলোক রোগাক্রান্ত হওয়ার পর বলল, আল্লাহ আমাকে রোগমুক্তি দান করলে আমি গিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবশ্যই সালাত আদায় করব। তারপর সে আরোগ্য লাভ করল এবং (বায়তুল মুকাদ্দাস) যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল এবং সে নবী ﷺ এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম দিল এবং এ সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি বললেন, তুমি এখানে থাক, যা কিছু পাথেয় নিয়েছ তা নিজে ভোগ কর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদের সালাত আদায় কর। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : “এই মসজিদে এক (রাক‘আত) সালাত আদায় মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাক‘আত) সালাত পড়ার চেয়েও অধিক ফযীলতপূর্ণ।

৯২. بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ

৯২. পরিচ্ছেদ : তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা

৩২৫৪. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى -

৩২৫৪. আমরুন নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : উটের পিঠে হাওদা আঁটা যাবে না (সফর করা যাবে না) তিনটি মসজিদ ব্যতীত : এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা।

৩২৫৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ -

৩২৫৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে নবী ﷺ-এর কথা এভাবে শুরু হয়েছে : “তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে।”

৩২৫৬. وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيْلِيَاءَ -

৩২৫৬. হারুন ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেবলমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে : কা‘বা মসজিদ, আমার এই মসজিদ এবং ইলিয়ার মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস)।

৯২- بَابُ بَيَانِ مَسْجِدِ الذِّي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

৯৩. পরিচ্ছেদ : যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়া উপর প্রতিষ্ঠিত তার বর্ণনা এবং তা হল মদীনায় মসজিদে নবাবী (সা)

২২০৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الذِّي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ قَالَ أَبِي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الذِّي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ فَآخِذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضْرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ -

৩২৫৭. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান (র) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়া উপর স্থাপিত হয়েছে” সেই মসজিদ সম্পর্কে আপনার পিতাকে আপনি কিরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই মসজিদ কোনটি যার ভিত্তি তাকওয়া উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? রাবী (আবু সাঈদ) বলেন, তিনি একমুষ্ঠি কাঁকর তুলে তুলে তা যমীনে নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর বললেন : ‘তা তোমাদের এই মসজিদ- মদীনার মসজিদ।’ রাবী (আবু সালামা) বলেন, তখন আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চিত আমিও আপনার পিতাকে এভাবেই ঐ মসজিদের উল্লেখ করতে শুনেছি।

২২০৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْأِسْنَادِ -

৩২৫৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে এই সনদে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সনদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন আবু সাঈদের নাম উল্লেখিত হয় নি।

৯৪- بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

৯৪. পরিচ্ছেদ : কুবা মসজিদের ফযীলত এবং তাতে সালাত আদায় ও তা যিয়ারতের ফযীলত

২২০৯- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا -

৩২৫৯. আবু জা'ফর আহমাদ ইবন মানী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে কুবার মসজিদে যেতেন।

২২৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ -

৩২৬০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে কু'বা মসজিদে আসতেন এবং তাতে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

২২৬১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا -

৩২৬১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে বা বাহনে চড়ে কু'বায় আসতেন।

২২৬২. وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ بَصْرِيُّ ثِقَاءَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ -

৩২৬২. আবু মা'আন রুকাশী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২২৬৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا -

৩২৬৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে চড়ে এবং পদব্রজে কুবার আসতেন।

২২৬৪. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حَجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا -

৩২৬৪. ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হজর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে চড়ে ও পদব্রজে কুবার আসতেন।

২২৬৫. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ -

৩২৬৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) প্রতি শনিবার কুবায়ে আসতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রতি শনিবার এখানে আসতে দেখেছি।

২২৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ يَعْزِي كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ -

৩২৬৬. ইব্ন আবু উমর (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি শনিবার কুবায়ে আসতেন। তিনি বাহনে চড়ে এবং পায়ে হেঁটে এখানে আসতেন। ইব্ন দীনার (র) বলেন, ইব্ন উমর (রা)-ও অনুরূপ করতেন।^১

২২৬৭- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ -

৩২৬৭. আবদুল্লাহ ইব্ন হাশিম (র) ইব্ন দীনার (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এই সূত্রে ‘প্রতি শনিবার’ কথাটুকু উল্লেখ নাই।

১. কুবা পল্লী মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং খেজুর বাগানে পরিবেষ্টিত। নবী ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায়ে প্রবেশের পূর্বেই এই পল্লীতে অবস্থান করেন এবং তাঁর উপস্থিতিতে সেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে তা কুবা মসজিদ নামে পরিচিত এবং দীর্ঘকালের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনো তা বর্তমান আছে। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে এটাই সেই মসজিদ-যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নবী ﷺ কখনো পদব্রজে, আবার কখনো বাহনে চড়ে প্রায়ই এখানে এসে বিশ্রাম নিতেন এবং উক্ত মসজিদের নামায পড়তেন (অনুবাদক)।

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : বিবাহ

১- بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَهُ وَاسْتِغَالَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤْنِ بِالصَّوْمِ

১. পরিচ্ছেদ : দৈহিক ও আর্থিক দিক থেকে সমর্থ ব্যক্তির বিবাহ করা মুস্তাহাব; আর্থিক অস্বচ্ছল ব্যক্তি রোযা রাখবে

২২৬৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الهمدانيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْىَ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَرُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ -

৩২৬৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী (র) আবু মু'আবিয়া 'আল্কাযা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা)-এর সঙ্গে মিনায় পৌঁছলাম। এ সময় উসমান (ইবন আফ্ফান) (রা) এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। তখন তিনি তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। উসমান (রা) তাঁকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সঙ্গে এমন একটি যুবতী মেয়ের বিয়ে দেব না যে হয়ত আপনার অতীতের কিছু স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিবে? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) বললেন, আপনি যদি একথা বলেন তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন : “হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা (বিবাহ) দৃষ্টিকে নিচ করে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত করে। আর যে সক্ষম নয়, তার সিয়াম পালন করা উচিত। কারণ তা তার জন্য যৌন কামনা দমনকারী।”

২২৬৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَنْىَ إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ
عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعُودُ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَكُنْ قُلْتَ ذَاكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ -

৩২৬৯. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ইবরাহীম আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সাথে মিনায় হাঁটছিলাম। এ সময় উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। রাবী বলেন, তিনি বললেন : হে আবু আবদুর রহমান! এখানে আসুন। রাবী বলেন, তিনি তাকে একান্তে ডেকে নিলেন এবং আবদুল্লাহ (রা) যখন দেখলেন গোপনীয়তার কোন প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আলকামা! আস। তখন আমি তাদের সাথে যোগ দিলাম। উসমান (রা) তাঁকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা কি আপনাকে একটি কুমারী মেয়ের সাথে বিবাহ দিব না, হয়ত সে আপনার অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনি যদি তাই বলেন, অতঃপর আবু মু'আবিয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২৭০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ
بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَرُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ -

৩২৭০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন : হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বৈবাহিক জীবনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম, সে যেন বিয়ে করে। কারণ তা দৃষ্টিকে নিচু করে দেয় এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যে (ভরণ-পোষণে) সমর্থ না হয়, সে যেন সাওম পালন করে। কারণ তা তার যৌন কামনা দমনকারী।

২২৭১. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ
يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي
مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ -

৩২৭১. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, আমার চাচা আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর নিকট গেলাম। এ সময় আমি যুবক ছিলাম। তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই হাদীসটি

বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে, “অতঃপর আমি বিয়ে করতে আর বিলম্ব করি নি।”

৩২৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ -

৩২৭২. আবদুল্লাহ ইবন সাজিদ আল-আশাজ্জ (র)..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আমি ছিলাম দলের মধ্যে সব চাইতে তরুণ। অতঃপর উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে “অতঃপর আমি বিয়ে করতে আর বিলম্ব করি নি” কথাটুকুর উল্লেখ নাই।

৩২৭৩. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي -

৩২৭৩. আবু বকর ইবন নাসি' আল-আব্দী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের নিকট তাঁর গোপন ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তাঁদের মধ্যে কেউ বললেন, আমি কখনও বিয়ে করব না, কেউ বললেন, আমি কখনও গোশত খাব না, কেউ বললেন, আমি কখনও বিছানায় ঘুমাব না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন : “লোকদের কি হল যে, তারা এরূপ এরূপ বলছে? অথচ আমি তো সালাতও আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই, সাওম পালন করি এবং ইফতারও করি এবং বিয়েও করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুনাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার কেউ নয়।”

৩২৭৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا -

৩২৭৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইবন মাযউন (রা)-এর কৌমার্যব্রত (অবিবাহিত জীবন যাপন) অবলম্বনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তবে আমরা নিজেদের খোজা করে নিতাম।

২২৭৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍاءُ مَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أُنْزِلَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا -

৩২৭৫. আবু ইমরান মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (র)..... সাঈদ ইবনুল মুসায়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ (ইবন আবু ওয়াক্কাস) (রা)-কে বলতে শুনেছি- উসমান ইবন মাযউন (রা)-এর কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব (রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক) প্রত্যাখ্যাত হয়। তাকে অনুমতি দেওয়া হলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খোজা করে নিতাম।

২২৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْبُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَّبَتَّلَ فَفَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَصَيْنَا -

৩২৭৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) সাঈদ ইবনুল মুসায়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, উসমান ইবন মাযউন (রা) কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (তা করতে) নিষেধ করে দেন। তিনি যদি তাঁকে অনুমতি দিতেন তবে অবশ্যই আমরা নিজেদের খোজা করে নিতাম।

২- بَابُ نَدَبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُؤَاقِعَهَا

২. পরিচ্ছেদ : কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হলে সে যেন তার স্ত্রীর অথবা ক্রীতদাসীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়

২২৭৭- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَاتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيَّةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ

১. 'নিকাহ' শব্দের অর্থ 'সহবাস', 'বিবাহ'। এখানে শব্দটি বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিবাহ মানব জাতির একটি প্রাচীন সামাজিক প্রথা। বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়- যা প্রচলিত প্রথা বা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। তা উভয়পক্ষকে কতগুলো দায়িত্ব বহন ও কর্তব্য পালনে বাধ্য করে। নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক মূলত মানবীয় সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রস্তর। তাই দাম্পত্য বিধানের মৌলিক গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামে তা অত্যন্ত নির্ভুল বুনিয়াদের উপর রচনা করা হয়েছে। মুসলমানগণ দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের দীনের মধ্যে একটি উত্তম পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু বিধান লাভ করেছে।

ইসলামের দাম্পত্য বিধানের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও নৈতিকতার হিফায়ত। এজন্য কুরআন মজীদে নিকাহ শব্দকে 'ইহসান' (إِحْسَان) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'হিস্ন' (حِصْن) শব্দের অর্থ দুর্গ, আর 'ইহসান' শব্দের অর্থ দুর্গে আবদ্ধ হওয়া। অতএব যে ব্যক্তি বিবাহ করে সে হচ্ছে মুহসিন, অর্থাৎ সে যেন একটি দুর্গ নির্মাণ করেছে। আর যে স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হয় সে হচ্ছে মুহসিনা, অর্থাৎ বিয়ের আকারে তার নিজের এবং নিজ চরিত্রের হিফায়তের জন্য যে দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে তাতে আশ্রয়গ্রহণকারিণী। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বৈরাগ্য জীবন পরিত্যাগ করে সাংসারিক জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যাদের বিবাহ করার মত সামর্থ্য নাই, তাদেরকে রোযা রাখার মাধ্যমে জৈবিক শক্তি দমন পূর্বক নিজ চরিত্রের হিফায়ত করার উপদেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া কেবল বিবাহের মাধ্যমেই বৈধ বংশধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব (অনুবাদক)।

ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُذِيرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ -

৩২৭৭. আমর ইবন আলী (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলাকে দেখলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী যায়নাব (রা)-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন তাঁর একটি চামড়া পাকা করায় ব্যস্ত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন। তারপর বের হয়ে সাহাবীদের নিকট এসে তিনি বললেন : স্ত্রীলোক সামনে আসে শয়তানের বেশে এবং ফিরে যায় শয়তানের বেশে।^১ অতএব তোমাদের কেউ কোন স্ত্রীলোক দেখতে পেলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে। কারণ তা তার মনের ভেতর যা রয়েছে তা দূর করে দেয়।

৩২৭৮. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ تَذِيرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ -

৩২৭৮. যুহায়র ইবন হারব (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি স্ত্রীলোক দেখলেন..... উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে আছে : “তিনি নিজ স্ত্রী যায়নাব (রা)-এর নিকট এলেন, তখন তিনি একটি চামড়া পাকা করছিলেন” এবং এতে “সে শয়তানের বেশে চলে যায়” কথাটির উল্লেখ নাই।

৩২৭৯. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ -

৩২৭৯. সালামা ইবন শাবীব (র)..... জাবির (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কাউকে কোন স্ত্রীলোক মুগ্ধ করে এবং তা তার মনকে প্রলুব্ধ করে, তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে মিলন করে। তা তার মনে যা আছে তা দূর করবে।

৩. بَابُ نِكَاحِ الْمُثْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : মুত্‘আ বিবাহ তা বৈধ ছিল, পরে তা বাতিল করা হয়, তারপর বৈধ করা হয়, আবার বাতিল করা হয় এবং এখন কিয়ামত পর্যন্ত তার অবৈধতা বলবৎ থাকবে

৩২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا

১. অর্থাৎ তার আগমন ও প্রস্থান উভয় অবস্থায় শয়তান তার প্রতি পুরুষকে প্রলুব্ধ করে।

نَسْتَخْصِيْ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» -

৩২৮০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র আল-হামদানী (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ পাঠাওয়াহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। আমরা বললাম, আমরা কি খাসী হব না? তিনি আমাদের তা থেকে নিষেধ করলেন। তারপর তিনি পরিধেয় বস্ত্র দানের বিনিময়ে আমাদের নির্দিষ্টকালের জন্য নারীদের বিবাহ করার অবকাশ দিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) পাঠ করলেন : “হে মু’মিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন, সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।” (সূরা মায়িদা : ৮৭)

৩২৮১- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ -

৩২৮১. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (রা) ... ইসমাইল ইব্ন আবু খালিদ (র) থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। তিনি বলেন নি যে, আবদুল্লাহ (রা) পাঠ করলেন।

৩২৮২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِيْ وَلَمْ يَقُلْ نَغْزُوْ -

৩২৮২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইসমাইল (র) থেকে এই সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা ছিলাম যুবক। তাই আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি খাসী হব না? এতে ‘জিহাদ’ শব্দের উল্লেখ নাই।

৩২৮৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ آذَنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ -

৩২৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ পাঠাওয়াহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক বেরিয়ে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ পাঠাওয়াহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মুত’আ বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন।

৩২৮৪- وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ -

৩২৮৪. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম আল-আয়শী (র) সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং আমাদের মুত'আর (সাময়িক বিবাহের) অনুমতি দিলেন।

৩২৮৫. হাদীথ ২২৮৫: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ -

৩২৮৫. হাসান হুলওয়ানী (র)..... আতা (র) বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) উমরা পালন করতে এলেন। তখন আমরা তাঁর আবাসে তাঁর নিকট গেলাম। লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তারা মুত'আর উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর যুগে মুত'আ (বিবাহ) করেছি।

৩২৮৬. হাদীথ ২২৮৬: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالْدَّقِيقِ الْآيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عُمَرَ وَبْنِ حُرَيْثٍ -

৩২৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমরা একমুঠো খেজুর অথবা ময়দার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর (রা)-এর যুগে মুত'আ বিবাহ করতাম। শেষ পর্যন্ত উমর (রা) আমর ইব্ন হুরায়সের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তা নিষিদ্ধ করেন।

৩২৮৭. হাদীথ ২২৮৭: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاتَاهُ أَت فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَا هُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا -

৩২৮৭. হামিদ ইব্ন উমর বাকরাবী (র) আবু নাদরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন যুবায়র (রা) দুই প্রকারের মুত'আ (তামাত্তু হজ্জ ও মুত'আ বিবাহ) নিয়ে পরস্পর মতবিরোধ করছেন। তখন জাবির (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতে দুই প্রকারের মুত'আই করেছি। অতঃপর উমর (রা) আমাদের এই উভয়টিই করতে নিষেধ করলেন। অতএব আমরা তা আর করি নি।

৩২৮৮. হাদীথ ২২৮৮: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا -

১. আমর ইব্ন হুরায়স কূফায় এসে তার মুক্তদাসীকে মুত'আ বিবাহ করেন। এর ফলে সে গর্ভবতী হলে তাকে নিয়ে তিনি উমর ফারুক (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন, এই সময় উমর ফারুক (রা) কঠোরভাবে মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ করেন (অনুচ্ছেদের সমাপ্তিতে বিস্তারিত আলোচনা দ্র)।

৩২৮৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়্যাশ ইবন সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আওতাস যুদ্ধের বছর তিন দিনের জন্য মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করেন।

৩২৮৯. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أذنَ لِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبُّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِيْنِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا -

৩২৮৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) রাবী ইবন সাবরা আল-জুহানী (র) থেকে তাঁর পিতা সাবরা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মুত'আর অনুমতি দিলেন। তারপর আমি ও অপর এক ব্যক্তি বনু আমির গোত্রের একটি মহিলার নিকট গেলাম। সে ছিল দেখতে লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট তরুণ উদ্ভীর ন্যায়। আমরা নিজেদেরকে তার নিকট (মুত'আ বিবাহের জন্য) পেশ করলাম। সে বলল, আমাকে কি দেবে? আমি বললাম, আমার চাদর। আমার সাথীও বলল, আমার চাদর। আমার চাদরের তুলনায় আমার সংগীর চাদরটি উৎকৃষ্টতর; কিন্তু আমি ছিলাম তুলনায় যুবক। সে যখন আমার সংগীর চাদরের প্রতি তাকায় তখন তা তার পসন্দ হয় এবং যখন আমার দিকে তাকায়, আমাকে তার পসন্দ হয়। শেষে সে বলল, তুমি এবং তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। অতএব আমি তার সাথে তিন দিন অতিবাহিত করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কারো কাছে মুত'আ বিবাহের সূত্রে কোন স্ত্রীলোক থাকলে সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয় (ত্যাগ করে)।

৩২৯০. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَفْضَلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِيَ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّْا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّيْنَا فَتَاةً مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَنِطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتَعَ مِنْكَ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّْا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي يَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَابَّاسٌ بِهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩২৯০. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন জাহদারী (র)..... রাবী ইবন সাবরা (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা মক্কা বিজয়াভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমরা সেখানে পূর্ণ ১৫ দিন অর্থাৎ ত্রিশটি দিবসাব্দ অবস্থান করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মুত'আর অনুমতি দিলেন। তখন আমি ও আমার গোত্রের এক ব্যক্তি বেরিয়ে পড়লাম। আমি তার তুলনায় আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলাম এবং সে ছিল প্রায় কুৎসিত। আমাদের উভয়ের সাথে একটি করে চাদর ছিল। আমার চাদরটি ছিল পুরাতন এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদরটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। অবশেষে আমরা মক্কার নিম্নভূমিতে অথবা উচ্চভূমিতে পৌঁছে একটি যুবতী মেয়ের সাক্ষাত পেলাম, যাকে দেখতে অনেকটা উঠতি বয়সের চঞ্চল এবং লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট উষ্ট্রীর মত। আমরা প্রস্তাব দিলাম, আমাদের দু'জনের কারো সাথে তোমার মুত'আ বিবাহ কি সম্ভব? সে বলল, তোমরা কী বিনিময় দিবে? আমাদের প্রত্যেকে নিজনিজ চাদর মেলে ধরল। সে উভয়ের দিকে তাকাতে লাগল। আমার সংগীও তার দিকে তাকাল। সে তার সর্বাঙ্গ লক্ষ্য করে বলল, তার এই চাদর পুরাতন এবং আমার চাদর একেবারে নতুন। স্ত্রীলোকটি তিনবার কি দুইবার বলল, তার চাদরটি গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই। অতঃপর আমি তাকে মুত'আ বিবাহ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম ঘোষণা না করা পর্যন্ত ফিরে আসি নি।

৩২৯১. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَشِيرٍ وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنْ بُرِدَ هَذَا خَلَقَ مَعَ.

৩২৯১. আহমাদ ইবন সাঈদ ইবন সাখর দারিমী (র)..... সাবরা জুহানী (রা) বলেন, আমরা মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মক্কায় রওনা হলাম বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে, স্ত্রীলোকটি বলল, “এটা কি ঠিক হবে? তার চাদরটি পুরাতন ও ছেঁড়া।”

৩২৯২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

৩২৯২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) সাবরা (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তা হারাম করেছেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতএব যার নিকট এই ধরনের বিবাহ সূত্রে কোন স্ত্রীলোক আছে, সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয়। আর তোমরা তাদের যা কিছু দিয়েছ তা কেড়ে রেখে দিও না।

৩২৯৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

৩২৯৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবদুল আযীয ইবন উমর (র) থেকে এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সাবরা জুহানী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (কা'বার) দরজা ও রুকনের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২২৯৪. حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا بِحْيَى بْنُ اَدَمَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا۔

৩২৯৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবদুল মালিক ইবন রাবী ইবন সাবরা জুহানী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মুত'আ বিবাহের অনুমতি দান করেন। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত (নারীসঙ্গ ত্যাগ করে) বের হয়ে আসি নি।

২২৯৫. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَأَمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّا مَعَنَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفِرَاقِهِنَّ۔

৩২৯৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) সাবরা ইবন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর সাহাবীগণকে স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আর অনুমতি দেন। সাবরা (রা) বলেন, তখন আমি এবং সুলায়ম গোত্রের আমার এক সাথী বের হয়ে পড়লাম এবং শেষ পর্যন্ত আমার গোত্রের এক যুবতীকে পেয়ে গেলাম। সে জোয়ান উষ্ট্রীর ন্যায়। আমরা তার নিকট মুত'আ বিবাহের প্রস্তাব দিলাম এবং আমাদের চাদর তার সামনে পেশ করলাম। তখন সে তাকিয়ে দেখল এবং আমাকে আমার সংগীর তুলনায় সুন্দর দেখতে পেল, অপরদিকে আমার চাদরের তুলনায় আমার সংগীর চাদর উৎকৃষ্টতর দেখল। সে মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর আমার সংগীর চাইতে আমাকে অগ্রাধিকার দিল। তারা আমাদের সাথে তিন দিন থাকল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পরিত্যাগ করতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।

২২৯৬. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ۔

৩২৯৬. আমরুন নাকিদ (র) রাবী' ইবন সাবরা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ মুত'আ (বিবাহ) করতে নিষেধ করেছেন।

৩২৯৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ -

৩২৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) রাবী' ইবন সাবরা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ মক্কা বিজয়ের দিন মুত'আ নিষিদ্ধ করেন।

৩২৯৮. وَحَدَّثَنِي حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمْتَعُ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ -

৩২৯৮. হাসান আল-হুলওয়ানী (র) রাবী' ইবন সাবরা জুহানী (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ মক্কা বিজয়ের কালে স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর পিতা দু'টি লাল চাদরের বিনিময়ে মুত'আ করেছিলেন।

৩২৯৯. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعْرِضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرَّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفٍ أَنَّ ابْنَهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْآنُصَارِيٌّ مَهْلًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ -

৩২৯৯. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র) উরওয়া ইবন যুবার (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন যুবার (রা) মক্কায় (ভাষণ দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু লোক এমন আছে আল্লাহ তা'আলা যেমন তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন তেমনি অন্তরকেও অন্ধ করে দিয়েছেন। তারা মুত'আর পক্ষে ফাতওয়া দেয়। একথা বলে তিনি এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সে ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)। তিনি তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি একটি অসভ্য ও রুঢ় ব্যক্তি। আমার জীবনের শপথ! ইমামুল মুত্তাকীন রাসূলুল্লাহ -এর যুগে মুত'আ প্রচলিত ছিল। ইবন

যুবায়র (রা) তাঁকে বললেন, আপনি নিজে একবার করে দেখুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি তা (মুত'আ) করেন তাহলে আপনার জন্য নির্ধারিত পাত্তর দিয়েই আপনাকে রজম (পাত্তর নিক্ষেপে হত্যা) করব।

ইবন শিহাব (র) বলেন, খালিদ ইবনুল মুহাজির ইবন সাযফুল্লাহ (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি এক ব্যক্তির নিকট বসেছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে মুত'আ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করে। তিনি তাকে মুত'আর অনুমতি দিলেন। ইবন আবু উমরা আনসারী (রা) তাকে বললেন, থামুন। সে বলল, কেন? আল্লাহর শপথ! ইমামুল মুত্তাকীন রাঃ-এর যুগে তা করা হত। ইবন আবু উমরা (রা) বললেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিরুপায় অবস্থায় তার অনুমতি ছিল মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের (গোশত ভক্ষণের) ন্যায়। অতঃপর আল্লাহ তার দীনকে শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় করলেন এবং তা নিষিদ্ধ করলেন।

ইবন শিহাব (র) বলেন, রাবী ইবন সাবরা জুহানী আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, নবী সঃ-এর যুগে আমি দু'টি লাল চাদরের বিনিময়ে আমার গোত্রের একটি স্ত্রীলোকের সাথে মুত'আ করেছিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ আমাদের মুত'আ করতে নিষেধ করেন। ইবন শিহাব (র) আরও বলেন, আমি রাবী ইবন সাবরাকে উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট তা বর্ণনা করতে শুনেছি, আমি তখন (সেখানে) বসেছিলাম।

২২০০. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عُبَلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ إِلَّا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ۔

৩৩০০. সালামা ইবন শাবীব (র) রাবী ইবন সাবরা জুহানী (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ মুত'আ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, সাবধান! আজকের এই দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আ হারাম। যে কেউ (ইতিপূর্বে) মুত'আ বাবদ যা কিছু দিয়েছে, সে যেন তা ফেরত না নেয়।

২২০১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بَنِي أَبِي أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ۔

৩৩০১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সঃ খায়বরের যুদ্ধের দিন মুত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

২২০২. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنِي أَصْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَأْتِيهِ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ۔

৩৩০২. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আসমা আদ-দুবাঈ (র) মালিক (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আছে, মুহাম্মাদ ইবন আলী বলেন, তিনি আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে জনৈক ব্যক্তিকে

লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন, তুমি তো সৎপথ থেকে বিচ্যুত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২২.৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ -

৩৩০৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

২২.৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ -

৩৩০৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন যে, ইবন আব্বাস (রা) নারীদের সাথে মুত'আর ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আলী (রা) বললেন, থাম, হে ইবন আব্বাস। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন মুত'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

২২.৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ -

৩৩০৫. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) কে লক্ষ্য করে আলী (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।^১

১. 'মুত'আ' এক ধরনের অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহ। একটি নির্দিষ্টকালের জন্য মাহরের বিনিময়ে কোন স্ত্রীলোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। সময়সীমা শেষ হওয়ার পর বিবাহের চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং স্ত্রীলোকটি স্বামীর তালাক প্রদান ছাড়াই তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

ইসলাম পূর্ব আরবে এই ধরনের বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী শরী'আতেও তা জায়েয ছিল। যুগ যুগ ধরে আরব সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ধীরস্থির ও হিক্মতপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে যেভাবে বিলুপ্ত করেছেন, ঠিক তদ্রূপ বিবাহের এই কুপ্রথাও তিনি সময়মত পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এর বিলুপ্তি সাধন করেন। ৭ম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধের সময় তিনি এই বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন, (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

৪- بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

৪. পরিচ্ছেদ : কোন মহিলাকে তার ফুফুর কিংবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম

২৩.৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَنْطَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا-

৩৩০৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কানাবী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে একত্র (একত্রে বিবাহ) করা যাবে না।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) অতঃপর মক্কা বিজয়কালে আগতাস যুদ্ধ চলাকালীন তিন দিনের জন্য তার অনুমতি প্রদান করেন এবং এরপর তা হারাম ঘোষণা করেন। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় তিনি চিরকালের জন্য এই প্রকার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন (আবু দাউদ)। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতভূক্ত মাযহাবসমূহে এই বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম। এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবিঈন এবং হাদীস ও ফিকহের ইমামগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে আবদুল্লাহ ইব্ন আক্বাস (রা) এবং তাবিঈদের মধ্যে আতা, তাউস ও সাঈদ ইব্ন জুবায়রের মতে নিরূপায় অবস্থায় এই ধরনের বিবাহ জায়েয। কিন্তু ইব্ন আক্বাস (রা) শেষ জীবনে তাঁর এই মত প্রত্যাহার করেছেন বলে কথিত আছে, যদিও তার সনদসূত্র দুর্বল বলে মুহাদ্দিসগণ মত প্রকাশ করেছেন (ফাতহুল রাবী, ৯ খঃ যাদুল মা'আদ, ২ খ, পৃ. ২৫৮)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে মুত'আ বিবাহ হারাম প্রমাণিত হয়। কারণ যে নারীর সাথে মুত'আ করা হবে সে না স্ত্রীরূপে গণ্য, না ক্রীতদাসীরূপে। সে যে ক্রীতদাসী নয় তা সুস্পষ্ট। আর সে স্ত্রীও নয়- এজন্য যে, স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন-বিধানের কোনটিই তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। যেমন, সে পুরুষ লোকটির ওয়ারিস হতে পারে না এবং পুরুষ লোকটি ও তার ওয়ারিস হতে পারে না। তার ভালাক বা ইদ্দত পালনেরও কোন প্রশ্ন উঠে না। সে নফকার (ভরণ-পোষণ) দাবীও করতে পারে না এবং ঈলা, যিহার, লি'আন, খোলা ইত্যাদিও তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন কি সে একই সময় চার স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সীমার বহির্ভূত। অতএব সে যখন “স্ত্রী” বা “দাসী” কোনটাই নয় তখন কি করে সে একজন পুরুষের জন্য হালাল হতে পারে বরং এই ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারীরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘনকারী হিসাবেই গণ্য হবে।

ইয়ামিয়া মাযহাবের লোকেরা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বহির্ভূত) সূরা নিসার ২৪ নং আয়াত فَكُنَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ এবং তাদের ইমামদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে মুত'আ বিবাহকে জাযিয় মনে করে। সুন্নী মুহাদ্দিসগণ প্রমাণ করেছেন যে, এসব হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আর কুরআনের আয়াত সম্পর্কে বলা যায় যে, উল্লেখিত আয়াত বৈধ পন্থায় বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তার প্রাপ্য মাহর প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত আরও একটি কথা বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, মুত'আ বিবাহ হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁর খিলাফতকালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং নবী ﷺ কর্তৃক তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নি বলে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয় তা আদৌ কোন ভিত্তি নেই। এর হারাম হওয়ায় কথা স্বয়ং নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত, উমর (রা) এর উদ্গাতা নন। তিনি শুধু এই নিষেধাজ্ঞার প্রচারক ও তা কার্যকরকারী। নবী ﷺ যেহেতু এই কুপ্রথা মূলোচ্ছেদ করেন তাঁর জীবনের শেষদিকে, তাই তা সাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে পারে নি। এই কারণে উমর (রা) তার ব্যাপক প্রচার করেন এবং সরকারী ফরমানের মাধ্যমে তা কার্যকর করেন।

তাছাড়া মুত'আকে বৈধ মনে করা হলে তা এমন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বার খুলে দিবে যে, ইসলামের মত একটি মানবতাবাদী মহান ধর্ম তা বৈধ হওয়া তো দুবের কথা- সূত্র কুচি ও বিবেক ও তা সহ্য করতে পারে না। মুত'আকে জাযিয় করতে হলে সমাজে কারবণীতাদের ন্যায় নিম্নস্তরের একদল নারীকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে- যাদের সাথে মুত'আ করা যাবে। অথবা কেবল গরীব লোকদের মেয়ে-বোনদের সাথে মুত'আ করা হবে, আর ধনিক শ্রেণীর পুরুষের এর সুযোগ গ্রহণ করবে। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর শরী'আতে এরূপ অন্যায় আচরণপূর্ণ কোন আইন থাকতে পারে না। - (অনুবাদক)

২২.৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا -

৩৩০৭. মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ ইবন মুহাজির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চারজন মহিলাকে একত্র করতে নিষেধ করেছেন : কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে।

২২.৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ ابْنِ سَهْلٍ بْنُ حَنْيَفٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ ابْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْإِخِ وَلَا ابْنَةُ الْأَخْتِ عَلَى الْخَالَةِ -

৩৩০৮. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ভাইবির উপর তার ফুফুকে বিবাহ করা যাবে না। অনুরূপভাবে খালার উপর কন্যাকে বিবাহ করা যাবে না।

২২.৯- وَحَدَّثَنِي حَرَمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ ابْنُ ذُوَيْبٍ الْكُفَيْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَرَى خَالََةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ -

৩৩০৯. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র) ইবন শিহাব (র) বলেন, কাবীসা ইবন যুয়ায়র কা'বী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মহিলা ও তার ফুফুকে এবং কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। রাবী শিহাব (র) বলেন, আমরা মনে করি, পিতার খালা ও পিতার ফুফু এ পর্যায়ে।

২২.১০- وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا -

৩৩১০. আবু মান রাকাশী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মহিলাকে বিবাহ করা যাবে না তার ফুফুর উপরে।

৩৩১১- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৩১১. ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩৩১২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفِيَ صَحْفَتِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا -

৩৩১২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যেন তার (মুসলিম) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় এবং তার ভাইয়ের দরদাম করার উপর দিয়ে দরদাম না করে। ফুফুর উপরের তার ভাইঝিকে এবং খালার উপরে তার বোনঝিকে বিবাহ করা যাবে না। কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের পাত্র ভরে নেওয়ার জন্য তার বোনের (অন্য স্ত্রীলোকের) তালাক দাবি না করে, বরং সে বিবাহ করুক। কারণ আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, সে তা পাবেই।

৩৩১৩- وَحَدَّثَنِي مُحَرَّرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفِيَ مَافِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا -

৩৩১৩. মুহরিয ইবন আওন ইবন আবু আওন (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফুফুর উপরে তার ভাইঝিকে এবং খালার উপর তার বোনঝিকে বিবাহ করতে এবং কোন মহিলাকে তার নিজের পাত্র পূর্ণ করার জন্য তার বোনের তালাক দাবি করতে নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহই তার রিযিকদাতা।

১. খালা- বোনঝি অথবা ফুফু-ভাইঝি এমন দু'জন মহিলা যে, তাদের যে কোন একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না (পরস্পরের মাহরাম হওয়ার কারণে)। অতএব কোন ব্যক্তির বিবাহাধীনে যে মহিলা রয়েছে- তার বর্তমানে তার ভাইঝি, বোনঝি, ফুফু অথবা খালাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহ করতে পারবে না। হ্যাঁ, ঐ মহিলা মারা গেলে অথবা তাকে তালাক দেওয়ার পর তার উল্লিখিত আত্মীয়দের যে কাউকে বিয়ে করা যাবে। বৈবাহিক সূত্রে এরা অস্থায়ী মাহরাম। অতএব এরা পর্দার আওতায় পড়বে।

‘নিজের বোনের তালাক দাবি করা’ বাক্যাংশের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। স্বামীর নিকট সতীনের তালাক দাবি করা অর্থাৎ স্বামীকে এই বলা যে, তুমি তাকে তালাক না দিলে আমি তোমার সংসারে থাকব না। এরূপ দাবি অবৈধ। অথবা কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিল। মহিলাটি তাকে বলল, তোমার বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দাও, তবে আমি তোমার সাথে বিয়ে বসতে প্রস্তুত আছি। এরূপ দাবিও অবৈধ। তাই তার সতীনের সংসারে না গিয়ে অন্যত্র বিবাহ বসা উচিত। হাদীসে তাকে এই পরামর্শই দেওয়া হয়েছে - (অনুবাদক)।

২৩১৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا۔

৩৩১৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও আবু বকর ইবন নাবি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন কোন মহিলা ও তার ফুফুকে একত্র করতে এবং কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্র করতে।

২৩১৫. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

৩৩১৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আমর ইবন দীনার (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫. بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

৫. পরিচ্ছেদ : ইহরামধারী ব্যক্তির বিবাহ করা হারাম এবং তার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া দূষণীয়

২৩১৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ۔

৩৩১৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... নুবাইহ ইবন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন উবায়দুল্লাহ (র) শায়বা ইবন জুবায়রের কন্যার সাথে নিজ পুত্র তালহার বিবাহ দেওয়ার মনস্থ করলেন। অতএব তিনি উসমান (রা)-এর পুত্র আবানের কাছে লোক পাঠালেন তাকে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আর তিনি এ সময় আমীরুল হজ্জ ছিলেন। আবান বললেন, আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (হজ্জ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে) ইহরামধারী ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না, অন্যকেও বিবাহ করবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

২৩১৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي نُبَيْهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْكِحُ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔

৩৩১৭. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র)..... নুবাইহ ইবন ওয়াহব (র) বলেন, উমর ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন মামার নিজ পুত্রের সাথে শায়বা ইবন উসমানের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার মনস্থ করেছিলেন। তাই তিনি আমাকে আবান ইবন উসমানের নিকট পাঠালেন। তিনি (আবান) তখন হজ্জের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বললেন, “আমি তো তাকে বেদুঈনের মত দেখছি। কারণ (এটাতো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে,) মুহরিম ব্যক্তি না বিবাহ করতে পারে, না বিবাহ করাতে পারে।” রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদীস উসমান (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

২২১৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ -

৩৩১৮. আবু গাস্‌সান মিসমাসী ও আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহইয়া (র)..... উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি না বিবাহ করবে, না বিবাহ করাবে, আর না বিবাহের প্রস্তাব ও দিবে।

২২১৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ -

৩৩১৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) উসমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

২২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ أَنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبَانَ أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًّا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ -

৩৩২০. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স (র)..... নুবাইহ ইবন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। উমর ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন মামার হজ্জের মৌসুমে শায়বা ইবন জুবায়রের কন্যার সাথে নিজ পুত্র তালহার বিবাহ দেওয়ার মনস্থ করলেন। এ সময় আবান ইবন উসমান ছিলেন আমীরুল হজ্জ। অতএব তিনি (উমর) তার নিকট এই কথা বলে পাঠালেন, আমি তালহা ইবন উমরের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেছি। অতএব আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি। আবান (র) তাঁকে বললেন, আমি তো তোমাকে নির্বোধ ইরাকীর মত আচরণ করতে

দেখছি। নিশ্চিত আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইহরামধারী ব্যক্তি বিবাহ করবে না।

২২২১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ -

৩৩২১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও ইসহাক হানযালী (র) আবু শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় (মায়মুনাকে) বিবাহ করেছেন। ইবন নুমায়রের বর্ণনায় আরো আছে : আমি যুহরীর নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আমাকে ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম অবহিত করেছেন যে, “তিনি ইহরামমুক্ত অবস্থায় তাকে বিবাহ করেছেন।”

২২২২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

৩৩২১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরামের অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন।

২২২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَزَّارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالََةُ ابْنِ عَبَّاسٍ -

৩৩২৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারিসের কন্যা মায়মূনা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরামমুক্ত অবস্থায় তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি আরও বলেন, তিনি ছিলেন আমার খালা এবং ইবন আব্বাস (রা)-এরও খালা।^১

৬- بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

৬. পরিচ্ছেদ : একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া নিষেধ, যতক্ষণ না প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনুমতি দেয় বা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে

২২২৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ -

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও হানাফী মাযহাবের মত অনুযায়ী ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করায় কোন দোষ নেই। তারা ইবন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন - (অনুবাদক)।

৩৩২৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন: তোমাদের কেউ যেন অন্যের দরদামের উপর দরদাম না করে এবং অন্যের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

৩৩২৫. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ -

৩৩২৫. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে এবং তার বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তবে সে অনুমতি দিলে (তা জায়েয)।

৩৩২৬. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৩২৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) উবায়দিল্লাহ (র) থেকে এই সূত্রে (এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে)।

৩৩২৭. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৩২৭. আবু কামিল জাহ্দারী (র) নাফি' (র) থেকে এই সূত্রে (অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে)।

৩৩২৮. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَافِي إِنْثَاهَا أَوْ مَافِي صَحْفَتِهَا زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ وَلَا يَسُمُّ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ -

৩৩২৮. আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন- গ্রামের লোকদের পক্ষ থেকে পণ্যদ্রব্য শহরের লোকদের বিক্রয় করে দিতে, অথবা কৃত্রিম ক্রেতা সেজে দাম বাড়িয়ে বলতে, একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অপরজনের প্রস্তাব দিতে, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অপরজনের ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কোন স্ত্রীলোককে তার পাত্র পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তার বোনের তালাক দাবি করতে। আমরের বর্ণনায় আরো আছে : “একজনের দর করার উপর অপরজনকে দর করতে।”

৩৩২৯. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلَا يَخْطُبُ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْآخَرَى لِتَكْتَفِيَ مَا فِي أَنْثَاهَا -

৩৩২৯. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ইউনুস (র) ইবন শিহাব যুহরী থেকে এবং তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলে দালালী করার উদ্দেশ্যে) দাম বাড়িয়ে বলবে না, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করে, কোন ব্যক্তি যেন তার ভাই-এর বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় এবং কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের পাত্র পূর্ণ করার জন্য অপর স্ত্রীলোকের তালাক দাবি না করে।

২২২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَلَا يَزِدُّ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ خِيهِ -

৩৩৩০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা 'আবদুল আ'লা থেকে ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' 'আবদুর রাযযাক থেকে আর তারা উভয়ে মা'মার থেকে এবং তিনি যুহরী (র) থেকে এই সনদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মারের বর্ণনায় আছে : “কোন ব্যক্তি যেন ক্রয়-বিক্রয়ে তার ভাইয়ের দামের উপর দিয়ে দাম বাড়িয়ে না বলে।”

২২২। حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ -

৩৩৩১. ইয়াহুইয়া ইবন আয্যাব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন মুসলিম যেন অপর মুসলিমের দামের উপর দাম না করে এবং তার বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

২২২২. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَخِطْبَةِ أَخِيهِ -

৩৩৩২. আহমাদ ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। কিন্তু এরা বলেন, 'তার ভাইয়ের দামের উপর' এবং 'তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর'।

২২২২- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ -

৩৩৩৩. আবু তাহির (র)..... উক্বা ইবন আমির (রা) মিস্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিন ব্যক্তির ভাই। অতএব মু'মিনের জন্য তার ভাইয়ের দামের উপর দাম বলা এবং তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া হালাল নয়। তবে সে (নিজের প্রস্তাব) প্রত্যাহার করলে স্বতন্ত্র কথা।

৭- بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ

৭. পরিচ্ছেদ : শিগার বিবাহ হারাম ও তা বাতিল

২২২৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -

৩৩৩০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। শিগার হল-কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার কন্যাকে অপর ব্যক্তির নিকট এই শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, সেও তার কন্যাকে তাঁর নিকট বিবাহ দিবে এবং তাদের মধ্যে মাহর থাকবে না।

২২২৫- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ -

৩৩৩৫. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ্দ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে এই সনদে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে উবায়দুল্লাহর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন : “আমি নাফি’ (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, শিগার কি?”

২২২৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ -

৩৩৩৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার নিষিদ্ধ করেছেন।

২২২৭- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ -

৩৩৪১. ইয়াহুইয়া ইব্ন আয্যুব, ইব্ন নুমায়র, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলেছেন : “সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে— তা হচ্ছে সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান বৈধ করে নিয়েছ।” হাদীসের মূল পাঠে উদ্ধৃত শব্দাবলী আবু বকর ও ইব্ন মুসান্নার বর্ণনা থেকে গৃহীত। তবে ইব্ন মুসান্নার বর্ণনায় শর্তাবলী’ উল্লেখ আছে।

৯- بَابُ اسْتِثْذَانِ النِّسْبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

৯. পরিচ্ছেদ : পূর্ব বিবাহিতার মৌখিক সম্মতি গ্রহণ এবং কুমারীর নীরবতা সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হবে

৩৩৪২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারীরী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: পূর্ব বিবাহিতাকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীকে তার সম্মতি না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার (কুমারীর) সম্মতি কি রকম? তিনি বললেন : তার নীরবতা।

৩৩৪৩. যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্রাহীম ইব্ন মুসা, আমরুন নাকিদ, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) সকলেই..... ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু কাসীর (র) থেকে এই সনদে হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হিশাম, শায়বান ও মু'আবিয়া ইব্ন সাল্লামের বর্ণনায় এ হাদীসের শব্দ অভিন্ন।

৩৩৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكَوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৩৩৪৫. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكَوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৩৩৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكَوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ -

৩৩৪৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম : যে মেয়েকে তার অভিভাবক বিবাহ দেয়, তার নিকট থেকেও সম্মতি নিতে হবে কি না? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হ্যাঁ, তার সম্মতি নিতে হবে। 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে পুনর্বার বললাম, সে তো লজ্জা পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার নীরবতাই তার সম্মতি।

২৩৪৫- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْإِيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ -

৩৩৪৫. সাঈদ ইবন মানসূর ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পূর্ব বিবাহিতা তার (নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে) নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার। কুমারী থেকে তার ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে, তার নীরবতাই তার সম্মতি।

২৩৪৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا -

৩৩৪৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পূর্ব বিবাহিতা তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের তুলনায় অধিক কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং কুমারীর সম্মতি নিতে হবে। নীরবতাই তার সম্মতি।

২৩৪৭- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصُمَّتُهَا إِقْرَارُهَا -

৩৩৪৭. ইবন আবু উমর (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পূর্ব বিবাহিতা তার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তার অভিভাবকের তুলনায় অধিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন এবং কুমারী কন্যার নিজের ব্যাপারে পিতা তার সম্মতি গ্রহণ করবে। নীরবতাই তার সম্মতি। কখনও তিনি বলেছেন : তার নীরবতাই তার স্বীকৃতি।

২৩৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَسْتُ سِنِينَ وَبَنَى بِيْ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَوُعِكَتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِيْ جُمَيْمَةً فَاتَتَنِيْ أُمُّ رُوْمَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبِيْ فَصَرَخَتْ بِيْ فَاتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِيْ مَا تُرِيدُ بِيْ فَأَخَذَتْ بِيَدِيْ فَأَوْقَفَتْنِيْ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَ هَ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِيْ فَأَدْخَلَتْنِيْ بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكََةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَاسْلَمَتْنِيْ إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِيْ وَأَصْلَحَتْنِيْ فَلَمْ يَرُعْنِيْ إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَى فَاسْلَمَتْنِيْ إِلَيْهِ -

৩৩৪৮. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আলা ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যখন বিয়ে করেন, আমার বয়স তখন ছয় বছর। তিনি আমাকে নিয়ে বাসর ঘরে যান, তখন আমার বয়স নয় বছর। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা হিজরত করে মদীনায পৌঁছার পর আমি একমাস যাবৎ জ্বরে আক্রান্ত হইলাম এবং আমার মাথার চুল পড়ে যায়। অতঃপর আমার চুল যখন বড় হয়ে কান বরাবর হয়, তখন (আমার মা) উম্মু রুমান। আমার নিকট এলেন, আমি তখন একটি দোলনার উপরে ছিলাম এবং আমার কাছে আমার খেলার সাথীরাও ছিল। তিনি আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন, আমি (দৌড়ে) তার নিকট গেলাম। আমি বুঝতে পারি নি যে, তিনি আমাকে নিয়ে কি করবেন। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে দরজায় নিয়ে দাঁড় করালেন। আমি তখন হাপাচ্ছিলাম, বলছিলাম আহ, আহ। অবশেষে আমার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হলে তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে আমার কল্যাণ ও রহমতের জন্য দু‘আ করলেন এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন। তিনি (মা) আমাকে তাঁদের নিকট সোপর্দ করলেন। তাঁরা আমার মাথা ধুয়ে দিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করলেন। অতঃপর চাশতের সময় আমাকে চমকে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত হন এবং তাঁরা আমাকে তাঁর নিকট সোপর্দ করেন।

২৩৪৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِيْ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ -

৩৩৪৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ছয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন এবং আমার নয় বছর বয়সে তিনি আমার সঙ্গে বাসর যাপন করেন।

২৩৫০- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَفِيْ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعَبُّهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ -

৩৩৫০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার সাত^১ বছর বয়সে নবী ﷺ তাকে বিবাহ করেন। তাকে নয় বছর বয়সে তাঁর ঘরে বধূবেশে নেওয়া হয় এবং তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর খেলার পুতুলগুলোও ছিল। তাঁর আঠার বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইত্তিকাল করেন।

৩৩৫১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ -

৩৩৫১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার ছয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন, তার নয় বছর বয়সে তিনি তাকে নিয়ে বাসর যাপন করেন এবং আঠার বছর বয়সে তিনি ইত্তিকাল করেন।

১১- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِجِ وَالتَّزْوِجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

১১. পরিচ্ছেদ : শাওয়াল মাসে বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া মুস্তাহাব এবং এই মাসে স্ত্রীর সহিত মিলনও মুস্তাহাব

৩৩৫২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ -

৩৩৫২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সাথে প্রথম মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন স্ত্রী তাঁর নিকট আমার চেয়ে বেশি ভাগ্যবান ছিলেন? আয়েশা (রা) তাঁর বংশের মেয়েদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো পসন্দ করতেন।

৩৩৫৩. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ -

৩৩৫৩. ইব্ন নুমায়র (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আয়েশা (রা)-এর কর্মপন্থা উল্লেখিত হয় নি।

১. কোন হাদীসে আয়েশা (রা)-এর বয়স ছয় বছর, আবার কোন হাদীসে সাত বছর উল্লেখ আছে। হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, ঐ সময় তাঁর বয়স ছয় বছর পূর্ণ হয়ে সাত বছর শুরু হয়েছিল। তাই কোন হাদীসে ছয় বছর আবার কোন হাদীসে সাত বছর এসেছে।

১২. بَابُ نَدَبِ مَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ إِلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيَّهَا قَبْلَ خِطْبَتِهَا

১২. পরিচ্ছেদ : কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে বিবাহের পূর্বে তার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় এক নজর দেখে নেওয়া উত্তম

২৩৫৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَّاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

৩৩৫৪. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁকে বলল যে, সে আনসার সম্প্রদায়ের এক মেয়েকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি তাকে একবার দেখেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন : যাও! তুমি তাকে এক নজর দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছুটা ক্রটি আছে।

২৩৫৫. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

৩৩৫৫. ইয়াহইয়া ইবন মাদীন (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি জনৈক আনসারী মহিলা বিবাহ করেছি। নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি দেখে নিয়েছিলে? কেননা আনসারদের চোখে ক্রটি থাকে। লোকটি বললো, আমি তাকে দেখে নিয়েছি। তিনি বললেন, কি পরিমাণ মাহরের বিনিময়ে তুমি তাকে বিবাহ করেছ? লোকটি বললো, চার উকিয়ার বিনিময়ে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে? মনে হয় তোমরা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ থেকে রৌপ্য খুঁড়ে এনে থাক। আমাদের নিকট এমন কিছু নেই যা তোমাকে দান করতে পারি। তবে আমি তোমাকে শীঘ্রই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়ে দিচ্ছি যার লব্ধ গণীমত থেকে তুমি একাংশ লাভ করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বনু আব্সের বিরুদ্ধে একটি অভিযান দল প্রেরণ করেন যার সাথে তিনি ঐ লোকটিকে পাঠিয়ে দেন।

১২- بَابُ الصِّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمِ حَدِيثٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ خَمْسِمِائَةٍ دَرَهُمْ لِمَنْ لَا يَحْجِفُ بِهِ -

১৩. পরিচ্ছেদ : মাহর প্রসংগ- কুরআন শিক্ষা দেওয়া, লোহার আংটি ইত্যাদি বস্তু কম বা বেশি মাহর হতে পারে এবং যার জন্য কষ্টকর না হয়, তার জন্য পাঁচশত দিরহাম মাহর দেওয়া মুস্তাহাব

২২৫৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِذَا رَأَى قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّهَا فَقَالَ تَقْرَوْنَهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبُ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ -

৩৩৫৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ আস্-সাকাতী (র) ইয়াকুব ও ইবন আবু হাযিম থেকে সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার জন্য হেবা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং দৃষ্টি উপরের দিকে উঠিয়ে নিচে নামালেন। তারপর তিনি তাঁর মাথা নিচু করলেন। মহিলা যখন বুঝতে পারল যে, তিনি তার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। তখন সে বসে পড়ল। তারপর জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনার প্রয়োজন না হয় তাহলে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সাহাবী বললেন, না, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তুমি বাড়ি যাও, দেখ, কোন কিছু পাও কিনা। সাহাবী বাড়ি গেলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি বাড়িতে কোন কিছুই পাই নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দেখ, লোহার আংটি হলেও (পাও কিনা)। সাহাবী আবার গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি লোহার একটি আংটিও পাই নি। তবে আমার এ লুপীটি আছে। (হযরত) সাহল (রা) বলেন, তার চাদরও ছিল না। এর অর্ধেক তার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আল্লাহর ওয়াসত্বে বললেন : তুমি তোমার লুপী দ্বারা কি করবে? তা যদি তুমি পর তাহলে স্ত্রীর জন্য সেটির কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। আর যদি সে তা পরিধান করে তাহলে (তোমার জন্য) সেটির কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর সে ব্যক্তি অনেকক্ষণ বসার পর উঠে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আল্লাহর ওয়াসত্বে তাকে ফিরে যেতে দেখে ডেকে পাঠালেন। যখন তিনি এলেন রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আল্লাহর ওয়াসত্বে বললেন : কুরআনের কোন অংশ তোমার জানা আছে? উত্তরে তিনি বললেন : অমুক সূরা, অমুক সূরা আমার জানা আছে। এভাবে তিনি সূরাগুলোর সংখ্যা বলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আল্লাহর ওয়াসত্বে বললেন : তুমি কি এগুলো মুখস্ত পাঠ করতে পার? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যাও এসব সূরার কারণে এই মহিলাকে তোমার অধিকারে দিয়ে দিলাম। এ হল ইবন আবু হাযিমের বর্ণনা। আর ইয়াকুবের বর্ণনা শব্দের দিকে দিয়ে এর কাছাকাছি।

২২৫৭- وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَّاورِدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ انْطَلِقُ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ -

৩৩৫৭. খাল্ফ ইবন হিশাম, যুহায়র ইবন হারব, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হাযিম (র) সূত্রে সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন। অবশ্য কেউ কারও থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তবে যাবিদার হাদীসে রয়েছে, “নবী সাহায্যে আল্লাহর ওয়াসত্বে বললেন : তুমি যাও, আমি তোমার সাথে একে বিবাহ দিলাম। তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দাও।”

২২৫৮- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيَّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لَزَوْاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأُ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَزَوْاجِهِ -

৩৩৫৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন আবু উমর মাক্কী (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি নবী সাহায্যে আল্লাহর ওয়াসত্বে-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আল্লাহর ওয়াসত্বে-এর বিবাহে মাহর কি পরিমাণ ছিল? তিনি বললেন, তাঁর বিবিগণের মাহরের পরিমাণ ছিল বার উকিয়া ও এক নাশ্। তিনি বললেন, তুমি কি জান এক নাশ্-এর পরিমাণ কতটুকু? আমি বললাম, ‘না’। তিনি বললেন, এক-নাশ্ এর পরিমাণ হল আধা উকিয়া। সুতরাং মোট হল পাঁচশত দিরহাম। এই ছিল রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আল্লাহর ওয়াসত্বে-এর সহধর্মিণীগণের মাহর।

২২৫৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৩৫৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামিমী, আবুর রাবী, সুলায়মান ইবন দাউদ আতাকী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর কাপড়ে হলদে রং দেখে বললেন, এ কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এক নওয়াত (খেজুরের বীচি) ওয়নের সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দন করুন, তুমি অলীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়।

২২৬০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৩৬০. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ গুবারী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) এক নওয়াত ওয়নের সোনার বিনিময়ে বিবাহ করেন। নবী ﷺ তাকে বললেন : “তুমি অলীমা কর, যদি তা একটি বকরী দ্বারাও হয়।”

২২৬১. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৩৬১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ওয়াকী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) এক নওয়াত ওয়নের সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। আর নবী ﷺ তাকে বললেন : “তুমি অলীমা কর, যদি একটি বকরী দিয়েও হয়।”

২২৬২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً -

৩৩৬২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, আবু দাউদ থেকে মুহাম্মদ ইবন রাফি, হারুন ইবন আবদুল্লাহ ওয়াহ্ব ইবনে জারীর থেকে এবং আহমাদ ইবন খিরাশ (র) শাবাবা থেকে আর তারা সকলে শু'বা সূত্রে হুমায়দ থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে ওয়াহ্বের হাদীসের রয়েছে, আবদুর রহমান (রা) বললেন : আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি.....।

২২৬৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى بَشَاشَةِ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ أَصَدَقْتَهَا فَقُلْتُ نَوَآةً وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ مِنْ ذَهَبٍ -

৩৩৬৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহায়ায় বাসর যাপনের প্রফুল্লতা দেখতে পেলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এক আনসার মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মাহর দিয়েছ? আমি বললাম, এক নওয়াত। ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে : স্বর্ণের।

২২৬৪- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَأَسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ -

৩৩৬৪. ইবনুল মুসান্না (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান (রা) এক নওয়াত ওয়নের স্বর্ণের টুকরার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন।

২২৬৫- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ -

৩৩৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে এতে রয়েছে, তিনি বললেন: আবদুর রহমান ইব্ন আউফের সন্তানদের একজন বলেছেন : স্বর্ণের।

১৪- بَابُ فَضِيلَةِ اعْتِنَاقِ أَمَتِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

১৪. পরিচ্ছেদ : দাসী আযাদ করে তাকে বিবাহ করার ফযীলত

২২৬৬- حَدَّثَنِي زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ وَإِنْ رُكِبَتِي لَتَمَسَّ فَخَذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخَذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخَذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ

أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصْبَنَاهَا عَنُوءَةً وَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَهُ دَحِيَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ أَذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةً بِنْتَ حَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ
 اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَعْطَيْتَ دَحِيَّةَ صَفِيَّةً بِنْتَ حَيٍّ سَيِّدِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ
 إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا
 قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى
 إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ
 كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطْعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ
 بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৩৬৬. যুহায়র ইব্ন হারব্ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধে যান।
 বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বারের কাছে অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করলাম। তারপর নবী ﷺ
 এবং আবু তালহা (রা) সাওয়ার হলেন। আমি ছিলাম আবু তালহা (রা)-এর রাদীফ (তাঁর বাহনে তার পশ্চাতে
 উপবিষ্ট) নবী ﷺ খায়বারের গলি দিয়ে রওনা দিলেন। এ সময় আমার হাঁটু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উরুদেশ স্পর্শ
 করছিল এবং নবী ﷺ-এর উরু থেকে লুঙ্গী সরে যাচ্ছিল। আর আমি নবী ﷺ-এর উরুর শুভ্রতা দেখছিলাম।
 যখন তিনি বসতিতে প্রবেশ করলেন তখন বললেন, আল্লাহ্ আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। বস্তুত আমরা যখন
 কোন সম্প্রদায়ের অঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন সতর্ককৃতদের প্রভাত হয় কত মন্দ! একথা তিনি তিনবার বললেন।
 বর্ণনাকারী বলেন, ঐ সময় লোকজন তাদের কাজে বের হচ্ছিল। তারা বলতে লাগলো, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ।
 বর্ণনাকারী আবদুল আযীয বলেন, আমাদের কোন কোন উস্তাদ বলেছেন, মুহাম্মদ এবং তার ‘পুরা বাহিনী’।
 বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বার জয় করলাম এবং বন্দীদের একত্রিত করা হল। তখন দিহয়া (রা) নবী ﷺ
 -এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কয়েদীদের মধ্যে থেকে আমাকে একজন দাসী প্রদান করুন। তিনি
 বললেন : যাও, একজন দাসী নিয়ে নাও। তিনি সাফিয়া বিনত হুয়াইকে নিয়ে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ
 -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া নাবী আল্লাহ! আপনি বনু কুরায়যা ও বনু নযীরের সর্দার হুয়ায়ের কন্যা
 সাফিয়াকে দিহয়াকে দিয়ে দিয়েছেন? ইনি একমাত্র আপনারই উপযুক্ত হতে পারে। তিনি বললেন, তাকে
 সাফিয়াসহ ডাক। তারপর দিহয়া (রা) সাফিয়াসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ তার প্রতি দৃষ্টিপাত
 করলেন, তখন তিনি দিহয়া (রা)-কে বললেন, তুমি সাফিয়া ব্যতীত কয়েদীদের মধ্য থেকে অন্য কোন দাসী নিয়ে
 নাও। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সাফিয়াকে আযাদ করলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। আনাসকে লক্ষ্য করে
 সাবিত (রা) বললেন, হে আবু হামযা! তিনি তাঁকে কী মাহর দিলেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর সত্তাকে মুক্তি দান
 করেন এবং এর বিনিময়ে তাঁকে বিবাহ করেন। তারপর তিনি যখন (ফেরার) পথে ছিলেন, তখন উম্মু সুলায়ম (রা)
 সাফিয়া (রা)-কে তাঁর জন্য প্রস্তুত করেন এবং রাতে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে বাসর
 উদ্যাপনের পর ভোর হলে তিনি ঘোষণা করলেন, যার নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে যেন উপস্থিত হয়। আর

তিনি চামড়ার বড় দস্তুরখান বিছালেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে কেউ পণীর, কেউ খেজুর ও কেউ ঘি নিয়ে হাযির হল। তারপর এসব মিলিয়ে তারা হায়স তৈরি করেন। আর তাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অলীমা।

২২৬৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَفِي حَدِيثٍ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا -

৩৩৬৭. আবুর রাবী যাহরানী, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ গুবারী, যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাফিয়াকে আযাদ করলেন এবং তার আযাদীকে মাহর ধার্য করলেন। অপর এক হাদীসে মু'আয তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, “নবী ﷺ সাফিয়াকে বিবাহ করেন এবং তাঁর আযাদীকে মাহর ধার্য করেন।”

২২৬৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الذِّي يُعْتَقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرَانِ -

৩৩৬৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে তার দাসী আযাদ করে তাকে বিয়ে করে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।

২২৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمٍ دَحِيَّةٌ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سَلِيمٍ تُصْنَعُهَا لَهُ وَتَهَيِّئُهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُ فِي

بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيٍّ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيْمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ
فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمْنَ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ
وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أُمًّا وَلَدٍ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا
فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجْزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا
دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبَعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ
أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَلِيْمَةً زَيْنَبَ فَاشْبَعَ النَّاسُ خُبْرًا
وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا
الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ
يَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ
وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدْ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَاهُ قَدْ رَجَعَ
قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَغَ وَرَجَعْتُ
مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَةِ الْبَابِ أَرَخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ
« لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ » الْآيَةَ -

৩৩৬৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধে আমি আবু তালহা (রা)-এর পিছনে সাওয়ার ছিলাম। আমার পা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কদম মুবারক স্পর্শ করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সূর্যোদয়ের সময় খায়বারবাসীদের নিকট পৌঁছলাম। তারা তখন চতুষ্পদ জন্তু, কোদাল, বস্তা ও রশি নিয়ে বের হচ্ছিল। তারা বলতে লাগলো মুহাম্মদ তাঁর পঞ্চবাহিনী (পূর্ণ বাহিনী) নিয়ে এসে গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খায়বার ধ্বংস হোক, আমরা যখন কোন শত্রু দলের আংগিনায় অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃত লোকদের প্রভাত হয় মন্দ। বর্ণনাকারী বলেন, (ঐ অভিযানে) আল্লাহ তাদের পরাজিত করেছেন। দিহয়া (রা)-এর ভাগে পড়ে সুন্দরী দাসী। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতজন দাসের বিনিময়ে সে দাসীকে খরীদ করে নেন।

অতঃপর তিনি তাকে উম্মু সুলায়ম (রা)-এর হাওয়ালা করেন যাতে তিনি তাঁকে ঠিকঠাক করে প্রস্তুত করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাবী একথাও বলেছেন যে, সে যেন তাঁর ঘরে ইদত পূর্ণ করে। তিনি ছিলেন হুয়ায়্যের কন্যা সাফিয়া। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর, পানীয় ও ঘি দিয়ে তার অলীমা করলেন। এ উদ্দেশ্যে যমীনের কিছু অংশ গর্ত করে তাতে চামড়ার বড় দস্তুরখান বিছিয়ে দেওয়া হয়। এতেই পানীয় ও ঘি রাখা হয়। সকলেই তা তৃপ্তির সাথে আহার করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা বলতে লাগল :

আমরা জানি না, তিনি তাকে বিবাহ করলেন, না উম্মু ওয়ালাদ (দাসী)-রূপে গ্রহণ করলেন। আবার কয়েকজন বলতে লাগল, যদি তিনি তাঁর পর্দার ব্যবস্থা না করেন তবে তিনি তাঁর উম্মু ওয়ালাদ। তিনি যখন বাহনে সাওয়ার হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করলেন। এরপর সাফিয়া (রা) উটের পিছনের দিকে বসলেন। তখন লোকেরা জানতে পারল যে, তিনি তাঁকে বিবাহ করেছেন।

সাহাবীগণ যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দ্রুত অগ্রসর হতে থাকলেন এবং আমরাও দ্রুত চললাম। তখন নবীজীর আসবাব উটনীটি হোঁচট খেয়ে যমীনে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যমীনে পড়ে যান এবং সাফিয়া (রা)-ও পড়ে যান। তিনি দাঁড়িয়ে সাফিয়া (রা)-কে পর্দার দ্বারা আবৃত করে দেন। এ দেখে কতিপয় মহিলা বলতে লাগল, ইয়াহুদী মহিলাকে আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আবু হামযা! সত্যিই কি রাসূলুল্লাহ ﷺ উটনী থেকে যমীনে পড়ে গিয়েছিলেন? তিনি শপথ করে বললেন, হ্যাঁ। আনাস (রা) বলেন, আমি নিজে যায়নাব (রা)-এর অলীমা অনুষ্ঠানে ছিলাম। সে অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের তৃপ্তি সহকারে রুটি ও গোশত আহার করিয়ে ছিলেন। সেই অলীমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন অলীমার কাজ শেষ করে উঠলেন, আমিও তাঁর পিছনে চললাম। তখনও দু'জন লোক ঘরে কথাবার্তায় ব্যস্ত রইল, তারা বের হল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের নিকট গেলেন এবং প্রত্যেককেই 'আসসালামু আলাইকুম' বলে জিজ্ঞেস করলেন, হে গৃহবাসী! তোমরা কেমন আছ? উত্তরে প্রত্যেকেই বলেন, "আমরা ভাল আছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আপনার নব পরিণীতাকে কেমন পেয়েছেন? বললেন, ভালই। তিনি যখন এ কাজ শেষ করে ফিরে এলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। যখন তিনি দরজার কাছে এলেন- দেখলেন যে, সেই দু'জন আলোচনায় রত আছে। তারা তাঁকে ফিরে যেতে দেখে উঠে চলে গেল। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার মনে নেই, ঘর থেকে ঐ দু'জন লোকের বের হয়ে যাওয়ার কথা আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম, না এ ব্যাপারে তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। তিনি আবার ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। যখন তিনি দরজার চৌকাঠে পা রাখলেন তখন তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন, আর আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : "তোমরা নবীর ঘরে তাঁর বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না"।

৩২৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ حَيَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بِهِ زُحْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةٌ لِدَحِيَّةٍ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا قَالَ فَبَعَثَ إِلَى دَحِيَّةٍ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّی فَقَالَ أَصْلَحِيهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاظٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَتْ

تِلْكَ وَلَيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدْرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِينًا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطِيَّتَهُ قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرَدَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصُرِعَ وَصُرِعَتْ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَتَرَهَا قَالَ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ لَمْ نُضِرَّ قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصُرْعَتِهَا -

৩৩৭০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবদুল্লাহ ইবন হাশিম ইবন হায়্যান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিয়া (রা) দিহয়া (রা)-এর ভাগে পড়েন। লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর প্রশংসা করে বলতে লাগলো, আমরা কয়েদীদের মধ্যে তাঁর কোন জুড়ি দেখি নি। আনাস (রা) বলেন, তখন তিনি দিহয়াকে ডেকে পাঠালেন এবং সাফিয়ার বদলে তিনি যা চাইলেন তা তাকে দিয়ে দিলেন। তারপর সাফিয়াকে আমার মায়ের হাওয়ালা করলেন এবং বললেন, তুমি তাকে (সাজিয়ে) ঠিকঠাক করে দাও। আনাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার থেকে বের হয়ে পড়লেন। খায়বার পেছনে ছেড়ে আসার পর তিনি তিনি এক জায়গায় যাত্রা বিরতি দিলেন। তারপর সাফিয়ার উপর একটি তাঁবু খাটিয়ে দিলেন। ভোরে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার কাছে উদ্বৃত্ত খাদ্য আছে সে যেন তা আমার কাছে নিয়ে আসে। আনাস (রা) বলেন, তখন লোকজন তাদের উদ্বৃত্ত খেজুর এবং উদ্বৃত্ত ছাতু আনতে লাগল। এমনকি এগুলোর একটি স্তুপ পরিমাণ জমা হয়ে গেল। তারপর তা দ্বারা তারা হায়স তৈরি করল। তারপর সকলে হায়স থেকে খেতে লাগল এবং বৃষ্টির পানির হাউয থেকে তারা পানি পান করতে লাগল। বর্ণনাকারী (সাবিত) বলেন, আনাস (রা) বলেন, তাই ছিল হযরত সাফিয়া (রা)-এর অলীমা। তিনি বলেন, তারপর আমরা রওনা দিলাম এবং যখন মদীনার প্রাচীরগুলো দেখতে পেলাম তখন মদীনার জন্য আমাদের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমরা আমাদের সাওয়ারীগুলোকে দ্রুত চালনা করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁর সাওয়ারীকে দ্রুত চালালেন। আনাস (রা) বলেন, সাফিয়া তাঁর পিছনে তাঁর সাথে সাওয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনী হোঁচট খায়। ফলে তিনি ও সাফিয়া (রা) পড়ে যান। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা কেউ তাঁকে ও সাফিয়াতে দেখে ফেলার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তাঁকে আবৃত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপরাপর সহধর্মিণীদের দাসীরা বের হয়ে সাফিয়াকে পরস্পরকে দেখাতে লাগলেন এবং তাঁর মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে আফসোস করতে লাগলেন।

১৫- بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُولِ الْحِجَابِ وَاثْبَاتِ وَلَيْمَةِ الْعُرْشِ

১৫. পরিচ্ছেদ : যায়নাব বিনত জাহশকে বিবাহ করা, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়া এবং বিবাহের অলীমা সাবিত প্রসংগ

২২৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بِهِ زُحْرٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثُ

بَهْزٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا عَلَى فَاَنْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى آتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا اسْتَطِيعُ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقْبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُكَ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رَجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَعُ حُجْرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ فَاَنْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبَتْ أَدْخُلُ مَعَهُ فَالْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا وَعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ « لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَّهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ » -

৩৩৭১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যয়নাব (রা)-এর ইদত পূর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ (রা)-কে বললেন, তুমি যয়নাবের নিকট আমার কথা উল্লেখ কর। আনাস (রা) বলেন, যায়দ (রা) রওনা হলেন এবং তাঁর নিকট গেলেন। তখন তিনি আটার খামির করছিলেন। যায়দ (রা) বলেন, আমি যখন তাঁকে দেখলাম তাঁর মর্যাদা আমার অন্তরে এমনভাবে জাগ্রত হল যে, আমি তাঁর প্রতি তাকাতে পারলাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্মরণ করেছেন। তাই আমি তাঁর দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ালাম এবং পিছনের দিকে সরে পড়লাম। এরপর বললাম, হে যয়নাব! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে স্মরণ করে আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে কিছুই করব না যে পর্যন্ত না আমি আমার রবের কাছ থেকে নির্দেশ লাভ করি। এরপর তিনি তার সালাতের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে কুরআন নাযিল হল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে যয়নাবের বিনা অনুমতিতেই তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (যয়নাবের সেই বিবাহ উপলক্ষে) দুপুরবেলায় আমাদের রুটি গোশ্ত খাইয়েছেন। খাওয়া-দাওয়ার পর লোকেরা বের হয়ে গেল কিন্তু কয়েকজন লোক খাওয়ার পর আলাপে মশগুল থাকল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে পড়লেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর বিবিগণের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সালাম করতে লাগলেন। আর বিবিগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার এ স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন? আনাস (রা) বলেন, আমার মনে নেই, (আলাপের) সে লোকদের বের হয়ে যাওয়ার কথা আমিই তাঁকে জানিয়েছিলাম, না তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তারপর তিনি চললেন এবং সে ঘরে প্রবেশ করলেন আমিও তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। এ সময় তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। আর পর্দার বিধান নাযিল হল। আনাস (রা) বলেন, লোকদের উপদেশ দেওয়া হল, যে উপদেশ দেওয়ার ছিল। ইব্ন রাফি' তার হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : (অর্থ) তোমাদের

অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে নবীগৃহে প্রবেশ করবে না..... কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না।

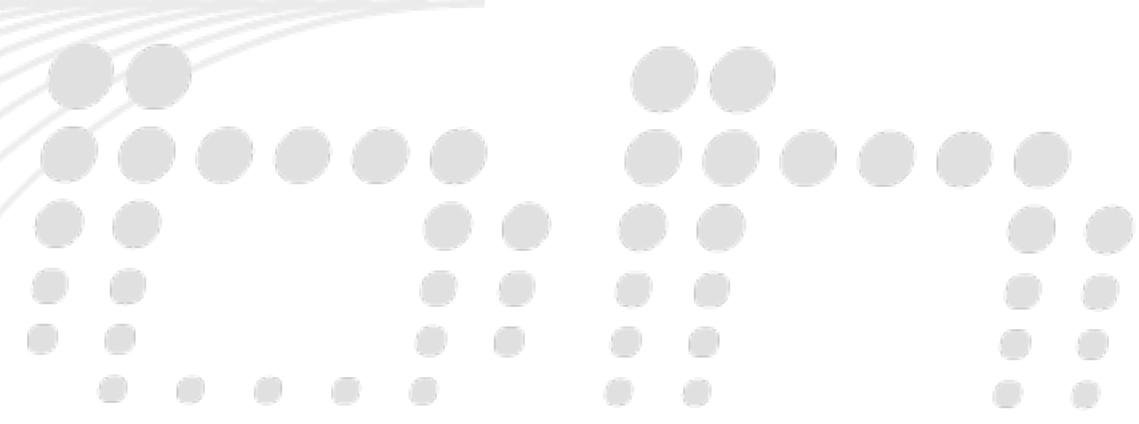
৩২৭২- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً -

৩৩৭২. আবুর রাবী যাহরানী, আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন মহিলার জন্য- আবু কামিল বলেন, তাঁর কোন স্ত্রীর জন্য সেরূপ অলীমা করতে দেখি নি যেমন অলীমা করেছেন যায়নাবের জন্য। তার জন্য তিনি একটি বকরী যবেহ করেছেন।

৩২৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَّانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ -

৩৩৭৩. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আব্বাদ ইবন জাবালা ইবন আবু রাওয়াদ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) সাবিত (র) থেকে বর্ণিত, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, যায়নাব (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এত অধিক পরিমাণ অথবা উত্তমভাবে অলীমা করেছিলেন, যা তিনি তাঁর সহধার্মিণীদের কারো জন্য করেন নি। সাবিত বুনানী জিজ্ঞেস করেন, তিনি কী দিয়ে অলীমা করেছিলেন? তিনি (আনাস রা) বললেন, সবাইকে তিনি রুটি ও গোশত খাওয়ালেন। এমনকি তারা উদ্বৃত্ত রেখে গেল।

৩২৭৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مَجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعَمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةً وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَأَنْطَلَقُوا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ أَنْطَلَقُوا قَالَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتْ أَدْخُلُ فَالْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا» -



৩৩৭৪. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী, আসিম ইব্ন নযর তায়মী এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন যায়নাব বিনত জাহশ (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি লোকদের দাওয়াত করেন। তারা খাওয়া-দাওয়া করে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। আনাস (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ যেন দাঁড়াতে উদ্যত হলেন তবুও তারা উঠল না। এরূপ দেখে তিনি উঠে গেলেন। তারা উঠে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে যারা উঠবার তারা উঠে গেল। আসিম ও ইব্ন আবদুল আ'লার বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, আনাস (রা) বলেন, কিন্তু তিনজন লোক ঘরে বসে রইল। নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করার জন্য এসে দেখতে পান যে, কয়েকজন লোক বসে আছে। এরপর তারাও উঠে চলে গেল। আনাস (রা) বলেন, আমি এসে তাদের চলে যাবার সংবাদ নবী ﷺ-কে দিলাম। আনাস (রা) বলেন, তিনি এসে প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে অগ্রসর হলাম। এ সময় তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : “তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে নবীগৃহে প্রবেশ করবে না..... - আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা গুরুতর।”

৩৩৭৫. আমরু নাকিদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দার হুকুম সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে সবার চাইতে বেশি অবগত। এ ব্যাপারে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাব বিনত জাহশের স্বামী হন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিবাহ করেন মদীনায়। এ উপলক্ষে তিনি দ্বিপ্রহরের সময় খাওয়ার জন্য লোকদের দাওয়াত দেন। লোকজন উঠে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোক বসে থাকল। শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে হাঁটতে লাগলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চলতে থাকলাম। তিনি 'আয়েশা (রা)-এর হজরায় পৌঁছলেন। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, তারা (উপবিষ্ট লোকজন) বেরিয়ে গেছে, তখন তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। দেখা গেল, তখন তারা তাদের জায়গায় বসা আছে। তখন তিনি ফিরে গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফিরে গেলাম। তিনি 'আয়েশা (রা)-এর হজরায় পৌঁছলেন। আবার তিনি যায়নাবের ঘরের দিকে ফিরলেন। দেখা গেল, লোকেরা চলে গেছে। তখন তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন। আর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।

৩৩৭৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّيُّ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّيُّ وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّيُّ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فَلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمِي رَجَالًا - قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِي وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ عَدَدَكُمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصَّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَحَلَّقُ عَشْرَةٌ عَشْرَةً وَلِيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَآكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى آكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرُ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طَوَائِفٌ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَثَقَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقَلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَرَاخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ » إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَحَدُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ وَحُجِبَتْ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৭৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)জা'দ ইবন উসমান আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন। আনাস (রা) বলেন, আমার মা উম্মু সুলায়ম (রা) হায়স তৈরি করেছিলেন এবং তা একটি ছোট পাত্রে রেখে আমাকে বললেন, হে আনাস! এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল, আমার মা আপনার খিদমতে পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম পৌঁছিয়েছেন। (আরও বলা যে,) তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে এটা অতি সামান্য। আনাস (রা) বলেন, আমি হায়স নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন : আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য এটা অতি

সামান্য। তিনি বললেন, এটা রাখ। তারপর বললেন : তুমি যাও, অমুক অমুক অমুককে দাওয়াত দাও এবং সেসব লোককেও, যাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে। এ বলে, তিনি লোকদের নাম বললেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তখন বর্ণিত লোকদের দাওয়াত দিলাম এবং তাদেরও, যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হল। সাবিত (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, (আমন্ত্রিত লোকদের) সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, প্রায় তিনশত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আনাস! (হায়স-এর) পাত্রটি নিয়ে এসো। আনাস (রা) বলেন, দাওয়াতপ্রাপ্ত লোকজন আসল। এমনকি ঘর ও চত্ত্বর ভরে গেল। রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা দশ-দশজন করে গোল হয়ে বস এবং প্রত্যেকেই নিজের সম্মুখ থেকে খাদ্য গ্রহণ কর। আনাস (রা) বলেন, সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হল। তিনি বলেন, একদল গেল আরেক দল প্রবেশ করল। এভাবে সকলে খাবার কাজ সেরে নিল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে আনাস! (হায়সের পাত্র) তোল। তিনি বলেন, এরপর আমি পাত্রটি তুলে নিলাম। পাত্রটি রাখার সময় এতে খাদ্য বেশি ছিল কি না, সেটি উঠাবার সময় তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আনাস (রা) বলেন, তাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ (সেখানে) বসা ছিলেন এবং তাঁর সহধর্মিণী (যায়নাব) দেয়ালমুখী হয়ে পিছনে ফিরে রইলেন। তাদের উপস্থিতি তাঁর কাছে কষ্টকর মনে হল। তারপর তিনি তাঁর অন্যান্য বিবিদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তাঁরা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসেছেন, তারা বুঝতে পারল যে, তাদের অবস্থিতি তাঁর জন্য কষ্টকর হয়েছে। আনাস (রা) বলেন, তখন তারা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং সবাই বেরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন ও পর্দা টেনে দিলেন এবং পর্দার ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি ঘরে বসে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমার কাছে ফিরে এলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আয়াত লোকদের কাছে পাঠ করলেন : (অর্থ) “হে মু’মিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহায প্রস্তুতের জন্য অপেক্ষা না করে আহায গ্রহণের জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করবে না। তবে তোমাদের আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং আহাযের পর তোমরা চলে যাবে এবং কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়”..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। রাবী জা’দ (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, এ সকল আয়াত লোকদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম জেনেছি। আর নবী ﷺ-এর বিবিগণকে পর্দার আড়ালে নেওয়া হল।

২২৭৭- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدْعُ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ

نَاطِرِينَ اِنَّاهُ « قَالَ قَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا وَلَكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّىٰ بَلَغَ ذَلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ » -

৩৩৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ যায়নাবকে বিবাহ করলেন তখন উম্মু সুলায়ম (রা) পাথরের একটি পাত্রে তাঁর জন্য হায়স পাঠালেন। আনাস (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি যাও, মুসলিমদের মধ্যে যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হয় তাকে আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দাও। তারপর যার সাথে সাক্ষাত হল আমি তাকে দাওয়াত দিলাম। তারা তাঁর কাছে আসতে শুরু করল এবং খেয়ে চলে যেতে লাগল। আর নবী ﷺ তাঁর হাত খাদ্যের উপর রাখলেন এবং তাতে দু'আ পড়লেন। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি যা পাঠ করার তা পড়লেন। যাদেরই সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তাদের কাউকেই দাওয়াত দিতে বাদ রাখি নি। সকলেই খেল এবং তৃপ্ত হল। তারা বেরিয়ে গেল কিন্তু তাদের একদল রয়ে গেল। তারা তাঁর সেখানে দীর্ঘালাপে লিপ্ত রইল। নবী ﷺ তাদের কিছু বলতে লজ্জাবোধ করছিলেন। তাই তিনি নিজেই বেরিয়ে গেলেন এবং তাদের ঘরে রেখে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন-(অর্থ) “হে মু'মিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে আহায প্রস্তুতের জন্য অপেক্ষা না করে আহায গ্রহণের জন্য তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করবে না। কাতাদা (র) বলেন, غَيْرَ نَاطِرِينَ اِنَّاهُ এর অর্থ ‘আহায প্রস্তুতির সময়ের অপেক্ষা না করে’ তবে তোমাদের আহ্বান করা হলে তোমরা প্রবেশ করবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য অধিকতর সহায়ক।” (৩৩ : ৫৩)

১৬- بَابُ الْأَمْرِ بِاجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

১৬. পরিচ্ছেদ : দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার নির্দেশ

৩৩৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا -

৩৩৭৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (রা) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন ঐ দাওয়াতে সাড়া দেয়।

৩৩৭৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيُجِبْ قَالَ خَالِدٌ فَإِذَا عُبِيدُ اللَّهِ يُنْزِلُهُ عَلَى الْعُرْسِ -

৩৩৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না খালিদ থেকে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন তা কবুল করে। খালিদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ (র) একে বিবাহের অলীমা বলে গ্রহণ করেছেন।

২২৮০. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ -

৩৩৮০. ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের কাউকে বিবাহের অলীমার দাওয়াত দেওয়া হলে সে যেন তা কবুল করে।

২২৮১. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ -

৩৩৮১. আবুর রাবী, আবু কামিল ও কুতায়বা(র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হলে তাতে সাড়া দিবে।

২২৮২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ -

৩৩৮২. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে দাওয়াত দেয়, সে যেন তার দাওয়াতে সাড়া দেয়, বিবাহানুষ্ঠানই হোক বা সে রকম (অন্য কোন অনুষ্ঠান)।

২২৮৩. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيُجِبْ -

৩৩৮৩. ইসহাক ইবন মানসুর (রা)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি কাউকে কোন বিবাহ অনুষ্ঠানে অথবা এ ধরনের অন্য কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন সাড়া দেয়।

২২৮৪. حَدَّثَنِي حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

৩৩৮৪. হুমায়দ ইবন মাস'আদা বাহিলী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “যখন তোমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা দাওয়াতে আসবে।”

২২৮৫. وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيَهَا وَهُوَ صَائِمٌ -

৩৩৮৫. হারুন ইবন উবায়দুল্লাহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা দাওয়াতে সাড়া দিবে যখন তোমাদেরকে তার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বিবাহের দাওয়াতে বা বিয়ে ছাড়া অন্য যে কোন দাওয়াতে আসতেন। এমনকি তিনি রোযাদার অবস্থায়ও (দাওয়াতে আসতেন)।

৩৩৮৬. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের বকরীর পায়া খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন তোমরা তাতে সাড়া দিও।

৩৩৮৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে খাবারের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন দাওয়াতে সাড়া দেয়। তারপর ইচ্ছা করলে আহার করবে, না হয় না করবে। ইবন মুসান্না (র) তার বর্ণনায় 'খাবারের প্রতি' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৩৩৮৮. ইবন নুমায়র (র) আবু যুবায়র (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৩৮৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে রোযাদার হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ-সালাতরত থাকবে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহলে সে আহার করবে।

৩৩৯০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে রোযাদার হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ-সালাতরত থাকবে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহলে সে আহার করবে।

৩৩৯১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে রোযাদার হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ-সালাতরত থাকবে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহলে সে আহার করবে।

৩৩৯২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে রোযাদার হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ-সালাতরত থাকবে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহলে সে আহার করবে।

৩৩৯৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে রোযাদার হয় তাহলে সে (ওখানে গিয়ে) দু'আ-সালাতরত থাকবে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহলে সে আহার করবে।

৩৩৯০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, সে অলীমার খাদ্য কতই না মন্দ যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, আর গরীবদের তা থেকে বঞ্চিত করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াতে সাড়া দেয় না সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল।

৩৩৯১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْرَزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيَمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ -

৩৩৯১. ইব্ন আবু উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ান (র) বলেছেন, আমি যুহরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু বকর! এই যে হাদীস- ‘সব চাইতে মন্দ খাদ্য ধনীদের খাদ্য’-এ সম্পর্কে আপনার কি মত? শুনে তিনি হাসলেন এবং বললেন, না, ধনীদের খাদ্য সব চাইতে মন্দ খাদ্য নয়। সুফিয়ান (র) বললেন, আমার পিতা যেহেতু ধনী লোক ছিলেন এ জন্য এ হাদীসখানি আমাকে ঘাবড়িয়ে তুলেছিল, যখন আমি তা শুনেতে পেলাম। তাই আমি এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র)-কে জিজ্ঞেস করি। (ইমাম) যুহরী (র) উত্তর দিলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান আরাজ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, অলীমার খাদ্য সবচাইতে নিকৃষ্ট খাদ্য। অতঃপর তিনি মালিক (র)-এর হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন।

৩৩৯২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيَمَةِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ

৩৩৯২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিকৃষ্ট খাদ্য হলো অলীমার খাদ্য। মালিক-এর হাদীসের অনুরূপ।

৩৩৯৩. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ -

৩৩৯৩. ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

৩৩৯৪. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيَمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ -

৩৩৯৪. ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : নিকৃষ্টতম খাদ্য হল অলীমার খাদ্য যেখানে আগমনকারীদের বাধা দেওয়া হয় আর অনিচ্ছুকদের দাওয়াত দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াতে সাড়া দেয় না, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল।

১৭- بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّاقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَّأَهَا ثُمَّ يَفَارِقَهَا وَتَنْقُضِيَ عِدَّتُهَا

১৭. পরিচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে তাকে ছাড়া অন্য স্বামীকে বিবাহ করে এবং সে তার সাথে সহবাস করে এবং তারপর তাকে তালাক দেয় এবং তার ইদত শেষ হয়

২৩৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৩৯৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা'আ-এর স্ত্রী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি রিফা'আর নিকট ছিলাম। সে আমাকে তালাক দিয়েছে চূড়ান্ত তালাক। তারপর আমি আবদুর রহমান ইবন যুবায়রকে বিবাহ করি। তার কাছে রয়েছে কাপড়ের ঝালরের মত। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি হাসলেন এবং বললেন, তুমি কি রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, (তা হয় না) যে পর্যন্ত না তুমি তার রসাস্বাদন করবে এবং সে তোমার রসাস্বাদন করবে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আবু বকর (রা) ছিলেন তাঁর কাছে এবং খালিদ ইবন সাঈদ (রা) ছিলেন দরজায়। তিনি (প্রবেশের) অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ডাক দিয়ে বললেন, হে আবু বকর! আপনি কি শোনেন না এই মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উচ্চস্বরে কী কথা বলছে।

২৩৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبِتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَالْحَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৩৯৬. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) উরওয়া ইবন যুবায়র (র) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রিফা'আ কুরায়ী (রা) তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে তাকে পুরাপুরি তালাক দিয়ে দেয়। তারপর সে স্ত্রীলোকটি আবদুর রহমান ইবন যুবায়র (রা)-কে বিবাহ করে। এরপর সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে ছিল রিফা'আর অধীনে। সে তাকে পুরোপুরি তিন দিন তালাক দেয়। অতঃপর সে আবদুর রহমান ইবন যুবায়র (রা)-কে বিবাহ করে। আল্লাহর কসম, তার সাথে তো রয়েছে কাপড়ের ঝালরের মত। এ বলে মহিলা তার উড়নার ঝালর ধরে দেখাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সম্ভবত রিফা'আর নিকট ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না সে তোমার রসাস্বাদন করে এবং তুমি তার রসাস্বাদন কর। আবু বকর (রা) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বসা ছিলেন। আর খালিদ ইবন সাদ্দ ইবন আস (রা) ছিলেন হুজরার দরজায় বসা। তাকে (ঘরে প্রবেশ করার) অনুমতি দেওয়া হয় নি। রাবী বলেন, তখন খালিদ (রা) আবু বকর (রা)-কে ডেকে বললেন, আপনি কেন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তার এ সব কথা প্রকাশ করা থেকে বারণ করছেন না?

৩৩৯৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا أُخْرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ -

৩৩৯৭. আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রিফা'আ কুরায়ী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। এরপর সে আবদুর রহমান ইবন যুবায়রকে বিয়ে করে। তারপর সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রিফা'আ তাকে পুরোপুরি তিন তালাক দিয়ে দেয়। এরপর ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৩৩৯৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لَزَوَّجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا -

৩৩৯৮. মুহাম্মদ ইবন আলা হামদানী (র) আয়েশা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যাকে একজন বিবাহ করে, অতঃপর সে তাকে তালাক দেয়। এরপর সে মহিলা আরেকজনকে বিয়ে করে। কিন্তু সে তার সাথে সংগমের আগেই তালাক দেয়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে কি? তিনি বললেন : না, যে পর্যন্ত না সে তার রসাস্বাদন করে।

৩৩৯৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৩৯৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আবু মু'আবিয়া সহ সকলেই হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

২৪০০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ -

৩৪০০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। তারপর অন্য একজন তাকে বিয়ে করে। এরপর সে তাকে সংগমের আগেই তালাক দিয়ে দেয়। পরে প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করতে চায়- এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন : না, তা হবে না যে পর্যন্ত না তারা একে অন্যের রসাস্বাদন করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী রসাস্বাদন করেছিল।

২৪০১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ -

৩৪০১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইয়াহুইয়া অর্থাৎ ইবন সাঈদ সহ সকলেই উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। উবায়দুল্লাহ সূত্রে ইয়াহুইয়ার হাদীসে বলেন যে, কাসিম আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৮- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجَمَاعِ

১৮. পরিচ্ছেদ : মিলনের প্রাক্কালে যা পাঠ করা মুস্তাহাব

২৪০২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَلَلَّهُمْ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا -

৩৪০২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলতে চায়, সে যেন বলে (অর্থ :) “বিসমিল্লাহ হে আল্লাহ! আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন, আর আমাদের যা দান করবেন তাকেও শয়তান

থেকে দূরে রাখুন।” কেননা এ মিলনে তাদের ভাগ্যে যদি কোন সন্তান হয় তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।

৩৪.২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ -

৩৪০৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) শু'বা (র) থেকে ইব্ন নুমায়র তাঁর পিতা থেকে, আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) আবদুর রায্যাক (র) থেকে, সকলেই সাওরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন। তারা উভয়ে মানসূর থেকে জারীরের হাদীসের মর্মানুযায়ী, তবে শু'বা তার হাদীসে “বিসমিল্লাহ্”-এর উল্লেখ করেন নি এবং সাওরী সূত্রে আবদুর রায্যাক-এর রিওয়ায়াতে ‘বিসমিল্লাহ্’ রয়েছে। আর ইব্ন নুমায়র-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মানসূর বলেছেন, আমি মনে করি তিনি বলেছেন, ‘বিসমিল্লাহ্’।

১৭- بَابُ جَوَازِ جِمَاعِ امْرَأَتِهِ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدَّبْرِ

১৯. পরিচ্ছেদ : মলদ্বার ব্যতীত স্ত্রীর সম্মুখ বা পশ্চাদ দিক থেকে সঙ্গম করা জায়েয

৩৪.৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَانْزَلْتُ «نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَاتُّوا حَرْتُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» -

৩৪০৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহুদীরা বলত, কোন লোকে স্ত্রীর পিছনদিক থেকে তার যোনিপথে সংগম করলে এতে সন্তান টেরা চক্ষুবিশিষ্ট হবে। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয় : “স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।”

৩৪.৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ قَالَ فَأَنْزَلْتُ «نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَاتُّوا حَرْتُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» -

৩৪০৫. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীরা বলত যে, স্ত্রীর পিছনদিক থেকে যোনিপথে সঙ্গম করা হলে এতে সে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তার সন্তান হবে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট। রাবী বলেন, এ প্রসঙ্গে নাযিল হয় : “স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।”

২৪.৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهْرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يَحْدِثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّئَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّئَةٍ غَيْرَ أَنْ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ -

৩৪০৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ, হারুন ইবন আবদুল্লাহ, আবু মা'আন রাকাসী ও সুলায়মান ইবন মা'বাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে যুহরী সূত্রে বর্ণিত। নু'মান অতিরিক্ত বলেছেন, স্বামী ইচ্ছে করলে উপড় করে, ইচ্ছা করলে উপড় না করে তবে একই দ্বারে হতে হবে।

২. بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

২০. পরিচ্ছেদ : স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ

২৪.৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَحْدِثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ -

৩৪০৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বামীর বিছানা পরিহার করে কোন স্ত্রী রাত্রি যাপন করলে ফজর পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার প্রতি লানত করতে থাকে।

২৪.৮- وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ -

৩৪০৮. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব (র) শু'বা (র) সূত্রে এই সনদের বর্ণনায় বলেছেন, 'ফিরে না আসা পর্যন্ত' কথার উল্লেখ আছে।

২৪.৯- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا -

৩৪০৯. ইব্ন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জীবন। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যখন বিছানায় আহ্বান করে কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্টি না হয়, ততক্ষণ আসমানবাসী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে।

২৪১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى تَصْبِحَ -

৩৪১০. আবু বকর ইব্ন শায়বা, আবু কুরায়ব, আবু সাঈদ আশাজ্জ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে না আসে, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে, সে স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতাগণ ভোর হওয়া পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে।

২১. بَابُ تَحْرِيمِ افْتِشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

২১. পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ

২৪১১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا -

৩৪১১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, তারপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।

২৪১২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ أَعْظَمَ -

৩৪১২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আমানত খিয়ানতকারী যে

তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। এরপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়। ইবন নুমায়র, ان اعظم ان من اعظم বলেছেন।

২২- بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ

২২. পরিচ্ছেদ : আযলের হুকুম

২৪১৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَنَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ -

৩৪১৩. ইয়াহইয়া ইবন আবু আযুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র)..... ইবন মুহায়রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবু সিরমাহ আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গেলাম। আবু সিরমাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু সাঈদ! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ করছি। সে যুদ্ধে আমরা আরবের অনেক উৎকৃষ্ট বাঁদী লাভ করি। এদিকে আমরা দীর্ঘকাল স্ত্রী সংস্পর্শ বর্জিত ছিলাম। অন্যদিকে আমরা ছিলাম সম্পদের প্রতি অনুরাগী। এমতাবস্থায় আমরা বাঁদীদের ভোগ করার এবং আযল করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমরা এ কথাও আলোচনা করলাম যে, আমরা কি এ কাজ করতে যাব, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আর তাঁর নিকট আমরা এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করব না? তাই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : ঐ কাজ না করাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করার কথা লিখে রেখেছেন সে সব মানুষ সৃষ্টি হবেই।

২৪১৪- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩৪১৪. বনু হাশিমের মুক্ত দাস মুহাম্মদ ইবন ফারাজ (র) মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হাব্বান (র) থেকে উক্ত সনদে রাবী আর হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সে হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “কেননা আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যত মাখলুক সৃষ্টি করবেন তা লিখে দিয়েছেন।”

৩৪১৫. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَأَنْتُمْ لَتَفْعَلُونَ وَأَنْتُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ -

৩৪১৫. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা যু'বাই (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দিগণী লাভ করেছিলাম। (তাদের সাথে) আমরা আযল করছিলাম। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা এটা কর। তোমরা এটা কর! তোমরা এটা কর (বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন)! বস্তুত কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার তা সৃষ্টি হবেই।

৩৪১৬. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ -

৩৪১৬. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আনাস ইবন সীরীন (র) মা'বাদ ইবন সীরীন (র) সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আনাস ইবন সীরীন) বলেন, আমি তাকে (মা'বাদ ইবন সীরীন) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এ হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনি বলেন, এটা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা এটা হল তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪১৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِي رِوَايَةِ بَهْزٍ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ -

৩৪১৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার, ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ও মুহাম্মদ ইবন হাতীম (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে আনাস ইবন সীরীন (র) থেকে অনুরূপ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের হাদীসে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযল সম্পর্কে বলেছেন : এ কাজ না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা এটা তাকদীরের অন্তর্গত। রাবী বাহযের বর্ণনায় রয়েছে যে, শু'বা (র) বলেছেন : আমি তাকে (আনাস ইবন সীরীন) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এ হাদীসটি শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৩৪১৮. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مَسْعُودٍ رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ

الْخَدْرِيُّ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ -

৩৪১৮. আবূর রাবী যাহরানী ও আবূ কামিল জাহদারী (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী ^{সাহাবাহু} ^{আলাহি} ^{তয়াসালান} -কে আয়ল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : তা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা এ হল তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মদ (র) বলেন, নবী ^{সাহাবাহু} ^{আলাহি} ^{তয়াসালান} -এর উক্তি 'লা আলাইকুম' 'তোমাদের কোন ক্ষতি নেই'- নিষেধাজ্ঞারই নিকটবর্তী।

৩৪১৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَاذَا كُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَ هَذَا رَجْرًا -

৩৪১৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ^{সাহাবাহু} ^{আলাহি} ^{তয়াসালান} -এর কাছে আয়লের বিষয়টা উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, তোমরা তা কেন করতে চাও? তারা বলল, এমন লোক আছে যার স্ত্রী সন্তানকে দুধ পান করায় সে তার সঙ্গে সংগত হয়। অথচ এতে সে গর্ভবতী হোক তা সে পসন্দ করে না। আবার কোন লোকের দাসী আছে, সে তার সঙ্গে সংগত হয় কিন্তু এতে সে গর্ভবতী হোক তা সে অপসন্দ করে। তিনি বললেন, 'তা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা তা তাকদীরের উপর নির্ভরশীল'। ইবন আওন (র) বলেন, আমি এ হাদীস হাসান (র)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, এ হল সতর্কবাণী স্বরূপ।

৩৪২০. وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ فَقَالَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ -

৩৪২০. হাজ্জাজ ইবন শায়ির (র) ইবন আওন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ সূত্রে ইব্রাহীমের কাছে 'আবদুর রহমান ইবন বিশর বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছি অর্থাৎ আয়ল সম্পর্কে। তিনি বললেন, আবদুর রহমান ইবন বিশর (র) হাদীসটি আমার কাছেই বর্ণনা করেছেন।

৩৪২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ الْقَدَرُ -

৩৪১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... মা'বাদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ বলে তিনি বর্ণিত ইবন আওনের হাদীসের ন্যায় الْقَدَر পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

২৪২২- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا -

৩৪২২. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী ও আহমাদ ইবন আবদা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে 'আযলের উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেন এ কাজ করে? তিনি এ ব্যাপারে একথা বলেন নি যে, "তোমাদের কেউ যেন এ কাজ না করে।" যে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করবেনই।

২৪২৩- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي بَنَ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعَهُ شَيْءٌ -

৩৪২৩. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : সব পানিতেই সন্তান পয়দা হয় না। মূলত আল্লাহ যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না।

২৪২৪- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৪২৪. আহমাদ ইবন মুনযির বাসরী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৪২৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ أَعَزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا -

৩৪২৫. আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল, আমার একটি দাসী আছে যে আমাদের খিদমত ও পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত। আমি তার নিকট উপগত হই, কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা আমি পসন্দ করি না। তখন তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে তার সাথে আয়ল করতে পার। তবে তার তাকদীরে সন্তান থাকলে তা তার মাধ্যমে আসবেই। সে কিছু দিন অতিবাহিত করল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল, দাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ মর্মে জানিয়েছিলাম যে, তার তাকদীরে যা আছে তা আসবেই।

৩৪২৬. সাঈদ ইব্ন আমর আশ'আসী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করল, আমার একটি দাসী আছে। আমি তার সাথে আয়ল করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ কাজ আল্লাহ যা চান তা কিছুতেই প্রতিহত করতে পারবে না। রাবী বলেন, এরপর সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে দাসীটির কথা আপনার কাছে উল্লেখ করেছিলাম সে গর্ভবতী হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : “আমি আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল।”

৩৪২৭. হাজ্জাজ ইব্ন শায়ির (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসল সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৩৪২৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আয়ল করতাম আর কুরআনও নাযিল হত। ইসহাক আরো বলেছেন যে, সুফিয়ান (র) বলেন, এতে যদি নিষেধ করার মতো কিছু থাকত, তবে কুরআন তা নিষেধ করে দিত।

২৪২৭. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৪২৯. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... জাবির (রা) বলেছেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় আযল করতাম।”

২৪২৮. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا -

৩৪৩০. আবু গাস্‌সান মিসমাই (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় আযল করতাম। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে এ থেকে তিনি নিষেধ করেন নি।

২২. بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিগী দাসীর সাথে সংগম করা হারাম

২৪২৯. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجَجَّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّه يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ -

৩৪৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আসন্ন প্রসবা জনৈকা গর্ভবতী দাসীকে তাঁবুর দরজায় আনা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন : সম্ভবত ঐ ব্যক্তি তার সাথে সংগম করতে চায়। লোকেরা বলল, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি মনে করেছি, তাকে এমন লা'নত দিই, যে লা'নতসহ সে কবরে প্রবেশ করে। কিভাবে সে তাকে দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে ওয়ারিস বানাবে অথচ তা তার জন্য বৈধ নয়? কেমন করে সে তাকে (সন্তানকে) খাদিম বানাবে অথচ সে তার জন্য বৈধ নয়?

২৪২৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৪৩২. আবু বকর ইব্ন শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র)..... শু'বা (র) সূত্রে এই সনদে বর্ণিত।

২৪. بَابُ جَوَازِ الْغِيْلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمَرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

২৪. পরিচ্ছেদ : ‘গীলা’ অর্থাৎ স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগমের বৈধতা এবং আযল মাকরুহ হওয়া প্রসঙ্গে

২৪২৮. وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ

وَهَبِ الْأَسَدِيَّةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَّى ذُكِرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلْفٌ فَقَالَ عَنْ جُدَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالدَّالِ -

৩৪৩৩. খালফ ইব্ন হিশাম ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... জুদামা বিন্ত ওয়াহাব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি গীলা (স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সংগম) নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ইচ্ছে করলাম। এরপর আমার নিকট উল্লেখ করা হল যে, রোম ও পারস্যবাসী লোকেরাও তা করে থাকে, অথচ তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। খালফ তার সনদ বর্ণনায় বলেছেন যে, জুযামা আসাদিয়া থেকে বর্ণিত। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, বিশুদ্ধ হল ‘জুদামা’- যা ইয়াহইয়া তার বর্ণনায় বলেছেন।

২৪২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَنْاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغَيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغَيِّلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ وَإِذَا الْمَوْؤَدَةُ سُئِلَتْ -

৩৪৩৪. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবু উমর (র)..... সাঈদ ইবনে আবু আয়্যুব (র) আসওয়াদ থেকে তিনি ‘উরওয়া থেকে তিনি ‘আয়েশা (রা) থেকে এবং তিনি উকাশার ভগ্নি জুদামা বিনত ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একদিন কিছু সংখ্যক লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। তিনি তখন বলছিলেন, আমি গীলা নিষেধ করার ইচ্ছা করলাম, এমতাবস্থায় আমি রোম ও পারস্যবাসী লোকদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে অবগত হলাম যে, তারা গীলা করে থাকে, কিন্তু তা তাদের সন্তান সন্ততির কোনরূপ ক্ষতি করে না। তারপর লোকেরা তাকে আয়ল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হল গোপন হত্যা। রাবী উবায়দুল্লাহ তাঁর বর্ণনায় মুকরী সূত্রে আয়াতটুকুও উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ “যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।” (৮১ : ৮-৯)।

২৪২৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغَيْلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالِ -

৩৪৩৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জুদামা বিন্ত ওয়াহাব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (এরপর) সাঈদ ইব্ন আবু আয়্যুব (র) থেকে বর্ণিত আয়ল ও গীলা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে (গিলার পরিবর্তে) ‘গিয়াল’ উল্লেখ করেন।

২৪৩৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعَزَلُ عَنْ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرًّا فَارِسَ وَالرُّومَ وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ إِنْ كَانَ لِكَانَ لِكَانَ فَلَا مَضَارَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ -

৩৪৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে আযল করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি এ কাজ কেন কর? লোকটি বলল, আমি তার সন্তানের ক্ষতির আশংকা করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি এটা ক্ষতিকর হত তাহলে তা পারস্য ও রোমবাসীদেরকেও ক্ষতিসাধন করত। যুহায়র তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, এই (আযল) যদি এ উদ্দেশ্যেই হয়, তাহলে তা করা সঠিক নয়। কেননা তা পারস্য ও রোমবাসীদের কোন প্রকার ক্ষতি করে নি।

كِتَابُ الرِّضَاعَةِ

অধ্যায় : দুধপান

২৪৩৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فَلَانًا حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ -

৩৪৩৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) সূত্রে আমরাহ (র) বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন কোন এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন, যে হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ লোক আপনার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি জানি, অমুক হাফসার রাযাঈ চাচা। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকতেন, তিনি তার (আয়েশার) রাযাঈ চাচা, তিনি আমার নিকট প্রবেশ করতে পারতেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ, নিশ্চয়ই দুগ্ধ সম্পর্ক সেই লোকদের হারাম করে দেয়, যাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে।

২৪৩৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ -

৩৪৩৮. আবু কুরায়ব ও আবু মা'মার ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম হযালী (র) হিশাম ইবন উরওয়া 'আবদুল্লাহ ইবন আবু বাকর থেকে, তিনি 'আমরা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “দুগ্ধ সম্পর্ক সে লোকদের হারাম করে দেয়, যাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে।”

২৪৩৯- وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ -

৩৪৩৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... ইবন জুরায়জ বলেন, আমার কাছে আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বকর (রা) বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হিশাম ইব্ন উরওয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

২৪৪০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَاتَيْتُ أَنْ أَدْنَى لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَدْنَى لَهُ عَلَى -

৩৪৪০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... উরওয়া (র) আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবু কু'আয়সের ভাই আফলাহ একবার তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি ছিলেন তাঁর রাযাঈ চাচা। এটা পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী ঘটনা। তিনি বলেন, আমি তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন আমি যা করেছি সে সম্পর্কে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন তাঁকে (রাযাঈ চাচাকে) আমার নিকট আসার অনুমতি দিই।

২৪৪১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ فَذَكَرَ بَمَعْنِي حَدِيثَ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَرْضَعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ أَوْ يَمِينُكَ -

৩৪৪১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার দুধ চাচা আফলাহ ইব্ন আবুল কুআয়স আমার কাছে এলেন। তারপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেন। তবে রাবী তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন, আমি বললাম, আমাকে এক মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ তো করান নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার দু' হাত বা ডান হাত ধূলিমলিন হোক।

২৪৪২. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَدْنَى لَأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي أُمُّرَاتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدْنَى لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْذَنِي لَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ -

৩৪৪২. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল কু'আয়সের ভাই আফলাহ এসে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার

পরবর্তী ঘটনা। আবুল কু'আয়স ছিলেন আয়েশা (রা)-এর রাযাঈ পিতা। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আমি আফলাহকে আমার কাছে আসার অনুমতি দিব না, যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থেকে অনুমতি নেই। কেননা আবুল কু'আয়স তো আমাকে দুধ পান করান নি, বরং আমাকে দুগ্ধপান করিয়েছে তার স্ত্রী। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু কু'আয়সের ভাই আফলাহ আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়েছেন, কিন্তু আমি আপনার অনুমতি না নিয়ে তাঁকে আমার কাছে আসতে দিতে অস্বীকার করলাম। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি তাকে অনুমতি দাও। উরওয়া বলেন, এ কারণেই আয়েশা (রা) বলতেন, “তোমরা দুধপানের সম্পর্ক দ্বারা ঐ লোকদের হারাম গণ্য করবে যাদের তোমরা বংশগত সম্পর্কের দ্বারা হারাম গণ্য কর।”

২৪৪২- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ فَإِنَّهُ عَمَّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعْتَ عَائِشَةَ -

৩৪৪৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত আছে যে, আবুল কু'আয়সের ভাই আফলাহ আয়েশা (রা)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ, এতে আরো বর্ণিত আছে যে, সে তো তোমার চাচা। তোমার হাত ধূলিমলিন হোক। আর আবুল কু'আয়স ছিলেন আয়েশা (রা)-কে যে মহিলা স্তন্যদান করেছিলেন, তার স্বামী।

২৪৪৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى اسْتَأْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أَنْ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ اسْتَأْذِنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ عَمَّكَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمَّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ -

৩৪৪৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার দুধচাচা আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত আমি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আমার দুধচাচা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার চাচা তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারে। আমি বললাম, আমাকে তো দুধপান করিয়েছে নারী, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধপান করায় নি। তিনি বললেন, অবশ্যই সে তোমার চাচা। অতএব সে যেন তোমার সাথে সাক্ষা করতে পারে।

২৪৪৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

অধ্যায় : দুধপান

৩৪৪৫. আবুর রাবী যাহরানী (র) হিশাম (র) এই সনদে আবু কু'আয়সের ভাই আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন-এর পর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৪৪৬. ۳۴۴۶- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ -

৩৪৪৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন আবুল কু'আয়স।

৩৪৪৭. ۳۴۴۷- وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدَتْهُ قَالَتْ لِي هِشَامٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ قَالَتْ فَهَلَّا أَذْنَتْ لَهُ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ أَوْ يَدُكَ -

৩৪৪৭. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... ইবন জুরায়জ 'আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার কাছে উরওয়া ইবনুয যুবারর (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমার দুধচাচা আবুল জা'দ আমার নিকট প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম। রাবী ইবন জুরায়জ বলেন, আমাকে হিশাম বলেছেন, ঐ ব্যক্তি তো আবু কুআয়স। যখন নবী ﷺ এলেন তখন আয়েশা (রা) তাঁকে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বললেন, কেন তুমি তাকে অনুমতি প্রদান করলে না? ধুলায় ধূসরিত হোক তোমার ডান হাত অথবা তিনি বলেছেন, ধূসরিত হোক তোমার হাত।

৩৪৪৮. ۳۴۴৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ -

৩৪৪৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, আফলাহ নামক তাঁর দুধচাচা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে নিষেধ করে দেন। তারপর তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তার থেকে পর্দা করবে না। কেননা দুধপানের সম্পর্ক দ্বারা এসব লোক হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয়।

৩৪৪৯. ۳۴৪৯- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ

عَمَّكَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةٌ أَخِي فَأَبَيْتُ أَنْ أَدْنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ عَمُّكَ -

৩৪৪৯. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আশ্বারী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আফলাহ ইবন কু'আয়স আমার সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে জানালেন যে, আমি তোমার চাচা। আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধপান করিয়েছেন। এরপরও আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন এবং আমি তাঁর কাছে এ বিষয় উল্লেখ করি। তিনি বললেন, সে তোমার নিকট আসতে পারে। কেননা সে তোমার চাচা।

৩৪৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কী ব্যাপার আপনি কুরায়শী মহিলাদের প্রতি আগ্রহী আর আমাদের প্রতি অমনোযোগী? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, হামযার কন্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।

৩৪৫১. উসমান ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, ইবন নুমায়র, মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র) সবাই আ'মাশ (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৪৫২. হাদাব ইবন খালিদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সঙ্গে হামযার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি বললেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা সে আমার রাযাঈ ভাইয়ের কন্যা। আর দুধপান দ্বারা ঐ সব লোক হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্কের দ্বারা হারাম হয়।

অধ্যায় : দুধপান

২৪৫৩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مِهْرَانَ الْقُطَيْعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادٍ هَمَامٍ سَوَاءٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ -

৩৩৫৩. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া, শু'বা (র) সূত্রে এবং আবু বকর ইবন আবু শায়বা, সাঈদ ইবন আবু আরুবা সূত্রে কাতাদা (র) থেকে উক্ত হাদিসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেন। তবে শু'বার হাদীসে রাযাঈ ভাইয়ের কন্যা পর্যন্ত এবং সাঈদের হাদীসে এ-ও আছে যে, দুধ সম্পর্কে তারা হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্কে হারাম হয়।

২৪৫৪- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ حَمِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ابْنَةِ حَمْزَةَ أَوْ قِيلَ أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ إِنْ حَمْزَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ -

৩৪৫৪. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইবন ইসা (র).....'নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি হামযার কন্যার সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন থেকে দূরে কেন অথবা বলা হল আপনি কি হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিবের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেবেন না? তিনি বললেন, হামযা আমার রাযাঈ ভাই।

২৪৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُهَا قَالَ أَوْ تُحِبِّينَ ذَلِكَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكْنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتُكُنَّ وَلَا أَخَوَاتُكُنَّ -

৩৪৫৫. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) উম্মু হাবীবা বিন্ত আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনার কি আমার বোন বিন্ত আবু সুফিয়ানের প্রতি আগ্রহ আছে? তিনি বললেন, আমি কি করব? আমি বললাম, আপনি তাকে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ কর? আমি বললাম, আমি তো আপনার একক স্ত্রী নই! (আপনার সান্নিধ্য) কল্যাণ লাভে আমার সঙ্গে কেউ শরীক থাকলে তা আমার বোন থাকুক, সেটাই আমি বেশি পসন্দ করি। তিনি বললেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমি অবহিত হয়েছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যা দুরাহকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বললেন, উম্মু সালামার কন্যা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার কোলে রাবীবা তথা প্রতিপালিতা নাও হতো তাহলেও সে আমার জন্য হালাল হত না। যেহেতু সে হল আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। আমাকে এবং তার পিতা আবু সালামাকে সুওয়ায়বা দুধপান করিয়েছেন। অতএব তোমরা আমার সাথে তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবে না।

৩৪৫৬. সুয়ায়দ ইবন সাঈদ ও আমরুন নাকিদ (র)..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

৩৪৫৭. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার বোন 'আয্যাহকে বিবাহ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ কর? তিনি বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো আপনার একক স্ত্রী নই! আর কল্যাণে কেউ আমার শরীক হলে, তা সে আমার বোন হোক এটাই আমি বেশি পসন্দ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে তো বিবাহ করা আমার জন্য হালাল নয়। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে, আপনি আবু সালামার কন্যা দুরাহকে বিবাহ করার ইচ্ছা রাখেন।

৩৪৫৮. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার বোন 'আয্যাহকে বিবাহ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ কর? তিনি বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো আপনার একক স্ত্রী নই! আর কল্যাণে কেউ আমার শরীক হলে, তা সে আমার বোন হোক এটাই আমি বেশি পসন্দ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে তো বিবাহ করা আমার জন্য হালাল নয়। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে, আপনি আবু সালামার কন্যা দুরাহকে বিবাহ করার ইচ্ছা রাখেন।

তিনি বললেন, আবু সালামার কন্যাকে? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে আমার অভিভাবকত্বে প্রতিপালিতা নাও হতো তবু সে একারণে আমার জন্য হালাল হতো না যে, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। আমাকে ও তার পিতা আবু সালামাকে সুওয়ায়বা দুধপান করিয়েছেন। তাই তোমরা আমার কাছে তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করো না।

২৪৫৮- وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ يَسْنَدُ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْهُ نَحْوُ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ -

৩৪৫৮. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স এবং আবদ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) সূত্রে ইবন আবু হাবীবের সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব (র) ব্যতীত তারা কেউ নিজের হাদীসে আযযার নাম উল্লেখ করেন নি।

২৪৫৯- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ سُؤَيْدُ وَزُهَيْرُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ -

৩৪৫৯. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও সুয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুয়ায়দ ও যুহায়রের বর্ণনায় 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেছেন, দু'এক চুমুক হারাম করে না।

২৪৬০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ النَّافِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِحَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمْتَ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحَدَّثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ قَالَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ -

৩৪৬০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) উম্মুল ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এল। সে বলল, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আমার এক স্ত্রী ছিল।

তার উপর আর একটি বিবাহ করলাম। এমতাবস্থায় প্রথমা স্ত্রী বলছে যে, সে আমার নবাগতা স্ত্রীকে এক চুমুক বা দু'চুমুক দুধপান করিয়েছে। নবী ﷺ বললেন, এক চুমুক বা দু'চুমুক হারাম করে না। আমর (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন হারিস ইবন নাওফলের বর্ণনায় অনুরূপ আছে।

২৪৬১- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعَصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرِّضَاعَةَ الْوَاحِدَةَ قَالَ لَا -

৩৪৬১. আবু গাস্‌সান মিসমাই, ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র)..... উম্মুল ফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনী আমির ইবন সা'সা'আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া নাবিয়্যালাহ! একবার মাত্র দুধপান কি হারাম সাব্যস্ত করে? তিনি বললেন, না।

২৪৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرِّضْعَةَ أَوْ الرِّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةَ أَوْ الْمَصَّتَانِ -

৩৪৬২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উম্মুল ফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : একবার দু'বার দুধপান অথবা এক চুমুক, দু'চুমুক হারাম সাব্যস্ত করে না।

২৪৬৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا اسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةٍ ابْنِ بَشْرٍ أَوْ الرِّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّتَانِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرِّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ -

৩৪৬৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ইবন আবু 'আরুবা (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। ইসহাক ইবন বিশ্‌রের রিওয়ায়াতে বলেন, দু'বার দুধপান অথবা দু'চুমুক। ইবন আবু শায়বা বলেন, দু'বার দুধপান অথবা দু'চুমুক।

২৪৬৪- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةَ وَالْإِمْلاَجَتَانِ -

৩৪৬৪. ইবন আবু উমর (র) উম্মুল ফাযল (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক চুমুক কিংবা দু' চুমুক হারাম করে না।

২৪৬৫. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أَتُحْرَمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ لَا -

৩৪৬৫. আহমাদ ইবন সাঈদ দারিমী (র)..... উম্মুল ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, এক চুমুক দুধপান কি হারাম করে? তিনি বললেন, না।

২৪৬৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ -

৩৪৬৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল عشر وضعات معلومات “দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়।” তারপর তা রহিত হয়ে যায় عايشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن -

২৪৬৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسُ مَعْلُومَاتٍ -

৩৪৬৭. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা কা'নাবী (র) আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি দুধপানের ঐ পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করলেন যদ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়। আমরাহ বললেন যে, আয়েশা (রা) বলেছিলেন, আল-কুরআনে নাযিল হয় عشر رضعات معلومات “নির্ধারিত দশবার দুধপানে” তারপর নাযিল হয় خمس معلومات “নির্ধারিত পাঁচবার দুধপানে।”

২৪৬৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ -

৩৪৬৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) আমরাহ (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

২৪৬৯. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩৪৬৯. আমরুন নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুহায়লের কন্যা সাহ্লা নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাথে সালিমের দেখা সাক্ষাত করার কারণে আমি আবু হুযায়ফার মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির আলামত দেখতে পাচ্ছি অথচ সালিম হল তাঁর হালীফ (পোষ্য পুত্র)। নবী ﷺ বললেন : তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও। তিনি বললেন, আমি কেমন করে তাকে দুধপান করাব, অথচ সে একজন বয়স্ক পুরুষ। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন, আমি জানি যে, সে একজন বয়স্ক পুরুষ। আমর (রাবী) তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বলেছেন, সালিম বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর ইবন আবু উমরের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন।

٣٤٧٠- وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَآهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَاتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ -

৩৪৭০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ ইবন আবু উমর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুযায়ফার মুক্তদাস সালিম (র) আবু হুযায়ফা ও তাঁর পরিবারের সাথে একই ঘরে বসবাস করত। একদা সুহায়লের কন্যা (হুযায়ফার স্ত্রী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিকট এসে বলল, সালিম বয়স্ক পুরুষের স্তরে পৌঁছে গেছে, সে বোঝে তারা যা বুঝতে পারে। অথচ সে আমাদের নিকট প্রবেশ করে থাকে। আমি ধারণা করি এই কারণে আবু হুযায়ফার মনে আপত্তির ভাব সৃষ্টি হয়েছে। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তাঁকে দুধপান করিয়ে দাও, তুমি তাঁর জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং আবু হুযায়ফার মনের অভিযোগ দূরীভূত হবে। তারপর তিনি তার (আবু হুযায়ফার) নিকট ফিরে এসে বললেন, আমি তাকে (সালিমকে) দুধপান করিয়েছি। তাতে আবু হুযায়ফার মনের অসন্তোষ দূর হয়ে যায়।

٣٤٧١- وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ

مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهَبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ عَنِّي أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ -

৩৪৭১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সুহায়ল ইব্ন আমরের কন্যা সাহ্লা নবী সাহালা নবী-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালিম (আবু হুযাফার মুক্তদাস) আমাদের সাথে একই ঘরে থাকে; অথচ সে বয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের স্তরে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও, তাতে তুমি তার প্রতি হারাম হয়ে যাবে। রাবী (ইব্ন আবু মুলায়কা) বলেন, অতঃপর আমি একবছর বা প্রায় একবছরকাল ভয়ে উক্ত হাদীস বর্ণনা করি নি। তারপর কাসিমের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি আমার নিকট এতদিন এমনি এক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আমি অদ্যাবধি কারোর নিকট বর্ণনা করি নি। তিনি বললেন, তা কোন হাদীস? তখন আমি তাকে ঐ হাদীস খানার বিষয় অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তা আমা হতে এ সূত্রে বর্ণনা কর যে, আয়েশা (রা) আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

২৪৭২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْغُلَامُ الْإِيْقَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَّا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ -

৩৪৭২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) উম্মু সালমা (রা) আয়েশা-কে বললেন, তোমার নিকট বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী ছেলে প্রবেশ করে থাকে, কিন্তু আমার নিকট ঐ ধরনের ছেলের প্রবেশ করাকে পছন্দ করি না। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ সাহালা নবী-এর মধ্যে সুন্দর আদর্শ বিদ্যমান নেই? তিনি আরো বললেন, একদা আবু হুযাফার স্ত্রী আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালিম আমার নিকট প্রবেশ করে থাকে, অথচ সে একজন বয়স্ক পুরুষ এবং এজন্য আবু হুযাফার অন্তরে কিছুটা অসন্তোষভাব বিদ্যমান। তখন রাসূলুল্লাহ সাহালা নবী বললেন : তুমি তাকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও যাতে সে তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারে।

২৪৭৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهْرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدْ اسْتَفْنَى عَنِ الرِّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةً بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَلَيْهِ أَرْضَعِيهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لَحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضَعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حَذِيفَةَ -

৩৪৭৩. আবু তাহির ও হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) একদিন আয়িশা (রা)-কে বললেন, আল্লাহর কসম আমি পছন্দ করি না যে, যে ছেলে দুধপানের বয়স পার হয়ে গেছে, সে আমাকে দেখুক। তিনি বললেন, কেন? একদা সুহায়লের কন্যা সাহ্লা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমার নিকট সালিমের প্রবেশ করার কারণে আমি আবু হুযায়ফার মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে তোমার দুধপান করিয়ে দাও। সাহ্লা বললেন, সে (সালিম) তো দাড়িবিশিষ্ট। তিনি বললেন, তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও, তাতে আবু হুযায়ফার মুখমণ্ডলের মলিনতা দূর হয়ে যাবে। সাহ্লার বর্ণনা, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, তারপরে আমি আবু হুযায়ফার চেহারায় আর মলিনতা দেখতে পাই নি।

٢٤٧٤- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ أَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَائِلٍ خَاصَّةٍ فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرِّضَاعَةِ وَلَا رَأْيُنَا -

৩৪৭৪. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন লায়স (র) উম্মু সালামা (রা) বলতেন, নবী ﷺ -এর সকল সহধর্মিণী দুধপান সম্পর্কের দ্বারা কাউকে তাদের নিকট প্রবেশ করতে নিষেধ করেন এবং তারা আয়েশা (রা)-কে বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা এটাকে (প্রাপ্ত বয়সে দুধপান দ্বারা হরমত সাব্যস্ত হওয়াকে) একটি বিশেষ অনুমতি মনে করি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল সালিমের জন্য দিয়েছিলেন। অতএব এ ধরনের দুধপানের মাধ্যমে কেউ আমাদের নিকট প্রবেশ করতে পারবে না এবং আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারবে না।

٢٤٧٥- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ أَنْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ -

৩৪৭৫. হান্নাদ ইবন সারী (র) আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন তখন আমার নিকট একজন পুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন। তাতে তাঁর মন অতি ভারাক্রান্ত হয় এবং আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের আলামত দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, আমি তখন বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তি আমার দুধভাই। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কারা তোমাদের দুধ ভাই, তা তোমরা ভাল করে দেখে নিও। কেননা রাযা'আত সাব্যস্ত হয় যখন দুধপানের দ্বারা সন্তানের ক্ষুধা নিবারণের বয়স থাকে।

৩৪৭৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ كَمَعْنَى حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنَ الْمَجَاعَةِ -

৩৪৭৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবন বাশ্শার, উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) সকলেই আশ'আস ইবন শা'সা আবুল আহওয়াস (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে তাঁরা বলেন, “ক্ষুধার কারণ”।

১. بَابُ جَوَازِ وَطْئِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الْإِسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ بِالسَّبْيِ

১. পরিচ্ছেদ : ইসতিবরার পর যুদ্ধ বন্দিণীর সাথে সংগম করা জায়েয এবং তার স্বামী বর্তমান থাকলে সে বিবাহ বাতিল

৩৪৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَانَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غَشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أَيْ فَهِنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ -

৩৪৭৭. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মায়সারা কাওয়ারীরী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়নের যুদ্ধের সময় আওতাসের দিকে একটি বাহিনী পাঠান। তারা শত্রুদলের মুখোমুখি হয় এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে। তাদের অনেক কয়েদী তাদের হস্তগত হয়। এদের মধ্য থেকে দাসীদের সাথে সহবাস করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী যেন নাজায়েয মনে করলেন, তাদের মুশরিক স্বামী বর্তমান থাকার কারণে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন : “এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ” অর্থাৎ তারা তোমাদের জন্য হালাল, যখন তারা তাদের ইদত পূর্ণ করে নিবে।

১. গর্ভবতী হলে প্রসব, অন্যথায় এক ঋতু অতিবাহিত হওয়াকে ইসতিবরার বলে।

২৪৭৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عُلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ زُرَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُمْ فَحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُمْ -

৩৪৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ হুনায়েন যুদ্ধের সময় একটি ছোট সেনাদল পাঠান- পরবর্তী অংশ ইয়াযীদ ইবন যুরাই-এর হাদীসের মর্মানুসারে। তবে এতে রয়েছে- “তাদের (সধবাদের) মধ্য থেকে যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত তারা তোমাদের জন্য হালাল।” এই বর্ণনায় “যখন তারা তাদের ইদত পূর্ণ করে নিবে”- অংশটুকুর উল্লেখ নেই।

২৪৭৯. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৪৭৯. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র)..... কাতাদা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

২৪৮০. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبِيًّا يَوْمَ أُوطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» -

৩৪৮০. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আওতাসের যুদ্ধে কিছু কয়েদী সাহাবাদের হস্তগত হয়, যাদের স্বামী ছিল। তারা (তাদের সাথে সংগমে) ভয় পেলেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় : “এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।”

২৪৮১. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৪৮১. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব (র) কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

২. بَابُ الْوَلَدِ لِلْفَرَّاشِ وَتَوَقَّى الشُّبُهَاتِ

. ২. পরিচ্ছেদ : সন্তান বিছানার অধিপতির এবং সন্দেহ পরিহার

২৪৮২. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ

سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عَثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيْنًا بَعْثَبَةَ فَقَالَ هُوَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَاسُودَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَسُودَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْحٍ قَوْلَهُ يَاعَبْدُ -

৩৪৮২. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস এবং আব্দ ইবন জাম'আ উভয়ে একটি সন্তানের ব্যাপারে ঝগড়া করেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাই উতবা ইবন আবু ওয়াক্কাসের সন্তান। তিনি আমাকে ওসিয়্যত করেছেন যে, এ সন্তান তারই পুত্র। আপনি তার সাথে এর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। আর আবদ ইবন জাম'আ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাই। আমার পিতার ঔরসে তার দাসীর গর্ভে জন্ম হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ পাকাতাহ আলাহিহ ওয়া সাল্বাহ সন্তানটির গঠনাকৃতির দিকে লক্ষ্য করলেন। দেখতে পেলেন উতবার সাথে স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তখন তিনি বললেন, হে আব্দ (ইবন জাম'আ)! সন্তান তো বিছানার অধিপতির আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (-এর শাস্তি)। হে সাওদা বিন্ত জাম'আ! তুমি এর থেকে পর্দা করবে। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর সে কখনো সাওদা (রা)-কে দেখে নি। মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ 'হে আবদ' শব্দটি উল্লেখ করে নি।

২৪৮২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَذْكُرَا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ -

৩৪৮৩. সাঈদ ইবন মানসূর ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাফিদ ও 'আবদ ইবন হুমায়দ (র) সুফিয়ান ইবন উয়ায়না এবং মা'মার সূত্রে যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে উভয়ে তাদের হাদীসে শুধু 'সন্তান তো বিছানার অধিপতির' কথাটুকু বর্ণনা করেছেন, - 'ব্যভিচারীর জন্য পাথর' অংশের উল্লেখ করেন নি।

২৪৮৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ -

৩৪৮৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ পাকাতাহ আলাহিহ ওয়া সাল্বাহ বলেছেন : বিছানা যার সন্তান তার আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (-এর শাস্তি)।

৩৪৮৫- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍو -

৩৪৮৫. সাঈদ ইব্ন মানসূর, যুহায়র ইব্ন হারব, আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ ও আমরুন নাকিদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে, নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩- بَابُ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ الْقَائِفِ الْوَلَدِ

৩. পরিচ্ছেদ : কায়ফ^১ কর্তৃক পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক নিরূপণ

৩৪৮৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى مَسْرُورًا تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّزًا نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ -

৩৪৮৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনি আনন্দে আমার নিকট প্রবেশ করলেন যে, তাঁর চেহারার রেখাগুলো চমকচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জান না যে, সবেমাত্র মুজাযযিয যায়দ ইব্ন হারিসা এবং উসামা ইব্ন যায়দের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে গেল যে, এদের উভয়ের পাগুলো পরস্পরের অঙ্গ।

৩৪৮৭- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّزًا الْمُدَلِّجِيَّ دَخَلَ عَلَى فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ -

৩৪৮৭. আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, খুব প্রফুল্ল চিত্তে। তিনি বললেন : হে

১. লক্ষণ ও সাদৃশ্য দেখে পিতৃ-পরিচয় নির্ণায়ককে 'কায়ফ' বলে।

আয়েশা তুমি কি জান না যে, এ মুজাযযিয মুদলিজী আমার কাছে প্রবেশ করে উসামা এবং যায়দকে দেখতে পেল। তারা একটি চাদর দ্বারা তাদের মাথা ঢেকে রেখেছিল এবং তাদের পা অনাবৃত। তখন সে বলল, এ পাগুলো পরস্পর পরস্পর থেকে আগত।

২৪৮৮- وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهِدٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ -

৩৪৮৮. মানসূর ইবন আবু মুযাহিম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক কায়ফ এল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন উপস্থিত। উসামা ইবন যায়দ এবং যায়দ ইবন হারিসা তখন শায়িত ছিলেন। কায়ফ তাদের দেখে বললেন, এদের উভয়ের পাগুলো পরস্পর পরস্পর থেকে আগত। এ মন্তব্যে নবী ﷺ খুশি হলেন, তাতে তা চমৎকৃত করল এবং আয়েশা (রা)-কে তা অবহিত করলো।

২৪৮৯- وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُجَزَّزٌ قَائِفًا -

৩৪৮৯. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ইবন ওয়াহব থেকে ও তিনি ইউনুস থেকে, আবদ ইবন হুমায়দ আবদুর রায্যাক থেকে, তিনি মা'মার ও ইবন জুরায়জ থেকে আর তারা সকলেই যুহরী (র) সূত্রে তাদের সনদে হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত আছে, মুজাযযিয ছিলেন একজন কায়ফ।

৪- بَابُ قَدَرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالْثَيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزَّفَافِ

৪. পরিচ্ছেদ : পূর্বে-অবিবাহিতা ও বিবাহিতা স্ত্রী বাসর ঘর উদ্যাপনের পর স্বামীর সাথে থাকার ব্যাপারে কি পরিমাণ সময় লাভের অধিকারিণী হবে

২৪৯০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتَ لَكَ وَإِنْ سَبَعْتَ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي -

৩৪৯০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উম্মু সালামাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তাঁর কাছে তিন দিন অবস্থান

করেন এবং তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারে তোমার গৃহকর্তার কাছে কোন প্রকার অবজ্ঞা নেই। তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার কাছে সাত দিন থাকব। যদি আমি তোমার কাছে সাতদিন থাকি, তবে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গেও সাতদিন করে থাকব।

২৪৯১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتَ عِنْدَكَ وَإِنْ شِئْتَ ثَلَاثٌ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتْ ثَلَاثٌ -

৩৪৯১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবু বকর ইবন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ যখন উম্মু সালামা (রা)-কে বিয়ে করলেন এবং তিনি (উম্মু সালামা) (বাসর রাত যাপনের পরে) নবী -এর নিকট থাকা অবস্থায় যখন সকাল হল তখন নবী তাঁকে বললেন, তোমার প্রতি তোমার স্বামীর কোন অনাদর অনাগ্রহ নেই। তুমি চাইলে তোমার কাছে সাতদিন (একাধারে) অবস্থান করব এবং তুমি চাইলে তিনদিন করব, এরপর (পালা করে) পরিক্রমা করব। উম্মু সালামা (রা) বললেন, তিন দিন (অবস্থান) করুন।

২৪৯২. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتَ زِدْتُكَ وَحَاسَبْتُكَ بِهِ لِلْبَكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثٌ -

৩৪৯২. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা কানাবী (র) আবু বকর ইবন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ যখন উম্মু সালামা (রা)-কে বিয়ে করলেন এবং তাঁর সংগে বাসর যাপনের পর বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন উম্মু সালামা (রা) তাঁর কাপড় টেনে ধরলেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন : তুমি চাইলে তোমার এখানে (অবস্থানের মেয়াদ) বাড়িয়ে দিব এবং তোমার নামে তা হিসাবে ধরব। (নিয়ম হল নব বিবাহিতা) কুমারীর জন্য সাত দিন ও বিধবার জন্য তিন দিন (প্রাথমিক অধিকার)।

২৪৯৩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩৪৯৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আবদুর রহমান ইবন হুমায়দ (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

২৪৯৪. حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَبِّحَ لَكَ وَأُسَبِّحَ لِنِسَائِي وَإِنْ سَبَّغْتَ لَكَ سَبَّغْتُ لِنِسَائِي -

৩৪৯৪. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র) আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবন হিশাম (র) সূত্রে উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিয়ে করলেন এবং তিনি কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেছেন যার মাঝে এ কথাটিও রয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : তুমি যদি চাও তবে আমি তোমাকে সাতদিন সময় দিব এবং আমার অন্য স্ত্রীদেরও সাতদিন করে সময় দিব। তোমাকে সাতদিন সময় দিলে আমার অন্য স্ত্রীদেরও সাতদিন করে সময় দিতে হবে।

২৪৯৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ -

৩৪৯৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বে-বিবাহিতা স্ত্রী ঘরে থাকা অবস্থায় কুমারীকে বিয়ে করলে তার কাছে (প্রথমবারে লাগাতার) সাতদিন অবস্থান করবে এবং কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় পূর্ব-বিবাহিতাকে বিয়ে করলে তার কাছে তিনদিন অবস্থান করবে। (মধ্যবর্তী রাবী) খালিদ (র) বলেন, যদি আমি বলি যে, তিনি (উর্ধ্বতন রাবী আনাস) হাদীসটির সনদ নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত (মারফু') করেছেন, তবে আমি তা সত্যই বলে জানব। তবে কিনা তিনি বলেছিলেন, সুন্নাতসম্মত পন্থা এটাই।

২৪৯৬. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৩৪৯৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত পদ্ধতি হল (নব বিবাহিতা) কুমারীর নিকট সাতদিন অবস্থান করা। খালিদ (র) বলেন, আমি চাইলে বলতে পারি যে, তিনি (আনাস রা) হাদীস টি নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত করেছেন।

৫. بَابُ الْقَسَمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

৫. পরিচ্ছেদ : রাত যাপনে স্ত্রীদের মাঝে পালাবন্টন এবং প্রত্যেকের কাছে একরাত পরের দিবাভাগ সহ অবস্থান করা সুন্নাত

২৪৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَّتَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي

أَفْوَاهِهِنَّ التَّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا -

৩৪৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (শেষ পর্যায়ে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে পালাবন্টন কালে নয় দিনের আগে (পালার) প্রথমা স্ত্রীর কাছে পুনরায় পৌঁছতেন না। প্রতি রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘরে অবস্থান করতেন সেখানে তারা (নবী পত্নীগণ) সমবেত হতেন। একরাতে তিনি যখন আয়েশা (রা)-এর ঘরে ছিলেন, তখন যায়নাব (রা) সেখানে আগমন করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে নিজের হাত বাড়ালেন। আয়েশা (রা) বললেন, ও তো যায়নাব! ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। তখন তারা দু'জন (আয়েশা ও যায়নাব) কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। এমনকি তাদের বচসার আওয়ায চড়ে গেল, ওদিকে সালাতের ইকামত (-এর সময় উপস্থিত) হল। ঐ অবস্থায় আবু বকর (রা) সেখান দিয়ে (সালাতে) যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ দু'জনের আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বের হয়ে আসুন এবং ওদের মুখে ধূলা-মাটি ছুঁড়ে (দিয়ে মুখ বন্ধ করে) দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। আয়েশা (রা) বললেন, এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালাত আদায় করবেন, তার পরে তো আবু বকর (রা) এসে আমাকে বকাবকি ও গালমন্দ করবেন (পরে তা-ই হল)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালাত সমাধা করলে আবু বকর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকটে এসে তাকে কড়া কড়া কথা বললেন এবং বললেন, তুমি এমন কর?

৬- بَابُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا

৬. পরিচ্ছেদ : সতীনকে নিজের পালা হেবা করা বৈধ

২৪৯৮- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مَسَاحَتِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبُرَتْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ -

৩৪৯৮. যুহায়র ইবন হারব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা বিনত যাম্'আ (রা)-এর চেয়ে অধিক পসন্দনীয় এমন কোন নারীকে আমি দেখি নি, যার 'খোলসে' আমি আমার অবস্থান পসন্দ করব- এমন এক নারী যার মাঝে ছিল (ব্যক্তিত্ব সুলভ) তেজস্বীতা। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি বৃদ্ধা হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট তাঁর প্রাপ্য (পালার) দিনটি আয়েশা (রা)-কে হেবা করে দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কাছে আমার পালার দিনটি আয়েশার জন্য দিয়ে দিলাম। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'দিন পালা বন্টন করতেন, তার নিজের (এক) দিন এবং সাওদা (রা)-এর (এক) দিন।

২৪৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ كُلُّهُمْ

عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكِ قَالَتْ وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي -

৩৪৯৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র), আমরুন নাকিদ, মুজাহিদ ইবন মুসা সকলে হিশাম (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেন যে, সাওদা (রা) যখন বৃদ্ধা হয়ে গেলেন (পূর্বোক্ত যুহায়র সনদের উর্ধতন রাবী) জারীর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে (মুজাহিদ সনদের উর্ধতন রাবী) শাকীক (র) তাঁর হাদীসে অধিক বলেছেন যে, ‘আয়েশা (রা) বলেছেন, তিনি (সাওদা রা) ছিলেন প্রথম নারী, যাকে নবী ﷺ আমার পরে বিয়ে করেছিলেন।

২৫০০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقُولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ» قَالَتْ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ -

৩৫০০. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (স্ত্রী হওয়ার জন্য) আত্মনিবেদিতা হত, আমি তাদের নির্লজ্জতায় বিস্ময় প্রকাশ করতাম এবং বলতাম, কোন নারী কি (এভাবে নির্লজ্জ হয়ে) আত্মনিবেদন করতে পারে? পরে যখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : “তুমি তাদের (স্ত্রীগণের মধ্যে) যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পার এবং যাকে তুমি দূরে রেখেছ তাকে (পুনরায়) কামনা করলে তাতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।” (সূরা আহযাব : ৫১)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : আল্লাহর কসম! আমি তো দেখছি আপনার প্রতিপালক আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণে দ্রুতই সাড়া দিয়ে থাকেন।

২৫০১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةً تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ» فَقُلْتُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ -

৩৫০১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, কোন নারী কি কোন পুরুষের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে লজ্জাবোধ করে না? অবশেষে আল্লাহ নাযিল করলেন : “তুমি তাদের যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পার” তখন আমি বললাম, “অবশ্যই আপনার প্রতিপালক আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।”

২৫০২. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ

بِسْرِفٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تَزْعُرُوهَا وَلَا تُزْلِزُوهَا
وَأَرْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءُ النَّبِيِّ
لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بِنِ أَخْطَبٍ -

৩৫০২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সারিফ নামক স্থানে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সংগে নবী পত্নী মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, ইনি নবী ^{সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} -এর সহধর্মিণী। সুতরাং তোমরা যখন তাঁর কফিন (লাশ) তুলবে তখন তাকে খুব জোরে নাড়া দিবে না এবং কাঁপাবে না; নরম ও আলতোভাবে তাঁকে তুলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে নয়জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের আটজনের জন্য রাত যাপনের পালা নির্ধারণ করতেন এবং একজনের জন্য করতেন না। (মধ্যবর্তী) রাবী আতা (র) বলেন, যার জন্য পালা নির্ধারণ করতেন না তিনি হলেন সাফিয়া বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা)।^১

৩৫০৩. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ইব্ন জুরায়জ (র) সূত্রে ঐ সনদে বর্ণিত। এতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন যে, আতা (র) বলেছেন, ইনি (সাফিয়া/মায়মূনা) ছিলেন তাঁদের মাঝে সব শেষে মৃত্যুবরণকারিণী, তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।^২

৭. بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

৭. পরিচ্ছেদ : দীনের মানদণ্ডে বিবাহের জন্য কন্যা পসন্দ করা মুস্তাহাব

৩৫০৪. মুহাম্মদ ইব্ন হারব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ^{সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে (সাধারণত) মেয়েদের বিয়ে করা হয়—কন্যার ধন-সম্পদের কারণে, তার বংশীয় আভিজাত্যের কারণে, তার রূপের কারণে এবং তার দীনদারীর কারণে। তুমি ধার্মিকাকে পেয়ে ভাগ্যবান হও! তোমার দু'হাত ধুলিমাখা হোক!^৩

৩৫০৫. মুহাম্মদ ইব্ন হারব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ^{সাহাবাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে (সাধারণত) মেয়েদের বিয়ে করা হয়—কন্যার ধন-সম্পদের কারণে, তার বংশীয় আভিজাত্যের কারণে, তার রূপের কারণে এবং তার দীনদারীর কারণে। তুমি ধার্মিকাকে পেয়ে ভাগ্যবান হও! তোমার দু'হাত ধুলিমাখা হোক!^৩

১. এতে রাবী বিশ্বস্তির শিকার হয়েছেন। যথার্থ তথ্যমতে পালা বিহীন স্ত্রী ছিলেন সাওদা (রা) (পূর্বের হাদীস দ্র.) -অনুবাদক।

২. ইনি সর্বনামটির উদ্দেশ্য নিকট পূর্বে উল্লিখিত সাফিয়া (রা) হলে 'মদীনায় মৃত্যুবরণ' তথ্যটি যথার্থ। আর মূল আলোচিতা মায়মূনা (রা) হলে তথ্যটি ত্রুটিপূর্ণ। কেননা তাঁর মৃত্যু সর্বসম্মতভাবে সারিফে হয়েছিল -অনুবাদক।

৩. আরবী ভাষাবিদগণ বাক্যটি দু'আ, বিশ্বাস, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। এখানে বর্ণিত বিষয়ে অনুপ্রেরণাদানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

৩৫০৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَكَرٌ أَمْ ثَيِّبٌ قُلْتُ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا بِكَرًا تُلَاعِبُهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذْنٌ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ -

৩৫০৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়কালে আমি একটি মহিলাকে বিয়ে করলাম। পরে আমি নবী ﷺ-এর সংগে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, হে জাবির ! তুমি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী, না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, তবে কুমারী নয় কেন? তুমি তার সঙ্গে সোহাগ স্ফুর্তি করতে (সেও তোমার সংগে হাস্য লাস্য করত)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কয়েকটি (অবিবাহিতা) বোন রয়েছে, তাই আমার আশংকা হল যে, বধূ (কুমারী হলে সে) আমার ও বোনদের মাঝে অনুপ্রবেশ করবে (অন্তরায় হবে)। নবী ﷺ বললেন : তবে তো তা-ই ঠিক। মহিলাকে বিয়ে করা হয় তার দীনদারীর কারণে, তার সম্পদের কারণে ও তার রূপ লাভণ্যের কারণে, তোমার কর্তব্য ধার্মিকাকে গ্রহণ করা, তোমার দু'হাত ধূলিমলিন হোক”।

৮. بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

৮. পরিচ্ছেদ : কুমারী বিবাহ করা মুস্তাহাব

৩৫০৬. حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَإِنَّ أُنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ -

৩৫০৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈক মহিলাকে বিয়ে করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারীকে, না বিধবাকে? আমি বললাম, এক বিধবাকে। তিনি বললেন, তবে কুমারী ও তাদের আমোদ-স্ফুর্তি হতে তুমি কোথায় (কুমারীর সঙ্গসুধা তুমি ত্যাগ করলে কেন)? (মধ্যবর্তী) রাবী শু'বা (র) বলেন, পরে আমি আমর ইবন দীনার (র)-এর নিকট এ হাদীস উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আমিও তো জাবির (রা)-এর নিকট তা শুনেছি। তিনি তো বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : তবে কোন কিশোরী (তরুণী) কে কেন নয়- যে তোমার সঙ্গে হাস্য-লাস্য করত, তুমিও তার সঙ্গে আমোদ-স্ফুর্তি করত?

৩৫.৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ قَالَ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيئَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ -

৩৫০৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আবুর রাবী যাহরানী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (রা) মৃত্যু (শাহাদাত) বরণ করলেন এবং নয়টি (কিংবা তিনি বলেছেন, সাতটি) কন্যা রেখে গেলেন। পরে আমি (জাবির) এক বিধবা মহিলাকে বিয়ে করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাহায্য
আলাহি
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা কুমারী কিংবা বিধবা? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : বরং বিধবা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তবে তা কোন তরুণী (কুমারী) কেন নয় যে, (ইয়াহইয়া রিওয়ায়াতে) তুমি তার সংগে আনন্দ-স্মৃতি করত সেও তোমার সাথে আনন্দ-স্মৃতি করত কিংবা তিনি বলেছিলেন, তুমি তার সঙ্গে হাস্য-রস করতে সেও তোমার সঙ্গে হাস্যরস করত? জাবির (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ নয়টি (কিংবা সাতটি) মেয়ে রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আমি তাদের মাঝে তাদের মত একজনকে নিয়ে আসা অপসন্দ করলাম। তাই আমি এমন একটি মহিলাকে নিয়ে আসা পছন্দ করলাম যে তাদের দেখাশুনা করবে এবং তাদের শুধরে দিবে ও গড়ে তুলবে। নবী সাহায্য
আলাহি
ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। তিনি আমাকে (এ ধরনের) কোন উত্তম কথা বললেন। আবুর রাবী (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, তুমি তার সংগে আনন্দ-স্মৃতি করতে এবং সেও তোমার সংগে আমোদ স্মৃতি করত, তুমি তার সংগে হাস্যরস করতে, সেও তোমার সংগে হাস্যরস করত।

৩৫.৮- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ قَالَ أَصَبْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ -

৩৫০৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহায্য
আলাহি
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : তুমি কি বিবাহ করেছ হে জাবির? তিনি হাদীসটির পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন- যার শেষে রয়েছে : এমন একটি মহিলাকে যে তাদের তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের মাথা আঁচড়ে দিবে। নবী সাহায্য
আলাহি
ওয়াসাল্লাম বললেন : “তুমি সঠিক করেছ” এর পরের অংশ তিনি (কুতায়বা) উল্লেখ করেন নি।

২৫.৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجُودٍ مَا أَنْتَ رَأَى مِنَ الْإِبِلِ فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُورٍ فَقَالَ أَبِكَرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَوْ عِشَاءً كَى تَمْتَشِطَ الشَّعْشَعَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ قَالَ وَقَالَ إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ -

৩৫০৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ সংগ্রহীত আলহাদিথ ওয়াসাহাদাৎ -এর সংগে ছিলাম। আমরা যখন প্রত্যাগমন করতে লাগলাম তখন আমি আমার একটি ধীরগামী উটে করে দ্রুত চলার চেষ্টা করলাম। আমার পিছন থেকে একজন আরোহী আমার সংগে মিলিত হল এবং সে তার হাতের একটি ছোট বর্শা দিয়ে আমার উটকে খোঁচা দিল। ফলে আমার উটটি তোমার দেখা উটপালের শ্রেষ্ঠ উটের ন্যায় দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। আমি তখন পিছনের দিকে তাকালাম- দেখি যে, আমি রয়েছি রাসূলুল্লাহ সংগ্রহীত আলহাদিথ ওয়াসাহাদাৎ -এর পাশে। তিনি বললেন, হে জাবির! তোমার এ ব্যস্ততা কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ঘরে নতুন স্ত্রী রেখে এসেছি। তিনি বললেন, তুমি কি কোন কুমারীকে বিয়ে করেছ, না কোন বিধবাকে? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : বিধবাকে। নবী সংগ্রহীত আলহাদিথ ওয়াসাহাদাৎ বললেন, কোন তরুণী (কুমারী)-কে কেন বিয়ে করলে না- যার সংগে তুমি ক্রীড়া-কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সংগে ক্রীড়া-কৌতুক করত। জাবির (রা) বললেন, আমরা যখন মদীনার সন্নিহিতে উপনীত হয়ে সেখানে প্রবেশ করতে উদ্যত ছিলাম তখন নবী সংগ্রহীত আলহাদিথ ওয়াসাহাদাৎ বললেন, একটু অবকাশ দাও, আমরা রাতে অর্থাৎ ইশার সময় প্রবেশ করব- যাতে এলোকেশিণী তার কেশ বিন্যাস করে নিতে পারে এবং স্বামী প্রবাসিণী ক্ষৌরকর্ম করে নিতে পারে। জাবির (রা) বলেন, নবী সংগ্রহীত আলহাদিথ ওয়াসাহাদাৎ আরো বললেন, তুমি যখন পৌঁছে যাবে তখন সন্তান অন্বেষণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে।

২৫১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي فَأَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَّنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكْفُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبِكَرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنْ لِي أَخَوَاتٍ فَاحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُنَّ وَتَمْشُطُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ

قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأَوْقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعِ جَمَلَكَ وَأَدْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أَوْقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ ادْعُ لِي جَابِرًا فَدُعِيتُ فَقُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ -

৩৫১০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (ব) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে একটি গাযওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমার উটটি আমাকে নিয়ে ধীরে চলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, হে জাবির! আমি বললাম, জ্বী! তিনি বললেন, তোমার ব্যাপার কি? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে ধীরে চলছে এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে আমি গিছনে পড়ে গিয়েছি। তখন নবী ﷺ নেমে পড়ে তার (বাঁকামাথা) লাঠি দিয়ে উটকে গুতো দিলেন। এরপর বললেন, আরোহণ কর, আমি তখন আরোহণ করলাম। আমি (উটটিকে তার অতি দ্রুতগামিতার কারণে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অতিক্রম করে যেতে দেখে ঠেকাতে লাগলাম। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, তবে কোন কুমারীকে কেন বিয়ে করলে না, যার সংগে তুমি ক্রীড়া-কৌতুক করতে, সেও তোমার সংগে ক্রীড়া-কৌতুক করত? আমি বললাম, আমার বেশ ক'টি বোন (অবিবাহিতা) রয়েছে। তাই আমি এমন নারীকে বিয়ে করা পসন্দ করলাম যে তাদের গুছিয়ে রাখবে, তাদের মাথা আঁচড়ে দিবে এবং তাদের দেখাশোনা করবে। নবী ﷺ বললেন, তুমি তো (মদীনায়) উপনীত হতে যাচ্ছ। যখন পৌঁছে যাবে তখন (সন্তান অন্বেষণ) বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে। পরে তিনি বললেন, তোমার উটটি বেচবে কি? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ। তিনি তখন আমার নিকট হতে এক উকিয়ার (চল্লিশ দিরহাম সমমূল্যের) বিনিময়ে কিনে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যথাসময়ে মদীনায় পৌঁছলেন। আমিও সকালে আগমন করে মসজিদে (নববীতে) পৌঁছলাম এবং তাঁকে মসজিদের দরজায় পেয়ে গেলাম। তিনি বলেন, এইমাত্র তুমি এলে কি? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তোমার উটটি রেখে দাও এবং (মসজিদে) প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। জাবির বলেন, আমি প্রবেশ করে সালাত আদায় করলাম। পরে ফিরে এলে নবী ﷺ আমাকে এক উকিয়া ওয়ন করে দেওয়ার জন্য বিলাল (রা)-কে হুকুম করলেন। বিলাল (রা) তখন আমাকে ওয়ন করে দিলেন এবং ওয়নে পাল্লা ঝুকিয়ে দিলেন। জাবির (রা) বলেন, তখন আমি চলে যেতে লাগলাম। আমি কিছু দূর চলে গেলে নবী ﷺ বললেন : জাবিরকে আমার কাছে ডেকে আন। তখন আমাকে ডাকা হল। আমি (মনে মনে) বললাম, এখন উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন অথচ আমার কাছে ওর চেয়ে অধিক অপসন্দনীয় আর কিছু ছিল না। তিনি বললেন, “তোমার উট তুমি নিয়ে যাও আর তোমার মূল্য তোমারই রইল।”

৩৫১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاصِيحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرِيَّاتِ النَّاسِ

قَالَ فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ نَحَسَّهُ أَرَاهُ قَالَ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لَأَكْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذًا وَكَذًا وَاللَّهِ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذًا وَكَذًا وَاللَّهِ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ لِي أَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ أَبِيكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ثَيِّبًا أَمْ بِكَرًا قَالَ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكَرًا تُضَاحِكُكَ تُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ أَفْعَلَ كَذًا وَكَذًا وَاللَّهِ يَغْفِرُ لَكَ -

৩৫১১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) আবু নাযরা (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। আমি ছিলাম আমার একটি (পানিবাহী) উটের পিঠে। ওটি ছিল কাফেলার পশ্চাদ্বর্তীদের মাঝে। জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পিটুনি দিলেন কিংবা (বর্ণনা দ্বিধা) তিনি বলেছেন যে, তাকে খোঁচা দিলেন- আমার (আবু নাযর) ধারণা, তিনি (জাবির) বলেছেন যে, কোন কিছু দিয়ে যা তাঁর সঙ্গে ছিল। জাবির (রা) বলেন, এরপরে সে (উট) কাফেলার লোকদের আগে আগে চলে যেতে লাগল এবং আমাকে (আমার ধরে রাখা লাগামসহ) টেনে নিয়ে যেতে লাগল, এমন কি আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখছিলাম। জাবির (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এত-এত-র বিনিময়ে এটি তুমি আমার কাছে বেচবে কি? এবং আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম : এটি আপনার ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! তিনি বললেন, এত এত-তে এটি তুমি আমার কাছে বেচবে কি? এবং আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম, এটি আপনার ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে আরও বললেন, তোমার পিতার (মৃত্যুর) পরে তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, জি হাঁ। তিনি বললেন, বিধবাকে না কুমারীকে? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম, বিধবাকে। তিনি বললেন, তবে তুমি কোন কুমারীকে বিয়ে করলে না কেন- যে তোমার সাথে আমোদ করত, তুমিও তার সাথে আমোদ করত; আর সে তোমার সাথে ক্রীড়া করত আর তুমিও তার সঙ্গে ক্রীড়া করত। আবু নাযরা (র) বলেন, এ কথাটি (অর্থাৎ আল্লাহ তোমার মাগফিরাত করুন!) ছিল একটি বাক্যাংশ যা মুসলমানগণ তাদের কথাবার্তায় (বাচনভঙ্গীরূপে) উচ্চারণ করতেন, তারা বলতেন এরূপ ও এমন কর আল্লাহ তোমার মাগফিরাত করুন।

৯- بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

৯. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের সম্পর্কে ওসিয়ত

২০১২- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ -

৩৫১২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র আল-হামদানী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য) এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী।

৩৫১৩. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِذَا ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ تَرَكَتَهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ -

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً -

৩৫১৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারী পাঁজরের হাড়ের ন্যায় (বাঁকা)। যখন তুমি তাকে সোজা করতে যাবে, তখন তা ভেংগে ফেলবে আর তার মাঝে বক্রতা রেখে দিয়েই তা দিয়ে তুমি উপকার হাসিল করবে।

যুহায়র ইব্ন হারব ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) (যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র - তার চাচা যুহরী সূত্রে) (উপরোক্ত সনদের ন্যায়) ইব্ন শিহাব যুহরী (র) সূত্রে অবিকল অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৩৫১৪. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوَجٌ وَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرَتْهَا وَكَسَرُهَا طَلَقُهَا -

৩৫১৪. আমরুন নাকিদ ও ইব্ন আবু উমর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে। সে কখনো তোমার জন্য কোন নিয়মতান্ত্রিকতায় স্থির থাকবে না। সুতরাং তুমি যদি তাকে দিয়ে উপকৃত হতে চাও তবে তার বক্রতা অবশিষ্ট রেখেই তাকে দিয়ে উপকৃত হতে হবে। আর তাকে সোজা করতে গেলে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে- আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা অর্থ হল তাকে তালাক দেওয়া।

৩৫১৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ امْرَأًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا -

৩৫১৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করবে তখন যেন উত্তম কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে। আর নারীদের প্রতি কল্যাণের (ও সদাচরণের) উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা পাজরের একটি হাড় দিয়ে নারী সৃজিত হয়েছে এবং পাজরের সবচেয়ে বেশি বাঁকা হল তার উপরের অংশ। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে (যথাবস্থায়) ছেড়ে রাখলে তা সদা বাঁকা থেকে যাবে। নারীদের প্রতি কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ কর।

৩৫১৬. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ۔

৩৫১৬. ইব্রাহীম ইবন মুসা রায়ী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মু'মিন পুরুষ কোন মু'মিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ-ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) তার একটি চরিত্র-অভ্যাসকে অপসন্দ করলে তার অন্য কোন (চরিত্র-অভ্যাস) টি সে পসন্দ করবে। কিংবা (এ ধরনের) অন্য কিছু বলেছেন।

৩৫১৭. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

৩৫১৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫১৮. حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ لَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ۔

৩৫১৮. হারুন ইবন মা'রুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যদি হাওয়া (আ) না হতেন তবে কোনকালে কোন নারী তার স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করত না।

৩৫১৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبِثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ۔

৩৫১৯. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....হাম্মাদ ইবন মুনাবিহ্ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আমাদের কাছে আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস। তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার অন্যতম রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : বনু ইসরাঈলী না হলে খাদ্য নষ্ট হত না এবং গোশত বিকৃত দুর্গন্ধযুক্ত হত না এবং হাওয়া (আ) না হলে কোন কালে কোন নারী তার স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করত না।

كِتَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় : তালাক

১- بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

১. পরিচ্ছেদ : সম্মতি ব্যতীত ঋতুমতীকে তালাক প্রদান হারাম, যদি তালাক দেয় তবে তালাক হয়ে যাবে এবং তালাক প্রদানকারীকে রাজ'আতের নির্দেশ দিতে হবে

৩৫২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضْ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ -

৩৫২০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়কালে তিনি (ইব্ন উমর) তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমর (রা)-এ বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তাকে (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে আদেশ কর, যেন সে তাকে (স্ত্রীকে) রাজ'আত করে (পুনঃ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে) নেয়। অতঃপর তার (হায়য হতে) পবিত্র হওয়ার পরে পুনঃ হায়য আসা এবং তার পরে পুনঃ পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে স্থিতিবস্থায় রেখে দেয়। এরপর পরবর্তী সময় তার ইচ্ছা হলে তাকে (স্ত্রীরূপে) রেখে দিবে আর ইচ্ছা হলে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিবে। এটা হল সে ইদত^১ যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন।

৩৫২১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً

১. “হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা কর, তখন তাদের তালাক দিও ইদতের প্রতি লক্ষ্য রেখে” (সূরা আত-তালাক : ১) এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত।

وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرَا جِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَزَادَ ابْنُ رُمَيْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمْتَ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ قَالَ مُسْلِمٌ جَوَدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً -

৩৫২১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ও ইব্ন রুমহ্ (র) নাফি' (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় এক তালাক দিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হুকুম দিলেন, যেন সে স্ত্রীকে রাজ'আত করে নেয়। অতঃপর পবিত্র হওয়ার পরে পুনঃ আর একটি হায়য হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিবে। এরপর তার (এ পরবর্তী) হায়য হতে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে। তখন যদি তাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে পবিত্র হওয়ার সময় তার সংগে সহবাস করার আগে তাকে তালাক দিবে। এটাই হল সে ইদত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক প্রদানের আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন।

ইব্ন রুমহ্ (র) তার রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত বলেছেন এবং এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে আবদুল্লাহ (রা) তাদের (প্রশ্নকর্তাদের) যে কাউকে বলতেন : দেখ, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে (যতক্ষণ) একবার কিংবা দুইবার তালাক দিয়ে থাক, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আমাকে এরূপ (রাজ'আত) করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তুমি তাকে তিন তালাক দিয়ে দিলে সে (স্ত্রী) তোমার জন্য হারাম হয়ে যাবে- যতক্ষণ না তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে সে বিয়ে করে। আর তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাকে যে বিধান দিয়েছিলেন তাতে তুমি তাঁর প্রতি অবাধ্যতা দেখালে। ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন : রাবী লায়স (র) (কুতায়বা প্রমুখের শায়খ) তার বর্ণনায় যে বলেছেন, 'একটি তালাক' তিনি এটা সঠিকই বর্ণনা করেছেন।^১

৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدْعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهَّرْتَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا صَنَعْتَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِهَا -

১. অর্থাৎ অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মত তিনি এ ব্যাপারে কোনও রূপ অবহেলার পরিচয় দেন নি, বরং যা শুনেছেন অতি সতর্কতার সাথে তা হুবহু বর্ণনা করেছেন।

৩৫২২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) 'উবায়দুল্লাহ নাফি' (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর যুগে আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম, তখন সে ঋতুমতী ছিল। উমর (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাকে আদেশ কর সে যেন তাকে রাজ'আত (পুনঃ গ্রহণ) করে। তারপর পবিত্র হয়ে পুনরায় আরেক হায়য আসা পর্যন্ত তাকে স্থিতিবস্থায় রেখে দেয়। পরে যখন পবিত্র হবে তখন তার সঙ্গে সহবাস করার আগে (সহবাসমুক্ত তুহরকালে) তাকে তালাক দিবে কিংবা তাকে (স্ত্রীরূপে) রেখে দিবে। কেননা এটাই হল সে ইদত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি নাফি' (র)-কে বললাম, সেই এক তালাকের কী হল? তিনি বললেন, সেটিকে এক তালাক গণ্য করা হয়।

২৪২৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِعٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ فَلْيَرْجِعْهَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلْيَرْجِعْهَا-

৩৫২৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন মুসান্না (র) উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে নাফি' (র)-এর উদ্দেশ্যে উবায়দুল্লাহ (র)-এর বক্তব্যটি এতে উল্লিখিত হয়নি। এছাড়া ইবন মুসান্না (রা) তার রিওয়ায়াতে বলেছেন فَلْيَرْجِعْهَا এবং আবু বকর (র) বলেছেন فَلْيَرْجِعْهَا (শব্দদ্বয় প্রত্যাহার করা অর্থে সমার্থক)।

২৫২৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهَلُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهَلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهَلُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهَلُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَ مِنْكَ-

৩৫২৪. যুহায়র ইবন হারব (র) নাফি' (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে তার ঋতুকালীন অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমর (রা) নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে (ইবন উমরকে) হুকুম দিলেন স্ত্রীকে যেন রাজ'আত (পুনঃগ্রহণ) করে নেয়। এরপর তাকে অপর একটি ঋতুতে ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেয়। অতঃপর (ঋতু হতে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়। পরে তার সঙ্গে সহবাস করার আগেই তাকে তালাক দেয়। এটাই হল সেই ইদত যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য মহামহীয়ান আল্লাহ হুকুম করেছেন। রাবী (নাফি') বলেন, পরবর্তীতে স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তালাক

প্রদানকারী পুরুষ (-এর মাস'আলা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ইব্ন উমর (রা) বলতেন, যদি তুমি তাকে এক কিংবা দুই তালাক দিয়ে থাক, নিশ্চয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হুকুম দিয়েছেন যে, সে তাকে রাজ'আত করে নিবে। তারপর আর একটি হয়যে ঋতুমতী হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে, এরপর পবিত্রতা (তুহর) পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিবে। অতঃপর স্পর্শ (সহবাস) করার আগেই তালাক দিবে (যদি ইচ্ছা কর)। আর যদি তুমি তাকে তিন তালাক দিয়ে থাক তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের অবাধ্য হয়েছ- তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তোমাকে যে আদেশ প্রদান করেছেন সে ব্যাপারে এবং সে স্ত্রী তোমার সংগ হতে বিচ্ছিন্ন (বাইন) হয়ে গিয়েছে।

৩৫২৫- حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلِيرَاجِعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حِيضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حِيضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَّاهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ حِيضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَّاقِهَا وَرَاجِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩৫২৫. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) সূত্রে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম- তখন সে ঋতুমতী ছিল। উমর (রা) তা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হলেন। পরে বললেন, তাকে আদেশ কর সে যেন তাকে রাজ'আত করে নেয়- যতক্ষণ না যে হয়যকালে তাকে তালাক দিয়েছে সেটি ব্যতীত আর একটি হয়য আসে। তখন যদি তাকে তালাক দেওয়া তার মনঃপুত হয় তবে যেন তার হয়য থেকে পবিত্র হওয়া অবস্থায় তার সঙ্গে সহবাস করার আগে তালাক দেয়। তিনি আরো বললেন, এটিই হল ইদ্দতের (সময় নির্ণয়ের) জন্য তালাক প্রদান যেমন আল্লাহ হুকুম করেছেন। (সালিম বলেন) আবদুল্লাহ (রা) তাকে এক তালাক দিয়েছিলেন। সেটি তার তালাক গণনা করা হল (অর্থাৎ এক তালাক ধরা হল) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুসারে আবদুল্লাহ (রা) তাকে (স্ত্রীকে) রাজ'আত করে নিয়েছিলেন।

৩৫২৬- وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَأَجَعْتُهَا وَحُسِبَتْ لَهَا التَّطْلِيقَةُ الَّتِي طَلَّقْتُهَا -

৩৫২৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) (পূর্বোক্ত সনদের ন্যায়) যুহরী (র) সূত্রে ঐ সনদে বর্ণিত। তবে এতে রাবী (সরাসরি ইব্ন উমরের উক্তি উদ্ধৃত করে) বলেছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, পরে আমি তাকে রাজ'আত করে নিলাম এবং তাকে যে তালাকটি দিয়েছিলাম তা তার জন্য (একটি) তালাকরূপে গণ্য করলাম।

৩৫২৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطْلِقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

৩৫২৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র) সালিম (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজের স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিলেন। তখন উমর (রা) বিষয়টি নবী ﷺ-এর সকাশে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাকে আদেশ কর যেন সে তাকে রাজ'আত করে নেয়। পরে যেন তাকে তুহর (পবিত্র) অবস্থায় কিংবা গর্ভাবস্থায় (অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে) তালাক দেয়।

৩৫২৮- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ.

৩৫২৮. আহমাদ ইবন উসমান ইবন হাকীম আওদী (র) আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজের স্ত্রীকে যখন সে হায়য অবস্থায় ছিল - তালাক দিলেন। তখন উমর (রা) এ বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাকে হকুম কর যেন সে তাকে (স্ত্রীকে) রাজ'আত করে নেয়। তারপর যখন আর একটি হায়য দেখা দিবে তারপর আবার পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দিবে কিংবা (স্ত্রীরূপে) রেখে দিবে।

৩৫২৯- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَكَّثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَهُمْ أَنْ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَهُمُ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهُ أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَخَمَقَ.

৩৫২৯. আলী ইবন হুজর সা'দী (র) ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশ বছর আমি এ অবস্থায় অবস্থান করলাম যে, আমি অবিশ্বস্ত মনে করি না এমন লোক আমাকে এ মর্মে হাদীস শোনাচ্ছিল যে, ইবন উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তিন তালাক দিয়েছিলেন। ফলে তাকে রাজ'আত করে নেওয়ার জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন। আমি এ বর্ণনাকারীদের প্রতি অনাস্থা ও সন্দেহপোষণ করছিলাম না অথচ আমি ছিলাম প্রকৃত হাদীসের পরিচয় লাভে বঞ্চিত। অবশেষে আমি আবু গাল্লাব ইউনুস ইবন জুবায়র আল-বাহিলী (র)-এর সংগে সাক্ষাত করলাম। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন। তিনি আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, তিনি (নিজে) ইবন

উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ইবন উমর) বর্ণনা করলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তার হায়য চলাকালে এক তালাক দিয়েছিলেন। তখন তাকে রাজ'আত করে নেওয়ার জন্য তিনি আদিষ্ট হলেন। আমি বললাম, তার সে তালাক কি গণ্য করা হয়েছিল? তিনি বললেন, তবে? (ইবন উমর) যদি অপারগ হয়ে থাকেন ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। (তাই বলে কি তা অগ্রাহ্য হবে)?

২৫২. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ -

৩৫৩০. আবুর রাবী ও কুতায়বা (র) (পূর্বোক্ত সনদের রাবী) আয়ুব (র)-এর সূত্রে ঐ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন উমর (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে হুকুম করলেন।

২৫২১. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ وَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا -

৩৫৩১. আবদুল ওয়ারিস ইবন আবদুস সামাদ (র) আয়ুব (র)-এর সূত্রে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। এ সনদের হাদীসে রাবী বলেছেন, পরে উমর (রা)-এ বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে পুনঃগ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তাঁর (ইবন উমরের) প্রতি আদেশ প্রদান করলেন। যাতে পরে তাকে (স্ত্রীকে) সহবাসবিহীন তুহর (পবিত্র) অবস্থায় তালাক দিতে পারেন। তিনি (নবী ﷺ) আরো বললেন, তার ইদত (এর সময়)-এর পূর্ব ভাগে তাকে তালাক দিবে।

২৫২২. وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُليَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاتَى عُمَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ -

৩৫৩২. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম আদ-দাওরাকী (র) (মুহাম্মদ ইবন সীরীন সূত্রে) ইউনুস ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিল। তিনি বললেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে জান? সে তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে হুকুম করলেন যে, সে (ইবন উমর) তাকে (স্ত্রী) রাজ'আত করে নিবে। এরপর তার ইদতের (নিশ্চয়তায়ুক্ত সময়ের) প্রতীক্ষায় থাকবে। ইউনুস (র) বলেন, তখন আমি তাকে (ইবন উমরকে) বললাম, কোন পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিবে তখন ঐ তালাকটি

হিসাবে গণনা করা হবে কি? তিনি বললেন, তবে আর কি? যদি নাকি সে অক্ষম হয়ে গিয়ে থাকে কিংবা বোকামী করে থাকে (তাহলে কি তার একাজের পরিণতি দেখা দিবে না)?

৩৫২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتُ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ -

৩৫২৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ইউনুস ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম- তখন সে হায়য অবস্থায় ছিল। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ বললেন : সে যেন তাকে রাজ'আত করে নেয়। পরে যখন সে (হায়য হতে) পবিত্র হবে, তখন ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিবে। ইউনুস (র) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম, সে (তালাক) টি কি হিসাব করা হবে? তিনি বললেন, কোন বিষয় তাকে বাধা দিবে- বলত, যদি সে অপারগ হয়ে থাকে এবং আহমুকী করে থাকে (তবে কি তা গণ্য করা হবে না)?

৩৫২৪. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ فَقَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لَطَهَرَهَا قَالَ فَرَاجِعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لَطَهَرَهَا قُلْتُ فَأَعْتَدْتُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَالِي لَا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ -

৩৫২৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আনাস ইব্ন সীরীন (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে তার সে স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তাকে আমি তালাক দিয়েছিলাম- যখন সে হায়য অবস্থায় ছিল। আমি বিষয়টি উমর (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি তা নবী ﷺ-কে জানালেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাকে আদেশ কর যেন তার স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করে নেয়। পরে যখন সে পাক হবে তখন যেন সে (ইচ্ছা করলে) তার পাক অবস্থায় তাকে তালাক দেয়। ইব্ন সীরীন (র) বলেন, আমি তাকে বললাম, হায়য অবস্থায় প্রদত্ত তালাকটি কি আপনি হিসাবে ধরবেন? তিনি বললেন, আমি কেন সেটা গণনায় ধরবো না? যদি আমি অক্ষম হই অথবা নিবুদ্দিতা প্রকাশ করি (তাহলে কি আমার এ কাজ গণনায় আসবে না)?

৩৫২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ

ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مُرَّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَّرْتَ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ -

৩৫৩৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিই। উমর (রা) বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাঁকে আদেশ কর সে যেন তার স্ত্রীকে রাজ'আত করে। পরে যখন সে পবিত্র হবে তখন যেন সে (ইচ্ছা করলে) তাকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়। আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম, হায়য অবস্থায় প্রদত্ত তালাকটি কি আপনি হিসাবে ধরবেন? তিনি বললেন, তবে?

২৫৩৬. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا لِيَرْجِعَهَا وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهْ -

৩৫৩৬. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব ও আবদুর রহমান ইব্ন বিশর (র) (পূর্বোক্ত সনদের ন্যায়) শু'বা (র) সূত্রে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ দু'জনের হাদীসে يراجعها স্থলে ليرجعها রয়েছে এবং এদের হাদীসে আরো রয়েছে যে, আনাস (র) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি সেটি হিসাবে ধরবেন? তিনি বললেন, তবে?

২৫৩৭. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَبِيهِ -

৩৫৩৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ইব্ন তাউস (র)-এর পিতা (তাউস) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক প্রদানকারী পুরুষ (-এর মাসআলা) সম্পর্কে ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনলেন। তখন ইব্ন উমর (রা) বললেন, তুমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর কে জান কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। ইব্ন উমর (রা) বললেন, সে তো তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তখন উমর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বিষয়টা অবহিত করলে তিনি তাকে (স্ত্রীকে) পুনঃগ্রহণ করে নেওয়ার আদেশ করলেন। ইব্ন তাউস (র) বলেন, আমি তাঁকে (অর্থাৎ তার পিতাকে) এর অধিক বলতে শুনি নি।

২৫৩৮. وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يُسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيُرَاجِعَهَا فَرَدَّهَا وَقَالَ إِذَا طَهَّرْتَ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلٍ عَدَّتِهِنَّ» -

৩৫৩৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু যুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয্যার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আবদুর রহমান ইবন আয়মান (র)-কে ইবন উমর (রা)-এর কাছে প্রশ্ন করতে শুনলেন, আবু যুবায়র (র) তখন তা শুনছিলেন- “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিল তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ইবন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ইবন উমর (রা) তার স্ত্রীকে তালাক দিল যখন সে ঋতুমতী ছিল। উমর (রা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তার স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছে। নবী ﷺ তাকে বললেন, সে যেন তাকে পুনঃগ্রহণ করে নেয়। সুতরাং (এভাবে) তিনি তাকে (স্ত্রীকে) ফিরিয়ে নিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আরো বললেন, যখন (হায়য হতে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন (ইচ্ছে করলে) যেন তালাক দেয় কিংবা রেখে দেয়। ইবন উমর (রা) বলেন, এবং (এ সময়) নবী ﷺ তিলাওয়াত করলেন : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلٍ عَدَّتِهِنَّ “হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা কর তখন তাদের তালাক দিও তাদের ইদ্দতের (সময় আগমনের) অগ্রভাগে” (সূরা আত-তালাক : ১)।^১

৩৫৩৯. وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ -

৩৫৩৯. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু যুবায়র (র) সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে পূর্বোক্ত বর্ণনায় ন্যায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৩৫৪০. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ قَالَ مُسْلِمٌ أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عُرْوَةَ -

৩৫৪০. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) আবু যুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি উরওয়া (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান ইবন আয়মান (র)-কে ইবন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন- আবু যুবায়র তখন তা শুনছিলেন- (পূর্বোক্ত হারুন ইবন আবদুল্লাহ প্রথম সনদের উর্ধতন) রাবী হাজ্জাজ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে কিছু অধিক তথ্য রয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, উরওয়ার মাওলা বলে রাবী ভুল করেছেন। মূলত হবে আয্যার মাওলা।

২- بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ

২. পরিচ্ছেদ : তিন তালাক প্রসঙ্গ

৩৫৪১- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَاءٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ -

৩৫৪১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং আবু বকর (রা)-এর যুগে ও উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হত। পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, লোকেরা একটি বিষয়ে অতি ব্যস্ততা দেখিয়েছে যাতে তাদের জন্য ধৈর্যের (ও সুযোগ গ্রহণের) অবকাশ ছিল। এখন যদি বিষয়টি তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করে দিই (তবে তা-ই কল্যাণকর হবে)। সুতরাং তিনি তা তাদের জন্য কার্যকর সাব্যস্ত করলেন।^১

৩৫৪২- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّكَ كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ -

১. ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রা)-এর বিরল (শায) কিরা'আত রয়েছে। মশহুর কিরা'আত হল-
عِدَّتُهُنَّ প্রতি লক্ষ্য রেখে- অনুবাদক।
১. ইসলামের প্রথম যুগে আবু বকর (রা)-এর যুগ মুসলমানগণ খুব অল্পই তালাক বিধি প্রয়োগ করতেন এবং একান্ত অপারগ হলে এক তালাক প্রদানেই তারা অভ্যস্ত ছিলেন। তবে কখনো বা কেউ তিনবার উচ্চারণ করতেন এবং এতেও তাদের উদ্দেশ্য হত এক তালাক দেওয়া। পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করে তারা এক তালাক প্রদানের ইচ্ছাটিকেই সফল করতেন। তিন তালাক দেওয়া সাধারণত তাদের উদ্দেশ্য হত না। পরবর্তী সময় হযরত উমর (রা)-এর যুগে মানুষের এ নীতিতে বেশ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তালাকের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে ও বহুল পরিমাণে তিন তালাক প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হতে থাকে। ফলে উমর ফারুক (রা) প্রকৃত মাস'আলায় জনতার ভুল বুঝাবুঝির আশংকা করেন। যেহেতু তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-এর তালাক প্রদানের ঘটনা হতে অবগত ছিলেন যে, তালাক প্রদানের পদ্ধতি অবৈধ হলেও তালাক সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং তিন তালাক প্রদান করলে তা সর্বাবস্থায়ই তিন তালাক সাব্যস্ত হবে। অতএব, তিনি যথার্থ মাস'আলাটির প্রকাশ ঘটাতে এবং কার্যকররূপে বাস্তবায়িত করতে মনস্থ করলেন। এ সিদ্ধান্ত কোন নতুন বিষয় ছিল না। কেননা তেমন হলে সকল সাহাবী (রা) তা কখনো মেনে নিতেন না। (নব্বীকৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ অবলম্বনে, অনুবাদক)।

৩৫৪২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) তাউস (র) বর্ণনা করেন যে, আবুস সাহবা (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনার সেই সব (বিরল ও অভিনব প্রকৃতির হাদীস) হতে কিছু উপস্থাপন করুন না! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রা)-এর যুগে তিন তালাক কি এক (তালাক) ছিল না? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৩৫৪৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) আবুস সাহবা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর (রা)-এর সময়ে কি তিন তালাককে এক তালাক ধরা হত? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এরূপই ছিল। তবে উমর (রা)-এর যমানায় লোকেরা উপর্যুপরি তালাক দিতে লাগল। ফলে তিনি সেটিকে যথার্থভাবে কার্যকর করেন (অর্থাৎ তিন তালাকে পরিণত করেন)।

৩. بَابُ وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْتَوِ الطَّلَاقُ

৩. পরিচ্ছেদ : তালাকের নিয়ত না করে স্ত্রীকে ‘হারাম’ সাব্যস্ত করলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে

৩৫৪৪. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكْفَرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » -

৩৫৪৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র) হিশাম দাস্তাওয়াঈ (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু কাসীর (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে (লিখিতরূপে) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাঈদ) বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করা সম্বন্ধে বলতেন যে, তা কসম (ইয়ামীন) সাব্যস্ত হবে, তার কাফফারা আদায় করতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রা) (এ প্রসঙ্গে) আরো বলেছেন, (পবিত্র কুরআনের) “তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” (সূরা আহযাব : ২১)।

৩৫৪৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَهِيَ يَمِينٌ يُكْفَرُهَا وَقَالَ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » -

৩৫৪৫. ইয়াহইয়া ইব্ন বিশ্‌র হারীরী (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম (ঘোষণা) করলে তা কসম সাব্যস্ত হবে, তার কাফ্‌ফারা আদায় করবে। তিনি আরো বলেছেন : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

৩৫৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'আয়েশা (রা)-কে খবর প্রদান করতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ (আসর পরবর্তী সময় হুজরাসমূহে আবর্তনকালে) যায়নাব বিনত জাহশ (রা) -এর গৃহে অবস্থান করে সেখানে মধু পান করেন। আয়েশা (রা) বললেন, আমি ও হাফসা মিলে এরূপ যুক্তি- পরামর্শ করলাম যে, আমাদের দু'জনের মাঝে যার কাছেই নবী ﷺ (প্রথমে) আগমন করবেন সে বলবে- "আমি আপনার মুখে 'মাগাফীর'-এর দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আপনি মাগাফীর খেয়েছেন।" পরে তিনি এদের কোন একজনের কাছে গেলে সে তাঁকে অনুরূপ বলল। নবী ﷺ বললেন, বরং আমি তো যায়নাব বিনত জাহশের ঘরে মধু পান করেছি এবং পুনরায় কখনো পান করব না। তখন নাযিল হল :

“হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, আপনি তা হারাম করছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। স্মরণ কর-নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী-এ বিষয় কিছু ব্যক্ত করলেন; কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী তা তার স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, কে আপনাকে তা অবহিত করল? নবী বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত। যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে- আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন” (সূরা আত-তাহরীম : ১-৪) এতে “যদি তোমরা উভয় তাওবা কর” (অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর) দ্বারা আয়েশা ও হাফসা (রা) উদ্দেশ্য। এবং “যখন নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন”- দ্বারা “বরং আমি মধুপান করেছি এবং আর কখনো পান করবো না” উদ্দেশ্য।

৩৫৪৭. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ

عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهَا عُمَةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكَ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لَا فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَخْلُهُ الْعُرْفُطُ وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَذَبْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِالَّذِي قُلْتُ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكَ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ قَالَتْ جَرَسَتْ نَخْلُهُ الْعُرْفُطُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي قَالَ أَبُو اسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهِذَا سَوَاءٌ وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৫৪৭. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) (আবু উসামা সূত্রে) হিশামের পিতা (উরওয়া) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টদ্রব্য (হালুয়া) ও মধু পসন্দ করতেন। তাঁর নিয়ম ছিল- আসরের সালাত আদায়ের পরে স্ত্রীদের ঘরে ঘরে এক চক্রর ঘুরে আসতেন এবং তাদের সান্নিধ্যে গমন করতেন। এভাবে একদা তিনি হাফসা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে স্বাভাবিকভাবে আবদ্ধ থাকার সময়ের চেয়ে অধিক সময় আবদ্ধ রইলেন। আমি (আয়েশা) এ বিষয় জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হল- তাকে (হাফসাকে) তাঁর গোত্রের কোন মহিলা একপাত্র মধু হাদিয়া দিয়েছিল। তাই সে তা থেকে কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পান করিয়েছিল। (আয়েশা বলেন,) আমি বললাম, ওহে! আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাঁর জন্য কৌশল অবলম্বন করব। আমি বিষয়টি সাওদা-এর সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং তাকে বললাম, নবী ﷺ তোমার কাছে আগমন করলে তিনি তো তোমার সন্নিহিতে আসবেন, তখন তুমি তাঁকে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মাগাফীর খেয়েছেন। তখন তিনি তো তোমাকে অবশ্যই বলবেন- 'না' তখন তুমি তাঁকে বলবে, (তবে) এ দুর্গন্ধ কিসের? - আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে- এটা ছিল তাঁর কাছে অতি অসহনীয় বিষয়। তখন তিনি তোমাকে অবশ্যই বলবেন- হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তুমি তখন তাঁকে বলবে, ঐ মধুর মৌমাছি- উরফুত (গাছের কষ) চুষেছে। আর আমিও তাঁকে এভাবেই বলব। আর তুমিও হে সাফিয়া! তাই বলবে। পরে যখন নবী ﷺ সাওদা (রা)-এর কাছে গেলেন- আয়েশা (রা) বলেন,

সাওদা (রা)-এর বর্ণনা- “কসম সে সত্তার যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই! তুমি আমাকে যা কিছু বলেছিলে তা তাঁর কাছে প্রকাশ করেই দিচ্ছিলাম প্রায়- তিনি (নবী ﷺ) তখন দরজায়- তোমার ভয়ে তা আর করা হল না। পরে রাসূলুল্লাহ্ তার নিকটবর্তী হলে সে বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি বললেন, ‘না’। সে (সাওদা) বলল, তবে এ ঘ্রাণ কিসের? নবী ﷺ বললেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। সাওদা বলল, (তবে- তাই) তার মৌমাছি উরফুত চুষেছে। পরে নবী ﷺ আমার নিকট আগমন করলে আমিও তাঁকে অনুরূপ বললাম। অতঃপর সাফিয়া (রা)-এর কাছে গেলে সেও অনুরূপ বলল। পরে (আবার) নবী ﷺ হাফসা-এর নিকট গেলে সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনাকে তা পান করতে দিব না? নবী ﷺ বললেন, “তার প্রতি আমার কোন চাহিদা নেই।” আয়েশা বলেন, সাওদা (রা) বলতে লাগল, “আল্লাহর কসম! আমরা তো তাকে (একটি প্রিয় পানীয় হতে) বঞ্চিত করে দিয়েছি।” আয়েশা (রা) বলেন, চূপ থাক। (ইমাম মুসলিম-এর শাগরিদ) আবু ইসহাক ইব্রাহীম (গ্রন্থকার হতে এ গ্রন্থের রিওয়ায়াতকারী) বলেন, হাসান ইবন বিশর (র) আবু উসামা (র) সূত্রে আমাকে অবিকল এ হাদীস শুনিয়েছেন। সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... হিশাম ইবন উরওয়া (র) সূত্রে ঐ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।”

৪- بَابُ بَيَانِ أَنْ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنَّبِيِّ

৪. পরিচ্ছেদ : ইখতিয়ার প্রদান করলে তালাকের নিয়্যাত ছাড়া তালাক হবে না

৩৫৪৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ قَالَتْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تَرِيدُنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تَرِيدُنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا» قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ-

৩৫৪৮. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া তুজীবী (র) আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ তার স্ত্রীদের ইখতিয়ার প্রদানে আদিষ্ট হলে বিষয়টি আমাকে দিয়ে সূচনা করলেন। তিনি বললেন, “আমি তোমার কাছে একটি বিষয় উপস্থান করছি, তোমার

১. অর্থাৎ ইমাম মুসলিম (র) একজন রাবীর মাধ্যমে আবু উসামা (র) হতে এ হাদীস আহরণ করেছেন। আর আবু ইসহাক ইব্রাহীম- যিনি ইমাম মুসলিমের বিশিষ্ট শাগরিদ- তিনিও অন্য একটি সনদে একজন রাবী- হাসান ইবন বিশরের মাধ্যমে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ফলে এ হাদীসে তার সনদ উন্নীত হয়ে তার শাযখ ইমাম মুসলিমের সমপর্যায় পৌঁছেছে -অনুবাদক।

পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত তুমি তাতে তাড়াহুড়া না করলে তোমার কোন লোকসান হবে না।” আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত অবগত ছিলেন যে, আমার মা-বাপ আমাকে তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার পরামর্শ দিতে প্রস্তুত হবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইখতিয়ারের বিষয়ের বিবরণ প্রদানে) বললেন, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন : “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন! তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এসো আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সঙ্গে তোমাদের বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।” (সূরা আহযাব : ২৮-২৯)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : এ ব্যাপারে আবার আমার মা-বাপের সঙ্গে পরামর্শ করব? আমি তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই ইখতিয়ার করছি। তিনি বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অন্যান্য স্ত্রীগণ তেমনই করেন যেমন আমি করেছিলাম।

২৫৪৭. حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ «تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ» فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ فَمَا كُنْتَ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَكَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُؤْثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي -

৩৫৪৯. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র) মু‘আযা আদাবিয়া (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আপনি তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন” (সূরা আহযাব : ৫১) আয়াত নাযিল হওয়ার পরে (ও) আমাদের কোন এক স্ত্রীর পালার দিনে (অন্যদের জন্য) আমাদের নিকট হতে অনুমতি চাইতেন। তখন মু‘আযা (র) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট অনুমতি চাইলে আপনি তাঁকে কি বলতেন? তিনি বললেন, আমি বলতাম : এ বিষয়টি যদি আমার ইচ্ছাধীন হয়, তবে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না।

২৫৫০. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৫৫০. হাসান ইব্ন ইসা (র) আসিম (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

২৫৫১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَثَرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَقًا -

৩৫৫১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী (র) মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইখতিয়ার দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা তাকে তালাক গণ্য করি নি।

২৫৫২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ مَا أَبَالِي خَيْرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَقًا -

৩৫৫২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোনও পরওয়া নেই যে, স্ত্রীকে একবার ইখতিয়ার দিলাম না শতবার, যদি সে আমাকে পসন্দ করে নেয়। আর আমি আয়েশা (র)-কে জিঙ্গেস করেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। এতে কি তালাক হয়ে গিয়েছে? (না এতে তালাক হয় নি)।

৩৫৫৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) মাসরুক (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তা (ইখতিয়ার প্রদান করা) তালাক বলে গণ্য হয় নি।

৩৫৫৪. ইসহাক ইবন মানসূর (রা) মাসরুক (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। এরপর আমরা তাঁকে গ্রহণ করলাম। এটা আমাদের উপর তালাক বলে গণ্য হয় নি।

৩৫৫৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) মাসরুক (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। এরপর আমরা তাঁকে গ্রহণ করলাম। এটা আমাদের উপর তালাক বলে গণ্য হয় নি।

৩৫৫৬. আবুর রাবী যাহরানী (র) আয়েশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে মাসরুক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৫৫৭. আবুর রাবী যাহরানী (র) আয়েশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে মাসরুক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৫৫৮. আবুর রাবী যাহরানী (র) আয়েশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে মাসরুক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৫৫৯. আবুর রাবী যাহরানী (র) আয়েশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে মাসরুক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৫৬০. আবুর রাবী যাহরানী (র) আয়েশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে মাসরুক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৫৬১. আবুর রাবী যাহরানী (র) আয়েশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে মাসরুক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لَا قَوْلَ لَنَّا شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَّأتُ عَنْقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلُنَنِي النَّفَقَةَ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجِئُ عَنْقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجِئُ عَنْقَهَا كِلَاهُمَا يَقُولُ تَسْأَلُنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ﷺ فَقُلْنَا وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلْنَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ حَتَّى بَلَغَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا» قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا أَحَبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكَ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ بَلْ اخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتَ قَالَ لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّيًا وَلَا مُتَعَنِّيًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيسِّرًا -

৩৫৫৭. যুহায়র ইবন হারব (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর আবু বকর (রা)-কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমর (রা) এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হল। তিনি নবী ﷺ-কে চিন্তাযুক্ত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন। আর তাঁর চতুর্পাশ্বে তাঁর সহধর্মিণীগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা) বলেন, উমর (রা) বললেন : নিশ্চয়ই আমি নবী ﷺ-কে এমন কথা বলব যা তাঁকে হাসাবে। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি দেখতেন খারিজার কন্যা (উমর রা-এর স্ত্রী) আমার কাছে খোরপোষ তলব করেছিল। আমি তার দিকে উঠে গেলাম এবং তার ঘাড়ে ঘুষি মারলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমার চতুর্পাশ্বে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ তারা আমার কাছে খোরপোষ দাবি করছে। অমনি আবু বকর (রা) আয়েশা (রা)-এর দিকে ছুটলেন এবং তাঁর গর্দানে ঘুষি মারলেন। উমর (রা)-ও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফসা (রা)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘাড়ে ঘুষি মারলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন জিনিস দাবি করছ যা তাঁর কাছে নেই? তখন তাঁরা (নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর কাছে নেই। এরপর তিনি তাঁদের (তাঁর সহধর্মিণীগণের) থেকে একমাস কিংবা উনত্রিশ দিন পৃথক রইলেন। অতঃপর তাঁর প্রতি এই আয়াত নাযিল হল : (অর্থ) “হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা

করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণা, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।” (সূরা আহযাব : ২৮- ২৯)। তিনি (জাবির রা) বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশা (রা)-কে দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ তামীল করতে) শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমার কাছে একটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে বিষয়ে তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পসন্দ করি। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে বিষয়টা কি (আমি জানতে পারি)? তখন তিনি তার সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতামাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? (এর কোন প্রয়োজন নেই)। না, বরং আমি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার সকাশে আমার একান্ত নিবেদন, আমি যা বলেছি তা আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীগণের কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না। তিনি বললেন, তাঁদের যে কেউ সে বিষয় আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি অবশ্যই তাকে তা বলে দিব। কারণ আল্লাহ্ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও হঠকারীরূপে নয়, বরং সহজ পন্থায় (শিক্ষাদানকারী) হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

৩৫০৮- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكِ أَبِي زَمِيلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَا عَلِمَنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ مَالِي وَمَالِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بَعِيبَتِكَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُحِبُّكَ وَلَوْ لَا أَنَا لَطَلَّقَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جَذَعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَنْحَدِرُ فَنَادَيْتُ يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ رَبَّاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ رَبَّاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ يَا رَبَّاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنَّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاللَّهِ لَكِنَّ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنْ أَرْقَهُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى

حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَذْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَانْظَرْتُ
بِبَصَرِي خِزَانَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلَهَا قَرِظًا فِي
نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَاثْبَدَرْتُ عَيْنَايَ قَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ
اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى
وَذَاكَ قَيْصَرٌ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَاءِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ فَقَالَ يَا
ابْنَ الْخَطَّابِ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ
وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنْتَ
طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتُهُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَمًا
تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهُ بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَيْ
التَّخْيِيرِ عَسَى رَبُّهُ أَنْ يُلَاقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ
وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحْسَرَ الْغَضَبُ
عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَثُرَ فَضْحِكُ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلَتْ
فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّتُ بِالْجَذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمْسُهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتُ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُمْتُ
عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ » فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
آيَةَ التَّخْيِيرِ -

৩৫৫৮. যুহায়র ইবন হারব (র) উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে সাময়িকভাবে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমি মসজিদে নব্বীতে প্রবেশ করলাম। আমি দেখতে পেলাম লোকেরা হাতে কংকর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে (যা দুশ্চিন্তার সময় স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে)।

তঁারা বলাবলি করছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তঁার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনা ছিল তঁাদের উপর পর্দার নির্দেশ আসার পূর্বকাল। উমর (রা) বললেন, আমি আজই প্রকৃত ঘটনা জেনে নিব। তাই আমি আয়েশা (রা)-এর নিকটে গেলাম। আমি তাকে বললাম, হে আবু বকর তনয়া! তোমার অবস্থা কি এই পর্যায়ে নেমে গিয়েছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছ? তিনি বললেন, হে খাতাবের পুত্র! আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আগে নিজের ঘরের খবর নিন। তিনি বলেন, তখনই আমি হাফসা বিনত উমর (রা)-এর কাছে এলাম। আমি তাকে বললাম, হে হাফসা! তোমার অবস্থা এই পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছ? আল্লাহর কসম! আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে ভালবাসেন না। আর আমি না হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তোমাকে তালাক দিয়ে দিতেন। একথা শুনে তিনি অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তখন আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় আছেন? সে (হাফসা রা) বলল, তিনি ঐ টঙের কোষাগারে অবস্থান করছেন। আমি সেখানে প্রবেশ করতে চাইলাম। দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোলাম রাবাহ টঙের চৌকাঠে বসে আছে এবং তার পা দুটি একটি খেজুরগাছের কাণ্ডের উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠানামা করতেন। আমি রাবাহকে ডাকলাম এবং বললাম, হে রাবাহ! আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এসো। তখন রাবাহ কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করল। এরপর আমার দিকে ফিরে তাকাল কিন্তু সে কিছুই বলল না। তখন আমি আবার বললাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এসো। এরপর রাবাহ কামরার দিকে দৃষ্টিপাত করল এবং আমার দিকে ফিরে তাকাল কিন্তু সে এবারও কিছুই বলল না। আমি উচ্চস্বরে বললাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এসো। সে সময় আমি ভেবেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়ত ধারণা করছেন আমি আমার কন্যা হাফসার কারণেই এখানে এসেছি। আল্লাহ কসম! যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গর্দান উড়িয়ে দিবার নির্দেশ দিতেন তাহলে আমি অবশ্যই তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এ সব কথা আমি উচ্চস্বরেই বলছিলাম। তখন সে (রাবাহ) আমাকে ইশারায় উপরে উঠতে বলল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। সে সময় তিনি খেজুর পত্র নির্মিত একটি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শোয়া ছিলেন। আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তঁার চাদরখানি তঁার শরীরের উপরে টেনে দিলেন। তখন এটি ছাড়া তঁার পরনে অন্য কোন কাপড় ছিল না আর বাহুতে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামানাদির দিকে তাকালাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক সা' (সাড়ে তিন কেজি পরিমাণ)-এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। আর সলমের কিছু পাতা (এক প্রকার গাছের পাতা যা দিয়ে চামড়ায় রং করা হয়) কামরার এক কোণায় পড়ে আছে। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত একখানি কাঁচা চামড়া, এ সব দেখে আমার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, হে খাতাবের পুত্র! কিসে তোমার কান্না পেয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! কেন আমি কাঁদব না। এই যে চাটাই আপনার শরীরের পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার কোষাগার। এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তা ছাড়া তো আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোমক বাদশাহ ও পারস্য সম্রাট, কত বিলাস ব্যসনে ফলমূল ও ঝরণায় পরিবেষ্টিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং তঁার মনোনীত ব্যক্তি। আর আপনার কোষাগার হচ্ছে এই! তখন তিনি বললেন, হে খাতাব তনয়! তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া (পার্থিব ভোগ-বিলাস)? আমি বললাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট। এরপর উমর (রা)

বলেন, যখন আমি তাঁর সকাশে উপস্থিত হই তখন থেকেই আমি তাঁর চেহারায় গোস্বার ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সহধর্মিণীগণের কোন আচরণ আপনার মনোকষ্টের কারণ হয়েছে কি? আপনি যদি তাঁদের তালাক প্রদান করে থাকেন (তাতে আপনার কিছু আসে যায় না) সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনার সঙ্গে আছেন। তাঁর সকল ফেরেশতা, জিব্রীল, মীকাঈল, আমি, আবু বকর (রা) সহ সকল ঈমানদার আপনার সঙ্গে আছেন। তিনি (উমর রা) বলেন, আলহামদু লিল্লাহ, আমি যখনই কোন কথা বলি তাতে প্রায়ই আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ আমার কথা সত্য প্রমাণিত করবেন। তখন ইখতিয়ার সম্পর্কিত এই আয়াত নাযিল হল : “যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর সহধর্মিণী দিবেন।” (সূরা আত-তাহরীম : ৫)।

“আর তোমরা দুইজন যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ, জিব্রীল, সংকর্মপরায়ণ ঈমানদারগণ তার সাহায্যকারী। অধিকন্তু ফেরেশতারাও তার সাহায্যের জন্য সদা তৎপর। (সূরা তাহরীম : ৪)।

আয়েশা বিনত আবু বকর (রা) ও হাফসা (বিনত উমর) (রা) এই দু'জন নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম মুসলমানরা (চিন্তাযুক্ত হয়ে) কংকর মারছে এবং বলছে যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি কি তাদের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিব যে, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের তালাক দেন নি? তিনি বললেন, হাঁ, তোমার মনে চাইলে। এভাবে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। পরিশেষে দেখলাম তাঁর চেহারা থেকে গোস্বার ছাপ একেবারে মুছে গেছে এবং তিনি এমনভাবে হাসি দিলেন যে, তাঁর দাঁত দেখা গেল। তাঁর দাঁত ছিল সকলের চাইতে সুন্দর। এরপর নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} সেখান থেকে নিচে নেমে এলেন এবং আমিও খেজুর গাছের কাণ্ড নির্মিত (সিঁড়ির) কাষ্ঠ ধরে নিচে নেমে এলাম। তবে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এমনভাবে নিচে নামলেন যেন তিনি সমতল যমীনে হাঁটছেন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে কাণ্ডটি স্পর্শ করেন নি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো এই বালাখানায় উনত্রিশ দিন অবস্থান করছেন। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। এরপর আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম, তিনি তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দেননি। তখন এই আয়াত নাযিল হল : “যখন শান্তি কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে দেয়। যদি তারা বিষয়টি আল্লাহর রাসূল এবং নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপন করত তাহলে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধানী তারা এর যথার্থতা নিরূপণ করতে সক্ষম হত।” মোটকথা আমি (উমর রা) এই বিষয়টির সঠিক তথ্য নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা ইখতিয়ার দান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করেন।

২৫৫৫- حَدَّثَنَا هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ

سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ
 تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مِنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ
 هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِي عَنْهُ فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ قَالَ
 وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ
 وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَمَرُهُ إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا
 فَقُلْتُ لَهَا وَمَالِكِ أَنْتِ وَلِمَا هُنَا وَمَا تَكُلِّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
 مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتِ وَإِنْ ابْنَتِكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانِ قَالَ عُمَرُ
 فَأَخْذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرَجُ مَكَانِي حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنَيَّةُ إِنَّكَ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحْذِرُكَ
 عِقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَّنَكَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 أَيَّاهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقِرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا
 ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ قَالَ
 فَأَخَذْتَنِي أَخْذًا كَسَرْتَنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ
 الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا أَتِيهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلَكًا مِنْ
 مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَاتَى صَاحِبِي
 الْأَنْصَارِيَّ يَدُقُّ الْبَابَ وَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ اعْتَزَلَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ثُمَّ أَخْذُ ثَوْبِي فَأَخْرَجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ
 فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ فَأَذِنَ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ
 أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ
 أَدَمٍ حَشْوُهُ أَلِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرِظًا مَضْبُورًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ
 فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كِسَرِي وَقَيْصَرُ فِيمَا
 هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ -

৩৫৫৫. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) সুলায়মান ইবন বিলাল ইয়াহইয়া থেকে এবং তিনি 'উবায়দ ইবন হুনায়ন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ এক বছর যাবত ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম যে, একটি আয়াত সম্পর্কে উমর উবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু আমি তাঁর গাভীর কারণে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। একবার তিনি হজ্জ পালনের জন্য রওনা হলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। যখন আমরা কোন এক রাস্তা দিয়ে চলছিলাম এই সময় তিনি (প্রকৃতির) প্রয়োজনে পিলুগাছের ঝোঁপের দিকে গেলেন। আমি তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণ করে ফিরে এলেন। আমি তাঁর সঙ্গে রওনা করলাম। (এক মওকা পেয়ে) আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে থেকে কোন দু'জন তাঁর অপ্রিয় কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করেছিল? তিনি বললেন, তারা ছিল হাফসা (রা) ও আয়েশা (রা)। তিনি (আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা) বলেন, আমি তাঁকে (উমর রা-কে) বললাম : আল্লাহর কসম! দীর্ঘ এক বছর যাবত এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করব বলে মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম, কিন্তু আপনার ভয়ের কারণে সাহস পাইনি। তিনি (উমর রা) বললেন, কখনো এরূপ করবে না; বরং আমার কাছে কোন বিষয়ের জ্ঞান আছে বলে তোমার ধারণা হলে তুমি অবশ্যই সে সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবে। যদি তা আমার জানা থাকে, তাহলে তোমাকে অবশ্যই অবহিত করব। রাবী (আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা) বলেন, তখন উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! জাহিলী যুগে আমরা নারী জাতির জন্য কোন অধিকার স্বীকার করতাম না। এরপর আল্লাহ তাদের অধিকার সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করার অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের জন্য যা বন্টন করার ছিল তা বন্টন করে দিলেন। তিনি বলেন, আমি কোন একদিন এক বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী আমার কাছে এসে বলল, আপনি যদি এরূপ এরূপ করতেন তাহলে বেশ ভাল হত। আমি তাকে বললাম, তোমার কি হয়েছে? তুমি এখানে এলে কেন? আমি যে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি তাতে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন? তখন সে বলল, হে খাত্তাবের পুত্র! আপনি তো আমাকে মুখ খুলতেই দিচ্ছেন না, কী আশ্চর্য! অথচ আপনার (স্নেহের) কন্যাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে প্রতিউত্তর করে, যার ফলে তিনি সারা দিন রাগান্বিত অবস্থায় অতিবাহিত করেন। উমর (রা) বলেন, এরপর আমি (তড়িঘড়ি) আমার চাদর গুটিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং সোজা হাফসার কাছে পৌঁছলাম। আমি তাকে বললাম, হে আমার কন্যা! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার প্রতিউত্তর করে থাক, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সারা দিন রাগান্বিত থাকেন? হাফসা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা সত্যিই তাঁর কথার প্রতিউত্তর দিয়ে থাকি। তখন আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসন্তুষ্টির ব্যাপারে সতর্ক করছি। হে আমার কন্যা! ঐ মেয়েটি যেন তোমাকে ধোকায়ে ফেলতে না পারে যাকে তার সৌন্দর্য ও তার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরাগ গর্বিতা করে ফেলেছে (এরদ্বারা তিনি আয়েশা রা.-কে বুঝাতে চাইছেন)। এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে গেলাম। তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তা ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তখন উম্মু সালামা (রা) আমাকে বললেন, কী আশ্চর্য! হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি সব কিছুতেই দখল নিতে চাচ্ছ? এমনকি তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সহধর্মিণীগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে চাচ্ছ? তিনি বলেন, এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা)-এর কথা আমাকে এমনভাবে জন্ম করল যে, আমি হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। তাই আমি তার নিকট হতে কেটে পড়লাম। এদিকে আমার একজন আনসারী বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে অনুপস্থিত থাকলে তিনি আমাকে

জানাতেন এবং তিনি তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত থাকলে আমি তার কাছে এসে তাকে (আলোচ্য বিষয়ে) জানাতাম। সে সময়ে আমরা জনৈক গাস্‌সানী বাদশাহর আক্রমণের আশংকা করছিলাম। কারণ তখন আমাদের মাঝে সংবাদ (গুজব) ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সে আমাদের উপর হামলার পায়তারা করছে। তাই ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তায় আমাদের অন্তর ছিল আচ্ছন্ন। ইত্যবসরে আমার আনসারী বন্ধুটি এসে দরজা খটখটাতে লাগলেন এবং বললেন, খুলে দিন, খুলে দিন! আমি বললাম, তাহলে গাস্‌সানীরা কি এসেই পড়ল? তিনি (আমার আনসারী বন্ধুটি) বললেন, (না, গাস্‌সানীরা আসে নি) তবে তার চাইতে ও সাংঘাতিক কিছু। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন, তখন আমি বললাম, হাফসা ও আয়েশার নাক ধুলোয় মলিন হোক। এরপর আমি আমার কাপড় চোপড় পরিধান করলাম এবং ঘর থেকে বেরিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর কাছে এলাম। তখন তিনি তাঁর টঙের ভেতর ছিলেন। সেখানে খেজুর কাণ্ডের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর এক কৃষ্ণকায় ভৃত্য সে সিঁড়ির গোড়ায় বসা ছিল। তখন আমি তাকে বললাম, আমি উমর। আমাকে অনুমতি এনে দাও। সে অনুমতি নিয়ে এলে আমি ভিতরে প্রবেশ করে এই ঘটনা বিশদভাবে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর কাছে খুলে বললাম। আমি যখন উম্মু সালামা (রা)-এর ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তিনি তখন একটি চাটাইয়ের উপর (কাত হয়ে শায়িত) ছিলেন, তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝখানে অন্য কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল চামড়ার তৈরি একটি বালিশ যার মধ্যে খেজুরগাছের ছাল ভর্তি ছিল। তাঁর পায়ে কাছ ছিল স্তূপকৃত সলম গাছের কিছু পাতা এবং শিয়রের কাছে ঝুলন্ত ছিল একটি কাঁচা চামড়া। আমি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাই-এর দাগ দেখতে পেলাম, এতে আমি কাঁদলাম। তিনি বললেন, (হে খাতাব তনয়) তুমি কাঁদছ কেন? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পারস্য সম্রাট ও রোমক সম্রাট কত বিলাস ব্যসনে কাটাচ্ছে আর আপনি হলেন, আল্লাহর রাসূল, (আপনার অবস্থা এই)। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন, (হে উমর) তুমি কি এতে পরিতুষ্ট নও যে, তাদের জন্য কেবল দুনিয়া (পার্থিব ভোগ-বিলাস) আর তোমার জন্য রয়েছে আখিরাত (চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি)।

২৫৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ كُنَحُو حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَادَ فِيهِ وَأَتَيْتُ الْحُجْرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ وَزَادَ أَيضًا وَكَانَ إِلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ۔

৩৫৬০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-এর সঙ্গে রওনা হয়ে যখন 'মাররুয্ যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন তিনি বিস্তারিতভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। সুলায়মান ইবন বিলাল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য তিনি (ইবন আব্বাস রা) বলেন : আমি (উমর রা)-কে বললাম, সেই দু'জন মহিলার ঘটনা আমাকে বলবেন কি? তিনি বললেন, তারা ছিল হাফসা ও উম্মু সালামা (রা)। তিনি তাঁর বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেন যে, 'এরপর আমি (রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর) হুজরার দিকে এলাম। তখন সব ঘরেই কান্নাকাটি অব্যাহত ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে একমাস ঈলা করেছিলেন। যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তখন তিনি তাদের কাছে নেমে আসলেন।

২৫৬১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَذْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهَبْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَأَتَانِ فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ -

৩৫৬১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (দীর্ঘদিন যাবত) চাচ্ছিলাম যে, ঐ দু'জন মহিলা সম্পর্কে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করব যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর অপ্রিয় কাজে একে অপরকে সহযোগিতা দান করেছিল। আমি দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষা করলাম কিন্তু আমি তাকে জিজ্ঞেস করার মওকা পেলাম না। শেষ পর্যন্ত মক্কায় রওনা হওয়ার পথে আমি তার সফর সঙ্গী হলাম। পদযাত্রায় তিনি যখন 'মাররুয্ যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি তার প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন আর আমাকে বললেন, আমার কাছে এক বদনা পানি নিয়ে এসো। আমি এক বদনা পানিসহ তার কাছে উপস্থিত হলাম। যখন তিনি হাজত সমাধা করে ফিরে এলেন আমি (উযূর) পানি ঢালতে শুরু করলাম। তখন আমি সেই প্রশ্নের কথা স্মরণে আনলাম। আমি তাকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই মহিলা দু'জন কারা ছিল? তখন আমার কথা শেষ না হতেই তিনি বললেন, সে দু'জন ছিল আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)।

২৫৬২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَأَتَيْنِ مِنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ» فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَّجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزْتُ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَأَتَانِ مِنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا «إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ» فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا قَالَ عُمَرُ وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللَّهُ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمَهُ قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي فَتَفَضَّيْتُ يَوْمًا

عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ
 أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لِيرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَأَنْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ
 فَقُلْتُ أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ
 قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَخَسِرَ أَفْتَأَمَنْ أَحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ
 ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِّينِي مَا بَدَا لَكَ وَلَا
 يَغُرَّنَّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ يُرِيدُ عَانِشَةَ قَالَ وَكَانَ لِي
 جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكُنَّا نَتَنَاقَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِيَنِي
 بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَآتِيَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنْ غَسَّانُ تَنْعِلُ الْخَيْلَ لَتَغْزُونَا فَنَزَلَ
 صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَاذَا
 أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ
 وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَى ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ
 عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ
 الْمَشْرُبَةِ فَاتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدٌ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ
 فَصَمَّتْ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ
 فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ
 ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَّتْ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ آذَنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيٌّ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ
 قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَائُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا
 يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي
 فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لِيرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى
 اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَفْتَأَمَنْ أَحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ
 رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى

حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَكَ إِنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْ سَمَ مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ فَتَبَسَّمَ
 أُخْرَى فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا
 رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهْبًا ثَلَاثَةً فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ فَقَدْ
 وَسَّعَ عَلَيَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ
 الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ
 أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ
 أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَائِبِي
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعْدَهُنَّ
 فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ
 حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَى الْآيَةِ « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ أَرْجَاؤُكُمْ مِنْ أَجْرٍ عَظِيمًا »
 قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ أَوْافِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ
 أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا
 تُخْبِرُ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا قَالَ
 قَتَادَةُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا مَالَتْ قُلُوبُكُمَا -

৩৫৬২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবু উমর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ।
 তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে থেকে সেই দু'জন মহিলা সম্পর্কে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করার
 জন্য বহুদিন যাবত লালায়িত ছিলাম যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : “তোমাদের দু'জনের হৃদয় অন্যায় প্রবণ
 হয়েছে মনে করে তোমরা যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আস তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন ।”
 (সূরা আত-তাহরীম : ৪) । পরিশেষে উমর (রা) হজ্জ পালনের জন্য বেরিয়ে পড়লেন এবং আমিও হজ্জ পালনের
 জন্য তাঁর সফরসঙ্গী হলাম । এরপর (হজ্জ সমাপন করে ফেরার পথে) আমরা কোন এক রাস্তা দিয়ে চলার সময়
 উমর (রা) একপার্শ্বে মোড় নিলেন । আমিও পানির বদনাসহ তাঁর সঙ্গে রাস্তার পার্শ্বে গেলাম । তিনি তাঁর হাজত
 পূরণ করলেন এবং আমার কাছে এলেন । আমি তাঁর উভয় হাতে পানি ঢাললাম, তিনি উষু করে নিলেন । তখন
 আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণের সে দু'জন মহিলা কারা ছিল যাদের সম্পর্কে মহান
 আল্লাহ বলেছেন :

“তোমাদের দু'জনের হৃদয় অন্যায় প্রবণ হয়েছে মনে করে তোমরা যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে
 প্রত্যাবর্তন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন ।” (সূরা তাহরীম : ৪)

উমর (রা) বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! তোমার প্রতি বিশ্বয়বোধ করছি! যুহরী (র) বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাকে অপসন্দ করলেও তা বর্ণনা করতে কিছুই গোপন করলেন না। তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন ছিল হাফসা ও আয়েশা (রা)। এরপর তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমরা কুরায়শ বংশের পুরুষেরা (জাহিলী যুগে) আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রভাব খাটাত। যখন আমরা মদীনায় এলাম তখন এমন লোকদের দেখতে পেলাম যাদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রভাব খাটায়। এমনি পরিবেশে আমাদের নারীরা তাদের (মদীনাবাসীদের) নারীদের থেকে তা শিখতে শুরু করে দেয়। তিনি বলেন, সে সময় মদীনার উচ্চভূমির অধিবাসী বনু উমায়্যা ইব্ন যায়দের বংশধরদের মধ্যে আমার বসতবাটি ছিল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হলাম। সে আমার কথার প্রতিউত্তর করতে লাগল। আমি আমার সঙ্গে তার প্রতিউত্তর করাকে খুবই অপ্রিয় মনে করলাম। সে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথার প্রতিউত্তর করাকে অপছন্দ করছেন কেন? আল্লাহর কসম! নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণও তো তাঁর সঙ্গে কথার প্রতিউত্তর করে থাকে। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ সারা দিন রাত তার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তখনই আমি রওনা করে (আমার মেয়ে) হাফসার কাছে চলে এলাম। আমি তাকে বললাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে প্রতিউত্তর কর? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে কি কেউ তাঁকে সারা দিন রাত শেষ করে আলাদা থাকে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমাদের যে কেউ এরূপ আচরণ করে, সে আসলেই দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের মধ্যে কি কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চিতবোধ করে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের ক্রোধের কারণে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হবেন না? এরূপ হলে তো তার ধ্বংস নিবার্য। তুমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর কথার প্রতিউত্তরে লিপ্ত হয়ো না এবং তাঁর কাছে কোন কিছু দাবি করবে না। তোমার মনে যা চায়, তা আমার কাছে চাইবে। তোমার সতীন তোমার চাইতে অধিকতর সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তোমার তুলনায় অধিকতর প্রিয়পাত্রী। এ বিষয়টা যেন তোমাকে ধোঁকায় পতিত না করে। এরদ্বারা তিনি আয়েশা (রা)-কে বুঝাতে চাইছেন। তিনি বলেন, আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। আমরা দুই বন্ধু পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে (তাঁর মজলিসে) যেতাম। একদিন তিনি উপস্থিত থাকতেন, অপরদিন আমি উপস্থিত হতাম। এভাবে তিনি আমাকে ওহী ইত্যাদির খবর দিতেন, আমিও অনুরূপ খবর তাকে পৌঁছাতাম। সে সময় আমরা আলোচনা করছিলাম যে, গাস্‌সানী বাদশাহ নাকি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার খুরে নাল লাগাচ্ছে। একদিন আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলেন এবং ইশার সময় (রাত্রিকালে) আমার কাছে (ফিরে) এলেন। তিনি এসে আমার ঘরের দরজা খটখটালেন এবং আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর ডাক শুনে তাঁর কাছে ছুটে এলাম। তিনি বললেন, একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি বললাম, সে কি? গাস্‌সানীরা তাহলে এসে গেছে নাকি? তিনি বললেন : না, তারা আসেনি, বরং ব্যাপার তার চাইতেও সাংঘাতিক ও দীর্ঘতর। নবী ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের তালাক দিয়েছেন। তখন আমি বললাম, হাফসার সর্বনাশ হয়েছে ও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি পূর্ব থেকেই ধারণা পোষণ করে আসছিলাম যে, এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এরপর আমি ফজরের সালাত আদায় করে কাপড় চোপড় পরিধান করলাম। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সরাসরি হাফসার কাছে উপস্থিত হলাম। তখন সে কাঁদছিল। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তবে তিনি তাঁর ঐ টঙে নির্জনবাস করছেন। আমি তাঁর কৃষ্ণকায় গোলামের কাছে এলাম। তাকে বললাম, উমরের জন্য অনুমতি চাও। সে ভিতরে প্রবেশ করল এবং বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকাল। এরপর সে বলল, আমি তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কাছে আপনার কথা উত্থাপন করেছি কিন্তু তিনি নীরব থেকেছেন। তারপর আমি

চলে এলাম এবং মিস্বারের কাছে এসে বসে পড়লাম। তখন আমি দেখতে পেলাম সেখানে একদল লোক বসা আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমি খানিকটা বসলাম। এরপর আমার মনের প্রবল আকর্ষণ আমার উপর প্রভাব বিস্তার করল। তখন আমি সেই গোলামের কাছে চলে এলাম এবং তাকে বললাম, উমরের জন্য ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে এসো। সে ভেতরে প্রবেশ করল এবং বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, আমি আপনার বিষয়টি তাঁর সামনে উত্থাপন করেছি কিন্তু তিনি নীরব থেকেছেন। আমি তখন পিছনে ফিরে চললাম, অমনি সে গোলাম আমাকে ডাক দিয়ে বলল, আপনি প্রবেশ করুন; তিনি আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলাম। আমি দেখতে পেলাম, তিনি খেজুর পাতার তৈরি একটি চাটাই-এর উপর হেলান দিয়ে আছেন, যা তাঁর পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আপনার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন? আমার দিকে তাকিয়ে মাথা তুললেন এবং বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহ্ আকবার। (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিষয়টি ভেবে দেখুন: আমরা কুরায়শ সম্প্রদায় এমন ছিলাম যে, আমাদের স্ত্রীদের উপরে প্রভাব খাটাতাম। তারপর আমরা যখন মদীনাতে এলাম তখন দেখতে পেলাম, এখানকার পুরুষ লোকদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রভাব বিস্তার করে আসছে। তাদের থেকে আমাদের স্ত্রীরাও এটা শিখতে শুরু করে দিয়েছে। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হলাম। অমনি সে আমার কথার প্রতিউত্তর শুরু করে দিল। আমি তার প্রতিউত্তর করাকে খুবই খারাপ মনে করলাম। সে বলে ফেলল, আপনার সঙ্গে প্রতিউত্তর করাকে আপনি এত খারাপ মনে করছেন কেন? আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণও তো তাঁর কথার প্রতিউত্তর করে থাকে; এমনকি তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে সারা দিন রাত ত্যাগ করে থাকে। আমি বললাম, তাদের মধ্যে কেউ এমন আচরণ করলে সে হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে থেকে কারো উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হওয়ার কারণে যদি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়ে যান তাহলে তার পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদুস্বরে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হাফসার কাছে গিয়ে তাকে বলে দিয়েছি যে, তোমার সতীন সৌন্দর্যে তোমার তুলনায় অগ্রগামিণী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তোমার চাইতে অধিকতর আদরিণী—এ বিষয়টা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। এতে আবার তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে একান্তে আলাপ করতে চাই। তিনি বললেন : হাঁ, করতে পার। তারপর আমি বসলাম এবং মাথা উঠিয়ে তাঁর কোঠার (এদিক ওদিক) তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহর কসম! আমি সেখানে তিনখানি চামড়া ব্যতীত দৃষ্টি ফেরানোর মত কিছু দেখতে পাইনি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আপনার উম্মাতকে প্রাচুর্য দান করেন। পারসিক ও রোমাকদের তো বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত (আনুগত্য) করে না। তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে খাতাবের পুত্র! তুমি কি সন্দেহের জালে আবদ্ধ আছ? আসলে তারা তো এমন সম্প্রদায় যাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পার্থিব জীবনে নগদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তাঁর সহধর্মিণীগণের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কসম করেছিলেন যে, দীর্ঘ একমাস তাদের সঙ্গে একত্রে অতিবাহিত করবেন না। শেষাবধি আল্লাহ্ তাঁকে এই আচরণের জন্য তিরস্কার করেন। যুহরী (র) বলেন, উরওয়া (র) আয়েশা (রা)-এর সূত্রে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তখন প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো কসম করেছিলেন একমাস পর্যন্ত আমাদের কাছে আসবেন না অথচ ঊনত্রিশ

দিন পরই আপনি আমাদের কাছে ফিরে এলেন! আমি এই দিনগুলো হিসেব করে রেখেছিলাম। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। এরপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমি একটি বিষয় তোমার কাছে পেশ করতে চাই। সে সম্পর্কে তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তখন তিনি আমাকে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন : “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ কামনা কর, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ বিলাসের উপকরণের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণা আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।” (সূরা আহযাব : ২৮ - ২৯)। আয়েশা (রা) বলেন, এটা নির্ঘাত সত্য যে, আমার পিতামাতা কস্মিনকালেও আমাকে তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ) থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ দিবেন না। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ বিষয়ে কি আমি আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ করতে যাব? নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করি। মা'মার (র) বলেন, আয়ুব আমাকে জানিয়েছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীগণের কাছে বলবেন না যে, আমি আপনাকেই ইখতিয়ার করে নিয়েছি। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, আল্লাহ আমাকে মুবাল্লিগ (সত্যপ্রচারক)-রূপে প্রেরণ করেছেন, বিপদে নিক্ষেপকারীরূপে পাঠান নি। কাতাদা (র) বলেন, مَالَتْ قُلُوبُكُمْ এর অর্থ “তোমাদের হৃদয় (অন্যায় প্রবণতার দিকে) ঝুঁকে পড়েছিল।”

৫. بَابُ الْمُطَلَّاقَةِ الْبَائِنِ لَا نَفَقَةَ لَهَا

৫. পরিচ্ছেদ : বায়িন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য খোরপোষ নেই

৩৫৬৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَارْسَلَهَا إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكَ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ بِهِ -

৩৫৬৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু আমর ইবন হাফস (রা) (তার স্বামী) অনুপস্থিত অবস্থায় তাকে বায়েন তালাক দেন। এরপর সামান্য পরিমাণ যবসহ

উকীলকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। এতে তিনি (ফাতিমা রা) তাঁর উপর ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন। সে (উকীল) বলল, আল্লাহর কসম! তোমাকে (খোরপোষরূপে) কোন কিছু দেওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। তখন তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট সব খুলে বললেন। (তার কথা শুনে) তিনি বললেন, তোমার জন্য তার (তোমার স্বামী আবু আমর ইবন হাফস রা-এর) দায়িত্বে কোন খোরপোষ নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মু শারীকের ঘরে গিয়ে ইদত পালনের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি বললেন, সে মহিলা (উম্মু শারীক) এমন একজন স্ত্রীলোক যার কাছে আমার সাহবীগণ ভীড় করে থাকেন। তুমি বরং ইবন উম্মু মাকতুম (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে ইদত পালন করতে থাক। কেননা সে একজন অন্ধ মানুষ। সেখানে তুমি তোমার কাপড় খুলতে পারবে। ইদত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, যখন আমার ইদত পূর্ণ হল তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম যে, মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) ও আবু জাহম (রা) আমাকে বিবাহের পায়গাম পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবু জাহম এমন লোক যে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামিয়ে রাখে না। আর মু'আবিয়া তো কপর্দকহীন গরীব মানুষ। তুমি উসামা ইবন যায়দকে বিবাহ কর। কিন্তু আমি তাঁকে পসন্দ করলাম না। এরপর তিনি আবার বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে কর। তখন আমি তাঁকে বিবাহ করলাম। আল্লাহ এতে আমাকে বিরাট কল্যাণ দান করলেন। আর আমি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম।

২০৬৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيُّضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَعْلَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ أَخْذُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سَكْنَى -

৩৫৬৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় তার স্বামী তাকে তালাক দেন। এরপর তার স্বামী তার জন্য সামান্য পরিমাণ খোরপোষ দিয়েছিলেন। তিনি তা দেখে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই (এই বিষয়টি) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোচরে আনব। যদি খোরপোষ আমার প্রাপ্য হয় তবে তা আমি এই পরিমাণ উসূল করব যাতে আমার প্রয়োজন পূরণ হয়। আর যদি খোরপোষ আমার প্রাপ্য না-ই হয় তাহলে আমি তার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করব না। তিনি বলেন, এরপর আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে উত্থাপন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই, বাসস্থানও নেই।

২০৬৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَفَقَةَ لَكَ فَانْتَقِلِي فَأَذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ -

৩৫৬৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-কে (তার স্বামীর তালাক সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, তার মাখযুমী স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে খোরপোষ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তুমি সেখান থেকে সরে পড় এবং ইব্ন উম্মু মাকতূমের ঘরে গিয়ে তার কাছে অবস্থান কর। কারণ সে একজন অন্ধ মানুষ। সেখানে তুমি তোমার কাপড় খুলতে পারবে।

৩৫৬৬. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ بْنُ الْمُفِيزَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكَ وَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ أُمِّ شَرِيكِ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَإِنَّكَ إِذَا وَضَعْتَ خِمَارَكَ لَمْ يَرَكَ فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ حَارِثَةَ -

৩৫৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ইয়াহইয়া ইবন আবু 'কাসীর আবু সালমা হতে এবং তিনি দাহ্হাক ইব্ন কায়সের ভগ্নী ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার স্বামী আবু হাফস ইব্ন মুগীরা (রা) তাকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করেন। এরপর তিনি ইয়ামন চলে যান। তখন তার (আবু আমরের) পরিবারের লোকজন তাকে (ফাতিমাকে) বলল, তোমার জন্য আমাদের দায়িত্বে কোন খোরপোষ নেই। এরপর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) একদল লোকসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন তিনি মায়মূনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। তারা বললেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আবু হাফস তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন। এখন তার স্ত্রী কি খোরপোষ পাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই ; তার উপর ইদত পালন করা ওয়াজিব। তিনি তাকে বলে পাঠালেন যে, তুমি আমাকে না জানিয়ে বিবাহের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। তিনি তাকে ইদত পালনের জন্য উম্মু শারীকের ঘরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তাকে লোক মারফত জানিয়ে দিলেন যে, উম্মু শারীক এমন একজন মহিলা যার কাছে প্রাথমিক হিজরতকারী সাহাবীগণ আসা যাওয়া করে থাকেন। সুতরাং তুমি অন্ধ ইব্ন উম্মু মাকতূমের ঘরে চলে যাও। কারণ সেখানে তুমি তোমার দোপাট্টা (ওড়না) নামিয়ে রাখলে সে তোমাকে দেখতে পাবে না। যখন তার ইদত পূর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-এর সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

৩৫৬৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ ابْتِغَى النِّفْقَةَ وَأَقْتَصُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكَ -

৩৫৬৭. ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন হুজর ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) মুহাম্মদ ইবন ‘আমর আবু সালামা হতে এবং তিনি ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বনু মাখযূমের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে বায়িন তালাক দিলেন। তখন আমি তার পরিবার-পরিজনের কাছে লোক পাঠিয়ে খোরপোষের দাবি জানালাম। এরপর তারা (বর্ণনাকারীত্রয়) আবু সালামার সূত্রে ইয়াহইয়া ইবন কাসীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে মুহাম্মদ ইবন আমর বর্ণিত হাদীসে আছে, “আমাকে বাদ দিয়ে তুমি তোমার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিও না।”

৩৫৬৮. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَرَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرُوانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -

৩৫৬৮. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) আবু সালামা ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু আমর ইবন হাফস ইবন মুগীরা (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাকে চূড়ান্ত তিন তালাক দিলেন। তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তার স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়া সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন। তিনি (তাকে) নির্দেশ দিলেন যে, তুমি অন্ধ ইবন উম্মু মাকতূমের ঘরে চলে যাও। মারওয়ান (উমায়্যা গভর্নর) তালাকপ্রাপ্ত মহিলার (স্বামীর) ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে তার (আবু সালামার) বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করেন। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা)-ও ফাতিমা বিনত কায়সের বিষয়টি (স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করা) প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩৫৬৯. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ -

৩৫৬৯. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) ইবন শিহাব (র) এই সনদে উরওয়ার উক্তিসহ বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) ফাতিমার উক্ত ঘটনা অস্বীকার করেছেন।

২৫৭. حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيْقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعِيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكَ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَاتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ فَاسْتَأْذَنْتَهُ فِي الْأَثْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ آيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرُوانُ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرُوانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرُوانَ فَبَيَّنَنِي وَبَيَّنَكُمْ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الْآيَةُ » قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا -

৩৫৭০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা (রা) আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর সঙ্গে ইয়ামানে গমন করেন। এরপর তিনি তার স্ত্রী ফাতিমা বিনত কায়সকে অবশিষ্ট এক তালাকের কথা বলে পাঠালেন (দুই তালাক আগেই দিয়েছিলেন) এবং হারিস ইব্ন হিশাম ও আবু রাবী'আকে তার খোরপোষ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা দু'জন তাকে (ফাতিমাকে) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তবে তুমি গর্ভবতী হলে ভিন্ন কথা। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তাদের দু'জনের উক্তি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন, ইব্ন উম্মু মাকতূমের কাছে চলে যাও। সে অন্ধ মানুষ। তুমি তার নিকট কাপড় খুলতে পারবে এবং সে তোমাকে দেখতে পাবে না। এরপর যখন তার ইদত পূর্ণ হল, তখন নবী ﷺ তাঁকে উসামা ইব্ন যায়দের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে (উমায়্যা গভর্নর) মারওয়ান এই হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে কাবীসা ইব্ন যুওয়াবকে তার কাছে পাঠান। তিনি তার (কাবীসার) কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেন। (এই খবর শুনে) মারওয়ান বললেন, একজন মহিলা ছাড়া অন্য কারো কাছে আমরা এই হাদীস শুনি নি। আমরা (এই বিষয়ে) নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ মত গ্রহণ করব যার উপর আমরা মুসলিম জনসাধারণকে পেয়েছি। ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর নিকট মারওয়ানের মন্তব্য পৌঁছলে তিনি বলেন, আমার ও তোমাদের মধ্য কুরআনই চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। আল্লাহ বলেছেন : “তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর

থেকে বের করে দিয়ো না।” তিনি বলেন, এই আয়াত সে সব মহিলার জন্য প্রযোজ্য যাদের জন্য রাজ‘আতের অধিকার আছে। তিন তালাকের পর নতুন করে আর কি থাকতে পারে? এরপর তোমরা কী করে বলতে পার যে, যে মহিলা গর্ভবতী নয়, তার জন্য কোন খোরপোষ নেই? তাহলে তোমরা তাকে কিসের ভিত্তিতে তোমাদের ঘরে আটক করে রাখবে?

৩৫৭১. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ -

৩৫৭১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) শা‘বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তার (ফাতিমা বিনত কায়স) কাছে গেলাম এবং তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে বায়েন তালাক দিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বাসস্থান ও খোরপোষের জন্য তার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হলাম। কিন্তু তিনি আমার পক্ষে বাসস্থান ও খোরপোষের রায় দেননি। উপরন্তু তিনি আমাকে ইব্ন উম্মু মাকতূমের ঘরে ইদত পালনের নির্দেশ দিলেন।

৩৫৭২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ -

৩৫৭২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) শা‘বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৫৭৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهَجِيمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو عَالِيَةَ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَاتَّحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُ قَالَتْ طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدَ فِي أَهْلِي -

৩৫৭৩. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র) শা‘বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফাতিমা বিনত কায়সের কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদেরকে ইব্ন তাবা নামক টাটকা খেজুর দ্বারা আপ্যায়ণ করলেন এবং গম ও সূলত ছাতুর শরবত পান করালেন। এরপর আমি তাকে তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে ইদত পালন করবে কোথায়? তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ আমাকে আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে ইদত পালনের অনুমতি দিলেন।

৩৫৭৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ -

৩৫৭৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি (নবী ﷺ) বলেন, তার জন্য বাসস্থান নেই এবং খোরপোষও নয়।

৩৫৭৫. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَارْدَتْ النِّقْلَةَ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ عَمْرٍو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَعْتَدِي عِنْدَهُ -

৩৫৭৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী (র) ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিলেন। এতে আমি তার ঘর থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। (এই পর্যায়ে) আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার চাচাত ভাই আমার ইবন উম্মু মাকতূমের বাড়িতে চলে যাও এবং তার ঘরেই ইদত পালন করতে থাক।

৩৫৭৬. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ » -

৩৫৭৬. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন জাবালা (র) আবু আহমাদ থেকে তিনি ‘আম্মার ইবন রুযায়ক’ থেকে এবং তিনি আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদেদের সঙ্গে সেখানকার বড় মসজিদে বসা ছিলাম। শা‘বীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ফাতিমা বিনত কায়স (রা) বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের সিদ্ধান্ত দেন নি। তখন আসওয়াদ তার হাতে এক মুঠো কংকর নিয়ে শা‘বীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। এরপর বললেন, সর্বনাশ! তুমি এমন ধরনের হাদীস বর্ণনা করছ? (অথচ) উমর (রা) বলেছেন, আমরা আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবীর সুনাত এমন একজন মহিলার উক্তির কারণে ছেড়ে দিতে পারি না, যার সম্পর্কে আমরা জানি না, সে স্মরণ রাখতে পেরেছে না ভুলে গেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : “তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিস্কার করে দিয়ো না এবং তারাও যেন ঘর থেকে বের না হয়। তবে তারা স্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা।” (সূরা তালাক : ১)।

৩৫৭৭. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِقِصَّتِهِ -

৩৫৭৭. আহমাদ ইবন আবদা যাবি (রা) আবু ইসহাক (র) থেকে উক্ত সনদে আবু আহমাদ আশ্কার ইবন রুযায়ক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সে ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৩৫৭৮. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صَخِيرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكْنًى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي فَأَذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبُ لِمَالٍ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ -

৩৫৭৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু বকর ইবন আবু জাহম ইবন সুখায়র আদাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের অধিকার দেন নি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তোমার ইদত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। এরপর আমি তাঁকে ইদত পূর্ণ হওয়ার কথা জানালাম। তখন মু'আবিয়া (রা), আবু জাহম (রা) ও উসামা (রা) তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মু'আবিয়া তো একজন গরীব মানুষ, তার কোন ধনসম্পদ নেই। আর আবু জাহম-সে তো স্ত্রীদের প্রহারকারী। তবে উসামা- তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পার। তখন তিনি তার হাতের ইশারায় বললেন, উসামা তো এরূপ এরূপ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই তোমার জন্য কল্যাণকর। তিনি বলেন, তখন আমি তাকে বিবাহ করলাম। ফলে আমি ঈর্ষার কেন্দ্রে পরিণত হলাম।

৩৫৭৯. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِيَّاسُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ أَصْعِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ أَصْعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَالِي نَفَقَةُ الْإِذَا هَذَا وَلَا أَعْتَدُ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَى ثِيَابِي وَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكَ قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ اِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقَى ثَوْبَكَ عِنْدَهُ فَإِذَا أَنْقَضْتَ عِدَّتَكَ فَأَذِينِي قَالَتْ فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبُ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

৩৫৭৯. ইসহাক ইব্ন মানসূর 'আবদুর-রাহমান (ইবন মাহ্দী) হতে, তিনি সুফিয়ান হতে এবং আবু বকর ইব্ন আবু জাহম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়সকে বলতে শুনেছি যে, আমার স্বামী আবু আমর হাফস ইব্ন মুগীরা (রা) আয়্যান ইব্ন আবু রাবী'আকে আমার নিকটে আমাকে তালাক দেওয়ার সংবাদ দিয়ে পাঠান। তিনি তার সাথে আমার খোরপোষের জন্য পাঁচ সা' (এক ছা সাড়ে তিন কেজির সমান) খেজুর এবং পাঁচ সা' যব পাঠিয়ে দেন। তখন আমি তাকে বললাম, আমার জন্য কি খোরপোষ এই পরিমাণ? এবং আমি তোমাদের ঘরে ইদত পালন করব না? তিনি (আয়্যাশ) বললেন, না। তিনি (ফাতিমা) বললেন, আমি তখন কাপড় চোপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, সে তোমাকে কত তালাক দিয়েছে? আমি বললাম, তিন তালাক। তিনি বললেন, সে (আয়্যাশ) ঠিকই বলেছে। তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তুমি তোমার চাচাতো ভাই ইব্ন উম্মু মাকতূমের ঘরে গিয়ে ইদত পালন কর। সে একজন অন্ধ মানুষ। তুমি তার কাছে কাপড় চোপড় খুলতে পারবে। এরপর তোমার ইদত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স রা) বলেন, আমার ইদতকাল অতিবাহিত হলে বেশ কয়েকজন লোক আমার কাছে বিয়ের পায়গাম পাঠালেন। তার মধ্যে মু'আবিয়া ও আবু জাহমও ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : মু'আবিয়া তো একজন গরীব মানুষ, নগণ্য সম্পদের অধিকারী, আর আবু জাহম তো নারীদের প্রতি কঠোর (অথবা বলেন) সে স্ত্রীদের পেটায় অথবা এরূপ কিছু বললেন। উসামা ইব্ন যায়দকেই গ্রহণ করা তোমার জন্য উচিত হবে।

২০৮. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةٍ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ -

৩৫৮০. ইসহাক ইব্ন মানসূর আবু 'আসিফ হতে, তিনি সুফিয়ান সাওরী (র) হতে এবং তিনি আবু বকর ইব্ন আবু জাহম (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি এবং আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ফাতিমা বিনত কায়সের কাছে গেলাম। এরপর আমরা তাকে (তার তালাক সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি আবু আমর হাফস ইব্ন মুগীরার স্ত্রী ছিলাম। তিনি নাজরানের যুদ্ধে রওনা হয়ে গেলেন। এরপর আবু 'আসিম (রা) ইব্ন মাহ্দী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তার বর্ণনায় এতটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স) বলেন, আর আমি তাকে বিয়ে করলাম। এরপর আল্লাহ ইব্ন যায়দের দ্বারা আমাকে সম্মানিত করলেন এবং আমাকে তার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করলেন।

২০৮১. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًا بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ -

৩৫৮১. উবয়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আশ্বারী (র) শু'বা আবু বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা)-এর শাসনামলে আমি এবং আবু সালামা (রা) ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, তার স্বামী তাকে বায়িন তালাক দিলেন। সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৩৫৮২. حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكْنًى وَلَا نَفَقَةً -

৩৫৮২. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র) ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য বাসস্থান এবং খোরপোষের ফয়সালা দেন নি।

৩৫৮৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَقَالُوا إِنَّ فَطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ قَالَ عُرْوَةُ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ -

৩৫৮৩. আবু কুরায়ব (র) হিশাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ইবনুল আ'স (রা) আবদুর রহমান ইব্ন হাকামের কন্যাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি তাকে তিন তালাক দেন এবং তাকে তার নিকট থেকে বের করে দেন। উরওয়া (র) এতে তাদের ভৎসনা করেন। তারা বললেন, ফাতিমা বিনত কায়স (রা)-ও তো ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। উরওয়া বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাঁর কাছে এই ঘটনা উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, ফাতিমা বিনত কায়সের জন্য কোন কল্যাণ নেই যে, সে এই হাদীস বর্ণনা করবে।

৩৫৮৪. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ -

৩৫৮৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছেন, আমার আশংকা হয় যে, তিনি আমার উপর চড়াও হবেন। তখন তিনি তাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি চলে গেলেন।

৩৫৮৫. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا لَا سَكْنًى وَلَا نَفَقَةً -

৩৫৮৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কায়সের জন্য একথা বলায় কোন কল্যাণ নেই যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ নেই।

৩৫৮৬. ইসহাক ইবন মানসূর (র) আবদুর রহমান ইবন কাসিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উরওয়া ইবন যুযায়র (র) আয়েশা (রা)-কে বললেন, হাকামের অমুক মেয়েটির সম্পর্কে আপনি কি অবহিত নন যে, তার স্বামী তাকে বায়িন তালাক দিয়েছেন? তারপর সে ঘর থেকে বের হয়েছে? তিনি বললেন, আপনি কি ফাতিমার উক্তি শুনে নি? তখন তিনি বললেন, তা বর্ণনার মধ্যে তার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

২- بابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

৬. অনুচ্ছেদ : বায়িন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং বিধবার জন্য ইদত পালনকালে প্রয়োজনে দিনের বেলায় ঘরের বাইর যাওয়া জায়েয

৩৫৮৭. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَاتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ بَلَى فَجُذِيَ نَحْلُكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا -

৩৫৮৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন মায়মুন, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হন। এরপর তিনি তাঁর (খেজুর বাগানের) খেজুর পাড়ার ইচ্ছা করলেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে বাইরে যেতে বাধা দিলেন। তখন তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। নবী ﷺ বললেন, হাঁ, তুমি তোমার বাগানের খেজুর পাড়ার জন্য বাইরে যেতে পার। কারণ সম্ভবত তা থেকে অন্যদের সদকা করবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করবে।

৭- بابُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَغَيْرُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

৭. পরিচ্ছেদ ; বিধবা ও অন্যান্য তালাপ্রাপ্তা মহিলার সন্তান প্রসবের সাথেসাথে ইদতপূর্ণ হওয়া

৩৫৮৯. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَرَمَلَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعِيدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بِذُرٍّ فَتُوفِّيَ عَنْهَا فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشُبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكَ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَافْتَانِي بَأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوُجِ إِنْ بَدَأَ لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَ فِي دَمِهَا غَيْرٌ أَنَّهُ لَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ -

৩৫৮৮. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র) উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উত্বা ইবন মাসউদ বর্ণনা করেন যে, তার পিতা 'উমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন আরকাম যুহরীকে নির্দেশ দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন সুবায়'আ বিনত হারিস আসলামীর কাছে চলে যান। তারপর তাকে তার হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফাতওয়া চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে যা বলেছিলেন। উমর ইবন আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ ইবন উত্বাকে লিখে পাঠালেন যে, সুবায়'আ তাকে জানিয়েছেন- তিনি বনু আমির ইবন লুআই গোত্রের সা'দ ইবন খাওলার স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাদরী সাহাবী এবং বিদায় হজ্জের সময় ওফাত পান। সে সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তার স্বামীর ইত্তিকালের অব্যবহিত পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হলেন, তখন বিবাহের পয়গামদাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে লাগলেন। তখন বনু আবদুদ দার গোত্রের আবু সানাবিল ইবন বা'কাক নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে বললেন, মতলব কি? আমি তোমাকে সাজসজ্জা করতে দেখতে পাচ্ছি! সম্ভবত তুমি বিবাহ প্রত্যাশী? আল্লাহর কসম! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না। সুবায়'আ বললেন, যখন সে লোকটি আমাকে একথা বলল, তখন কাপড় চোপড় পরিধান করে সন্ধ্যাবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চলে এলাম। আমি তাঁকে সে বিষয়ে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই আমার ইদত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে আরও নির্দেশ দিলেন যে, আমি ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। ইবন শিহাব (র) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই প্রসূতির জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে আমি দূষণীয় মনে করি না, যদিও সে তখন নিফাসের ইদত পালনরত থাকে। তবে নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পূর্বে স্বামী তার সাথে সহবাস করবে না।

৩৫৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنَفَّسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَلِيَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَلِيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ -

৩৫৮৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনাযী (র) সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে সমবেত হলেন। তাঁরা এমন একজন মহিলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন যিনি তাঁর স্বামীর ইনতিকালের কয়েক দিন পরেই সন্তান প্রসব করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তার ইদত হবে দু'টির মধ্যে দীর্ঘতরটি। আবু সালামা (রা) বললেন, তার ইদত পূর্ণ হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা দু'জনে বিতর্ক শুরু করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি আমার ভাতিজা আবু সালামার পক্ষে। এরপর তারা সবাই ইব্ন আব্বাসের মুক্তদাস কুরায়বকে উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন। সে তাদের কাছে এসে বললো যে, উম্মু সালামা (রা) বলেছেন, সুবায়'আ আসলামিয়া তার স্বামীর ইনতিকালের কয়েক রাত পরেই সন্তান প্রসব করেন এবং তিনি সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করেন। তখন তিনি তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন।

৩৫৯০. মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ, আবু বকর ইব্ন শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে লায়স (র) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, “তারা সবাই উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন” এবং তিনি (লায়স) কুরায়বের নাম উল্লেখ করেন নি।

৪. بَابُ وَجُوبِ الْأَحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

৮. পরিচ্ছেদ : স্বামীর মৃত্যুকালীন ইদতে বিধবা স্ত্রীর শোক পালন করা ওয়াজিব এবং অন্যান্যদের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হারাম

৩৫৯১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى

أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوَفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحْدِثُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوَفِّي أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحْدِثُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَمْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ أَحَدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدُ قُلْتُ لَزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّتِيَابَهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُ بِهِ فَقَلَمًا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تَرَأْجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ -

৩৫৯১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়নাব বিনত আবু সালামা (রা) তার কাছে এই তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (হুমায়দ ইব্ন নাফি') বলেন-

১. যায়নাব (রা) বলেছেন, যখন নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা)-এর পিতা আবু সুফিয়ান ইনতিকাল করেন তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, উম্মু হাবীবা (রা) হলদে বর্ণের সুগন্ধি আনালেন অথবা অন্য কোন প্রসাধনী চেয়ে পাঠালেন। তা থেকে একটি বালিকাকে নিজ হাতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার দুই গালে হাত মুছে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, সে মহিলার জন্য তার কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। তবে বিধবা তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।

২. যায়নাব (রা) বলেন, এরপর আমি (নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী) যায়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর কাছে গেলাম। সে সময় তার ভাই ইনতিকাল করেছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি সুগন্ধি চেয়ে পাঠালেন এবং তা ব্যবহার করলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তার জন্য মৃত

ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।

৩. যায়নাব (রা) বলেন, আমি আমার মা উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কন্যাকে রেখে তার স্বামী ইন্তিকাল করেছে। তার (শোক পালন করতে গিয়ে) চোখে অসুখ হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা কি তার চোখে সুরমা ব্যবহার করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'না'। সে দুই কি তিনবার একই প্রশ্ন করল। প্রতিবারই তিনি বললেন, 'না'। এরপর তিনি বললেন, তার ইদ্দত তো মাত্র চার মাস দশদিন। অথচ জাহিলী যুগে তোমাদের একেকজন মহিলা বছরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। হুমায়দ (রা) বলেন, আমি যায়নাবকে বললাম, বছরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার তাৎপর্য কি? যায়নাব (রা) বললেন, সেকালে কোন স্বামী ইন্তিকাল করলে স্ত্রীকে একটি সংকীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করতে হত এবং ছিঁড়ে-ফাড়া কাপড় চোপড় পরিধান করতে হত। সে কোন প্রসাধনী দ্রব্য স্পর্শ করতে পারত না কিংবা অন্য কোন সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করত না। এমনিভাবে দীর্ঘ একটি বছর কেটে যেত। এরপর তার সামনে আনা হত গাধা, বকরী কিংবা পাখি জাতীয় কোন প্রাণী এবং সে ঐ প্রাণীকে স্পর্শ করে ইদ্দত পূর্ণ করত। সে যে প্রাণীকে স্পর্শ করত তা খুব কমই বাঁচত। এরপর সে ঐ সংকীর্ণ কুঠুরী থেকে বের হয়ে আসত। তখন তার হাতে উটের বিষ্ঠা দেওয়া হত এবং সে তা ছুঁড়ে মারত। এরপর সে যা ইচ্ছা সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহারের প্রতি মনোযোগী হত।

৩৫৯২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوَفِّيَ حَمِيمٌ لَأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعِهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৫৯২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর থেকে হুমায়দ ইবন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়নাব বিনত উম্মু সালামাকে বলতে শুনেছি যে, উম্মু হাবীবা (রা)-এর একজন নিকটাত্মীয় ইন্তিকাল করেন। এরপর তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি চেয়ে পাঠান এবং তার তার দুই বাহুতে মেখে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি তা এ জন্য করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কারো মৃত্যুতে তিনদিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে। আর যায়নাব (রা) এই হাদীসখানা তার মা (উম্মু সালামা রা) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৫৯৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تَحَدَّثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوَفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَاتَّوَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ أَحْدَاكُنْ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا

فِي أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفْلًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৩৫৯৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) হুমায়দ ইবন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়নাব বিনত উম্মু সালামাকে তাঁর মায়ের সূত্রে বলতে শুনেছি যে, এক মহিলার স্বামী মারা গেল। লোকেরা তার চোখের ব্যাপারে আশংকাবোধ করল। তখন তারা নবী ﷺ-এর কাছে আসল। তারা তাঁর কাছে মহিলার চোখে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জাহিলী যুগে স্বামীর মৃত্যুতে তোমাদের কেউ কেউ সাদা-মাটা কাপড় চোপড় কিংবা ছিঁড়ে-ফাড়া বস্ত্র পরিধান করে একটি সংকীর্ণ কক্ষে পুরো এক বছর (ইদত পালনের জন্য) অতিবাহিত করত। এরপর কোন কুকুর তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে সে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত, তারপর সেখান থেকে দের হত। এখন চার মাস দশদিনও প্রতীক্ষা করতে পারবে না?

৩৫৯৪. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمَّهَا زَيْنَبَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ -

৩৫৯৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয নিজ পিতা থেকে হুমায়দ ইবন নাফি' (র) থেকে উভয় হাদীস বর্ণিত; চোখে সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত উম্মু সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস এবং উম্মু সালামা (রা) ও নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের মধ্য থেকে কোন একজনের বর্ণিত হাদীস। তবে তিনি তার বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন জা'ফারের বর্ণনার মত তার নাম 'যায়নাব' বলে উল্লেখ করেন নি।

৩৫৯৫. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُؤْفَى عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ -

৩৫৯৫. আবু বাকর ইবন শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) হুমায়দ ইবন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যায়নাব বিনত আবু সালামাকে উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা শুনেছেন। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) কাছে উত্থাপন করলেন যে, আমরা মেয়ের স্বামী মারা গিয়েছে। তার চোখে অসুখ হয়েছে। সে এখন তার চোখে সুরমা ব্যবহার করতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (জাহিলী যুগে স্বামীর মৃত্যুতে) তোমাদের কেউ এক বছরের মাথায় উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করত। আর এখন তো মাত্র চার মাস দশ দিন।

২৫৯৬- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ أَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعَى أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضِيهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৩৫৯৬. আমরুন নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র) যায়নাব বিনত আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রা)-এর কাছে তার পিতা আবু সুফিয়ানের ইনতিকালের খবর পৌঁছল। তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি চেয়ে পাঠালেন এবং তা তার দুই হাত ও দুই গালে মেখে নিলেন। আর বললেন, আমার এর কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, তার পক্ষে কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। কেননা সে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

২৫৯৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَايَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا -

৩৫৯৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ও ইবন রুমহ (র) লায়স ইবন সা'দ থেকে হাফসা (রা) কিংবা আয়েশা (রা) থেকে পৃথকভাবে অথবা তাদের দু'জন থেকে যৌথভাবে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও শেষবিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে কিংবা যে মহিলা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে তার স্বামীর বিষয়টি স্বতন্ত্র।

২৫৯৮- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ -

৩৫৯৮. শায়বান ইবন ফাররুখ (র) 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার নাফি' (র) থেকে লায়স বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫৯৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

৩৫৯৯. আবু গাস্‌সান মিসমাদি ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) সাফিয়্যা বিনত আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উমরের কন্যা হাফসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। রাবী কর্তৃক বর্ণিত এ বর্ণনাটি লায়স ও ইবন দীনার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে তার বর্ণনায় এতটুকু বেশি উল্লেখ আছে, “ কারণ সে তার (স্বামীর) জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। ”

২৬০০. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ -

৩৬০০. আবুর রাবী (র) সাফিয়্যা বিনত আবু উবায়দ (র) নবী ﷺ-এর জনৈক সহধর্মিণী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তাদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

২৬০১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجَهَا -

৩৬০১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র) আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও শেষবিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে তার স্বামীর বিষয়টাস্বতন্ত্র।

২৬০২. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ -

৩৬০২. হাসান ইবন রাবী (র) উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মহিলা তার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে না। তবে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করবে। এই সময়সীমায় (ইদতের মেয়াদকালে) সে রঙীন কাপড় চোপড় পরিধান করবে না। তবে কালো রঙে রঞ্জিত চাদর পরিধান করতে পারবে। সে চোখে সুরমা লাগাবে না এবং কোন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং সে হাযয থেকে পবিত্র হলে কুস্ত ও আয্ফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

২৬০৩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي طَاهِرٍ نُبْدَةٌ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ -

৩৬০৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) এ সনদে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। আমরা নাকিদ ও ইয়াযীদ ইবন হারুন (র) বলেন, সে তার হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার পর কুস্ত ও আয্ফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

৩৬.৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحْدِثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ أَحَدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ -

৩৬০৪. আবুর রাবী যাহরানী (র) উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালনের বিষয়টা ব্যতিক্রম। আমরা চোখে (ইদতকালীন সময়ে) সুরমা লাগাতাম না, কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতাম না এবং রঙীন কাপড়-চোপড় পরতাম না। তবে আমাদের মধ্য থেকে কোন মহিলা যখন হায়য থেকে পবিত্র হয়ে গোসল করত, তখন তাকে কুস্ত ও আয্ফার নামক সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হত।

كِتَابُ الْإِيمَانِ

অধ্যায় : নি‘আন

৩৬০. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ سَهَابٍ أَنَّ شَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلُّ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَسْمَعُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهَيْ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَّا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَّغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَقْتُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ -

৩৬০৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) মালিক থেকে, তিনি ইবন শিহাব থেকে এবং তিনি সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উয়ায়মির আজলানী (রা) আসিম ইবন আদী আনসারী (রা)-এর কাছে এসে তাকে বললেন, হে আসিম! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে (সঙ্গম করতে) পায়; তবে তোমার অভিমত কি? সে কি তাকে হত্যা করবে? ফলে তোমরা কি তাকে (কিসাসের বিনিময়ে) হত্যা করবে? যদি তা না হয় তবে সে কী করবে? হে আসিম! তুমি আমার পক্ষে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস কর। তখন আসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রকম প্রশ্ন করা অপসন্দ করলেন এবং এটি দূষণীয় মনে করলেন। ফলে আসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে যা শুনলেন এতে বড়ই দুঃখিত হলেন। আসিম ফিরে আসলে, তখন 'উয়ায়মির তার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেছেন? আসিম উয়ায়মিরকে বললেন, তুমি আমার কাছে ভাল কাজ নিয়ে আস নি। তুমি যে বিষয়ে জিজ্ঞেস

করতে বলেছ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই অপসন্দ করেছেন। উয়ায়মির (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হব না। তখন উয়ায়মির গেলেন এবং লোক সমাবেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে (সঙ্গম করতে) দেখতে পায় তাহলে সে কি তাকে কতল করে ফেলবে? আর তখন কি (কিসাস হিসাবে) আপনারা তাকে কতল করে ফেলবেন? অথবা সে কী করবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে (আল্লাহর) হুকুম নাযিল হয়েছে। তুমি যাও, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো। সাহল বলেন, এরপর তারা উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) লি'আন করলেন। আমি তখন লোকজনদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। যখন তারা লি'আন সমাধা করলেন তখন উয়ায়মির বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি তাকে আমার স্ত্রীতে বহাল রাখি তাহলে তো আমি তার উপর মিথ্যারোপকারী সাব্যস্ত হবো। একথা বলেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দেওয়ার আগেই। ইবন শিহাব (র) বলেন, তখন থেকে লি'আনকারীদের জন্য এটাই সুন্নাত সাব্যস্ত হল।

২৬.৬- وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنِينَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ حَامِلًا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا۔

৩৬০৬. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আজলান গোত্রের 'উয়ায়মির আনাসারী 'আসিম ইবন 'আদীর কাছে এলেন পরবর্তী অংশ মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তিনি তার হাদীসে একথাও বলেছেন, “উয়ায়মির তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে পরবর্তীতে লি'আনকারীদের জন্য তা সুন্নাত রূপে পরিগণিত হল।”। তিনি তার বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেছেন, সাহল বলেছেন- “সে মহিলাটি ছিল গর্ভবতী। সে গর্ভজাত সন্তানটি পরবর্তীতে তারই পুত্র হিসেবে পরিচিত হয়।” এরপর এই বিধান প্রবর্তিত হল যে, সে তার মায়ের উত্তরাধিকারী হবে এবং তার মা আল্লাহর নির্ধারিত হিস্যা হিসেবে তার থেকে মীরাসের অধিকারী হবে।

২৬.৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الْمُتَلَاعِنِينَ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقَصَّتِهِ وَزَادَ فِيهِ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنِينَ۔

৩৬০৭. মুহাম্মদ ইবন রা'ফি (র) ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবন শিহাব (র) বনু সাঈদা গোত্রের সাহল ইবন সা'দ বর্ণিত দুই লি'আনকারী ও তার বিধান সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি (সাহল) বলেন, জনৈক আনসারী নবী পাছালাহু আল্লাহু আনসালাহ-এর কাছে এলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কোন লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় তাহলে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এরপর পুরো ঘটনাসহ হাদীস বর্ণনা করেন। এতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) মসজিদের ভেতরে লি'আন করলেন আর আমি উপস্থিত ছিলাম। আর তিনি এ হাদীসে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ পাছালাহু আল্লাহু আনসালাহ তাকে কোন নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে নবী পাছালাহু আল্লাহু আনসালাহ-এর সম্মুখেই পৃথক করে দেন। তখন নবী পাছালাহু আল্লাহু আনসালাহ বললেন : এটাই উভয় লি'আনকারীর মধ্যকার বিচ্ছেদ।

২৬.৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي امْرَأَةٍ مُصْعَبٍ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِي قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِي قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ادْخُلْ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بِرِذْعَةٍ مُتَوَسِدٌ وَسَادَةٌ حَشَوَهَا لَيْفٌ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانَ بْنُ فُلَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ » فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاها فَوَعَظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ أَكْذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৩৬০৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আবের স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকে দুই লি'আনকারীর মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা হবে কি না। তিনি বলেন, তখন আমি কী বলব তা আমার জানা ছিল না। এরপর

আমি মক্কায় ইব্ন উমর (রা)-এর বাসভবনে গেলাম। আমি তাঁর গোলামকে বললাম, আমার জন্য অনুমতি নিয়ে এসো। সে বলল, তিনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু তিনি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, ইব্ন জুবায়ের? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ভিতরে এসো। আল্লাহর কসম! এই সময় তোমার বিশেষ প্রয়োজনই নিয়ে এসেছে। আমি ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি একটি কঞ্চল বিছিয়ে একটি বালিশের উপর হেলান দিয়ে আছেন। বালিশটি খেজুর ছোবড়ায় ভর্তি ছিল। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! দু'জন লি'আনকারী-এদের কি পৃথক করা হবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! হ্যাঁ। সর্বপ্রথম এই বিষয়ে অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞেস করেছিল। সে বলেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কী বলেন, যদি আমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত দেখতে পায় তাহলে সে কী করবে? যদি সে বলাবলি করে, তাহলে তো গুরুতর আকার ধারণ করবে। যদি সে নীরব থাকে, তাহলে এমন সাংঘাতিক বিষয়ে কি করে নীরব থাকবে? তিনি বলেন, তখন নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} চুপ রইলেন; কোন উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি আবার তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার নিজের উপরই তা ঘটেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরের এই আয়াতগুলো নাযিল করেন : “আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্যের ধরন হবে এই যে, সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, সে অবশ্যি সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব” (সূরা নূর : ৬-৯)।

তিনি তাকে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনালেন। এরপর তাকে নসীহত করলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজতর। সে বলল, ‘না’। সেই মহান সত্তার কসম- যিনি আপনাকে নবী হিসেবে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার (আমার স্ত্রীর) উপর কোন মিথ্যা আরোপ করি নি। এরপর তিনি মহিলাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে নসীহত করলেন, তাকে পরকালের ভয় দেখালেন, সর্বোপরি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজতর। সে বলল, না সেই মহান সত্তার কসম- যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পুরুষ লোকটির দ্বারা লি'আন বাক্য পাঠ করাতে শুরু করলেন। সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, সে তার কথায় সত্যবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তা হলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসুক। এরপর তিনি (নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}) স্ত্রীলোকটিকে নির্দেশ দিলেন। সেও আল্লাহর নামে কসম করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (মহিলার) উপর আল্লাহর গযব পতিত হোক। তখন নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

২৬.৯- وَحَدَّثَنِيهِ عَلَىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَلَرَّ مَا أَقُولُ فَاتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ -

৩৬০৯. আলী ইবন হুজর সা'দী (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বললেন, মুস'আব ইবন যুবায়র (রা)-এর শাসনামলে দুই লি'আনকারী সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কি উত্তর দেব। তখন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর কাছে এসে বললাম, দুই লি'আনকারী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তাদের মধ্যে কি বিচ্ছেদ সাধন করা হবে? এরপর তিনি ইবন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩৬১০. ২৬১১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَلْمُتْلَاعَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَذِبٌ لَأَسْبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي؟ قَالَ لَأَمَالٌ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّكَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا قَالَ زُهَيْرٌ فِي رَوَايَتِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ وَ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩৬১০. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইবন শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লি'আনকারীদের (লি'আন বাক্য পাঠের ব্যাপারে) হিসাব গ্রহণ আল্লাহর দায়িত্ব। তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তার (তোমার স্ত্রীর) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মালের (প্রদত্ত মাহর) কি হবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার মাল পাবে না। যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে তোমার দেওয়া সম্পদ ঐ বস্তুর বিনিময় বলে গণ্য হবে যা দ্বারা তুমি তার লজ্জাস্থান হালাল করেছ। আর যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক তাহলে তার থেকে মাল ফেরত পাওয়া তো আরো দূরের কথা। যুহায়র (র) তার বর্ণনায় বলেছেন যে, সুফিয়ান (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (র)-এর সূত্রে ইবন উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বলতে শুনেছেন।

৩৬১১. ২৬১১. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ -

৩৬১১. আবুর রাবী যাহরানী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু আজলান গোত্রের দুই জনকে (স্বামী-স্ত্রী) রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ ভালভাবেই জানেন যে, নিশ্চয়ই তোমাদের দু'জনের একজন মিথ্যাবাদী। এরপর তোমাদের কেউ কি তাওবার জন্য প্রস্তুত আছ?

৩৬১১/১. ২৬১১/১. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللَّعَانِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৬১১/১. ইবন আবু উমর (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, আমি লি'আন সম্পর্কে ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

৩৬১২. وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيِّ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يَفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجَلَانِ -

৩৬১২. আবু গাস্‌সান মিসমাই, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুস'আব (ইবন যুবায়র) (রা) তার শাসনামলে লি'আনকারীদের বিচ্ছিন্ন করেন নি। সাঈদ বলেন, এরপর বিষয়টি আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ বনু আজলান গোত্রের দু'জনকে (স্বামী-স্ত্রীকে) বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

৩৬১৩. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ قَالَ نَعَمْ -

৩৬১৩. সাঈদ ইবন মানসূর, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) এস্থলে হাদীসটি ইয়াহইয়ার বর্ণনা অনুসারে উদ্ধৃত হল। তিনি বলেন, আমি মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, নাকি' কী আপনার কাছে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তার স্ত্রীর উপর লি'আন করেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানের বংশ পরিচয় তার মায়ের সাথে যুক্ত করেন? তিনি (মালিক) বলেন, হ্যাঁ।

৩৬১৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا -

৩৬১৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন আনসারী পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করান এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেন।

৩৬১৪/১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৩৬১৪/১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৬১৫. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدَتْهُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهُ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدَتْهُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجْعَلْ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » هَذِهِ الْآيَاتُ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَاكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَهُ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاَعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ نَعَزَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْ فَأَبَتْ فَلَعَنْتُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا -

৩৬১৫. যুহায়র ইব্ন হারব, উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার জুমু'আর রাতে মসজিদে ছিলাম। তখন জনৈক আনসারী সেখানে উপস্থিত হল। সে বলল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায়, সে যদি এ নিয়ে কথা বলে, তাহলে আপনারা তো তাকে কোড়া লাগাবেন? অথবা সে যদি তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তো আপনারা তাকে কতল করবেন। যদি সে নীরব থাকে তাহলে তো তাকে সংঘাতিক গোশ্বাসহ নীরব থাকতে হবে। আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করবই। পরদিন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে প্রশ্ন করল। সে বলল, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে (সঙ্গম করতে) দেখতে পায় এবং সেই এ নিয়ে কথা বলে, তবে আপনারা তাকে কোড়া লাগাবেন। যদি তাকে হত্যা করে তবে আপনারা তাকে হত্যা করে ফেলবেন। আর যদি নীরব থাকে তবে তো তাকে ক্রোধ নিয়ে নীরব থাকতে হবে। (সুতরাং তার উপায় কি?) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি এর ফয়সালা দাও এবং তিনি দু'আ করতে লাগলেন। অনন্তর লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হল :

“আর যারা তাদের স্ত্রীদের উপর অভিযোগ তোলে অথচ তারা নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই”... এই আয়াতগুলো। (সূরা : নূর ৬-৯)।

এরপর সে ব্যক্তি লোকজনের সামনে লি'আনের পরীক্ষার সম্মুখীন হল। তারপর সে তার স্ত্রীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল এবং তারা উভয়ে লি'আন করল। লোকটি আল্লাহর নামে কসম করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে সত্যবাদী। পঞ্চমবারে বলল, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপরে আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। এরপর মহিলাটি লি'আনের জন্য অগ্রসর হল। নবী ﷺ তাকে বললেন : থাম (যদি তোমার স্বামীর উক্তি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তুমি তা স্বীকার করে নাও)। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং লি'আন করে ফেলল। যখন তারা দু'জন ফিরে চলল, তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন, সম্ভবত এই মহিলা কৃষ্ণকায় কুণ্ডিত কেশধারী সন্তান প্রসব করবে। অবশেষে সে একটি কৃষ্ণকায় কুণ্ডিত কেশধারী সন্তানই জন্ম দিয়েছিল।

৩৬১০/১- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ -

৩৫১৫/১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আমাশ (র) থেকে এই একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৬১১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمِيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لَأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ فَلَا عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضَيْتُ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمِيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأُثْبِتْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمَشَ السَّاقَيْنِ -

৩৫১৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একটি বিষয়ে আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জ্ঞান তার কাছে আছে। আনাস (রা) বলেন, হিলাল ইবন উমায়্যা (রা) শরীক ইবন সাহমার সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্কে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলেন। তিনি ছিলেন বারা ইবন মালিকের বৈপিদ্রেয় ভাই। ইসলামে ইনিই সর্বপ্রথম লি'আন করেন। রাবী বলেন, তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে লি'আন সম্পন্ন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা ঐ মহিলার প্রতি নয়র রাখবে। যদি সে সরল কেশধারী গৌর বর্ণের লালচোখ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে সে হিলাল ইবন উমায়্যার ঔরষজাত। আর যদি সে (মহিলা) সুরমা চোখবিশিষ্ট কুঞ্চিত কেশ, সরু নলাবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহলে সে শরীক ইবন সাহমার সন্তান। রাবী আনাস (রা) বলেন, আমি জানতে পারলাম যে, ঐ মহিলাটি সুরমা চোখবিশিষ্ট কুঞ্চিত কেশধারী সরু নলাবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে।

৩৬১৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ وَاللَّفْظُ لِلَّابْنِ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلَيْتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدًّا أَدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَيْنَ فَوْضَعَتِ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَلَيْهِمَا فَقَالَ رَجُلٌ لَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ -

৩৬১৭. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির মিসরী ও ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র) লায়স (র) থেকে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লি'আনের উল্লেখ করা হয়। তখন আসিম ইবন আদী (রা) ঐ বিষয়ে কিছু কথা বলে ফিরে গেলেন। অতঃপর তার গোত্রের একজন লোক তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে এক লোককে দেখতে পেয়েছে। তখন আসিম (রা) বললেন, আমি আমার উক্তির (বক্তব্যের) কারণে এই মুসীবতে পতিত হলাম। তখন তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। সে তাঁকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করল, যাকে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখতে পেয়েছিল, এ লোকটি ছিল হরিৎ বর্ণবিশিষ্ট কৃশকায় ও সরল কেশধারী। আর সে যাকে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখতে পেয়েছিল সে ছিল সুঠাম দেহী, ছোট নলা ও বাদামী রং বিশিষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি বিষয়টি সমাধা করে দাও। সে মহিলা এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যে ছিল ঐ লোকটির মত যাকে স্বামী তার সঙ্গে দেখতে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করালেন। জনৈক ব্যক্তি সে মজলিসেই ইবন আব্বাস (রা)-কে বলল, এই কি সেই মহিলা যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, “যদি আমি বিনা প্রমাণে কাউকে ‘রজম’ করতাম তবে একেই রজম করতাম।” তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, না- সে ছিল অপর এক মহিলা যে মুসলমানদের মাঝে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা করত।

২৬১৮-وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْإَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُتْلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا -

৩৬১৮. আহমাদ ইবন ইউসুফ আযদী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দু'জন লি'আনকারীর প্রসঙ্গে উত্থাপন করা হল। পরবর্তী অংশ লায়সের হাদীসের অনুরূপ। অবশ্য এতে সুঠাম দেহী উল্লেখ করার পর তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, “সে ছিল কুণ্ডিত কেশধারী।”

২৬১৯-وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذُكِرَ الْمُتْلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ أَهْمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنْتُ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -

৩৬১৯. আমরুন নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র) আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণিত। যে, ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকটে দুই লি'আনকারীর বিষয় উত্থাপন করা হল। তখন ইবন শাদ্দাদ (র) বললেন, এরা কি ঐ

অধ্যায় : লি'আন

দু'জন যাদের সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছিলেন, আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে 'রজম' করতাম তবে ঐ মহিলাকে 'রজম' করতাম? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, 'না' এ সে মহিলা নয়। সে ছিল অপর এক মহিলা যার ব্যাপার প্রকাশ্য ছিল। ইব্ন আবু উমর (র) তার বর্ণনায় কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে বলেন যে, আমি এ হাদীস ইব্ন আব্বাসের কাছে শুনেছি।

২৬২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّارَوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَالَ سَعْدُ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ -

৩৬২০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন উবাদা আনসারী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে লোকটি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি যে তার স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষকে পায়? সে কি তাকে কতল করে ফেলবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না। সা'দ (রা) বললেন, নিশ্চয়ই (সে তাকে কতল করবে), সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা শোন; তোমাদের সরদার কী বলছেন।

২৬২১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمِهُلُّهُ حَتَّى أَتِيَ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ -

৩৬২১. যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কাউকে দেখতে পাই তাহলে চারজন সাক্ষী হাযির করা পর্যন্ত আমি কি তাকে অবকাশ দেব? তিনি বললেন, হাঁ।

২৬২২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمْسَهُ حَتَّى أَتِيَ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَفَيُورٌ وَأَنَا أَغِيرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغِيرُ مِنِّي -

৩৬২২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে চারজন সাক্ষী হাযির

না করা পর্যন্ত আমি কি তাকে স্পর্শ করব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ। তিনি (সা'দ) বললেন, কখনও নয়, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, অবশ্যি আমি তার (চারজন সাক্ষী হাযির করার) আগেই দ্রুত তার প্রতি তলোয়ার ব্যবহার করব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মনযোগ দিয়ে শোন, তোমাদের সরদার কী বলছেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আত্মমর্যাদার অধিকারী। আর আমি তার চাইতেও অধিকতর আত্মমর্যাদাশীল এবং আল্লাহ আমার চাইতেও অধিক আত্মমর্যাদাবান।

২৬২৩- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اتَّعَجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَظْهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ -

৩৬২৩. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী ও আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন জাহদারী (র) মুগীরী ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবন উবাদা (রা) বললেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে অপর কোন পুরুষকে দেখতে পাই তবে নিশ্চয়ই আমি আমার তরবারির ধার দিয়ে তার উপর আঘাত হানব- তার পার্শ্ব দিয়ে নয়। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছল। তিনি বললেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আশ্চর্য হয়েছে? আল্লাহর কসম! আমি তার চাইতে অধিকতর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর আল্লাহ আমার তুলনায় অধিকতর মর্যাদাবান। আল্লাহ তাঁর আত্মমর্যাদার কারণে প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অশ্লীল কর্ম হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর তুলনায় অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কেউ নেই এবং আল্লাহর চাইতে অধিকতর ওয়র পসন্দকারী কেউ নেই। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদের সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর চাইতে অধিকতর প্রশংসা পসন্দকারী কেউ নেই। এই কারণে তিনি জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন।

২৬২৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ غَيْرُ مُصْفِحٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ -

৩৬২৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তার বর্ণনার অনুরূপ 'পার্শ্ব দিয়ে নয়' শব্দটির উল্লেখ করেছেন এবং তিনি 'তা عنه (তার) শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

২৬২৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ -

৩৬২৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এল। সে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার নিকট কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ, আমার উট আছে। তিনি বললেন, সেগুলোর রং কি রকম? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার মধ্যে কি মেটে রংয়ের কোন উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ, তার মধ্যে মেটে রংয়ের উটও আছে। তিনি বললেন, এই মেটে রং কোথেকে এল? সে বলল, সম্ভবত তা তার বংশধারা টেনে নিয়ে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তোমার এই সন্তানের রংও হয়ত তা বংশধারা টেনে নিয়ে এসেছে।

৩৬২৬. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَنِيذٍ يُعَرِّضُ بَأْنَ يَنْفِيهِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ -

৩৬২৬. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) মা'মার ও ইব্ন আবু যি'ব (র) যুহরী (র) সূত্রে ইব্ন উয়ায়না (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, “সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। “এই উক্তি দ্বারা সে ঐ সময় তার পিতৃত্ব প্রত্যাখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। আর হাদীসের শেষভাগে অতিরিক্ত বলেছেন, “তিনি তাকে ঐ সন্তানের পিতৃত্ব প্রত্যাখ্যানের অনুমতি দেন নি।”

৩৬২৭. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّيْثُ لِحَرَمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنَّى هُوَ قَالَ لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونَ نَزْعُهُ عِرْقٌ لَهُ -

৩৬২৭. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে এবং তাকে আমার অন্তর গ্রহণ করে না। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমার কাছে উট আছে কি? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, সেগুলোর রং কী? সে বলল, লাল। তিনি বললেন, সেগুলো মধ্যে কি মেটে (কালো) রং-এরও আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই রং কোথেকে এল? সে বলল, সম্ভবত তার বংশধারা টেনে নিয়ে এসেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার এই কালো সন্তানের রংও হয়ত তার বংশধারা টেনে নিয়ে এসেছে।

২৬২৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْبُ بْنُ حَزِيمٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৩৬২৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ বিবরণ পৌঁছেছে যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তীদের অনুরূপ।

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় : দাসমুক্তি

৩৬২৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاءُوهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالْأَفْقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -

৩৬২৯. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) বলেন, আমি মালিককে বললাম, আপনার কাছে নাসি' (র) হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শরীকী (যৌথ মালিকানাধীন) ক্রীতদাস থেকে তার নিজ অংশ মুক্ত করে দেয় এবং তার (মুক্তিদাতার) কাছে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকে যা উক্ত ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ পৌঁছে যায়- তবে ন্যায়সংগতভাবে মূল্য নিরূপণ করতে হবে। অতঃপর অন্যান্য অংশীদারদের হিস্যার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর ক্রীতদাসটি পুরোপুরিভাবে তার পক্ষ থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। তবে যদি সে (পুরো অংশের মূল্য পরিশোধে) সক্ষম না হয় তাহলে সে যতটুকু অংশ মুক্ত করেছে, ততটুকু মুক্ত হয়ে যাবে।

৩৬৩০. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْرُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُزَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ -

৩৬৩০. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ, শায়বান ইবন ফাররুখ, আবুর রাবী, আবু কামিল, ইবন নুমায়র, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইবন মানসুর, হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নাসি' (র) থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের মর্যাদাযায়ী।

৩৬২১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ -

৩৬২১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন দু'জনের যৌথ মালিকানাধীন গোলাম থেকে একজন নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে অপরজনের হিস্যারও সে যিম্মাদার হবে (যদি সে বিত্তবান হয়)।

৩৬২২- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَّصَهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ -

৩৬২২. আমরুন নাকিদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন গোলামকে নিজের হিস্যা মুক্ত করে দিবে, তার বাকী অংশ তার সম্পদদ্বারাই মুক্ত করতে হবে যদি সে ধনবান হয়। আর যদি সে বিত্তশালী না হয় তাহলে সে গোলামকে উপার্জনের মাধ্যমে আযাদী লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করতে হবে। তবে তার উপর তার সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না।

৩৬২৩- وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمٌ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيَمَةٌ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ -

৩৬২৩. আলী ইবন খাশরাম (র) সাঈদ ইবন আবু আরুবা (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত। তবে তিনি তার বর্ণনায় এতটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, “সে মুক্তিদাতা বিত্তবান না হলে ঐ দাসের প্রচলিত মূল্য নিরূপণ করতে হবে। এরপর তার অবশিষ্ট অংশ মুক্ত করার লক্ষ্যে তাকে উপার্জনে নিয়োজিত করতে হবে। তবে এই ব্যাপারে তাকে সাধ্যাতীত কষ্টে ফেলা যাবে না।”

৩৬২৪- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قَوْمٌ عَلَيْهِ قِيَمَةٌ عَدْلٍ -

৩৬২৪. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) ওয়াহব ইবন জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাতাদা (র)-কে এ সনদে ইবন আবু আরুবা এর হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন, “দাসের উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করতে হবে।”

১- بَابُ بَيَانِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

১. পরিচ্ছেদ : মুক্তদাসে অভিভাবকত্ব হবে মুক্তিদাতার

২৬২৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُهَا عَلَى أَنْ وَلَائَهَا لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

৩৬৩৫. ইয়হইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার একটি দাসী খরিদ করে তাকে মুক্ত করে দিবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তখন সে দাসীর মনিবেরা তাকে জানালেন যে, আমরা আপনার কাছ থেকে এই শর্তে দাসীটি বিক্রয় করতে পারি যে, তার ওয়ালা'র' অধিকারী আমরাই থাকব। তিনি বলেন, বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, এই শর্ত তোমাকে 'ওয়ালা' থেকে বঞ্চিত করবে না। কেননা মুক্তিদাতার জন্যই 'ওয়ালা'র হক' নির্ধারিত।

২৬২৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَرْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضَى عَنْكَ كِتَابَتُكَ وَيَكُونَنَّ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَأْنُكَ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَنَّ لَنَا وَلَاؤُكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ -

৩৬৩৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) লায়স (রা) থেকে 'উরওয়া (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বারীরা (রা) তাঁর লিখিত মুক্তি চুক্তির বিনিময় পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আয়েশা (রা)-এর কাছে এল। সে তার মুক্তিপণের কিছুই আদায় করে নি। তখন আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও। যদি তারা এ শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করে যে, আমি তোমার মুক্তিপণের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করলে তোমার ওয়ালা আমার প্রাপ্য হবে, তবে তা আমি করতে পারি। বারীরা তার মনিবদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করল। কিন্তু তারা সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করল না এবং বলে পাঠাল, যদি তিনি সাওয়্যাবের আশায় তোমার মুক্তিপণ আদায়ের দায়িত্ব নেন তাহলে নিতে পারেন, তবে তোমার 'ওয়ালা' আমাদের জন্যই

১. الولاء আরবী শব্দ। এর অর্থ অধিকারী হওয়া, স্বত্ববান হওয়া ইত্যাদি। ইসলামী বিধানের পরিভাষায় দাস-দাসীর অর্জিত সম্পদ ইত্যাদির অভিভাবকত্বকে 'ওয়ালা' বলা হয়। দাস-দাসীর মৃত্যুর পর তার মনিব তার 'ওয়ালা'-এর উত্তরাধিকারী। আর আযাদকৃত দাসের 'ওয়ালা'-এর অধিকারী হয় মুক্তিদাতা।

থাকবে। এরপর তিনি (আয়েশা রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তাঁকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতে পার। কেননা ‘ওয়ালা’ মুক্তিদাতার জন্যই নির্ধারিত। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন : লোকদের কী হয়েছে তারা এমন কতক শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে ব্যক্তি এমন শর্তারোপ করবে যা আল্লাহর কিতাবে নেই- সে শর্তের কোন মূল্য নেই যদিও সে একশো বার শর্তারোপ করে। আল্লাহর শর্তই কেবল যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য।

৩৬৩৭- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَّةٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنَّا ابْتِغَايَ وَأَعْتَقِي وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ -

৩৬৩৭. আবু তাহির (র) উরওয়া ইবনু-যুবায়র (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বারীরা (রা) আমার কাছে এল। সে বলল, হে আয়েশা! আমি আমার মুনিবের কাছে মুক্তিপণের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি যে, বছরে এক উকিয়া (চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া) করে নয় বছরে সর্বমোট নয় উকিয়া পরিশোধ করব। এরপর লায়স (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় এতটুকু বেশি আছে : “তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তাদের এ শর্ত করা তোমাকে ‘ওয়ালা’ প্রাপ্তি হতে বাধা দিবে না। তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতে পার।” উরওয়া ইবন যুবায়র (র) এই হাদীসে উল্লেখ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করেন।

৩৬৩৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتِبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْقِيَّةٌ فَأَعِينِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكَ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكَ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَاتَّخِذْنِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ لَهَا اللَّهُ إِذَا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقْتُ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -

৩৬৩৮. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলা হামদানী (র) আবু উসামা হতে, তিনি হিশাম ইবন 'উরওয়া (র) হতে, তিনি নিজ পিতা হতে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদিন বারীরা (রা) আমার কাছে এল। সে বলল, আমার মুনিব আমাকে প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় বছরে নয় উকিয়া (চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া) আদায় করার শর্তে আমাকে মুক্তিদানের চুক্তি করেছে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি (আয়েশা রা) তাকে বললাম, তোমার মুনিব যদি এই শর্তে রাযী হয় যে, তোমার মুক্তিপণ একসঙ্গে আদায় করে দিলে তোমার 'ওয়ালা' আমার প্রাপ্য হবে তাহলে আমি তোমাকে মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। তখন বারীরা (রা) এই বিষয়টি তার মুনিবের কাছে উত্থাপন করলে তাদের জন্য 'ওয়ালা' ব্যাতিরেকে তারা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। এরপর সে আমার (আয়েশা রা-এর) কাছে এসে তাদের কথা বলল। তিনি বলেন, আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি রাযী নই। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি শুনলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও এবং তাদের জন্য ওয়ালা'র শর্তে রাযী হয়ে যাও। প্রকৃতপক্ষে 'ওয়ালা' সেই পাবে যে মুক্তিদান করে। আমি (আয়েশা) তাই করলাম। রাবী বলেন, এরপর সন্ধ্যাবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা ও তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন। এরপর বললেন : লোকের অবস্থা এই পর্যায়ে নেমে গিয়েছে যে, তারা এমন সব শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। স্মরণ রাখ, যে শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল বলে গণ্য, যদিও শতবার শর্তারোপ করা হয়। আল্লাহর কিতাবের শর্তই যথার্থ, আল্লাহর শর্তই নির্ভরযোগ্য। তোমাদের মধ্যে কতক লোকের কী হয়েছে যে, তারা অপরকে বলে অমুককে মুক্ত করে দাও আর 'ওয়ালা' গ্রহণ করব আমরা? অথচ 'ওয়ালা' তো তারই, যে আযাদ করে।

২৬৩৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجَهَا عَبْدًا فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ -

৩৬৩৯. আবু বকর ইবন শায়বা ও আবু কুরায়ব ইবন নুমায়র হতে, আবু কুরায়ব ওয়াকী (র) হতে, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম জারীর হতে, আর তারা সকলে হিশাম ইবন 'উরওয়া হতে আবু উসামাহিশাম বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ একই সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে জারীর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে : “তিনি বলেন, তার (বারীরার) স্বামী ছিল দাস। সে কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দান করেছিলেন (যখন সে মুক্ত হবে তখন দাস স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখতে কিংবা তা নাকচ করে দিতে পারবে- এই ইখতিয়ার তাকে দেওয়া হয়েছিল)। সে নিজেকেই বেছে নিল (দাস স্বামীকে পসন্দ করল না)। যদি সে স্বাধীন হত তাহলে তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাকে (বারীরাকে) ইখতিয়ার প্রদান করতেন না।” আর তাদের বর্ণিত হাদীসে أَمَّا (অতঃপর) শব্দটির উল্লেখ নেই।

২৬৪০- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ

قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَائِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَعَتَقْتُ فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدَى لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُّوهُ -

৩৬৪০. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার কল্যাণে তিনটি শরী‘আতী বিধান লাভ হয়েছিল :

১. তার মুনিবেরা তাকে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এবং তার ‘ওয়ালা’র উপর তাদের অধিকার লাভের শর্তারোপ করেছিল। আমি নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। কেননা ‘ওয়ালা’ তারই প্রাপ্য যে আযাদ করে।

২. যখন তাকে (বারীরাকে) মুক্ত করে দেওয়া হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (তার দাস স্বামীকে রাখা, না রাখার) ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। এরপর সে নিজকে বেছে নিল। (তার দাস স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করল)।

৩. তিনি (আয়েশা রা) বলেন, লোকেরা বারীরাকে সদকা-খয়রাত করত এবং সে তা (সদকাকৃত জিনিস) থেকে আমাদের কাছে হাদিয়া পাঠাত। আমি নবী ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, “তা তার জন্য সদকা এবং তোমাদের জন্য হাদিয়া। সুতরাং তোমরা তা খেতে পার।”

২৬৪১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أَنْاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ وَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَائِشَةُ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

৩৬৪১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কতিপয় আনসার মুনিবের কাছ থেকে বারীরাকে খরিদ করলেন। তবে তারা (সে সময়) ‘ওয়ালা’র শর্তারোপ করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘ওয়ালা’ তারই প্রাপ্য যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে (মুক্তিদাতা)। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। তার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। একবার সে আয়েশা (রা)-এর কাছে কিছু পরিমাণ গোশ্ত হাদিয়া পাঠাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা যদি এই গোশ্ত থেকে আমার জন্য কিছুটা রান্না করে আনতে.....। তখন আয়েশা (রা) বললেন, এতো বারীরার সদকা হিসেবে পেয়েছে (আর আপনার জন্য সদকা হারাম)। তিনি বললেন, তা তার জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

২৬৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِثْقِ

فَاشْتَرَطُوا وَلَائَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرَيْهَا وَأَعْتَقِهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ هَذَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَخَيْرَتٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي -

৩৬৪২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুক্ত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বারীরাকে খরিদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা (বারীরার মুনিবেরা) তার 'ওয়ালা'র অধিকার লাভের শর্তারোপ করে বসল। তখন তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। আসলে 'ওয়ালা' সেই পাবে যে মুক্তিদান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কিছু গোশ্ত হাদিয়ারূপে পেশ করা হল। তখন তারা নবী ﷺ-কে বললেন, এই গোশ্ত বারীরাকে সদকা হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, এতো তার জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। তাকে (বারীরাকে) এ অবস্থায় ইখতিয়ার দেওয়া হল যে, তার স্বামী ছিল স্বাধীন। শু'বা (র) বলেন, আমি পুনরায় তাকে (আবদুর রহমানকে) তার (বারীরার) স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি জানি না।

৩৬৪২-۱. আহমদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৬৪৩-۱. আহমদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৬৪৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বারীরার স্বামী ছিল দাস।

৩৬৪৪-۱. আহমদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৬৪৪. আবু তাহির (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার ঘটনায় তিনটি বিধান লাভ হয়েছে :

১. যখন সে মুক্তি লাভ করেছিল তখন স্বামীর (বৈবাহিক সূত্র বহাল রাখা, না রাখার) ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছিল।

২. তাকে গোশ্ত সদকা করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার (আয়েশার) কাছে এলেন। তখন গোশ্তের হাঁড়ি উনুনের উপর টগবগ করছিল। তিনি খাবার চাইলেন। তখন তাঁর সামনে রুটি এবং ঘর থেকে তরকারি পরিবেশন করা হল। তিনি বললেন, আমি কি লক্ষ্য করি নি যে, উনুনের উপর হাঁড়ি আছে যার মধ্যে গোশ্ত রয়েছে। তারা বললেন : জি হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওটা তো এমন গোশ্ত যা বারীরাকে সদকা করা হয়েছে। আমরা তা থেকে আপনাকে খাওয়ানো পসন্দ করি না। তখন তিনি বললেন, এতো তার জন্য সদকা এবং তার পক্ষ থেকে তা আমাদের জন্য হাদিয়া।

৩. নবী ﷺ তার (বারীরার) মুক্তির ব্যাপারে বললেন, ‘ওয়ালা’ তারই প্রাপ্য যে আযাদ করে।

২৬৪৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ-

৩৬৪৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আয়েশা (রা) একটি দাসী খরিদ করে মুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তার মনিবেরা তার ব্যতিরেকে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তবে ‘ওয়ালা’ তাদের থাকলে ভিন্ন কথা। তিনি এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে মুক্তি দিয়ে দাও। তা (মুক্তি দেওয়া) তোমাকে ‘ওয়ালা’ থেকে বাধাপ্রাপ্ত করবে না। কেননা ‘ওয়ালা’ তারই প্রাপ্য যে মুক্তিদান করে।

২- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبْتِهِ

২. পরিচ্ছেদ : ওয়ালা বিক্রি কিংবা হেবা করা নিষিদ্ধ

২৬৪৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ قَالَ مُسْلِمٌ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ-

৩৬৪৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘ওয়ালা’ বিক্রি করা এবং তা হেবা (দান বা উইল) করা নিষিদ্ধ করেছেন। মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র) বলেন, সকল মানুষ এই হাদীসের ব্যাপারে ‘আবদুল্লাহ ইবন দীনারের কৃপাধন্য [অর্থাৎ হযরত ইবন ‘উমর (রা) থেকে এ হাদীসটি কেবল তার সূত্রেই পাওয়া গেছে]।”

২৬৪৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ التَّقْفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الْبَيْعُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَبَةَ -

৩৬৪৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব, ইয়াহইয়া ইবন আয়ুব, কুতায়বা ইবন হুজর, ইবন নুমায়র, ইবন মুসান্না ও ইবন রাফি' আবদুল্লাহ ইবন দীনার হযরত ইবন 'উমর (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে [আবদুল ওয়াহাব] সাকাকীর বর্ণনায় 'উবায়দুল্লাহর সূত্রে কেবল বিক্রির কথা বলা হয়েছে। তিনি হেবার কথা উল্লেখ করেন নি।

২- بَابُ تَحْرِيمِ تَوَلَّى الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

৩. পরিচ্ছেদ : মুক্তদাসের জন্য তার মুক্তিদাতা ব্যতীত অন্য কাউকে মাওলা বানানো হারাম

২৬৪৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ -

৩৬৪৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী ﷺ ফরমান জারি করলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের উপর তৎকর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এরপর তিনি লিখলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে অপর মুসলিম ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার মুক্তি দওয়া গোলামের অলি (অভিভাবক) হওয়া হালাল নয়। এরপর আমি জানতে পারলাম যে, যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে তিনি তার লিখিত ফরমানে তাকে লা'নত করেছেন।

২৬৪৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ -

৩৬৪৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ক্রীতদাস) তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে মুনিব বানাবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত এবং তাঁর ফেরেশতাদেরও লা'নত। তার ফরয কিংবা নফল কিছুই (আল্লাহর কাছে) কবুল হবে না।

২৬৫০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ -

৩৬৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে মাওলা বানাবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে তার কোন ফরয কিংবা নফল আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না।

৩৬৫১. ইব্রাহীম ইবন দীনার (র) আমাশ (র) থেকে এই সনদে বর্ণিত- তবে তিনি এতে বলেছেন : “যে ব্যক্তি তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া অন্যকে মাওলা বানাবে।”

৩৬৫২. আবু কুরায়ব (র) ইব্রাহীম তায়মী (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আলী ইবন আবু তালিব (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আমাদের কাছে এমন কিছু আছে যা আমরা পাঠ করি, সে নিশ্চিত মিথ্যা বলছে। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় তার (আলীর) তরবারির খাপের মধ্যে একখানি পুস্তিকা ঝুলানো ছিল। এই পুস্তিকায় উটের দাঁতের বিবরণ এবং যখমের দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) সম্পর্কে বিধান ছিল। এতে আরও উল্লেখ ছিল যে, নবী ﷺ বলেছেন : মদীনার ‘আয়র’ থেকে ‘সাওর’ পর্বত পর্যন্ত এলাকা হারাম (সংরক্ষিত স্থান)। যে ব্যক্তি এই এলাকায় বিদ্‘আত করবে অথবা কোন বিদ্‘আতীকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোন ফরয কিংবা নফল কবুল করবেন না। সকল মুসলমানের যিহ্মা অভিন্ন।^১ একজন আদনা (সাধারণ) মুসলমানও তা প্রদান করতে পারবে। যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করবে অথবা যে কোন দাস তার মুনিবকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মুনিব বানাবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোন ফরয কিংবা নফল (ইবাদত) কবুল করবেন না।

৩৬৫২. আবু কুরায়ব (র) ইব্রাহীম তায়মী (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আলী ইবন আবু তালিব (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আমাদের কাছে এমন কিছু আছে যা আমরা পাঠ করি, সে নিশ্চিত মিথ্যা বলছে। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় তার (আলীর) তরবারির খাপের মধ্যে একখানি পুস্তিকা ঝুলানো ছিল। এই পুস্তিকায় উটের দাঁতের বিবরণ এবং যখমের দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) সম্পর্কে বিধান ছিল। এতে আরও উল্লেখ ছিল যে, নবী ﷺ বলেছেন : মদীনার ‘আয়র’ থেকে ‘সাওর’ পর্বত পর্যন্ত এলাকা হারাম (সংরক্ষিত স্থান)। যে ব্যক্তি এই এলাকায় বিদ্‘আত করবে অথবা কোন বিদ্‘আতীকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোন ফরয কিংবা নফল কবুল করবেন না। সকল মুসলমানের যিহ্মা অভিন্ন।^১ একজন আদনা (সাধারণ) মুসলমানও তা প্রদান করতে পারবে। যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করবে অথবা যে কোন দাস তার মুনিবকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মুনিব বানাবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমগ্র মানব জাতির লা'নত বর্ষিত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার কোন ফরয কিংবা নফল (ইবাদত) কবুল করবেন না।

১. যিহ্মা : অমুসলিম ব্যক্তিকে নিরাপত্তা প্রদান বা নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষমতা।

৪- بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

৪. পরিচ্ছেদ : দাসমুক্তির ফযীলত

৩৬০২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ أَرْبٍ مِنْهَا أَرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ -

৩৬০৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনাযী (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করে দিবে, আল্লাহ তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

৩৬০৪- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ -

৩৬০৪. দাউদ ইবন রুশায়দ (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করে দিবে, আল্লাহ তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন-এমন কি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার লজ্জা স্থানও।

৩৬০৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ -

৩৬০৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার দাস মুক্ত করবে আল্লাহ তার (শরীরের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (শরীরের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন- এমনকি তিনি তার (মুক্তদাসের) গুপ্তস্থানের পরিবর্তে তার (মুক্তকারীর) গুপ্তস্থানও রক্ষা করবেন।

৩৬০৬- وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَأَقْدُ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ

عَضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لَعَلِّي بَنَ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ -

৩৬৫৬. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) হযরত 'আলী ইব্ন হুসায়ন (র)-এর সহচর সাঈদ ইবন মারজানা (র) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম অপর কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করলে আল্লাহ তার (মুক্ত দাসের) প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (মুক্তিদাতার) প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। সাঈদ ইবন মারজানা (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস শোনার পর আলী ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে হাদীসখানি উপস্থাপন করলাম। তখনই তিনি তাঁর একটি গোলাম (ক্রীতদাস) মুক্ত করে দিলেন যার মূল্য হিসেবে ইবন জাফর তাকে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

৫- بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

৫. পরিচ্ছেদ : পিতাকে মুক্ত করার ফযীলত

৩৬৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَفِي رَوَايَةٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَدٌ وَالِدُهُ -

৩৬৫৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন সন্তান তার পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, সে যদি তার পিতাকে ক্রীতদাস হিসেবে দেখতে পায় এবং তখনই তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয় (তাহলে ভিন্ন কথা)।

ইবন আবু শায়বা (রা)-এর বর্ণনায় আছে ولد والده 'সন্তান তার পিতার'।

৩৬৫৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا وَلَدٌ وَالِدُهُ -

৩৬৫৮. আবু কুরায়ব, ইবন নুমায়র ও আমরুন নাকিদ (র) সুহায়ল (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তারা তাদের বর্ণনায় বলেছেন ولد والده 'সন্তান তার পিতার'।

ইফা-২০০৯-২০১০/অস/উ-৩২৫০